শ্রীগোবিন্দ নামামৃত।

ভক্তজন-কিঙ্কর

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান,

"শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী" কার্য্যালয়,

আনন্দাশ্রম,

আলাটী, পোঃ, জেলা হুগলী।

কলিকাতা ;

প্রথম ১৪ ফর্ম্মা, ১০৪ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, "হরি-প্রেসে" এবং অবশিষ্ট

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য—১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

"আনন্দ-লীলারস-বিগ্রহায়
হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম-রস প্রদায়
চৈতন্য-চন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥"

"নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥"

ভূমিকা



শ্রীভগবানের নামই কলিযুগের ধর্ম্ম। পতিতপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা বিদূরিত করিবার জন্য এই শ্রীনামের অমিয়-লহরী জগতে প্রবাহিত করিয়া উপাসনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই যুগধর্ম্ম যুগাবতার দ্বারা জগতে প্রবর্ত্তিত হইতেও পারিত; কিন্তু শ্রীগোলোক-ভাণ্ডারের সার-রত্ন যাহা এতদিন অনর্পিত ভাবে সযত্নে লুক্কায়িত ছিল, সেই উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী প্রেমভক্তি বিতরণ যুগাবতারের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া করুণাময় শ্রীভগবান স্বয়ংই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সুমধুর নামরস-মণ্ডিত প্রেমভক্তি অকাতরে আচণ্ডাল সর্ব্বজীবের জন্য বিতরণ করিয়াছেন। আহা! এহেন দীন-দয়াল শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ণ-ভগবত্তায় যাহার অবিশ্বাস, তাহাকে পাষণ্ড ভিন্ন, আর কি বলিব? করুণার ঠাকুর অপার্থিব করুণা-ধারা বর্ষণে এখনও বিরত নহেন—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌররায়।
মাঝে মাঝে ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

শ্রীভগবানের সকল নামই প্রেমভক্তির উদ্দীপক হইলেও শ্রীগোবিন্দ নামে যেমন প্রেমভক্তির উজ্জ্বল মধুরী পরিস্ফুট, অন্য নামে বুঝি তেমন নাই। তাই শ্রীগোবিন্দ নামের মনোমদ মধুর-তরঙ্গ এক্ষণে আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই তরঙ্গায়িত। এই ভুবনোন্মাদী শ্রীনাম-মাধুর্য্য, শ্রীযুগল-প্রেম মাধুর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রেম-রসার্ণবে এক অপূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করিয়াছে। ইহা ভাবুক ভক্তের পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দের উদয় করে। এই ভক্তের ভাব্য—রসিকের আস্বাদ্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নামের মাধুর্য্য ভাষায় অবর্ণনীয়—ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভবের সামগ্রী। তথাপি দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেরণায় ও ভক্তজনের আশীর্ব্বাদে আমি নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও এই শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-বর্ণনে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি; কিন্তু ইহার কণিকার মাধুর্য্যাভাস বর্ণনেও কৃতকার্য্য হইয়াছি কিনা সন্দেহ। সুতরাং এই গ্রন্থ উন্মাদের প্রলাপ-গান হইলেও এবং ভাব ও ভাষার তাদৃশ পারিপাট্য

না থাকিলেও বিষয়গুণে ইহা ভক্তগণের যে অপাঠ্য হইবে না, তাহা ভরসা করিতে পারি। মধুকর যেমন বন্য কুসুম-রাজি হইতেও মকরন্দ সংগ্রহ করে—এবং কলহংস যেমন দুগ্ধাম্বু-মিশ্র হইতে কেবল দুগ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে, আশা করি, সেইরূপ ভক্তি-প্রাণ পাঠকগণ এই গ্রন্থ হইতে কেবল সারাংশটুকু গ্রহণ করিয়া এ অনুগত কৃপার্থী জনকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদ, গোবরহাটী নিবাসী "শ্রীগৌড়ভূমি"—সম্পাদক পরম ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ, ঢাকা ভাগ্যকুল নিবাসী "শ্রীনিত্যানন্দ চরিতাদি" গ্রন্থ প্রণেতা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর, বাঁকুড়া, সোণামুখী নিবাসী "কানন" "রাঙ্গা পা দুখানি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেঁ এবং মেদিনীপুর, এক্তারপুর ভূষণ ভ্রাতৃ-জীবন শ্রীমান ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া প্রভৃতি ভক্ত মহাত্মগণ যদি মহতী কৃপা, উৎসাহিতা ও আনুকূল্য প্রদান না করিতেন তাহা হইলে আমি এ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতাম না। এই অসামান্য অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের পূর্ণ প্রীতি-ভক্তির সহিত আজীবন চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথমাংশ যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের তাদৃশ রুচিজনক ও চিত্তাকর্ষক না হওয়ায় তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে অনেক বিষয়ে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কার্য্যের ক্ষিপ্রতা ও প্রুফ্ সংশোধনের অসাবধানতাদি প্রযুক্ত গ্রন্থের মধ্যে বহুতর ভ্রম প্রমাদাদি দোষ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া এ অনুগত জনকে চরিতার্থ করিবেন। ভক্তজনের কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ পাইলে আগামী সংস্করণে গ্রন্থের বিশুদ্ধি রক্ষায় সাধ্যমত যত্নপর হইব। ইতি।

পশ্চিম্ পাড়া,
আলাটী পোঃ, হুগলী।
ফাল্গুন, ১৩১৪।

শ্রীবৈষ্ণব-পদরেণু-ভিখারী
শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী

শ্রীগোবিন্দনামামৃত।

শুদ্ধিপত্র।

মুদ্রাকরগণের দোষে গ্রন্থ মধ্যে বহু সাংঘাতিক ভুল আছে। কৃপাময় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভুল সংশোধন করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। নিম্নে কয়েকটি ভ্রমসংশোধন প্রদর্শিত হইল।

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
লাভ	/০।	১১	লাভে	——	১২।	১৫	চরিতামৃতের
ব্যাপদেশে	”।	১৯	ব্যপদেশে	উদ্ধৃত কবিতা ৪ ছত্র ফুটনোটে হইবে।			
বহিম্মুখতা	”।	২২	বহির্ম্মুখতা	সাধারণে	১৫।	১	সাবরণে
প্রয়োজনী	”।	২৫	প্রয়োজনীয়	তন্তাবাচ্য	১৫।	২৮	তন্ত্রারাঢ্য
সৌকার্য্যে	৶০।	৪	সৌকর্য্যে	সিদ্ধৌ	”।	”	সিদ্ধৌ
পূজনীম	”।	১৫	পূজনীয়	স্বরূপ	১৭।	১৫	গর্ভরূপ
ঈশব্রতারকান্	১।	৫	ঈশাবতারকান্	ধনুষ্য	২১।	১৭	মনুষ্য
গুরূন্			গুরূন্	জীব	২২।	৭	বীজ
গুরূদ্বয়	”।	১৩	গুরুদ্বয়	শৃণ্যাং	২৩।	১	শৃণ্যাং
চিদদংশে	৪।	২	চিদংশে	রত্তমা	”।	১	
গুঢ়	”।	১৮	গূঢ়	প্রণিধাম	”।	১৪	প্রণিধান
প্রকাশাচ্ছ	”।	২০	প্রকাশাচ্চ	কিম্বা বিড়ম্বি	২৭।	২৯	বিম্ববিড়ম্বি
শ্রীগধাধরাদি	৫।	৫	শ্রীগদাধরাদি	নগন্থতে	/২৯।	২	নিগদ্যন্তে
ব্রহ্মাদিগের দুর্লভ	৬।	৯	ব্রহ্মাদি দেবদুর্লভ	মুবলাদ্যের	”।	১২	সুবলাদ্যের
পূজে	।	১৫	ভজে তাঁরে	সুখবহ	৩১।	১২	সুখাবহ
নিগুঢ়	৮।	২৮	নিগূঢ়	ব্রজে প্রেম	৩৪।	১৯	ব্রজপ্রেম
আমাদের	৯।	১২	তোমাদের	অণুকণ প্রপ্ত	৬৩।	১	অণুকণাপ্রাপ্ত
ঐ	”।	১৬	ঐ				
দ্বাদ্বে	১১।	৮	দ্বারে				
পুষ্পবন্টৌ	”।	১৭	পুষ্পবন্তৌ	অমিয়কণা			
চিত্রে	”।	”	চিত্রৌ	আশ্রম	২।	২৭	আশ্রয়।
তমোনুদে	”।	”	তমোনুদৌ	গোপী	১২।	২৫	রাধা।
বস	”।	১৯	বশ				

——

সমালোচনা।

শ্রীগৌড়ভূমি।—ত্রৈমাসিকী শ্রীপত্রিকা, মুরশিদাবাদ, গোকর্ণ, গোবরহাটি হইতে, সংগৃহীত নানাশাস্ত্র প্রমাণসিদ্ধ ও তদনুকূল বর্ত্তমানবিজ্ঞানযুগোপযোগী দার্শনিক প্রত্যক্ষ যুক্তিপ্রমাণনিষ্পাদিত শ্রীগৌরবস্তুতত্ত্বভজন-তত্ত্বপ্রেমতত্ত্বপূর্ণ নূতন আদর্শ উদ্দীপক তপ্তমধুর বৈষ্ণবগ্রন্থ "শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়" এর মহাপ্রাণ খ্যাতনামা সুলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত। বার্ষিকী ভিক্ষা সডাক ॥৵০ আনা। ১ম বর্ষের প্রকাশিত সম্পূর্ণ বিদগ্ধ-গোপাল-লীলামৃত প্রভুপাদ শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিত বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণে সুললিত তরঙ্গিত অমিয়বঙ্গভাষায় বিস্তারিত লিখিত। নববর্ষের জন্য ললিতগোপাললীলামৃত সোপহার নির্দ্ধারিত। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিগূঢ়লীলামৃত নামামৃত প্রেমামৃতাদি অমৃতমাত্রের নিদান। সেই অমৃতকাথ মোদের প্রিয় ভক্ত কবি রামপ্রসন্ন নিজ ভাবকর্পূর ও কবিত্ব রসযোগে সুগন্ধি ও তরল করতঃ শ্রীগৌড়ভূমি গ্রন্থাবলী রূপ পানপাত্রে ঢালিয়া বিতরণ করিতেছেন, সুতরাং উহা পরমাস্বাদনীয় সামগ্রী। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংস্কারক সম্প্রদায়ের ইনি একজন প্রধান গুণনায়ক, বৈধী ও রাগ-মার্গীয় ভজনপদ্ধতির প্রচারব্রতে ইনি অনেক পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিতে-ছেন। ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ বহুমূল্যস্থলে অল্পমূল্যে প্রাপ্য উক্ত গ্রন্থাবলীর রসাস্বাদ করিয়া এবং সামান্য বার্ষিকী ভিক্ষা দিয়া এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মপরায়ণ গৌর-প্রাণ মহাত্মাকে উৎসাহিত ও বলীয়ান্ করিবেন এবং আঢ্য ভক্তগণ পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহার দ্বারা অনাদি ভাগবত ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি করাইয়া লইবেন একান্ত আশা। যে দেশে গুণের সমালোচনা ও পুরস্কার নাই, সে দেশে লক্ষ্মীও থাকে না, সরস্বতীও থাকে না। কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীহর বসু
ভাগ্যকুল, ঢাকা।

ভক্তিগত প্রাণ রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর মহোদয়কৃত শ্রীগৌড়ভূমির উল্লিখিত সমালোচনার প্রত্যেক অক্ষরেই আমাদের অভিপ্রায় অনতিরঞ্জিতভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ২য়, বর্ষে শ্রীবিদগ্ধ গোপাল লীলামৃত—সেই প্রেমরস পিপাসু ভক্তের "অমৃতভাণ্ড" সম্পূর্ণ হইয়াছে। ৩য়, বর্ষে বা নববর্ষে শ্রীগৌর ভাবনামৃত ও শ্রীললিতগোপাল লীলামৃত এই সুধা-মধুর উপাদেয় গ্রন্থ দ্বয় ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। শ্রীগৌরভাবনামৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুমধুর

লীলাতত্ত্বাদি রাগভক্তির গভীর অনুশীলনের সহিত সরল পয়ারচ্ছন্দে প্রাচীন ভাষায় লিখিত। "শ্রীললিত গোপাল লীলামৃত" শ্রীপাদরূপ গোস্বামী প্রণীত ললিত মাধব নাটকের মর্ম্মাবলম্বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ-বিলাস প্রেমমদিরাময়ী ভাষায় গ্রন্থিত। পাঠে অতৃপ্ত লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ধর্ম্মপ্রাণ প্রত্যেক ব্যক্তির এই লীলামৃত পান করা কর্ত্তব্য। শ্রীগৌড়ভূমি ও শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী লীলাতত্ত্বে ও সাধনতত্ত্বে পরস্পর সখীরূপা। অতএব আমার কৃপাময় গ্রাহকবৃন্দ শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনীর নামামৃতের সহিত শ্রীগৌড়ভূমির লীলামৃত একত্র মিশাইয়া পান করিলে প্রেমানন্দ লাভে ধন্য হইবেন। ভক্তপ্রবর রামপ্রসন্ন বাবুর এই মহৎ কার্য্যে বৈষ্ণবমাত্রেই সাধ্যমত সাহায্য করিয়া শ্রীগৌড়ভূমির বহু প্রচারে যত্নপর হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী সম্পাদক।

নিবেদন—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাময়িক পত্র। কলিকাতা, ৭নং এজরাষ্ট্রীট্ হইতে আর, পি, দত্ত এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ টাকা। এই বহুলপ্রচারিত সর্ব্ব-জন পরিচিত বৈষ্ণব পত্র খানি আমরা যথানিয়মে পাইতেছি। সুখপাঠ্য সুন্দর প্রবন্ধমালায় ও সুললিত পদ-কমলে অলঙ্কৃত। এই বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম মুখ-পত্রে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের আরও গভীর অনুশীলন দেখিতে পাইলে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইব।

পল্লীবাসী—সাপ্তাহিক বৈষ্ণব পত্র। বর্দ্ধমান, কালনা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা। বর্দ্ধমান জেলার মুখপত্র পল্লীবাসী, রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি নানা নীতি-কথায় ব্যাপৃত থাকিলেও উহার অভ্যন্তরে ভক্তির ফল্গু-প্রবাহ ধীরে ধীরে প্রবাহিত। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় এই বৈষ্ণব পত্র খানি আমাদিগকে যথারীতি পাঠাইতেছেন, এজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

অবসর—মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুলভ সাহিত্যপ্রচারই অবসরের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পাদকের প্রবন্ধ নির্ব্বাচনগুণে অবসরমত "অবসর" পাঠে তৃপ্তি লাভ করা যায়। অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের সারগর্ভ সুমধুর লেখা ইহাতে প্রকাশিত হয়। ২য়, বর্ষে, অবসর কি লেখায় কি ছাপায় সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তবে ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ গুলির আরও দীর্ঘ-প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। আমরা বার্ষিক ৸০ আনা মাত্র

মূল্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী উপহার সহ এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিকপত্রের বহুল প্রচার ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কানন—ধর্ম্ম ও নীতিমূলক গদ্য প্রবন্ধ পুস্তক। ভক্ত-প্রিয় ভাবুক লেখক শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে প্রণীত। মূল্য সমর্থ পক্ষে ॥০ আনা অসমর্থ পক্ষে ।৶০। "শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনীর" ভক্ত গ্রাহকগণ, "সোনামুখী গরিব ভাণ্ডার" পোঃ সোনা-মুখী, বাঁকুড়া"—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পত্র লিখিলে ৵১০ আনা মাত্র মূল্যে এক এক খানি কানন পাইবেন। কানন খানি ১৬টি সারগর্ভ সুন্দর প্রবন্ধে সাজান। ভাষার সরসতায়, ভাবের মধুরতায় এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির অভিনব মিশ্রণে প্রবন্ধগুলি সর্ব্বজন চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য। বিশেষতঃ জড় প্রকৃতির সহিত মানবীয় ভাবের সম্বন্ধ বিচার করিয়া রসিক বাবু স্বীয় হৃদয়-নিহিত ভক্তির ও ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আমরা পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। আশা করি, এই ক্ষুদ্র নৈতিক গ্রন্থখানি বঙ্গের গৃহে গৃহে অধীত হইবে। উদার-হৃদয় রসিক বাবু এই গ্রন্থের সমগ্র আয়, দীন হীন অন্ধ খঞ্জের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত "সোণামুখী গরিব ভাণ্ডারে" নিঃস্বার্থ ভাবে উৎসর্গ করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। অতএব এই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত কাননের গ্রাহক হইলে যে প্রকৃতই পুণ্যলাভ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অবধূত নিত্যানন্দ ও হৃদশ্রু।—"লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈষ্ণব সাহিত্যিক প্রেমিক ভক্ত শ্রীযুক্ত কালীহর বসু প্রণীত। এই উভয় গ্রন্থের মূল্য যথাক্রমে ৵০ আনা ও ।০ আনা। ঢাকা, গোয়াকুল, "ভক্তি লাইব্রেরীতে" প্রাপ্তব্য। আমরা ইতঃপূর্ব্বে কালীহর বাবুর "শ্রীচৈতন্যচরিত" ও "পদামৃত" পাঠে যেরূপ পরমাপ্যায়িত হইয়াছিলাম, এই গ্রন্থখানি পাঠেও ততোধিক আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থকার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মধুর লীলামৃত, ভক্তিতত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত ও ভাবের উচ্ছ্বাসের সহিত ঘনীভূত করিয়া, সুললিত প্রাঞ্জলভাষায় এই গ্রন্থাধারে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার যে অস্ফুটতা তাহা লেখকের প্রেমোদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়। প্রেমপ্রয়াসী ভক্তবৃন্দ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ পদে ভক্তি লাভ করিতে বাসনা করেন, "অবধূত নিত্যানন্দ" সাদরে কণ্ঠে ধারণ করুন—প্রভূত প্রেমানন্দ লাভে উপকৃত হইবেন। "হৃদশ্রু" পাঠেও বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলাম।

দৈন্য নিবেদন

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় বৈষ্ণব সমাজের অস্তমিত গৌরব-রবি পুনরায় যেমন ধীরে ধীরে গৌড়োদয়ে প্রকাশিত হইতেছে, তেমনি মহাপ্রাজ্ঞ গোস্বামী প্রভুগণের সম্যগধিগম্য মহান্ ভাব-মণ্ডিত ভক্তিগ্রন্থ সকল এবং আধুনিক সুপণ্ডিত উত্তমাধিকারী ভক্তগণ লিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহও প্রকাশিত হইয়া বৈষ্ণব সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৃহদ্‌গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া তাহা হইতে বৈষ্ণবের একান্ত জ্ঞাতব্য সারসিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। ইহার জন্য অনেকেই নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। আবার আধুনিক নবীন ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন পদ্য-রচিত গ্রন্থাদি পাঠে বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই সকল অভাব ও অসুবিধা মোচনের জন্য, আমি নীচাধম অকিঞ্চন হইলেও শ্রীপাদ বৈষ্ণব প্রভুগণের কৃপাকণালাভ উৎসাহিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ সরলভাবে প্রমাণ প্রয়োগ সহ এই শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। উদ্ধৃত শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা এবং দুর্ব্বোধ্য পয়ারাদির বিশদ আলোচনা ও তাৎপর্য্যার্থ ইহাতে সুখপাঠ্য ভাষায় নিবদ্ধ করায় সকলের পক্ষেই সুবোধগম্য হইয়াছে। ইহাতে স্ব-কপোলকল্পিত ও ভক্তিবিরোধি কোন কথাই লিখিত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বেদস্বরূপ ভক্তি তত্ত্বের মহানিধি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকে মূল অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে অন্যান্য বিবিধ ভক্তিগ্রন্থের ভাবাবলির অবতারণা করিয়াছি। ফলতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ নামের মাহাত্ম্য বর্ণনার ব্যাপদেশে ভক্তের শ্রীভগবদাভিমুখ্য হইতে সিদ্ধদশা পর্য্যন্ত যে সকল সংশিক্ষা ও উপদেশাদি নিত্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তদানুষঙ্গিক সকল কথাই সরল ও সংক্ষেপভাবে এই গ্রন্থে সঙ্কলিত করিয়াছি মধ্যে মধ্যে পাষণ্ডী জীবের ভক্তি বহির্ম্মুখতা ও মোহান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য বিবিধ তত্ত্বোপদেশ সহ শ্রীরাধাগোবিন্দ নামের যে "আঁখর-মালা" সংযোজিত করিয়া দিয়াছি, তাহা শ্রীহরিনাম গায়ক ও কীর্ত্তনিয়াগণের বিশেষ আনন্দদায়ক ও প্রয়োজনী হইবে। কীর্ত্তনীয় পদাদির সহিত ভাব সামঞ্জস্য রাখিয়া এই সকল

আঁখর (পদাদির মূল ভাবের অনুরূপ অপর পদ বা বাক্য যোজনাকে আঁখর কহে) সঙ্গতমত যোজনা করিলে পদের মধুরতা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। এই সকল আঁখরের পয়ারাদির ন্যায় অন্তে মিল থাকায় পাঠকের পঠন-সৌকার্য্যে ব্যাঘাত হইবে না।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণকৃপায় মাদৃশ অধমের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই গ্রন্থে যাহা বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। পূর্ব্বাচার্য্য প্রভু পাদগণের শ্রীগ্রন্থ সমূহ হইতে ভাব-কুসুম-নিচয় সংগ্রহ করিয়া, আমি মালাকার, এই অকিঞ্চিৎকর মালাটী গাঁথিয়া বৈষ্ণবজনের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিলাম। ভক্তজন এই সামান্য উপহারে কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিলে কৃতার্থ হইব এবং এই গ্রন্থ পাঠে যদি একজন বহির্ম্মুখের প্রাণেও ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া ধন্য ও সুখী হইব।

গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচারে কোনরূপ সৌষ্ঠবের ত্রুটি অথবা কোন ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ লক্ষিত হইলে, পাঠক মহোদয়গণ কৃপা করিয়া তাহার প্রতিকার ও সমীমাংসাসহ এ অধীনকে জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সার্ব্বভৌম, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রুফ-সংশোধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলাটী স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ী নন্দী প্রভৃতি মহোদয়গণ যথেষ্ট সাহায্য করায় তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। বৈষ্ণবজনের শ্রীচরণ কৃপা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। ইতি

আশ্রিত

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীগোবিন্দনামামৃত।

প্রথম খণ্ড।

——০:০:——

প্রথম প্রবাহ।

মঙ্গলাচরণ।

বন্দে গুরুনীশভক্তা নীশমীশবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সজ্ঞকম্॥

অত্র আদৌ গুরূন্ বন্দে (এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে সর্ব্বাগ্রে কলিযুগ-পাবনাবতার জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ শ্রীগুরুবর্গকে বন্দনা করি। পারমার্থিক শাস্ত্রে শ্রীগুরু ত্রিবিধ কথিত আছেন,—শ্রবণ গুরু, ভজন-শিক্ষা গুরু ও দীক্ষাগুরু। বর্ত্ম-প্রদর্শক বা শ্রবণগুরু এবং শিক্ষাগুরু প্রায়শঃ একই ব্যক্তি হন; এইজন্য পরমারাধ্য কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে "গুরুদ্বয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার প্রকাশ।"

অতএব আমি,—পতিতাধম, একনিষ্ঠ হইয়া গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত সেই সর্ব্বত্র কল্যাণকারী, মোক্ষদাতা মদীয় আরাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি।

ততঃ ঈশভক্তান্ ঈশস্য শ্রীগোবিন্দস্য ভক্তান্ সেবকান্ বন্দে (অতঃপর সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীগোবিন্দের ভক্তবৃন্দকে বন্দনা করি। ভক্ত ঈশ্বর-প্রেমিক, যিনি শ্রীভগবানকে প্রিয়তম জ্ঞানে হৃদয়ে রাখেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে শ্রীভগবানের মহিমা ও সত্বা উপলব্ধি করিয়া আত্মহারা হন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত—প্রেমময়ের দাস।

"সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধুগণ আর॥"

শ্রীভগবানের নিত্য-সেবক বিশুদ্ধ সত্ত্বতনুগণকে পারিষদভক্ত কহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ নিত্যসিদ্ধ কেহবা কৃপা-সিদ্ধ। সাধুগণই সাধন-সিদ্ধ অর্থাৎ

তাঁহারা সাধনবলে সিদ্ধিরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি লাভ করিয়াছেন। এই সাধুভক্তগণ আবার অধিকারী ভেদে উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। অতএব ব্রজ—মথুরা—দ্বারকা—গোলোক—শ্বেতদ্বীপ—গোকুল এই ষড়ধাম-স্থিত ও আশ্রিত অখিল ভক্তবৃন্দের পদারবিন্দে কোটী কোটী নমস্কার করি।)

ততঃ ঈশস্য শ্রীগোবিন্দস্য অবতারকান্ বন্দে (অনন্তর শ্রীগোবিন্দের অবতারগণকে বন্দনা করি। ভগবান শ্রীগোবিন্দ হইতে যাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে সেই অবতার ত্রিবিধ। যথা,—

"ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ গুণ আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥"

আবার অংশাবতার দ্বিবিধ,—পুরুষাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার যথা,—

"বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।"

অর্থাৎ কারণশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। যিনি সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর তিনি কারণাব্ধিশায়ী বিরাট পুরুষ। ইহার অপর নাম হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি-জীব। এই হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষের নাম ক্ষীরোদশায়ী।

লীলাবতার; যথা,—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মঃবরাহাশ্চ নৃসিংহ র্বামনস্তথা।
শ্রীরামঃ রামঃ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশস্মৃতাঃ॥"

গুণাবতার সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণ বিশিষ্ট দেবাদি। যথা,—

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন গুণাবতারে গণি।"

শক্ত্যাবেশ অবতার অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের শক্তি সঞ্চারিত হয়; যথা—"সনকাদি পৃথু ব্যাস মুণি।" এই সকল অবতারের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কেহ কেহ বা কলা। যথা—

"এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং।"

অতএব শ্রীগোবিন্দের সহিত অপৃথক্ এই সকল অবতারগণকে বন্দনা করি। অথবা "অবতারক" শব্দে—যাঁহারা শ্রীগোবিন্দকে অবতীর্ণ বা প্রকাশ

করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বুঝায়। অতএব ব্রজস্থ শ্রীনন্দ, যশোদা ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এবং শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীশচী পুরন্দর ও অদ্বৈতাদিকে বন্দনা করি।

ততঃ তৎ তস্য শ্রীগোবিন্দস্য প্রকাশান্ বন্দে (অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সমূহকে বন্দনা করি। শ্রীভগবানের প্রকাশ অর্থাৎ দ্বিতীয়-স্বরূপগণ দ্বিবিধ প্রকাশরূপ ও বিলাসরূপ। প্রকাশরূপ, যথা—

"একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারও ভেদ নাই একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥"

শ্রীকৃষ্ণ একাকী ষোড়শ সহস্র রমণীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া একই দেহে এক সময়ে যুগপৎ প্রত্যেক মহিষীর গৃহে বিহার করেন; ইহা অতীব বিস্ময়ের কথা। এইরূপ চিন্তাকুলিত-হৃদয় দেবর্ষি নারদ ঔৎসুক্য সহকারে দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের এই অমানুষী লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আবার শারদ জ্যোৎস্না-ফুল্লা রজনীতে রাসোৎসব আরম্ভ হইলে যখন ব্রজসুন্দরীরা মণ্ডলাকারে সংস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের দুই দুইজনের মধ্যভাগে শ্রীগোবিন্দ প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বে উভয় গোপিকার কণ্ঠালিঙ্গন করিলে গোপিকারা প্রত্যেকেই এরূপ বোধ করিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটস্থ হইয়া আমাকেই আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই একইরূপ অভিন্নাকার বহুপ্রকাশের নামই শ্রীভগবানের মুখ্য-প্রকাশ। আবার

"একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম!"

বিভিন্নাকার ও বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট বহুমূর্ত্তি প্রকাশের নামই বিলাস এই বিলাসরূপ দ্বিবিধ। বিলাস বৈভব ও স্বাংশ বিলাস। বিলাস বৈভব স্বয়ং ভগবানের বিলাস নারায়ণ এবং নারায়ণের বিলাস যথা বাসুদেব। স্বাংশ বিলাস—ভগবান শ্রীগোবিন্দের অংশ বিলাস, বলরাম এবং বলরামের বিলাস যথা সঙ্কর্ষণ। এই সকল প্রকাশও শ্রীভগবানের সহিত অপৃথক; আমি নীচাধম সেই প্রকাশ-সমূহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

ততঃ তৎ তস্য শ্রীগোবিন্দস্য শক্তীঃ বন্দে (অনন্তর শ্রীগোবিন্দের শক্তি-গণকে বন্দনা করি। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ,—ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি, মায়াশক্তি ও চিৎশক্তি বা পরাশক্তি। ইহাঁরা আবার তটস্থা, বহিরঙ্গাও

অন্তরঙ্গা নামেও অভিহিতা হইয়া থাকেন। অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিও আবার তিন অংশে বিভক্তা। সদংশে সন্ধিনী চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। শ্রীভগবান যে শক্তিযোগে সমুদয় দেশ-কাল-পাত্রের সহিত সংযুক্ত তাহাকে সন্ধিনী, যে শক্তি যোগে জগতের সমস্ত ব্যাপার পরিজ্ঞাত তাহাকে সম্বিৎ এবং যে শক্তি যোগে আনন্দ অনুভব করেন তাহাকে হ্লাদিনী কহে। এই হ্লাদিনী শক্তিই গোপী। শ্রীরাধা সেই গোপিকাকুলের শিরোমণি।

ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তি অর্থাৎ নর, নাগ পাতালাদি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী জীব। অবিদ্যা বা মায়াশক্তি মোহিনী' ভবানী ইত্যাদি।

পরাশক্তি, যথা—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও কান্তাগণ। লক্ষ্মীগণ গোলোক বৈকুণ্ঠাদি স্থিতা। মহিষীগণ মথুরা, শ্বেতদ্বীপ ও দ্বারকাদি ধামবাসিনী এবং কান্তাগণ ব্রজধামে গোপ-ললনাবৃন্দ। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপা অভেদাত্মিকা এই সকল শক্তিগণকে সভক্তি অন্তরে বন্দনা করি।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকং ঈশং বন্দে, (অনন্তর যিনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একত্ব-প্রাপ্ত অনুবাদরূপে কলিকালে জগজ্জনের অন্তঃকুহরে ভক্তিসূর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিহিত ঈশ অর্থাৎ সর্ব্বৈশর্য্য ও সর্ব্বমাধুর্য্য-পূর্ণ শ্রীভগবানকে বর্ণনা করি। কলিপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কেন হইল? এ নামের অভ্যন্তরে একটী গুঢ় রহস্য নিহিত আছে। যথা,—

পূর্ণানন্দময়ঃ কৃষ্ণঃ রাধা চৈতন্যরূপিনী।
দ্বয়োরেকঃ প্রকাশাচ্ছ কৃষ্ণচৈতন্য রুচ্যতে॥

পূর্ণানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য রূপিনী অর্থাৎ চিৎশক্তিরূপিনী শ্রীরাধা এতদুভয়ের অভেদাত্মক পরিপূর্ণতম স্বয়ংরূপ প্রকাশের নামই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীগৌরাঙ্গ, পরমানন্দ-স্বরূপ তুরীয় আত্মা ও চৈতন্যশক্তি বা তুরীয়াশক্তির মিলিত দেহ অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি অভেদ তত্ত্ব। বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি যুগাবতার ইহাঁর আশ্রয়ীভূত, কারণ গুণাশ্রয় না করিলে নির্গুণ নিত্য-বিগ্রহ প্রাকৃত জীবের প্রত্যক্ষ হয়েন না। ভক্তের জীবন কিরূপ হওয়া চাই—কিরূপ হইলে ভক্ত হওয়া যায়, তিনি কলির মূঢ়জীবকে তাহাই দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি মূঢ়মতি—সেই যুগধর্ম্মপালক ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীচরণকমলে কোটীকোটী নমস্কার করি। অতএব ঈশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরম-

তত্ত্বকে, দীক্ষা-শিক্ষাভেদে শ্রীগুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, শ্রীঅদ্বৈত্যাদি ঈশাবতারগণকে শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রকাশগণকে এবং শ্রীগদাধরাদি ঈশ শক্তি-গণকে আমি ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে বন্দনা করি।

এই গ্রন্থে ভজনাভাস সহ মঙ্গল-নিদান শ্রীরাধাগোবিন্দ-নামে মহিমা ও মধুরতা বর্ণিত আছে। ইহার স্থানে স্থানে অতিগোপ্যসার শিক্ষনীয় তত্ত্ব ও পাঠকের নয়নাগোচর হইবে। অতএব হে ভাবুক পাঠক! হে প্রেমিক ভক্ত! ব্রজভাব গ্রহণ করিয়া এই শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুরাদপি সুমধুর অতি পবিত্র নামগুণলীলামৃত পান করিয়া প্রেমে অমর হউন—দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করুন। যে শ্রীনামের অনন্ত মহিমা, বেদপুরাণাদিতে যাহার সীমা নাই, তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাওয়া মাদৃশ অল্পজ্ঞানী অভক্তের পক্ষে বাচালতা বা বাতুলতা প্রকাশ নহে কি? শ্রীভগবদ্ভাব সমুদ্রে যিনি যতটুকু ডুবিতে পারেন তিনি সেই পরিমাণ রত্ন সংগ্রহ করিবেন, যিনি যে পরিমাণ প্রেমের পবিত্র পথে অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাতে সেই পরিমাণ ভাবের বিকাশ হয়। আমার বুদ্ধির অনুরূপই ত যাহা কিছু বুঝিব ও বলিব? মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মায়ান্ধ মূঢ় জীবের সর্ব্বজন রঞ্জক ভাবার্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কই? সুতরাং উত্তম ভাগবতগণ যে সকল ভাবরত্ন প্রকাশ করিয়াছেন আমি সেই সকল ভাবই যথাবৎ সঙ্কলিত করিয়াছি। এই জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চির-ঋণী রহিলাম। অতএব হে রসিক ভক্ত! ভাবুক পাঠক! হৃদয়ের কথা, হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই অনুভব করুন, আমি অক্ষম।

শ্রীগোবিন্দনামামৃত।

দ্বিতীয় প্রবাহ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥"

এই কলিযুগে সুজ্ঞানীগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সর্ব্বপ্রথমে দীনদয়াল শ্রীগৌর-চন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কেননা, জীবের মলিন দশা দেখিয়া করুণা-হৃদয় শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গোলোকের সারধন শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন জগতে প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুধু তাহা নহে, ব্রহ্মাদিগের দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা অকাতরে বিতরণ করিয়া কলির পতিত জীবকে ধন্য করিয়াছেন, আর নিজে দীনের অধীন কাঙ্গাল সাজিয়া ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া ভক্তের আচরণ কিরূপ শিখাইয়াছেন তখন সর্ব্বাগ্রে সেই জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করা জীবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাই—

"সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে পূজে, সেই ধন্য॥"

শ্রীভগবান যে যে যুগে অবতীর্ণ হন, মনুষ্যগণ সেই যুগানুরূপ নাম মূর্ত্তি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন। অতএব এই কলিযুগানুরূপ শ্রীমূর্ত্তি কি? মনুষ্য কি যজ্ঞে কোন শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন? কলিতে নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিই অর্চ্চনীয়। যথা,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ভা, ১১। ৫। ৩৪।

করভাজন কহিলেন, সুমেধসঃ (বিবেকী অর্থাৎ সুজ্ঞানী সাধুগণ) সংকীর্ত্তন প্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ (শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং (শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদি যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি উপাঙ্গ, শ্রীগদাধর গোবিন্দাদি পার্ষদ এবং যিনি শ্রীহরিনাম ও প্রেমভক্তি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির সহিত

অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং) কৃষ্ণবর্ণং (যিনি শ্রীবদনে কেবল "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করেন বা শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করেন, সেই) ত্বিষাকৃষ্ণং ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং গৌরমিত্যর্থং পীতাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকেই হি নিশ্চিতং যজন্তি নিশ্চয় অর্চ্চনা করেন।

এস ভাই! এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সেই পতিতপাবন নদীয়া বিহারী শ্রীগৌরহরিকে আন্তরিক ভক্তির সহিত আবাহন করি। যজ্ঞেশ্বর না থাকিলে কি যজ্ঞের শোভা হয়? না যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। অতএব এস প্রাণ খুলিয়া হৃদয় গলাইয়া সেই অনাথের বন্ধু শ্রীশচীনন্দনকে তারস্বরে ডাকি!—

এস গৌরচন্দ্র গৌরহরি!
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে এস দয়া করি—
অকিঞ্চন কাঙ্গালে ডাকে—
পাপে তাপে কাতর হ'য়ে—
চরণ তরি দাও হে তাকে—
ভজন সাধন জানে না হে—
ওহে! ও কাঙ্গালের ঠাকুর!
এস সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ মাঝে,
হেরবো তোমায় কেমন সাজে।
তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে—
কলিকাল ভুজগভয় নাশিয়ে—
শচীর দুলাল দীনের দয়াল!
এস তোমায় ডাকে অধম কাঙ্গাল।
গৌরাঙ্গ হে ভক্তি প্রেম কল্পতরু!
তুমি জগতজীবের শিক্ষাগুরু।
তোমায় অধম ডাকে কাতরপ্রাণে—
তারে তার' ত্বরায় আপন গুণে।
ওহে শ্রীচৈতন্য শুনেছি আমি;
কাঙ্গাল ডাকলে আসবে তুমি।
আমি প'ড়ে আছি হে অন্ধকূপে—
আমায় ত্বরাও আসি কোনরূপে।
এস পুলকাকুল কলেবরে—

কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে—
এস রাধার প্রেমে বিবশ হ'য়ে—
প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে লয়ে—
গৌর, তুমি যদি না আসিবে,
বল পতিত উদ্ধার কে করিবে ?
ওহে অকূলে পড়ি ডাকি আকূলে,
এস প্রেমের তুফান ঢেউয়ে তুলে।
ওহে পতিতপাবন দয়ার অবতার!
কৃষ্ণনাম অস্ত্রে পাপীর করিলে সংহার,
অনায়াসে নাশিলে হে ধরার গুরুভার,
জীবের করিলে উদ্ধার।

কৃপানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ অন্যান্য অবতারের ন্যায় শঙ্খচক্র গদাপদ্ম অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দুষ্কৃতিজনের বিনাশসাধন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি এমন মহাস্ত্র ও পরিকর লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, যাহাতে একবিন্দু শোণিতপাত হইল না, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিল না অথচ সমগ্র পাষণ্ডের দল বিদলিত হইল। তাই বলি, শ্রীচৈতন্যাবতার পতিতপাবন দয়ার অবতার। অতএব হে ভাগ্যবান কলির জীব! তুমি ধন্য; আর হে সর্ব্ব ধর্ম্মলোপকারী কলিযুগ তুমিও ধন্য! কেননা, তুমি যদি প্রবল না হইতে, তাহা হইলে আমরা এমন প্রাণভরা,—এমন মধুর—এমন অতল মর্ম্মস্পর্শী নামধর্ম্ম, এমন উন্মাদময়ী প্রেমভক্তি পাইতাম না। পতিত জীবের উদ্ধারসাধন হইত না। তাই—

অবতীর্ণ হ'য়ে হে শ্রীচৈতন্য!
জীবে চেতন দিয়ে করিলে ধন্য।
দূষি' তপ জপ যোগ কর্ম্ম,—
প্রকাশিলে সহজ সাধ্য নামধর্ম্ম।
গৌর, মন মাতান ভক্তি প্রেমরসে—
জগজনে মাতালে হে করুণাবশে।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে শুধু নামধর্ম্ম দিয়াই কি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ? তাহা নহে। তিনি সুরাসুর দুর্ল্লভ মুনিঋষি বাঞ্ছিত শ্রীগোলকের নিত্য নিগূঢ়ধন উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তিসুধা কলির জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্যই অবতীর্ণ। যথা—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু ব শচীনন্দনঃ॥

চিরাৎ অনর্পিত চরীং (যাহা বহুকাল পূর্ব্বেও অর্পিত হয় নাই এমন) উন্নতোজ্জ্বল রসাং (প্রধান দ্বাদশরসের মধ্যে উন্নত ও উজ্জ্বল অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পারকীয় মধুর রসযুক্তা) স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজভজন সম্পত্তিরূপা মঙ্গলময়ী ভক্তিকে) কলৌ সমর্পয়িতুং (যিনি এই কলিযুগে আচণ্ডাল সকলকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত) করুণয়া (কৃপান্বিত হইয়া) অবতীর্ণঃ (আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই) পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ (গলিত সুবর্ণের সুন্দর কান্তিপুঞ্জ অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিমান) শচীনন্দন হরিঃ (শ্রীশচীতনয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) বঃ যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু (আমাদের হৃদয়রূপ গিরিগুহায় সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।)

অথবা "শচীনন্দন হরিঃ গৌরসিংহ যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে সদা স্ফুরতু গর্জ্জতু" অর্থাৎ হরিশব্দে সিংহকে বুঝায়; অতএব সিংহ যেরূপ পর্ব্বতগুহায় গভীর গর্জ্জন করিয়া হস্তী প্রভৃতি পশুযূথকে বিতাড়িত করে সেইরূপ শ্রীগৌরসিংহও আমাদের হৃদয়কন্দরে সমুদিত হইয়া কামাদি রিপু ও কৈতবাদি পাপ পশুগণকে বিদুরিত করুন। আবার "সিংহসাদৃশ্যে বীররসস্য মহত্বমায়াতং।" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে যখন সিংহের সহিত তুলনা করা হইল তখন তাহাতে বীররসের মহত্ব প্রকটিত হইয়াছে। অতএব তিনি বীররসেনাবতীর্ণঃ।" বীররস চারি প্রকার। দয়াবীর, দানবীর, যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীর। প্রথমতঃ শ্রীমহাপ্রভু জগজ্জীবের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ করিয়া অবতীর্ণ, সুতরাং দয়াবীর। দ্বিতীয়তঃ চিরকালের অনর্পিত ও মধুর রসসম্পন্না নিজভক্তি সুমঙ্গল "সমর্পয়িতু" (সম্ সম্পূর্ণং+অপয়িতুং দাতুং) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে দান করিবার জন্য অবতীর্ণ, সুতরাং দানবীর। তৃতীয়তঃ এই কলিকালে ধর্ম্মাদি বিরোধের জন্য যুদ্ধবীর। চতুর্থতঃ অধর্ম্মনির্জ্জিত ধর্ম্মের স্থাপনার নিমিত্তই ধর্ম্মবীর বলিয়া কীর্ত্তিত। অতএব যেখানে যে ভাবেই অবতীর্ণ হউন না কেন, মঙ্গলময় জীবের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। তাই—

জীবের দশা মলিন হেরে
প্রভুর হৃদয় ভাসে নয়ননীরে

প্রভু এম্‌নি দয়াল স্নেহভরা
দীনের * মুছিয়ে দেন অশ্রুধারা—
আর কি জীবের দে ভয় আছে
গৌর অযাচকে প্রেম যাচে।
যে প্রেম ছিলরে বিধির অগোচর
সে প্রেম তুফানে ভাস্‌লো চরাচর।
প্রেমব্যাপারী গৌরহরি পরম দাতারে
যারে তারে রত্ন বিলান চাইনা ক্রেতারে
তপ্ত হেম নিভকান্তি গৌর গুণধাম,
জীবের তরে অকাতরে দিলেন কৃষ্ণনাম।

আহা! ভবভয়হারী শ্রীভগবান বড় করুণ। যিনি যাচিয়া যাচিয়া জীবকে নাম প্রেম দিলেন, যিনি আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য শ্রীগোলকধাম ত্যাগ করিলেন—আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমিলেন. এমন করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গচরণে যাহার অনুরাগ না জন্মিল, শ্রীগৌরাঙ্গ নামে যাহার হৃদয় না গলিল, হায়! তাহার নরকেও বুঝি স্থান নাই!! অতএব আসুন পাঠক! আমরা শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতে চিত্ত ডুবাইয়া করপুটে অকপটে প্রার্থনা করি;—

ওহে ভক্তি প্রেম রস খনি!
নবন্যাসী চূড়ামণি!
ওহে লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদয়!
মম চিত্তগুহায় হওহে উদয়
আশু বিনাশ হে কামকৈতবাদি পশুভয়।
এস, উড়িয়ে প্রেমভক্তির নিশান
বাজায়ে হরিনামের বিষাণ
(যে নামে পাগল সদাই ঈশান)
(যে নামে দ্রবে কঠিন পাষাণ)
ব্রজের মধুর হ'তে মধুর রসে
জগৎ মধুর কর হৃদয়-নদে এসে।

---

* এস্থলে দীন শব্দে সামান্য অর্থের কাঙ্গাল নয়, যাঁহারা পরমার্থের কাঙ্গাল তাঁহাদিগকেই প্রকৃত দীন বলা যায়।

তুমি না তারিলে পরে,
বল জীব তরাতে আর কে পারে ?

যে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র হইতে প্রেমসুধাপ্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া উত্তপ্ত জগৎ স্নিগ্ধ করিয়াছে, যিনি মধুরাদপি মধুর গোবিন্দনাম দিয়া বিশ্ববাসীকে মাতোয়ারা করিয়াছেন তিনিই আবার দীনভাবে ভক্তভাব আচরণ করিয়া নীচাদপি নীচ ভগবদ্ভক্তকেও স্নেহালিঙ্গনদানে করুণার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যথা—

"রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিক্ষাইমু লীলা আচরণ দ্বারে॥"

তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম ও বৈধিভক্তির হীনতা প্রদর্শন করিয়া লীলাচ্ছলে বিশুদ্ধ রাগমার্গের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধন্য কলির জীব! তোমাদের মলিন দশা দেখিয়া শ্রীভগবান কি না করিয়াছেন? আর কি না দিয়াছেন? অথচ আমরা এমনি অকৃতজ্ঞ, মনুষ্যকুলে জন্মিয়াও এমন প্রভুর এমন লীলা মাধুরীর মধুর আস্বাদে বঞ্চিত রহিয়াছি। হায়! আমরা কি পশু অপেক্ষাও অধম নহি! অতএব এস ভাই! আমরা প্রণতি মিনতিপুরঃসর সেই একাত্মক দুটী ভাই শ্রীশ্রীগৌর নিতাই পদ-কমল ভক্তিসহকারে বন্দনা করি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রে শন্দৌ তমোনুদৌ॥

যঃ পূরা কৃষ্ণ অধুনা চৈতন্যঃ নিদ্রিতানাং জীবানাং চেতনস্বরূপঃ স এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ এবং নিত্যং অবিচ্ছিন্নং যস আনন্দং সএব নিত্যানন্দঃ তৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ বন্দে। (যিনি পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে মুরলীবদন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও অধুনা শ্রীচৈতন্য অর্থাৎ নিদ্রিত জীবের চেতনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং যাঁহার নিত্য অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন আনন্দ সেই শ্রীনিত্যানন্দদেবের শ্রীচরণারবিন্দে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করি।) তৌ কিম্ভূতৌ? পুষ্পবন্তৌ "একযোক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর নিশাকরৌ।" ইত্যমরকোষঃ। (তাঁহারা কি প্রকার?—সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ) তৌ কুত্র উদিতৌ? গৌড়োদয়ে সহোদিতৌ (তাঁহারা কোথায় উদিত?—গৌরদেশরূপ পূর্ব্বশৈলে এক সময়ে সমুদিত; সুতরাং) তৌ তমোনুদৌ (তাঁহারা জীবের অজ্ঞানরূপ মহান্ধকারনাশে সম্পূর্ণ সমর্থ।) তৌ চিত্রৌ (তাঁহারা বিচিত্র রূপমাধুর্য্যশালী ও) শন্দৌ শং মঙ্গলং দাতারৌ (তাঁহারা জীবের আধ্যাত্মিক,

আধিদৈবিক আধিভৌতিক তাপত্রয় এবং জ্ঞানকর্ম্মকৈতবাদি নাশ করিয়া সুমঙ্গল ভক্তি সুখ দান করেন।)

অথবা চিত্র শব্দে আশ্চর্য্য বুঝায়; অতএব ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক যে, শ্রীগৌর-রবি ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র একই মণ্ডলে উদিত; ২য়তঃ একই সময়ে যুগপৎ উদিত; ৩য়তঃ জীবের অন্তঃকরণ কুহরস্থ অজ্ঞানান্ধকারও নাশ করিতে সমর্থ; ৪র্থতঃ শুদ্ধ ভক্তি-কিরণ প্রকাশক; সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্রের অতীত। প্রাকৃত সূর্য্য কর্ম্ম ধর্ম্মাদি প্রকাশক, সর্ব্বত্র উগ্র এবং কেবল বহিস্থ তমোরাশি বিনষ্ট করিয়া ঘটপটাদি প্রকাশ করে, কিন্তু গিরি-কন্দরস্থিত অন্ধকার নাশে সমর্থ নহে। আর শ্রীগৌর-রবি কেবল পাষণ্ডের প্রতি উগ্র ও জীবের অন্তরের ভক্তি-বাধক ধর্ম্মকর্ম্ম কৈতবাদি * রূপ অন্ধকার নাশে সমর্থ, শুদ্ধ ভক্তি প্রেম নামাদি প্রকাশক ও জগন্নিস্তারকারক। প্রাকৃত চন্দ্র শীতল তমোনাশক, অমৃত-সেচনে শস্যাদির সন্তোষবিধায়ক ইত্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ত্রিতাপপীড়িতজনের শীতলকারক, কিন্তু জ্ঞান কর্ম্ম কৈতবাদি নাশে দাবানলস্বরূপ। তিনি শ্রীহরি-নামামৃতসেকে স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বজীবের পাষাণ

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
(চরিতামৃত।)

হৃদয় আর্দ্র করিয়া স্বীয় শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করেন। প্রেমদানে জগ-দুল্লাস করেন ও শমন-ভীতজনে অভয়দান করেন; সুতরাং প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহারা অত্যুত্তম মহান্ গুণ-রত্নমালা-ভূষিত।

সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদেরও পরিকর আছে। [illegible]—শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি। অদ্বৈত[illegible]—শ্রী[illegible]। [illegible]তুল্য—শ্রীআচার্য্যরত্নাদি মহান্তগণ। মণ্ডলতুল্য—শ্রীরূপ সনাতনাদি। করণতুল্য—সারঙ্গাদি। অরুণতুল্য—শ্রীহরিদাসাদি। রাহুকেতুতুল্য—শ্রীরামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি। গ্রহতুল্য—শ্রীরামদাস সুন্দরানন্দাদি। রোহিণী অরুন্ধতীতুল্য—শ্রীগদাধর, জগদানন্দাদি।

যাঁহারা কারুণ্যামৃত ধারায় বিশ্ববাসীকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া প্রেমতরঙ্গে

* প্রধানতঃ ভক্তির অন্তরায় মুক্তিবাসনাকে কৈতব কহে। যথা—

ডুবাইলেন, শ্রীরাধার ভাবকান্তি উদ্দীপন করিয়া জগৎকে রাধাময় করিতে সমস্ত ঐশ্বরভাব বিসর্জ্জন করিয়া ভক্তাধীন হইলেন ; প্রাণাকর্ষী মধুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনে জগৎ মুখরিত করিলেন। সেই মহাগুণনিধি শ্রীগৌর-নিতাইকে কায়মন বাক্যে ভক্তি না করিয়া, আমরা অধম, অনুদিন বিষয়চর্চ্চাতেই জীবনযাপন করিতেছি! হায়! এ কবে আমাদের মোহ-ঘোর ঘুচিবে! কবে আমরা ভ্রাতৃ-প্রেমসম্বদ্ধিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিব ;—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

তথা পদং।

ভজ মন! শ্রীগৌর-নিতাই।

আজানুলম্বিত কর, হেম-কান্তি কলেবর,
ভুবনে তুলনা যার নাই ॥
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন, করিলেন প্রবর্ত্তন,
এমন দয়াল নাহি আর।
নয়ন-কমল-দল, করুণাতে ঢল ঢল,
বিশ্বম্ভর বিশ্ব-মূলাধার ॥
দ্বিজকুল শিরোমণি, ভক্তিপ্রেমরস-খনি,
যুগধর্ম্ম পালন কারণ।
করুণার অবতার, করিলেন অনিবার,
জগতের মঙ্গলসাধন ॥
শ্রীগোলক শূন্য করি, শ্রীনিতাই গৌরহরি,
আসিলেন পতিত তারিতে।
মো' সম পতিত নাই, ত্রিভুবন দেখ চাই,
নিজগুণে তার' হে ত্বরিতে ॥

এস হে রাধ-ভাব-সুললিত গোরা!
একবার রাধার প্রেমে হোয়ে ভোরা।
আমি হইহে কালের কবলিত

কর ভক্তি-অঙ্কুর উন্মীলিত
কর কামকণ্টক উন্মূলিত
ওহে অভেদ-রাধা- কিশোর-কানু !
তপ্ত-হেম-গৌর তনু !
ওহে ব্রজ-রস-সুধার আধার
কলৌ গূঢ়-অবতার
আমি হ'য়েছি হে নিরাধার
নাশ' আশু মম মানসাধাঁর।

আমাদের তর্কনিষ্ঠচিত্ত নিরন্তর অভিমানাদি তমোভাবে পূর্ণ, তাই, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণের মহীয়সী-শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে যাহার অঙ্গ পুলকিত না হইল,—প্রেমাশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত না হইল, তাহার শ্রীযুগলপ্রীতির অনুশীলন আকাশ-কুসুম ! বাস্তবপক্ষে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উজ্জ্বল লীলামাধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আগে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাল করিয়া বুঝা চাই—গৌরগুণ প্রাণ ভরিয়া গাওয়া চাই। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালবাসেন—প্রাণের ঠাকুর বলিয়া প্রাণে প্রাণে পূজা করেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব; তাঁহার সঙ্গই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিলাভের পরম সহায়। অতএব এস ভাই! আমরা স্ব-সুখ-কামনা জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগৌরনাম গুণগানে বিভোর হই!

(গোরার) রাধার প্রেমরসে তনু গড়া।
রাধা-ঋণের দায়ে নাই সে বাঁশী চূড়া ধড়া!
গৌর, ছিলেন ব্রজের কালশশী।
রাধায় ভাবে নদে এসে হ'লেন সন্ন্যাসী॥
গৌড়োদয়ে গৌর-রবি উদয় হ'ল।
জীবের অজ্ঞান আঁধার দূরে গেল॥
হরিনাম সুধারসে পূরিল ধরা।
প্রেম পুলকে কাঁদে কত অশেষ পাপী যারা॥
পাপী তাপী পাষণ্ডীরে দিলেন নিজধাম।
জগৎ জোড়া কাঙ্গাল তারণ তাইতে তাঁহার নাম॥
কেন কৃষ্ণ ছিলেন হ'লেন গোরা।
তার তিনটী আছে কারণ ধরা॥

তাই সাধারণে সাঙ্গোপাঙ্গে।
পীতাবতার হ'লেন বঙ্গে ॥

শ্রীভগবান সর্ব্বেশ্বর ভাবে চিরদিন জগতের উচ্চে থাকিতে ভালবাসেন না। সেইজন্য তিনি "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষ-দেহমাশ্রিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীভগবান নিগুর্ণ নিত্যবস্তু হইলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সময়ে সময়ে সত্ত্ব-গুণাশ্রয়ে মনুষ্য-দেহ পরিগ্রহ করতঃ পতিপুত্র সখাদিরূপে ভূলোকে মনুষ্যের সহিত মিলিত হন। ধন্য লীলাময়ের লীলাশক্তি! শ্রীভগবানের এই যে নরলীলা ইহাই সর্ব্বোত্তম। কেন না, এ লীলায় তাঁহাকে আত্মীয় স্বরূপে ভাবনা করা যায়।

এইরূপ অবতারের মূল প্রয়োজন দুইটী। একটী বহিরঙ্গ অপরটী অন্তরঙ্গ। অসুর নাশ, ভূভার হরণ ও ধর্ম্ম স্থাপনাদি বহিরঙ্গ এবং ব্রজধামে হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমলীলামৃত আস্বাদন করাই তাঁহার অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কারণ। শ্রীরাধা, শ্রীগোবিন্দের অদ্ভুত মধুরিমা অনুভব করিয়া যাদৃশ আনন্দলাভ করিতেন, শ্রীগোবিন্দ পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীব্রজধামে অধিকদিন প্রকটরূপে মাধুর্য্যলীলা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই; তাঁহার অবতারের অধি-কাংশ সময় ঐশ্বর্য্যলীলাতেই অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং মাধুর্য্যলীলার রস-প্রেম-ভাবাবধি তাঁহার অনাস্বাদ্য রহিয়া গিয়াছে। আবার পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা আছে—"যে যথামং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" অর্থাৎ যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমিও তাহাদিগকে সেই ভাবে ভজনা করি। কিন্তু কৃষ্ণৈকগতপ্রাণা সুকুমারী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়া হইয়া যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ভজনা করিয়া ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমন পারেন নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতির নিকট প্রেম-ঋণী। এই প্রেম-ঋণ পরিশোধের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা (শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কি প্রকার তাহা আমাকে জানিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিয়া থাকেন যে, আমি পূর্ণানন্দ, পূর্ণরূপও পূর্ণরস, আমা হইতেই জগত সরস, স্বরূপ ও সানন্দ হয় ; তবে আমার অপেক্ষা যাহার শত শত গুণ অধিক সেইজনই আমার মনে আনন্দ জন্মাইতে পারে। কিন্তু এক শ্রীরাধা ভিন্ন আমাপেক্ষা আর গুণবতী কে আছে ? যেহেতু—

"মোররূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর গীত বংশীরবে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥"

আমি শ্রীরাধার বিষয়ে যেরূপ আনন্দ অনুভব করি, শ্রীরাধাও আমার বিষয়ে সেইরূপ সুখানুভব করেন। যথা—

"আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
অনুকূল বাতে যদি মোর পায় গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হ'য়ে অন্ধ॥"

অতএব শ্রীরাধার এই প্রেম মাহাত্ম্য কিরূপ তাহা আমাকে জানিতে হইবে। (ক)

আবার মদীয়ঃ অদ্ভুত মধুরিমা (আমার আশ্চর্য্য বিশ্ববিমোহন রূপ মাধুরী) অনয়া শ্রীরাধায়াঃ যেন প্রণয়েন আস্বাদ্যঃ (যাহা শ্রীমতি কর্ত্তৃক প্রেমানুরাগ দ্বারা আস্বাদিত হইয়া থাকে, তাহা) কীদৃশো বা (কি প্রকার জানিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রীমতির সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেমানুরাগ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তারে করে বশ ॥"

অবশ্য আমাতে এমন এক মাধুরী আছে, যাহা আস্বাদন করিয়া আমার মনোমোহিনী শ্রীমতি কিশোরীও এরূপ বিমুগ্ধা হইয়াছেন। অতএব আমার এই মাধুর্য্য রসে কিরূপ অমৃতত্ব আছে, তাহার আস্বাদন গ্রহণ করিতে হইবে। (খ) এবং "মদনুভবতঃ (আমার অনুভব অর্থাৎ চিন্তা করিয়া) অস্যা রাধায়াঃ সৌখ্যং চ কীদৃশো বা (শ্রীরাধার যে সুখোদ্রেক হয়, তাহা কি প্রকার জানিতে হইবে)" অর্থাৎ

"আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥"

আমার চিন্তা, স্মরণ স্পর্শালিঙ্গন প্রভৃতিতে শ্রীমতি যে কিরূপ সুখপ্রাপ্ত হন, তাহা অনুভব করিতে হইবে। (গ)

ইতি লোভাৎ (এই বিষয়ত্রয়ে লোভ নিবন্ধন (তৎভাবাঢ্যঃ শ্রীরাধায়াঃ ভাব মণ্ডিতঃ সন্ (শ্রীরাধার ভাব সমন্বিত হইয়া) হরীন্দুঃ হরি+ইন্দু=(শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র) শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনি (শ্রীশচীমাতার স্বরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন।) *

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশরূপ অর্থাৎ ব্রজস্থ অগ্রজ শ্রীবল-রামের অনুবাদরূপ। বাহুল্য বোধে শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতত্ত্ব প্রদর্শিত হইল না। ভক্তজন দোষ গ্রহণ করিবেন না। হায়! আমরা জুগুপ্সিত ইন্দ্রিয় লিপ্সার দাস; জীবের পরম সাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রীতি বুঝিব কেমন করিয়া? তাই শ্রীশ্রীগৌর নিতাই করুণা পরবশ হইয়া সেই দুর্লভ প্রীতি আচণ্ডালে বিতরণ করিলেন, জীবকে প্রাণ খুলিয়া বুঝাইলেন। অতএব ভক্তজন আসুন আমরা সুকৃতজ্ঞভাবে সেই করুণানিলয় ঠাকুর দুটীর চরণ সরোজে প্রাণ মন ঢালিয়া দিই আর আমাদের শ্রেয়লাভের অন্তরায় থাকিবে না। যেহেতু—

নিতাই নিত্য আনন্দ ময় রে!
অক্রোধ পরমানন্দ—
নিতাই ভক্তি সুমঙ্গল দাতা।

---

* শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের অন্তরঙ্গ কারণ রাধা হৃদয়ের স্বকীয় মাধুর্য্যাস্বাদ এবং বহিরঙ্গ কারণ আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তি বিতরণ।

অধম ত্রাতা জগৎ পাতা
প্রেম অবতার যুগল ভ্রাতা
নিতাই পতিত তারণ ভুবন পাবন
দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন
নিতাই প্রেমের ভাণ্ড লয়ে বেড়ায়
চাইনা ক্রেতা প্রেম যাচিয়া বিলায়
যে ধন গোলকে গোপনে ছিল
নিতাই অবিচারে আচণ্ডালে দিল
জাতির বিচার করে নারে
ভাবে বিহ্বল হ'য়েরে
হরি গুণ গায় হরি প্রেমেতে মাতায়
এমন দয়াল ঠাকুর না আছে ধরায়
নিতাই জানে নারে অন্য কথা
তাঁর হরিনাম বদনে গাঁথা
ত্রিতাপ তাপে কঠিন পাপে পীড়িত জনে
নিতাই শীতল করেন হরিনাম সুধা সেচনে
শমন-দমন বিপদ-বারণ নিতাই দেখলে অকিঞ্চন
নিজগুনে করেন সুখী দিয়ে প্রেমধন
যেজন ভজন সাধন না জানে
তারে আগে তরাণ ভক্তিপ্রেমদানে
জগদুল্লাস করে নিতাই প্রেমের তুফানে
তায় যত ভক্তরূপী মীন
কেলি করেন অনুদিন
এ দীনের হবে কবে এমন সুদিন
প্রেম সুধা পিয়ে হব বিষয় তৃষ্ণা হীন
ইত্যাদি।

এই নিখিল জনপাবন ভুবন বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন জীবের প্রতি এতাদৃশ করুণা প্রকাশ করিলেন, পরিত্রাণের সহজ পথ স্বয়ং মুক্ত করিয়া দেখাইয়া দিলেন,—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখান"—আপনি ভক্তভাব আচরণ করিয়া জীবকে মধুর প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম শিখাইলেন, তবে হে

মহান্ধ! হে কৃতঘ্ন কলির জীব!! এই হাঁসিকান্নাময়—এই জরামৃত্যু সঙ্কুল—এই পাপতাপ আধিব্যাধিপূর্ণ সংসারে জন্মিয়া অবধি কেবল বিষয় মোহে মুগ্ধ হইয়া কেন এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছ? এস ভাই! আমরা হিংসা দ্বেষ অসূয়া প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়া, আচণ্ডাল সকলের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রচুর আন্তরিকতা ও গভীর প্রেম-প্রবণতা দেখাইয়া সকলে মিলিয়া এখন হইতে “পথের সম্বল” শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করি এবং প্রাণ খুলিয়া “শ্রীরাধা” বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয়ের আবেগে আপনা ভুলিয়া শেষে জগৎ ভুলিয়া যাই। আবার মধুর প্রেমভক্তির গুণে শ্রীরসরাজ শ্রীগোবিন্দের অপূর্ব্ব লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাবের হিল্লোলে প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হই। এস ভক্তজন! এই সংকীর্ত্তন মহোৎসবে সকলে মিলিয়া সমকণ্ঠে একবার শ্রীগৌর প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করি।

শ্রীগোবিন্দনামামৃত।

তৃতীয় প্রবাহ।

উপাসনা কাহাকে বলে?

জীবের এমন একটী নিত্য আনন্দময় অবস্থা আছে যাহা লাভ করিলে জীবকে আর জরা-জন্ম-মৃত্যু কি সুখ-দুঃখ-শোক-তাপের অধীন হইতে হয় না, জীবের কোন অভাব বোধ থাকে না। শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য এইরূপ নিত্যমুক্তাবস্থা প্রাপ্তির কৌশলের নামই উপাসনা। উপাসনা শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ এই—উপ+আস্ ধাতুর অর্থ সমীপস্থ হওয়া+অন্+আ অর্থাৎ যে অবস্থার সমীপস্থ হইলে জীব প্রেমানন্দের গভীর তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, তাহার সাধন-কৌশলের নামই উপাসনা। এই উপাসনা বলেই জীব প্রেমময় হইয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্তি-লাভ করে।

জীব মাত্রেই সুখের অভিলাষী। সংসারে কে দুঃখ ভোগিতে বা মরিতে চায়? অতএব মৃত্যুর বা দুঃখের অতীত যে আনন্দময় অবস্থা আছে তাহার দিকে জীবের চিত্ত স্বভাবতঃই ধাবিত হইতেছে। আবার যেমন কষ্টবোধ হইলেই কষ্টশূন্য অবস্থার কথা মনে পড়ে, অন্ধকারের পর আলোকের বোধ জন্মে সেইরূপ জীবের ক্ষয়-বৃদ্ধ্যাদি অবস্থার অতীত নিত্যধামে নিত্য-প্রীতময় অবস্থার অস্তিত্ব সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরকাল বা পরলোক আছে; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। উপাসনা এই পরমধাম প্রাপ্তির সোপান। পরলোক শ্রীগোলকধামে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের ধারা নিত্য ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইতেছে; তাহারই প্রতিচ্ছায়া জগতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জগৎকে এত মধুর করিয়াছে। এই ছায়া ধরিয়াই কায়ার পরিচয় লইতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত জীবনান্তে এই নিত্যধামে গমন করিয়া শ্রীভগবানের কৃপালাভ করেন।

অতএব ভাইরে! সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি আত্ম-কল্যাণ লাভের

বাসনা থাকে তবে পশুভাব ত্যাগ করিয়া উপাসনা-পথের পথিক হও। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই পশুভাব কি? যেমন শিশু সদ্যঃ-প্রসূত হইয়াই জননীর স্তনপান করে, হংসাদি অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই সাঁতার দেয়, সেইরূপ সমস্ত জীবের মধ্যে আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এই পাঁচটী স্বভাব ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিলক্ষিত হয়। এই পঞ্চ স্বভাবের নির্ব্বাধে চরিতার্থতা হইলে যে সুখোদয় হয় তাহা তড়িদ্বিকাশের ন্যায় ক্ষণিকমাত্র। তথাপি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য পর্য্যন্ত এই অনিত্য সুখের জন্য লালায়িত। তবে পশু হইতে মানবীয়ভাবের বিভেদ কি?

আহার নিদ্রা ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষা মধিক বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

পশু ও মানবের মধ্যে বিশেষ কেবল ধর্ম্ম; ধর্ম্ম বলেই মানুষ প্রাণী জগতের মধ্যে প্রধান। পশুর অতীত জ্ঞান ভক্তি অহংবোধ ইত্যাদি যে সকল অভিনব বৃত্তিতে মানব-হৃদয় অলঙ্কৃত, সেই সকল মনোবৃত্তিগুলিকে শ্রীভগবদ্ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া মনুষ্য আপনার জীবনকে অজ্ঞান-জরা জন্ম-ব্যাধি হইতে উদ্ধার করিতে পারে বলিয়াই পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। নতুবা ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য উপাসনা বিহীন মনুষ্য আর পশুতে বিভেদ কি? বরং পশু অপেক্ষাও নীচাধম। অতএব হে মুগ্ধ জীব!—

ত্যজ বিষয়াদি কুবাসনা।
কর শ্রীগোবিন্দ নাম উপাসনা॥
ওহে "সোঽহং জ্ঞান" পরিহর!
পরতত্ত্ব হৃদয়ে ধর—পরকাল বিশ্বাস কর॥
কেন মোহের ঘোরে ঘুরে মর।
অসার সুখ মরীচিকা ভ্রমে।
কি হবে ভাই! বৃথা ভ্রমে॥
পিপাসা তো তায় মেটে না!

তবে মিছা কেন ছার কামনা ॥

পশুভাব করি সংযত—ভক্তি যোগে হও নিরত—

ভক্তিমার্গে যেজন ভজে।

সে যে প্রেমধন পায় সহজে ॥

উপাসনার পথ নানাবিধ। যথা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগ। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠতম। ভক্তি জীবের স্বধর্ম্ম, সুতরাং সহজ। সকল আত্মাতেই ভক্তির জীব নিহিত আছে। ভক্তি জ্ঞান বা কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, মূর্খ-বিশ্বাস দ্বারা সময়ে সময়ে যেরূপ ভক্তির উদয় হয়, অনেক যুক্তি বিজ্ঞান দ্বারা সেরূপ হয় না। ভক্তিতে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, কাম ক্রোধাদি সংযত করিয়া, পরদুঃখে হৃদয় গলাইয়া, স্বার্থের কণামাত্রকেও উপেক্ষা করিয়া, ভক্তির তরঙ্গে ভাসিয়া যাওয়া বহুসাধনা সাপেক্ষ। বিশুদ্ধা ভক্তি জীবকে সকলগুণে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীভগবৎ সান্নিধ্যে লইয়া যায়। কিন্তু ভক্তিশূন্য শত জ্ঞান সত্ত্বেও মনুষ্য ভগবৎ পাদমূল হইতে দূরে নীত হয়। ভক্তিতে শৈথিল্য জন্মান অসম্ভব ; তবে অজ্ঞানতা বা অসামার্থ্যবশতঃ যেস্থলে ভক্তের ভজন-শৈথিল্য দেখা যায় সেখানে শ্রীগোবিন্দের অনুগ্রহ দৃষ্টি আরও বর্দ্ধিত হয়। ভক্তের চিত্ত পূর্ব্বাভ্যাস জন্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেও তাহাতে দৈন্য বৃদ্ধি পাইয়া ভক্তকে আরও ভক্তিমান করে। অতএব ভক্তিমার্গে যেরূপ প্রগাঢ় ভগবদুপাসনা হয় সেরূপ আর কিছুতে হয় না। ভক্তিমার্গের চরমসিদ্ধি প্রেম বিশুদ্ধ প্রেমই জীবের নিরুপাধিক ধর্ম্ম। ভক্তি সেই প্রেমতত্ত্বের অনুশীলনমাত্র। অতএব যাহাতে আদ্যন্ত চরমফলের সাক্ষাৎ আলোচনা হয় তাহাতে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা কেমন করিয়া থাকিতে পারে? এইজন্য ভক্তির পথ কণ্টক বিহীন, সহজ পথ, সুতরাং জীবের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়নীয়। একবার হৃদয়ভক্তি লতার বীজ অঙ্কুরিত হইলে আর পাপে প্রবৃত্তি জন্মে না, বরং পাপও তন্মূল বিনষ্ট হয়। ভক্তিতে মোক্ষ-বাঞ্ছা নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হয়। পরন্তু তাহাতে যে পরমানন্দ ও সুখ উদয় হয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ তাহার অণুকণার তুল্যও নহে। ভক্তি সম্পদ ভগবানকে ভক্তের নিকট আকর্ষণ করে ; তাই ভক্তের হৃদয়ে কেবল সেই নিত্যবস্তুর সেবা ভিন্ন আর কিছু স্থান পায় না। ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তির লক্ষণ কি? যথা—

ওঁ

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি রুত্তমা

ভ, র, সি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং সন্ (ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি বাসনাশূন্য হইয়া এবং) জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃতং (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি ভক্তি-বাধক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া) আনুকুল্যেন (অনুকূলভাবে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ইহা করিতেছি; এই ভাবে) কৃষ্ণানুশীলনং (শ্রীকৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ তদীয় শ্রীমূর্ত্তির পূজা, ধ্যান ও নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিরত হইবার চেষ্টাকেই) "উত্তমা ভক্তি" কহে। তাই শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনায় গাইয়াছেন—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥"

এস্থলে জ্ঞান-কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলেও শ্রীভগবৎ প্রণিধান জন্য যে জ্ঞান ও তদীয় সেবার জন্য যে কর্ম্ম তাহা কখনই ভক্তি-বাধক হইতে পারে না। পুনরায় ভক্তির লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা—

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তি রিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥

হ, ভ, বি, ১১৷৩৮২ অঙ্ক।

অনন্য মমতা—ন অন্যবিষয়েস্মিন্ মমতা (দেহাদি অপরাপর অনিত্য বিষয়ে মমতা অর্থাৎ "আমার" বলিয়া জ্ঞান না হইয়া একমাত্র) বিষ্ণৌ (ভগবান শ্রীগোবিন্দে) প্রেমসঙ্গতা মমতা (প্রেম-সমন্বিত মমতাধিক্য হইলে, তাহাকে) ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ভক্তি ইতি উচ্যতে (ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি "ভক্তি" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভক্তি সাধন কার্য্যে তিনটী বিষয় আছে। যথা, সেবক, সেবা ও সেব্যবস্তু! ভক্তি সেবক বা ভক্তের সহিত পরমাত্মা বা ব্রহ্মের কোন সংস্রব নাই। ভক্ত শ্রীভগবানকে প্রিয়বস্তু বলিয়া ভজন করেন এবং সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ বলিয়াও অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তি সাধনে সাধক প্রীতিময়, সেবা প্রীতি ও সেব্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যাঁহারা যে ভাবে ভজনা করেন আমিও তাঁহা-

দিগকে সেইরূপ ভজনা করি।" সেইজন্য ভক্ত শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের কি একটীর বা কয়েকটীর আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। এই পঞ্চরসের মধ্যে শান্ত ও দাস্যরস ভক্তির অন্তর্গত ও ঐশ্বর্য্যময়। এই ঐশ্বর্য্যগতরসে নারায়ণ শ্রীহরি সেব্য। অতএব ভক্ত যদি শ্রীভগবানকে শক্তি-সম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ ভাবিয়া আপনাকে তাঁহার দাস রূপে ভজনা করেন, তাহা হইলে শ্রীভগবানও শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া সর্ব্বেশ্বর ভাবে বরদান করিতে উদ্যত হইবেন। সুতরাং ভক্তিতে যে প্রার্থনা আছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর যাঁহারা সাখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রস আশ্রিত তাঁহারা শ্রীভগবানকে নিজ জন বা আত্মীয় ভাবিয়া ভজনা করেন। সেইজন্য শ্রীভগবানও নিজের ঐশ্বর্য্যত্যাগ করিয়া, বিভূতি ফেলিয়া, আপন পরিজনের ন্যায় সখা, সুত বা কান্ত রূপে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। ইহাতে স্বার্থ-সংস্রব বা প্রার্থনা নাই। কেবল আদ্যন্ত সেবাই ইহার প্রধান অঙ্গ। যদিও শ্রীভগবানের কোন অভাব নাই, তথাপি তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বামীর শত দাসদাসী সত্বেও স্ত্রী যেমন তাঁহার সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করেন এবং স্বামীর আনন্দে নিজেও প্রীতিলাভ করেন, সেইরূপ ভক্তগণও সেই প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দের সেবা করিয়া পরমচরিতার্থতা লাভ করেন। এ ভজন শুদ্ধ মাধুর্য্যময়। ইহা ভক্তির বাহিরে প্রেমের অন্তর্গত। মূল তত্ত্ব এক হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যগত-রসে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যদিও উভয় স্বভাবেই ভগবত্তা আছে তথাপি মাধুর্য্য-ভাবেই জগৎ উন্মত্ত করে। মাধুর্য্যভাবে ব্রজবিহারী শ্রীগোবিন্দভজনীয়। অতএব যাঁহারা ব্রজরাগলিপ্সু তাঁহারা বৈধি ভক্তির গতিস্থান ঐশ্বর্য্যময় শ্রীবৈকুণ্ঠধামকে উপেক্ষা করিয়া রাগানুগামার্গে ব্রজভাবে সিদ্ধিলাভ করতঃ পরম মাধুর্য্যময় ব্রজধাম প্রাপ্ত হন। তাই বলি—

ভক্তিজীবের সহজ ধর্ম্ম।
অপেক্ষা নাই জ্ঞান-কর্ম্ম॥
করেনা যে জন ভক্তি সাধনা।
তার মানব জনম বিড়ম্বনা॥
ভক্তিতে যে প্রেমানন্দ
নহে তার তুলনা ব্রহ্মানন্দ
ঐশ্বর্য্যতে দূর ভাবনা
ভাব মাধুর্য্যেতে আপন জনা

তায় রবে না ভব ভয় ভাবনা
সেবা সখ্য-স্নেহ-রসে
তায় কি তত চিত্ত রসে ?
ওরে উজ্জ্বল মধুর প্রেমের ধারা
সে রস আকুলতা আবেগ ভরা
সকল রসের সার মিশে তায়
মধুর মধুরত্বে ভুবন মাতায়

সকল রসের মধ্যে মধুর রসেই শ্রেষ্ঠতম। এই মধুর রসেই উদ্দাম আবেগ আকুলতা ও বিশ্ববিস্মারক সুখ আনিয়া দেয়। এবং জীবকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া রাখে। বলদেখি হে রসিক পাঠক! দাসের দাস্যে, সখার সৌখ্যে, জননীর বাৎসল্যের ভিতর কখন এরূপ আনন্দ পাইয়াছ কি? কখনই না। বনিতার প্রীতি-রসে যে আনন্দ-মধুর সুখ সেরূপ বুঝি আর কোথাও নাই! তাই বলি মধুর রস সকল রসাপেক্ষা সুধাময় ও উন্মাদময়। পঞ্চগুণ যেমন একাদিক্রমে পর পর ভূতে মিলিত হইয়া পরিশেষে পৃথিবীতে সকলই মিলিয়াছে সেইরূপ মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে সকল রসের সার সমাবেশ আছে বলিয়া ইহা মধুর হইতেও সুমধুর হইয়াছে। মধুর রস সকল রসের আদি ও শীর্ষস্থানীয় তাই তাহার নাম আদি রস; ইহার নিকট সকল রস হীনপ্রভ সেইজন্য ইহাকে উজ্জ্বল রস কহে। ইহাতে প্রাকৃত কামভাব মিশ্রিত হইলে অশুচি হয় নতুবা মধুর রস পরম পবিত্র। কেননা, এই মধুর প্রেমেতেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। এবং এই গোপীপ্রেমোৎফুল্ল রসের শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বশীভূত। যথা—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়ায়॥
গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসলের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

চরিতামৃত।

প্রেমভক্তি বৈধি ও রাগ ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পঞ্চ-বিধ রসও যথাক্রমে

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। সৎসঙ্গ প্রভাবে বা সাধুশাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া আত্মো-দ্ধারের নিমিত্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবদ্ভজনের নাম বৈধি ভক্তি। শান্ত ও দাস্যরস এই বৈধিভক্তির অন্তর্গত। "শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।" অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠতা জন্মায়। কৃষ্ণ নিষ্ঠা ও বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ এই দুইটী শান্তের গুণ। শান্তরসে সঙ্কোচ বশতঃ কৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি থাকে না। যথা—

"শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা বুদ্ধি হীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥"

যোগী-ঋষি-তপস্বীগণ শান্তভাবে পরমাত্মা অথবা ব্রহ্মের অনুভব করিয়াই পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। শান্তরস প্রেমলক্ষণ ভূষিত ও মমতা সংযুক্ত হইলেই দাস্যরস হয়। দাস্যরস রাগানুগাভক্তির সোপান। কেননা,

দাস্যভাবাশ্রয়া স্তস্মাৎ সর্ব্বভক্তগণাস্তথা।
অন্য কা কথ্যতে দেবি দাস্যভাবাশ্রয়া রাধাঃ॥

গৌতমী তন্ত্র।

সর্ব্ববিধ ভক্তগণই দাস্যভাবাশ্রয়. এমন কি স্বয়ং শ্রীমতি রাধিকাও দাস্যভাবা-শ্রয়া। দাস্যরসে শ্রীভগবান প্রভু, আমি তাঁহার দাসানুদাস এই সম্বন্ধ থাকায় সাধারণ প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ দাস্যরসে—

"ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর!
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥"

শ্রীলক্ষ্মী, দ্রৌপদী, হনুমান প্রভৃতি এই শ্রেণীর আদর্শ ভক্ত। স্বাভাবিক লোভ প্রবর্ত্তিত হইয়া গাঢ়তম ভাবে কৃষ্ণভজনের নাম রাগভক্তি। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস এই রাগভক্তির অন্তর্গত। কৃষ্ণৈক নিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবন ও কৃষ্ণে অসঙ্কো-চভাব এই তিনটী সখ্যের গুণ। দাস্য প্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে প্রভু সম্বন্ধ থাকায় ভয় ও সম্ভ্রম বিদ্যমান আছে। কিন্তু সখ্যরস একান্ত বিশ্বাস প্রধান বলিয়া ভয় সম্ভ্রম গৌরব হীন। এবং "মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।" শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসখাগণের মধ্যে "তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম"—এই সমতা জ্ঞান থাকায় শ্রীকৃষ্ণ "কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।" শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাখালগণ সঙ্গে এইরূপ নানারঙ্গে বাল্য-পৌগণ্ড-লীলা করিয়াছিলেন। বিশ্বমা-

আর সখ্যরসে অধিকতর স্নেহ ও মমতা সংযুক্ত হইলেই বাৎসল্য রসের উদয় হয়। সখ্যের তিনটী গুণ ও মমতাধিক্য বাৎসল্যের এই চারিটী গুণ। ইহাতে ভক্ত পালক ও শ্রীকৃষ্ণ পুত্রবৎ পাল্য এই সম্বন্ধ। যথা,—

"আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥"

শ্রীনন্দ-যশোদা পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্ত ভাবই সাধ্যসার। কৃষ্ণ নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, মমতাধিক্য ও নিজাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণ সেবন এই পাঁচটী মধুর রসের গুণ। পূর্ব্বোক্ত চারিটী রসের গুণ সঙ্কোচ শূন্য হইয়া এবং গুণাধিক্য বশতঃ উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি পাইয়া মধুর রসে পরিপূর্ণ রূপে মিলিত হইয়াছে। এইজন্য উহা সর্ব্বতোভাবে স্বাদু ও সকল ভাবরস অপেক্ষা কমনীয়। সাধ্য শিরোমণি এই মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ভক্ত স্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণকান্ত, ভক্ত তদীয় কান্তা! পতিব্রতা সতী রমণী যেমন পতি ব্যতীত অপর কাহাকেও মনে স্থান দেয় না; সেইরূপ ভক্তও অনান্যজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতিরূপে একান্ত ভজনা করিয়া থাকেন। এই লালসাময়ী শ্রীগোপীজনবল্লভ প্রীতিই সাধ্যতত্ত্বের অবধি। মধুর রস শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ সহযোগেই পরিপুষ্ট হয়। যথা—

"রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ গুণ আর!
এই পঞ্চগুণে চিত্ত হবে রাধিকার॥
রূপ গুণ নেত্রে, রস গুণ বৈসে অধরেতে।
শব্দ গুণ কর্ণে, গন্ধ গুণ নাসিকাতে॥
পরশ গুণেতে অঙ্গ হয় পুলকিত;
[illegible] উৎকণ্ঠিত॥
এই পঞ্চগুণ হৈতে মধুর পুষ্টি হয়।
পঞ্চ ভাবে মিলি কৃষ্ণ রস আস্বাদয়॥'
শ্রীরূপ কারিকা।

শ্রীকৃষ্ণ রূপগুণ, রসগুণ, শব্দগুণ, গন্ধগুণ ও স্পর্শ গুণ এই পঞ্চগুণ সহযোগে শ্রীমতির প্রাণ মন বিমোহিত করেন। শ্রীরাধা এই পঞ্চগুণের নিতান্ত অনুরক্তা তিনি শ্রীগোবিন্দের ফুল্লেন্দীবর নিন্দি-সুকুমার রূপমাধুরী নয়ন ভরিয়া প্রত্যক্ষ করিতে, কিম্বা বিড়ম্বি শ্রীঅধরে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন সুধারস আস্বাদন কবিতে, বিশ্ব-বিমোহন মুরলীর কলনাদ বা শ্রীপদের নূপুরধ্বনি শ্রবণগোচর করিতে, শ্রীমতীর

সুরভি অঙ্গরাগের গন্ধানুভব করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময় স্পর্শালিঙ্গনে পুলকিত হইতে, সর্ব্বক্ষণই উৎকণ্ঠিতা। এই পঞ্চগুণ হইতেই মধুর রসের পুষ্টি হয়।

যদিও দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসাশ্রয়ী প্রত্যেক ভক্তই নিজ নিজ ভাবকে কৃষ্ণ সুখাস্বাদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, তথাপি—

(১)

"তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

এই মধুর রসে স্বকীয় ও পরকীয় নামে দুইটী ভাব আছে। শ্রীগোবিন্দকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে ভজনাকে স্বকীয় ভাব কহে। ইহা বিধি প্রবর্ত্তিত সুতরাং ইহাতে শাস্ত্রভয় ধর্ম্মভয় ও লোকাপেক্ষা আছে। ইহার অন্তর্ভূত প্রেম যেন বিধির বশীভূত, সীমাবদ্ধ! আর ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দকে উপপতি ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভজনা করার নাম পরকীয় ভাব। এই—

"পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাই বাস॥

পরকীয় ভাবের অন্তর্ভূত যে প্রেম তাহা অদম্য—ধর্ম্মাপেক্ষা ও লোকাপেক্ষা শূন্য। বিশুদ্ধ আত্মতাৎপর্য্যহীন গাঢ় কৃষ্ণানুরাগই ইহার প্রবর্ত্তক। একমাত্র ব্রজললনাগণই এই রাগাত্মিকা ভাবের অধিকারিণী। এ ভাব-প্রেমের উপমা ব্রজধাম ও ব্রজবালা ভিন্ন অন্যত্র দুর্ল্লভ। এই প্রেমময় ব্রজভাবের অবধি একমাত্র শ্রীরাধাতেই দেদীপ্যমান; সুতরাং পরিপক্ক বিশুদ্ধ ভাবরূপ শ্রীরাধা প্রেমই সর্ব্বোত্তম। ইহা ব্যতীত মাধুর্য্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না। এই পরকীয় ভাবগত মাধুর্য্যময় মধুররস আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলতত্ত্বের ভজনা দ্বারাই জীবের পরম পুরুষার্থ সর্ব্বানন্দধাম প্রেমের অভ্যুদয় হয়। প্রেম কাহাকে বলে?—

সর্ব্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনং যূনো স প্রেমাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বিনাশের কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যাহা সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংশ রহিত অর্থাৎ কোন প্রকারেই যাহার বিনাশ হয় না; যুবক-যুবতীর এরূপ সরল ভাব বন্ধনের নাম প্রেম! অথবা—

---

(১) তটস্থ হইয়া—নিরপেক্ষ ভাবে।

সম্যঙ্ মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহাতে চিত্ত সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ হয় এবং প্রিয়জনের প্রতি অতিশয় মমতা জন্মে সেই আত্মার নিবিড় ভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রেম কহিয়া থাকেন। অন্য কোন রসে এই প্রেমের চূড়ান্ত ভাব নাই। যথা—

পঞ্চবিধ রস শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য।
শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
* * * *
রূঢ়, অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। (১)
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে।”

এই অধিরূঢ় মহাভাবই শ্রীরাধাভাবের অবধি। প্রেম উত্তরোত্তর নির্ম্মল ও মধুর হইয়া ইহাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে কত সুমধুর, কত উন্মাদক তাহা বুঝাইবার নহে—হৃদয়ে বুঝিবার।

“প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরী শুদ্ধ মিছরী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

এই মহাভাব উদ্দীপক প্রেমসুধা পান যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই ইহার মধুরতা সম্যগ উপলব্ধি করিয়া কৃত-কৃতার্থ্য হইয়াছেন। নতুবা বহির্ম্মুখের ভাগ্যে সূর্য্য-দর্শন-বিমুখ পেচকের সূর্য্য-রশ্মি পরিজ্ঞানের ন্যায় উহা অজ্ঞাত থাকে। সাধু-কৃপাকণা বলে সে বহির্ম্মুখতা বিদূরিত না হইলে কাহারও কি সেই উজ্জ্বল প্রেমতত্ত্ব হৃদয়াঙ্গম হইতে পারে?

(১) রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাবের বিচার বাহুল্য বোধে এস্থলে পরিত্যক্ত হইল; পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

মধুর রস সুধার অধিক—
যে না স্বাদে তার স্বভাব তার জীবনে ধিক্ !
এ রস ত্রিভুবনে নিরুপমা—
ভুবন ভরা অপার মহিমা—
তাতেই নাম্নানন্দ প্রেমের সীমা—
সে প্রেমের মৃণাল গেছে গোলোকে উঠি—
তায় ফুটেছে জ্যোতির্ম্ময় কমল দু'টি—

এ কমল দুইটী কি ? শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম। প্রেম-মৃণাল সংসারের পাপপঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া সুরলোক ভেদ [illegible] বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণপদ্ম রূপে কুসুমিত হইয়াছে।

পরকীয় ভাবে প্রেমের গাঢ়তা—
রাধাকৃষ্ণের-যুগল-তত্ত্ব যাহাতে গাঁথা—
এ ভাব প্রেমের নাইকো তুলনা—
তুলনার পাত্রী কেবল ব্রজললনা—
তাতে রাধার ভাবই ভাবের শিরোমণি—
কত বিধি হর বাঞ্ছা করে দুর্ল্লভ এমনি—
অধিরূঢ় ভাব ভাবের অবধি—
উদয় তাহা রাধাভাবে হয় নিরবধি—
মধুর কৃষ্ণ প্রেম রসিক যাঁরা,—
তাঁরা এই রসের ধারায় মাতোয়ারা—
তাই বলি ভাই ! অসার প্রেমে মজোনা—
জলে জাল দিলে তায় ক্ষীর হবে না—

দুগ্ধে জাল দিলেত ক্ষীর হইবেই, পরন্তু দুগ্ধে জল মিশাইয়া জাল দিলেও ক্রমে জলটুকু মরিয়া কিছু দুগ্ধ-সার পাওয়া যায় ; কিন্তু শুধু জলে জাল দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। সেইরূপ বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম সুধা যতই গাঢ় হইবে ততই মধুর হইতে সুমধুর হইবে। অসার সংসার-প্রেমের সহিত ভগবৎ প্রেম মিশ্রিত হইলেও কিছু সারবত্তা পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল সাংসারিক প্রেম যতই গাঢ় হউক না তাহাতে কটুকা ভিন্ন কখনই মধুরতা উপলব্ধি হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীগোবিন্দনামামৃত।

চতুর্থ প্রবাহ।

ভক্তিপ্রবর্ত্তক কে?

পূর্ব্ব প্রবাহে উপাসনা তত্ত্বে প্রেমভক্তির অনুশীলন সূচনা করা হইয়াছে মাত্র, পরে উহার বিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে। এই প্রেমভক্তির প্রবর্ত্তক কে? যুগধর্ম্ম কোন শক্তিশালী মনুষ্য কি ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না? এই প্রবাহে তাহাই বিচারিত হইবে।

হায়! মোহান্ধ মনুষ্য!! তুমি এমনই আত্মাভিমানী ও যুক্তি-প্রিয়, কেবল শুষ্ক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছ, অথচ এমন মধুর এমন আবেশময় সরস প্রেমের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছ না! অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল পানের ন্যায় স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মাশ্রয় কি এতই সুখ বহ বোধ হয়? শ্রীভগবৎ-প্রবর্ত্তিত এরূপ সহজ সর্ব্বব্যাপী উন্নতিশীল উপাসনা মার্গ থাকিতে নূতন উপধর্ম্মের প্রবর্ত্তন কি বাতুলতা প্রকাশ নহে? এরূপ উপধর্ম্মের সৃষ্টিতে নূতন নূতন অধর্ম্মের সূত্রপাত হয় মাত্র। যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন সামান্য মনুষ্যের কার্য্য নহে। শ্রীভগবান নির্গুণ নিত্য বস্তু হইলেও তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও লোক শিক্ষার্থে যুগোপযোগী এক অভিনব ধর্ম্মের প্রচার করেন। স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ না করিলে জগতকে শিখান যায় না। যথা—

"আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥" (চরিতামৃত)

যদিও শ্রীভগবানের কোন প্রয়োজন বা অভাব নাই, তিনি স্বতঃই কর্ম্মশূন্য তুরীয় অবস্থায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অবস্থিত, তথাপি সূক্ষ্ম বীজে বৃক্ষের প্রতিকৃতির ন্যায় অতি সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি ধ্বংস ও পালন এই কর্ম্মত্রয় যথাক্রমে রজঃ তমঃ সত্ত্ব এই তিন গুণে অনুস্যূত হইয়া তাঁহাতে বিলীন থাকে। জগৎ

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই কর্মত্রয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। জগৎ কর্ম্মের সমষ্টি মাত্র। সচ্চিদানন্দ নির্গুণ ব্রহ্ম গুণময় হইয়া এই সকল কার্য্য না করিলে জগতের শৃঙ্খলা ও সাম্যভাব থাকে না। ত্রিগুণের ন্যায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন শক্তি-স্বরূপও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অন্তর্নিহিত থাকেন। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহার ত্রিবিধা শক্তি শুদ্ধ স্বরূপে বিকার প্রাপ্ত হন। যেমন স্বর্ণের বিকার হারাদি অলঙ্কার, বিভিন্নাকার বিশিষ্ট হইলেও আদিতে সেই সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ নির্ব্বিকার নির্গুণ শ্রীগোবিন্দ আকার ভেদে জগতের যাবতীয় পদার্থ স্বরূপ হইলেও আদিতে সেই ব্রহ্মরূপেই প্রকাশিত। ব্রহ্মের সক্রিয়াবস্থাই সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মের এই সগুণ বিকারাবস্থা স্বেচ্ছায় শুদ্ধা চিচ্ছক্তি প্রভাবে সংঘটিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সৎ, চিৎ, ও আনন্দ সেই শুদ্ধা চিচ্ছক্তির বিকার। সদংশের বিকাররূপা সন্ধিনী বা প্রকৃতি দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়; চিদংশের বিকাররূপা সম্বিৎ বা মায়া দ্বারা জগতের চৈতন্য সঞ্চার ও জীবের মমত্ব ভাবোদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ বিকারের নাম হ্লাদিনী; এই শক্তি প্রভাবেই জগৎ হ্লাদ-প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীগোবিন্দ "ত্রিগুণাতীতঃ স্বরূপঃ" হইলেও সৃষ্টি রক্ষা ও লোক শিক্ষার উদ্দেশে সর্ব্বগুণময়রূপে অবতীর্ণ হইয়া নানাপ্রকার গুণময়ী লীলা প্রকাশ করেন। সমান বস্তু সমান বস্তুরই বিষয়ীভূত হয়, ইহাই ন্যায়ের অভিমত। অতএব আমরা সান্ত হইয়া সেই অনন্তের অনুভব কেমন করিয়া করিব?—কেমন করিয়া তাঁহার সেই ধারণাতীত অনন্ত ভাবকে হৃদয়ে গ্রহণ করিব? এইজন্য করুণ-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূলোকে মানবের সহিত মিলিত হন। মানুষ মানুষকেই ভালবাসে; তাই তিনি মানবোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য ধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার সেই মানব লীলাতে এমন কতকগুলি অমানুষী ঐশীশক্তি প্রকটিত হয়, যাহার জন্য তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করিতে ও তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে সাধারণের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। বিশেষতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিপুল জীবসঙ্ঘের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম অতি-মানুষ বলিয়া তাঁহার আচরণই সকলের অনুসরণীয় ও তাঁহার মতই জীবের গ্রাহ্য হয়। যেহেতু—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা। ৩।২১।

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করেন) ইতরোজনঃ তৎ তৎ এব আচরতি (অপর লোক সেই সেই আচরণেরই অনুগমন করিয়া থাকে।) সঃ-শ্রেষ্ঠঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে (তিনি সকাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভক্তিযোগাদি যে ধর্ম্ম প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন) লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে (অপর লোক তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে।)

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "হে পার্থ! এই ত্রিলোকের মধ্যে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, অপ্রাপ্ত কি প্রাপ্যও কিছু নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। কেননা আমি কর্ম্মে উদাসীন হইলেই জগৎ উচ্ছন্ন হইয়া যায়। যথা—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ॥

গীতা ৩। ২৪।

চেৎ—যদি অহং কর্ম্মং ন কুর্য্যাং (যদি আমি কর্ম্ম না করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করি, তাহা হইলে) ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (এই সকল লোক ধর্ম্মলোপ হেতু ধ্বংস হইয়া যাইবে।)

বিশেষতঃ জগতের জীবকে কর্ম্ম শিখাইবার জন্যও আমাকে কর্ম্ম করিতে হয়। কেননা, আমি অনলস হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে সকল লোকেই আমার পথের অনুবর্ত্তী হইবে অর্থাৎ তাহারাও অলস হইয়া কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইবে না।"

সেইজন্য পূর্ণভগবান ব্রজেন্দ্র-কুমার শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সকল প্রপঞ্চ-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীগোলকধামে ব্রজের পরিকরগণ সহ নিত্য বিহার করেন তখন অসংখ্য বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হেতু অধর্ম্ম ও পাপভারে ধরাধাম ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। জীবের বল, বীর্য্য, আয়ু ধর্ম্মভাব ও সৎপ্রবৃত্তি নিচয় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায় এবং জীবগণ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষয়-মদোন্মত্ত ও পাপকর্ম্মে রত হয়। সেই সময়ে গোলোকানন্দ শ্রীগোবিন্দ দুরিতাচারী জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভূলোকে অবতার গ্রহণ করেন। যথা—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ গীতা ৪।৭।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভারত (হে অর্জ্জুন) যদা যদা হি (যখনই) ধর্ম্মস্য গ্লানি (ধর্ম্মের বিপ্লব ও) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি (অধর্ম্মের প্রবলতা বৃদ্ধি হয়) তদা (তখনই) অহং আত্মানং সৃজামি (আমি এক একটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই।)

শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ অবতার গ্রহণের প্রধানতঃ দুইটী কারণ আছে। একটি বহিরঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কারণ এই গ্রন্থের ১৫শ, পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে বহিরঙ্গ, কারণই প্রদর্শিত হইল। যথা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা ৪।৮।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সাধূনাং পরিত্রাণায় (স্বধর্ম্মনিরত সাধু ব্যক্তি গণের পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাং বিনাশায় চ (দুষ্কর্ম্মান্বিত অসাধুগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় (যুগোপযোগী ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত) যুগে যুগে সম্ভবামি (আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।)

এক্ষণে মীমাংসিত হইল যে, যুগধর্ম্ম কোন শক্তিশালী মনুষ্য অথবা দেবতা-দিগের দ্বারা কখনই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। স্বয়ং শ্রীভগবান বা তাঁহার কোন অংশাদি অবতার সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন; তাহা যুগাবতার দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারিত, কিন্তু পূর্ণ ভগবান শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত আর কেহই ব্রজেপ্রেম দান করিতে পারেন না। ব্রজ-সম্পত্তি দান তাঁহার নিজের কার্য্য। যথা—

সন্ত্বতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

লঘুভাগবতামৃত।

পঙ্কজনাভস্য (পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্বতোভদ্রাঃ (সর্ব্বমঙ্গলময়) বহবঃ অবতারাঃ সন্তু (বহু অবতার আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে) কৃষ্ণাৎ অন্য কো বা লতাসু অপি প্রেমদো ভবতি? (স্বয়ং অবতার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কে এমন আছেন, যিনি লতা অর্থাৎ বাল-স্বভাবা অথবা আশ্রিতজনের প্রেমদাতা হন?)

শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি কেবল দশটী অবতার নহে। ঐ দশটি ত

লীলাবতার। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও বহু অবতার আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত গোস্বামী দ্বাবিংশতি অবতারের বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! যেমন অক্ষয় জলপূর্ণ হ্রদ হইতে সহস্র সহস্র নদী উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণ নিধি শ্রীগোবিন্দ হইতেও অসংখ্য অবতার হইয়া থাকেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি অবতার ভিন্ন তাঁহার যে আরও বহু অবতার আছেন, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে সাক্ষাৎ স্বয়ং অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তিনি জগতের সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়, তাই কলিতে গূঢ়ভাবে অবতীর্ণ। বাহুল্যবোধে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং অবতারত্ব প্রতিপাদক বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া এস্থলে তাঁহার অবতারের মুখ্যকারণ গুলিই নির্দ্দেশিত করিলাম।

অধর্ম্মহেতু প্রবল হওয়াতে যখন কলির একপাদ বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া গেল; বর্ণ, আশ্রম, আচার বিচার কিছুই রহিল না; মুসলমানদিগের প্রবল উৎপীড়নে ভারতের আর্য্য-ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি লোপপ্রায় হইল, মনুষ্যগণ ধর্ম্মকর্ম্ম-বহির্ম্মুখ ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হইয়া কেবল সাধু-বিগর্হিত দুষ্টকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; সেই প্রবল ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময়—সেই কলির প্রথম সন্ধ্যায়, যখন সাধু ভক্তবৃন্দ অধর্ম্মভয়ে ব্যাকুল হইয়া "হে হরে! হে গোবিন্দ রক্ষা কর!! হে রাধানাথ পাষণ্ডদিগকে চৈতন্য দাও" বলিয়া কাতরপ্রাণে আর্ত্তিনিবেদন করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জগতের হিতসাধনার্থ অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রেই পৃথিবীতে শ্রীগুরুবর্গের অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী; শ্রীশচীমাতা শ্রীজগন্নাথমিশ্র: শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি যত মান্যগণকে প্রকটিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণের পূর্ব্বেই এইরূপ শ্রীগুরুবর্গের সঞ্চার করিয়া থাকেন। যথা—

"কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমেই করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥"

শ্রীগুরুবর্গ প্রথমতঃ অবতীর্ণ হইয়া ভূলোকে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারের প্রয়োজন আছে কি না, বিচার করিয়া দেখেন। যখন বুঝেন কোন অংশ বা গুণাবতারাদির দ্বারা জগতের মঙ্গলসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই; তখন তাঁহারা

সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য যত্ন করেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, ধরাধামে প্রকট হইয়া দেখিলেন,—জগৎ পাপপুণ্যে জড়িত ও কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন হইয়া কেবল বিষয় ব্যবহার করিতেছে কিন্তু যাহাতে ভব-রোগের শান্তি হয় এমন কৃষ্ণভক্তিকে কেহই আশ্রয় করে না। এ অবস্থায় আচার্য্য প্রভু সংসারের মঙ্গলবিধানের জন্য এই বিচার করিলেন—

"আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥"

তবেই জীবের মঙ্গল। এই উদ্ধত স্বভাব স্বল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে বেদোক্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য যাগ-যজ্ঞ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি কিছুই উপযোগী ও শ্রেয়স্প্রদ হইবে না; সুতরাং—

"নাম বিনু কলিকালে নাহি ধর্ম্ম আর॥"

এই সত্যধর্ম্ম-অস্ত্রে জীবের কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন করিতে এবং বিমল প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকায় জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব কলিকালে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণাবতার হইবেন? কোন্ আরাধনাই বা তাঁহাকে বশ করিবে? এইরূপ বিচার করিতে করিতে শ্রীশান্তি-পুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈতের মনে এই শ্লোকটি উদিত হইল। যথা—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ হ, ভ, বি ১১।

যে ব্যক্তি একটিমাত্র তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র জল দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই ঋণ-শোধন করিতে না পারিয়া শেষে সেই ভক্তের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকেন।

অতএব গঙ্গাজল ও তুলসীমঞ্জরী দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনাই, শ্রীকৃষ্ণবশী-করণের উত্তম উপায়। আচার্য্য প্রভু শ্রীগোবিন্দকে অবতীর্ণ করাইতে এই উপায় অবলম্বন করিয়া, যখন গঙ্গাজল ও তুলসীদল শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে অর্পণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে অবতীর্ণ করিবার নিমিত্ত জগতের দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন, তখন নিত্যধামবিলাসী শ্রীগোবিন্দ ভক্তের মর্ম্মস্পর্শী কাতর প্রার্থনায় আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে বিচার করিলেন,—"আমি কোন কালে—কোন যুগেই জগৎকে প্রেম ভক্তি দান করি নাই; এ যাবৎ জগৎবাসী এই চিরানর্পিত প্রেমভক্তিবিষয়ক দাস্য সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর চারি রসের আস্বাদনে বঞ্চিত

রহিয়াছে। এই নিত্য-স্বাদ্য রসচতুষ্টয়ের আস্বাদন-প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য আমাকে ভক্তভাবে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নতুবা জগতের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। লোক সকল শাস্ত্র শাসন ভয়ে অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অবশ্য-কর্ত্তব্য না করিলে ঘোর প্রত্যবায়" এই শাস্ত্রবিধি দৃষ্টে তদ্ভয়ে এতকাল আমাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে বটে—কিন্তু সেই বৈধভক্তিতে আমার অন্তরঙ্গ ব্রজভাব পাইবার শক্তি নাই। শ্রীগোলোকধামে অপ্রকটরূপে ব্রজের যে সকল উপকরণসহ নিত্য বিহার করি এবং ব্রহ্মার এক এক দিনে অর্থাৎ প্রতি কল্পে ভূ-ব্রজে যে প্রধানতম রসচতুষ্টয়ের সহিত দাস, সখা, পিতা মাতা ও কান্তাগণ লইয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া যথেচ্ছা ক্রীড়া করি, সে ব্রজতত্ত্বের নিগূঢ়ভাব বৈধিভক্তিতে নাই। বৈধিভক্তি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল, সুতরাং উহা আমার প্রীতিজনক নহে। লোক এই বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজনা করিয়া সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য * এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন; অথচ ব্রহ্ম-ঐক্য সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ গ্রহণ করেন না; কিন্তু একবার প্রেমভক্তি বা ব্রজভাবের আভাস পাইলে ভক্ত পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া একমাত্র আমার সেবাই প্রার্থনা করিবে। অতএব বিধিভক্তির অতীত যে প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি অর্থাৎ আমার ব্রজলীলার পরিকরগণের শৃঙ্গারাদি ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া "তাদৃশ ভাব আমার কিরূপে হইবে" এইরূপ অনপেক্ষী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্ত কিরূপ আচরণ করিবে তাহা আমি জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিব।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ধর্ম্মসেতু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীশচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া প্রেমভক্তি ও হরিনাম সংকীর্ত্তন রূপ সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত-প্রবর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আরাধনাতেই শ্রীগৌরাঙ্গাবতার॥ যথা—

"চৈতন্য অবতারের এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥"

---

*সার্ষ্টি—শ্রীভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্য। সারূপ্য—সমানরূপতা, চতুর্ভুজ-মূর্ত্ত্যাদি। সামীপ্য—পার্ষদত্ব। সালোক্য—তুল্যলোকে বাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে লোকে বাস করেন, সেই লোকে বাস। সাযুজ্য—শ্রীকৃষ্ণে লীন হওয়া।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সকল অবতার ভক্তের ইচ্ছাহেতু প্রকট হইয়া থাকেন। যথা—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজ,
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ভা, ৩। ৯। ১১।

ব্রহ্মা কহিলেন—নমু নাথ! (হে নাথ) ত্বং পুংসাং (তুমি ভক্তদিগের) ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজে আস্‌সে (শুদ্ধ ভক্তিযোগ বিশোধিত হৃদয়-কমলে সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং) শ্রুতেক্ষিত পথে আস্‌সে—বর্ত্তসে (ভক্ত-দিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর।) হে উরুগায় (অতএব হে গোবিন্দ!) তে—তব ভক্তাঃ (ত্বদীয় ভক্তগণ শ্রবণ না করিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক) ধিয়া (মনো দ্বারা অর্থাৎ মনে মনে) যৎ যৎ স্বরূপং বিভাবয়ন্তি (যে যে স্বরূপ মূর্ত্তি বিভাবনা করেন) তৎ তদ্বপুঃ সৎ—সতাং অনুগ্রহায় প্রণয়সে (তুমি সেই সাধু ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই সেই মূর্ত্তিই প্রকটিত কর।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের এই যে কারণ উল্লিখিত হইল; ইহাও বাহ্য কারণ মাত্র। যে তিনটী গূঢ়বাঞ্ছা পূরণ নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ কলিতে প্রকট হইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় প্রবাহে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সেই বাঞ্ছাত্রয়ই অন্তরঙ্গ কারণ। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনাদি তাঁহার নিজের কার্য্য নহে। আনুষঙ্গিক প্রয়োজন মাত্র। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ কোন গূঢ় কারণের জন্য অবতীর্ণ হইতে বাসনা করিলেন. ঠিক সেই সময়েই ভূভার হরণ ও যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের কাল আসিয়াও তাহাতে মিলিত হইল।

"কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কালে হৈল সেকালে মিলন॥"

এই জন্য কলিতে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ গূঢ় অন্তরঙ্গ কারণও যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তকুল সহিত স্বয়ং প্রেমাস্বাদন ও আচণ্ডালে নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করেন। যথা—

"সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইলা সবারে॥"

তাই বলি ভাই রে! সংসারে বিষয় বাসনার উপাসনা করিয়া চিরদিন অন্তর্দ্দগ্ধ

হইবে অথচ প্রেমভক্তি-কল্প কুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় জীবন জুড়াইবে না। কোষকার কৃমির (গুটীপোকা) ন্যায় স্বকৃত কর্ম্মবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া দুর্গত জীবনকে আরও ভারবহ করিয়া তুলিবে; কিন্তু অনুতপ্ত প্রাণে একবারও সেই অন্তিমবন্ধু শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে না। জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল না ফুরাইলে এবং বাসনার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে তো ভক্তি কথা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না! যে জন বুঝিয়াও না বুঝে, কেমন করিয়া তাহাকে বুঝান যাইবে? যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমায়, কে তাহাকে জাগাইতে পারে?

পঞ্চম প্রবাহ

জীবতত্ত্ব।

জীবের স্বরূপ কি? জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তিমাত্র। নিজ অন্তরঙ্গা শক্তিতে শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকাশ, জীব-শক্তিতে সেরূপ নয়। সঙ্কীর্ণ জীবে শ্রীকৃষ্ণের বিকাশ অতি সামান্য। যথা—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

শ্রীকৃষ্ণ জ্বলন্ত অগ্নিরাশি, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গের কণামাত্র। সুতরাং জীব অংশশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ, জীব অণু-প্রকৃতি। জীব অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা আবরিত হইয়া সংসারে নিত্যবদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ মায়াপারে গুণবর্জ্জিত হইয়া নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত। শ্রীগোবিন্দ মায়াধীশ সূর্য্যস্বরূপ, জীব তাঁহার মায়িক প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। এক সূর্য্য যেমন বহুবিধ জলে পৃথক ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ গুণবদ্ধ জীব গুণরূপ জল বিশেষে সেই চিৎ-সূর্য্য-কিরণ-কণারূপে প্রতিবিম্বিত। যথা—

"চিৎকণ জীব কিরণ কণাসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥"

অতএব চিৎকণ জীব ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবান হইতে কখনই অভিন্ন হইতে পারে না। শ্রীগোবিন্দের সহিত জীবের নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধ। যথা— "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন"। (বেদান্ত স্যমন্তক।) অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। সুতরাং জীব নিত্য কৃষ্ণদাস হইয়া

অহংগ্রহোপাসনা, অর্থাৎ ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব নহেন, পরন্তু শক্তিবিশিষ্ট সুতরাং :আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন এরূপ "সোঽহং" জ্ঞানমূলক উপাসনা দ্বারা সাযুজ্য মুক্তিতে প্রত্যবায় আছে। আবার বেদের "তত্ত্বমসি" বাক্যে জীবকে তত্ত্বস্ত হইতে পৃথক্ করিয়াছে। যথা, তৎশব্দ অব্যয়, তস্য পদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ করিয়া ব্যবহৃত; সুতরাং "তস্য ত্বং অসি" অর্থাৎ তাঁহার তুমি, এই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব জীব যে শ্রীগোবিন্দ হইতে নিত্য ভিন্ন, ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইল। যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে, সেইরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-সিন্ধুরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ বটে, কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নহে, সেইরূপ চিৎকণ জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি বা জীবসমূহ সত্ত্ব, রজঃ তম গুণের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা মায়া-সমুদ্রে নিমজ্জিত। যতদিন তাহারা এইরূপ মায়াভিভূত থাকে ততদিন সুখ দুঃখের অধীন হইয়া বিষয় ভোগ করে। বিকারশীল বিষয়-নিচয় মায়া-সূত্রে অনুস্যূত। গুণাতীত শ্রীগোবিন্দ এই সুখ-দুঃখময় বিষয়-সম্বন্ধশূন্য। যথা—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

শ্রীভাবতসন্দর্ভ।

ঈশ্বরঃ (ভগবান শ্রীগোবিন্দ) হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ (আনন্দশক্তি ও জ্ঞান-শক্তি সমন্বিত বলিয়া) সচ্চিদানন্দঃ (অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহতে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিন শক্তি বিশুদ্ধভাবে বিরাজ করে, হ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রাশক্তি তাঁহাতে নাই।) কিন্তু জীবঃ স্ব অবিদ্যা সংবৃতঃ সন্ (জীব স্বকীয় মায়াশক্তিতে আবৃত হইয়া) সংক্লেশনিকরাকরঃ (জরাজন্মমরণাদি অশেষ ক্লেশের নিবাস হইয়াছে।)

অতএব "সূক্ষ্মাণামপি সূক্ষ্মঃ" জীবের স্বরূপ কতটুকু? যে স্বরূপের বলে জীব আপনাকে সেই রুদ্রাদি সুরসেব্য আনন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের সহিত অভেদ জ্ঞান করে? সে স্বরূপের পরিমাণ যে কত তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না;—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীত হি চিৎকণঃ॥

শ্রুতিব্যাখ্যাধৃতশ্লোক।

অয়ং জীবঃ (এই জীবাত্মা) কেশাগ্র...সদৃশাত্মকঃ সূক্ষ্মস্বরূপঃ (কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে পুনরায় শতাংশ করিলে যত হয়, তৎসদৃশ সূক্ষ্ম স্বরূপ ও সংখ্যাতীত এবং) চিৎকণঃ (চিৎ-স্বরূপ শ্রীভগবানের কণাসমূহের এক কণামাত্র।)

অতএব মোহান্ধ জীব! মায়াবাদমত-দূষিত "আমি ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞান দ্বারা হৃদয়কে কলুষিত করিও না। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড মণ্ডলাকারে পরিব্যাপ্ত, যিনি ভ্রুভঙ্গে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, "তিনিই তুমি" ইহা কি বাতুলের প্রলাপ নহে? যিনি বিশ্বপাতা বিশ্বভূপ, যাঁহার প্রসাদে তুমি চিৎকণ লাভ করিয়া জীবপদবাচ্য হইয়াছ, তিনি কি তোমার বরেণ্য নহেন—প্রভু নহেন? যাহারা সেই প্রভুর ঐশ্বর্য্য সারূপ্যাদি গ্রহণের অভিলাষ করে, তাহারা কৃতজ্ঞতার পরিচয় না দিয়া অধিকন্তু কৃতঘ্নতারই পরিচয় দিয়া থাকে। কামিনী কাঞ্চন বিষয়াসক্ত মায়িক জীব ত দূরের কথা, শ্রীগোবিন্দের সহিত দেবতাগণেরও তুলনা করা যাইতে পারে না। যথা—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডীভবেদ্ ধ্রুবং॥

হ, ভ, বি, ১। ৭১।

যস্তু (যে ব্যক্তি) নারায়ণং দেবং (নারায়ণ শ্রীগোবিন্দকে) ব্রহ্মা রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ (ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত) সমত্বেনৈব বীক্ষেত (সমান জ্ঞান করে) সঃ ধ্রুবং পাষণ্ডী ভবেৎ (সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া অভিহিত হয়।)

অতএব ভাইরে! তুমি কাহার সম্বন্ধে আছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার সংসারবন্ধন কষ্ট কিরূপ? এই সমস্ত হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভ্রান্ত-পথ পরিহার করিয়া সহজসাধ্য ভক্তিপথ অবলম্বন কর। তোমার শ্রেয়োলাভের কোন অন্তরায় থাকিবে না।—

সোঽহং মাবদসেব্য সেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং,
তেন স্যাৎ তব সদ্গতি ধ্রুবমধঃপাতো ভবেদন্যথা।
নানাযোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে,
স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে॥

তত্ত্বমুক্তাবলী, ৬৯।

হে জীব! সোঽহং মাবদ ("তিনিই আমি" এ কথা বলিও না; বলিলেও "অহং সঃ-দাস স্তদীয়ঃ" অর্থাৎ আমি তাঁহার দাস এই সিদ্ধার্থ গ্রহণ করিবে।) সেব্য সেবকতয়া শ্রীহরিং নিত্যং ভজ (সেব্য সেবকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য ভাবনা কর;) তেন তব সদ্‌গতিঃ ধ্রুবং স্যাৎ (তাহা করিলে তোমার নিশ্চয়ই সদ্গতি হইবে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নিত্যদাস্য প্রাপ্ত হইবে।) অন্যথা অধঃপাতঃ ভবেৎ (তাহা না করিলে অবশ্য অধোগতি হইবে) নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে মহৎ দুঃখং প্রাপ্যতে (এবং নানাযোনীতে গর্ভবাস করিয়া অশেষ দুঃখপ্রাপ্ত হইবে।) অহো! ত্বয়া স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যতে (হায়! তখন তুমি স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকিবে।)

আমরা চিৎকণ অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশাভাস স্বরূপ হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যার বশীভূত হইয়া জীবোপাধি লাভ করিয়াছি। এবং ভৌতিক দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আত্ম স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। অনিত্য স্থূলদেহে "মমত্ব" ভাবের উদয় হওয়ায়, আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাতে আমাদের কর্ম্মবন্ধন আরও সুদৃঢ় হইতেছে এবং আমরা শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ এই আধিব্যাধি নিপীড়িত ভূতের রাজ্যে ভূতের অধীন হইয়া পড়িতেছি। একভূতে নয়, আমাদিগকে পঞ্চভূতে ঘেরিয়াছে। হায়! এই বিষম ভূতের হাত হইতে কেমন করিয়া আত্মত্রাণ লাভ করিব? এ ভূত ছাড়াইবার ওঝা কে?—সাধুগুরু। মন্ত্র কি?—শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র। ওষধি,—প্রেমভক্তি। অর্থাৎ সাধুগুরুর মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলেই আর ভূতের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

এই যে সংসার-কর্ম্মশালায় আমরা আত্ম-সুখে তন্ময় হইয়া দিবানিশি ছুটাছুটি করিতেছি—কাহার জন্য, কেন এত কষ্ট করিতেছি, সে বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি নাই। কোন অদৃষ্টচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মৃত্যুর গভীর অন্ধকূপে নিপতিত হইতেছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। এ চক্রের চক্রী কে? কে আমাদিগকে এমনভাবে সংসারে মগ্ন রাখিয়াছেন? মোহান্ধ মানব আমরা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? মায়া-চক্রের অন্তরালে থাকিয়া আমরা সেই চক্রপাণির চক্র কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সংসারে মজিয়া থাকিলে সংসারের তত্ত্ব বুঝা অসম্ভব। সংসার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া অনাসক্তভাবে দেখা চাই। বৈরাগ্যের স্বচ্ছ দর্পণে সংসার-চিত্র সুন্দর প্রতিভাত হয়। অতএব মায়া আবরণ মুক্ত করিয়া, বৈরাগ্য-দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া দেখিলে দিব্যচক্ষে

দেখিতে পাই,—আমরা সুখের জন্য লালায়িত হইয়াও সুখ পাই না কেন? আমাদের মোহঘোর ছুটে না কেন? আমরা আত্মগরিমায় বিভোর হইয়া ধনজন যৌবন-মদে মত্ত রহিয়াছি কেন? প্রাক্তন কর্ম্মফলই আমাদিগকে "কলুর চোখ্ ঢাকা বলদের মত' অজ্ঞান-ঠুলি চক্ষে দিয়া নিরন্তর মায়া-চক্রে ঘুরাইতেছে। এই যে স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গের মনোরঞ্জনে সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছি, সংসার-মরুভূমিতে সুখ-মরীচিকার অনুধাবন করিয়া দিন দিন হীনবল ও ক্ষীণায়ু হইতেছি, ভুলেও আত্মোদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না, ইহাই সংসারের বিচিত্র রহস্য—ইহারই নাম ভূতের রাজ্যে ভূতের খেলা। লীলাময় শ্রীগোবিন্দের নামগুণগাথা প্রাণ ভরিয়া না গাহিলে এই ভৌতিক লীলাভিনয়ের যবনিকা পতন হইবে না। তাই বলি হে ভ্রমান্ধ জীব!—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত,
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মোহমুদ্গর।

তব কান্তা কা? (কে তোমার স্ত্রী) তে-তব পুত্রঃ কঃ? (তোমার পুত্রই বা কে?) অয়ং সংসারঃ অতীব বিচিত্রঃ (এই সংসার ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক।) ত্বং কস্য? (তুমি কাহার?) বা ত্বং কুত আয়াতঃ (এবং কোথা হইতেই বা এ সংসারে আসিলে?) হে ভ্রাতঃ! তদিদং তত্ত্বং চিন্তয় (এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।) তাই বলি,—

(তথা পদং।)

ওরে মন! ভজ কৃষ্ণ-কিশোরী।
দুর্ল্লভ জনম, হেলায় গোঙালি,
অসার ভাবনা করি॥
(নিদানের গতি ভাব্‌লি না)
(সেই অসময়ের গতি—")
(অসারে সার ভেবে—")
ওরে—রাধাকৃষ্ণ হরে, জিহ্বায় না জপিলি
শমন হইল অরি।

(নাম ল'লিম্য ল'লিনা)
(নলিনাক্ষীর নাম—")
(শমন নিকটে যে হ'ল রে)
(সে সঙ্কটে কে তারে বল)
দীন জন বন্ধু, শ্রীরাধা গোবিন্দ,
কহরে বদন ভরি ॥
(যদি নিরাপদ হ'বি)
(যদি শমন জয়ী হ'বি)
(রাধা-কৃষ্ণ পদ পাবি)
বহু পুণ্য ফলে, মানুষ হ'য়েছ
করিছ কি কাজ তারি।
(এমন জনম আর কি হবে ?)
(জনম পেয়েছ ভাল রে—)
(ভারতভূমে জনম—")
(কত লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে")
মনের আনন্দে, শ্রীরাধা গোবিন্দ,
কহ রাধাকৃষ্ণ হরি ॥
(তবে তাপিত প্রাণে শান্তি পাবে)
(" ভব-ভ্রান্তি দূরে যাবে)
মানুষ আকারে, ভূতের মতন,
হইলি অসদচারী।
(মানব জনম বৃথায় গেল)
(কামিনী কাঞ্চন লাগি—")
রাধাকৃষ্ণ নাম, লইতে আলিস্
এ কোন স্বভাব তোরি ॥
(ভজন হীন জীবন যে বৃথা রে)
(আলিস্ জীবন শ্মশান সম রে)
(শুধু ভূতেরি বাথান—)
ছাড় আন কাম, ভজ রাধাশ্যাম,
তমোভাব পরিহরি।

(অজ্ঞান-তমঃ দূরে যাবে)
উদ্ধারের পথ দেখ্‌তে পাবে)
(তখন) এ মায়া-বন্ধন, রবে নাকো আর
পাইবে চরণ-তরি ॥
(এই অকুল ভবার্ণবের মাঝে)

ষষ্ঠ প্রবাহ।

অভিধেয়তত্ত্ব বা ভজনপ্রণালী।

"এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥"

যাহা হইতে জীব প্রেমধন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণ প্রান্তে অভয় লাভ করে, সেই ভক্তিতত্ত্বের নামই অভিধেয় তত্ত্ব। অন্য দেবদেবীর প্রতি ভক্তিকে অভিধেয় বলা যায় না; একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় কহে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। যথা—

শ্রুতির্ম্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা ব্যক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহা স্তে তদনুগা,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং ॥

মুনিগণ নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন, শ্রুতির্ম্মাতা পৃষ্টা সতী। (শ্রুতি বা বেদ হইতেই স্মৃতিপুরাণাদি নিখিলশাস্ত্রের উৎপত্তি, এইজন্য শ্রুতিকে জননী স্বরূপা বলা হইয়াছে। এই মাতৃরূপিণী শ্রুতি জিজ্ঞাসিতা হইয়া) যথা ভবৎ আরাধনবিধিং দিশতি (যে প্রকার আপনার আরাধনা বিধি উপদেশ দেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সার বস্তু এবং জীবের একমাত্র উপাস্য।) তথা মাতুর্ব্বাণী ভগিনী স্মৃতিরপি ব্যক্তি (বেদমাতার বাক্যরূপিণী স্মৃতিগণও ভগিনী স্বরূপা হইয়া তাহাই প্রকাশ করেন) বা সহজনিবহাঃ যে পুরাণাদ্যাঃ তে চ তদনুগাঃ (কিম্বা সহোদর স্বরূপ যে পুরাণনিচয় তাহারাও বেদমাতার অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাই নির্দ্দেশ

করিতেছেন) অতঃ মুরহর ! (অতএব হে গোবিন্দ) ভবান্ এব শরণং সত্যং জ্ঞাতং (আপনিই একমাত্র শরণ্য, ইহা আমি সত্য অবগত হইলাম।)

এই "একমেবাদ্বিতীয়ং" "বিজ্ঞান মানন্দ পরব্রহ্ম" শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বা তটস্থা শক্তিই জীবনামে অভিহিত। জীবের স্বরূপতত্ত্ব পূর্ব্বপ্রবাহে বিচারিত হইয়াছে। জীব দুই প্রকার, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত তাঁহারা চিণ্ময় গোলোকধামে কৃষ্ণ-পারিষদ নামে পরিচিত এবং তাঁহারা নিত্য কৃষ্ণ চরণোন্মুখ থাকিয়া নিত্য সেবা সুখ উপভোগ করেন। আর নিত্যবদ্ধ জীব নিত্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া সংসারে নিত্য স্বর্গ নরকাদি সুখ দুঃখ ভোগ করেন। যতদিন জীবের দেহে আত্মবোধ বা মমত্ব থাকে ততদিন সংসারে আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সুখে দুঃখে অভিভূত হয়।

এই দুঃখের নিদান—বিষাদের রঙ্গভূমি দেহ বা স্থূল লিঙ্গ শরীর কি ? এই যে পরমসুন্দর সুকোমল দেহখানি, যাহাতে ধূলি লাগিলে শতবার ধৌত করি, ইহা ত মাটির বিকার মাত্র। আর এই সুকুমার শরীর পোষণের নিমিত্ত যে সুমিষ্ট ভোজ্যাদি গ্রহণ করি, উহাও মাটির বিকার ভিন্ন কিছুই নয়।

শৈশব লীলায় একদিন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশচীমাতা প্রদত্ত ভক্ষ্যদ্রব্য আহার না করিয়া মৃত্তিকাভক্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীশচীমাতা তদ্দর্শনে নিতান্ত কাতরা হইয়া মৃত্তিকাভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলে, শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"মাটির বিকার অন্ন, অন্ন মাটির বিকার।
মাটি দেহ, মাটি ভক্ষি কি ভেদ বিচার ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

এ মাটির সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল ?—প্রথমে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে মায়ার সৃষ্টি হয়, পরে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন, মন হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশ পঞ্চভূত হইতেই স্থূল জগতের উৎপত্তি। সংসারের তাবৎ পদার্থ এই পঞ্চভূতের বিকার। সুতরাং এ দেহও পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চগুণ বা তন্মাত্র কেবল পৃথিবীতেই বর্ত্তিয়াছে, আর আমাদের স্থূল লিঙ্গ দেহেও এই পঞ্চগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে সেই জন্য দেহকে মাটির বিকার বলা হইয়াছে। কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে অনুধ্যান করিয়া দেখিলে, মাটিও কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আবার পরমাণুও

কোন এক নিত্যবস্তুর বিকার। যাহা সত্যবস্তুর বিকার তাহা মিথ্যা। ঘট যেমন সত্যবস্তু নহে, মাটির শূন্যগর্ভ পিণ্ড, তদ্রূপ আমাদের এই দেহ-পিণ্ডটাও মিথ্যা।

যেমন ব্রহ্ম হইতে স্থূল জগৎ বিকশিত হইয়াছে সেইরূপ জীবাত্মা বা চিৎকণ হইতে স্থূলদেহের উৎপত্তি হইয়াছে। কর্ম্মই এই দেহ পরিগ্রহের মূল। কর্ম্মময় সংসারে জীব কর্ম্ম না করিয়া কোনক্রমেই থাকিতে পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতে প্রথমতঃ রাগ বা দ্বেষ উপস্থিত হয়, রাগ বা দ্বেষ হইতে অভিমান জন্মিয়া থাকে এবং অভিমান হইতে অজ্ঞানতা প্রকাশ পায়। জীব অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মার কর্ম্ম স্থূলদেহে আরোপিত করিয়া, যখন "আমি কৃশ" "আমি স্থূল" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি বোধ করে তখন সেই মায়াজাল জড়িত জীবাত্মাকে নিত্য-বদ্ধজীব কহা যায়। নিত্যবদ্ধ জীব বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায়, আধি-ভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তাপত্রয় তাহাকে জর্জ্জরিত করে। এবং কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর দাস হইয়া মায়া-পিশাচীর লাথি খায়। পিশাচী পুনঃ পুনঃ স্থূল লিঙ্গ শরীরে আবরণ করিয়া দণ্ডদান করে। যথা—

"নিত্যবদ্ধ নিত্য কৃষ্ণ হৈতে বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসারে ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥"

চরিতামৃত।

বদ্ধজীব নানাপ্রকার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই সুখ দুঃখ অনুভব করে। জগৎ সুখ দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত। মানুষ সুখের জন্য সংসার লীলার অভিনয় করে, কত খাটুনি খাটে কত অনুষ্ঠান করে, কই তাহাতে সুখের মুখ ত দেখিতে পায় না। পরন্তু দুঃখের জ্বালাতেই জর জর হয়। সুখ দুঃখ এক সময়ে প্রকাশিত হয় না। সুখ, দুঃখের আবির্ভাব কল্পনা করে। আবার দুঃখের পর সুখ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ সুখে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় কি ? কখনই না। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ও চিত্তের সন্তোষ উপস্থিত না হইলে প্রকৃত সুখানুভব হয় না। আশা, সুখ অন্বেষণ করে। এই সুখান্বেষণই জাগতিক কর্ম্ম। এই জন্যই জগৎ কর্ম্মময়।

এখন দেখা যাউক সুখ দুঃখ কি ? কিছুই নহে। দেহ যখন মিথ্যা, তখন স্থূলদেহ সম্বন্ধীয় সুখ দুঃখও মিথ্যা বুঝিতে হইবে। যাহাতে একের দুঃখ তাহাতে অপরের সুখ হয়। যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি তাহার তাহাতেই সুখ। অভ্যাস না

থাকিলে কেবল প্রবৃত্তিতে সুখ হয় না। সুতরাং সুখ দুঃখ অভ্যাস হেতু মূলক। এই অভ্যাসই সাধনার ভিত্তি ও অঙ্গ।

আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কাজেই সত্ব, রজ ও তম গুণত্রয় ওতপ্রোতভাবে জগতে সম্বদ্ধ। এই সত্বগুণ সুখ বা প্রীতিস্বরূপ, রজঃগুণ অপ্রীতি বা দুঃখ স্বরূপ এবং তমঃগুণ বিষাদ বা মোহ স্বরূপ। এই জন্যই সুখ দুঃখ জগতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তবেই ভাবিয়া দেখ, যখন আমাদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়নিচয় সাত্বিক ভাবাপন্ন হয় তখন সুখানুভব করি, আর মোহের আবরণে আবৃত হইলেই আমাদের দুঃখ উপস্থিত হয়।

আমরা মায়ার ক্রীড়া পুত্তলি ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া এই স্থূল দেহটাকেই আত্মা জ্ঞান করি। আত্মা যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারি না। কর্ম্মময় শরীরের অতিরিক্ত যে চৈতন্যরূপী তাঁহার নামই আত্মা। অবিদ্যাবৃত চৈতন্যাংশই জীব নামে অভিহিত। আত্মা নিত্য বস্তু। ইহাঁর ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই। জরা-মরণ-রোগ-শোক ইহাঁকে স্পর্শ করে না। আমরা এই আত্ম-তত্ত্ব বুঝি না বলিয়াই, স্থূলদেহ বিয়োগে মৃত্যু কল্পনা করিয়া কাতর হই এবং নূতন দেহ-পরিগ্রহকেই জন্ম বলি। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি জীবাত্মা জীর্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর গ্রহণ করেন। যথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহীঃ॥

গীতা।

অতএব বন্ধুজনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ অথবা পুত্রাদির জন্মে সুখানুভব করা কেবল অজ্ঞানতা প্রকাশ মাত্র। যতদিন জীবের বাসনা প্রবল থাকে ততদিন জীব মন ও বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া পুনঃ পুন জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ভব-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে জীব যদি সাধু বৈদ্য লাভ করে, তবেই তাঁহার উপদেশমন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়ন করে এবং জীব কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সান্নিধ্য লাভ করে।

তাই বলি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, আত্মত্রাণের চেষ্টা করা জীব মাত্রেরই

কর্ত্তব্য। এই মুক্তির উপায় একমাত্র কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রথম সোপান শ্রদ্ধা। সাধুজনের নিকট ভক্তি শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ করিয়া ও ভক্তের মহিমাদি দর্শন করিয়া পূর্ব্ব সুকৃতিবলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সরোজ সেবা করিতে হৃদয়ে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই সাধনার ভিত্তি। যথা—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়॥"

শ্রীচরিতামৃত।

এই শ্রদ্ধারাগ হৃদয়ে উদিত হইলেই সাধুগণ কিরূপে শ্রীহরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন তাহা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের কৃপাসঙ্গ লাভে অধিকার জন্মে। সাধু-সঙ্গে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠে এবং নির্ম্মল চিত্ত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ কথায় রুচি হয়। উপাসক তখন সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনকেই সার করেন। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলে আর কোন কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। যথা—

তাবৎ কর্ম্মাণিকুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ভা, ১১। ২০। ৯।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! যাবতা ন নির্ব্বিদ্যেত (যাবৎ কর্ম্মফলে বিরক্তি না জন্মে এবং) বা যাবৎ মৎকথা শ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা ন জায়তে (যাবৎ মদীয় কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত (তাবৎ পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।)

কর্ম্ম ত্যাগ ও কর্ম্মের নিন্দা সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। কেননা কর্ম্ম হইতে কখনই প্রেমভক্তির উদয় হয় না। যথা—

"কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্র কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥"

শ্রীচরিতামৃত।

তবে কর্ম্মার্পণ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ চিত্তেই কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধার স্ফূর্ত্তি হয় এবং শ্রদ্ধোদয় হইলেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন ভক্তিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়। যথা—

যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণ মচ্যুতেজ্যা ॥

ভা, ৪।৩১।৯।

শ্রীনারদ বলিয়াছেন, যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন (যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে) তৎ স্কন্ধভুজোপশাখা তৃপ্যন্তি (তাহার স্কন্ধ, শাখা উপশাখা, পত্রপুষ্পাদির তৃপ্তি বা পরিপুষ্টি সাধিত হয়) চ পুনঃ যথা প্রাণোপহারাৎ ইন্দ্রিয়াণাং প্রীতি স্যাৎ (এবং প্রাণের উপহার অর্থাৎ পান-ভোজনাদিতে যেমন ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি হয় কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্থানে পৃথক্ অনুলেপন করিলে তাহাদের পুষ্টি হয় না,) তথা অচ্যুতেজ্যা এব সর্ব্বার্হণং ভবেৎ (তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিলেই কর্ম্মফলদাতা দেবতা সকলের পূজা হইয়া থাকে; সুতরাং আর পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হয় না।)

কর্ম্মত্যাগ করিয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণভজনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। কেননা আমরা কর্ম্মজালে জড়িত হইয়াই সংসার ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করি। সুতরাং কর্ম্ম ত্যাগ করিব বলিলেই কর্ম্মত্যাগ করা যায় না। তবে বেদবিধির অন্তর্গত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিতে করিতে যখন সাধকের হৃদয়ে কর্ম্মের নিবৃত্তিভাব উদয় হয় তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্য লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হন। কর্ম্ম করিবার অবসর পান না। এইরূপে কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলেই শ্রীভগবানে চিত্ত অর্পিত হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের নামগুণগানে স্পৃহা জন্মে। এবং ভক্তি অধিকার দায়িনী শ্রদ্ধা, হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

এবম্বিধ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই অনন্য কৃষ্ণভক্তিলাভের অধিকারী। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ত্রিবিধ। যথা—

"শাস্ত্রযুক্তি সুনিপুণঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥"

যিনি শাস্ত্রের উপদেশ ও যুক্তি শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা নিষেবণের জন্য দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াছেন তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির উত্তম অধিকারী। তিনি ভক্তিতে অস্তিত্ব হারাইয়া দিবানিশি আনন্দ-লীলার অনুধ্যানে বিভোর থাকেন। যথাক্রমে ভক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিলে সাধকের হৃদয়-কমলে আনন্দঘন-

শ্রীবিগ্রহ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সুতরাং সেই ভক্ত কৃপাকটাক্ষপাতে সংসার তারিতে সমর্থ। আর যিনি—

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান॥"

যিনি শাস্ত্র-যুক্তি জানেন না, অথচ কৃষ্ণভক্তিতে প্রবল বিশ্বাস, তিনিই মধ্যম অধিকারী। শাস্ত্রযুক্তি জানিয়া তিনি কালক্রমে অনন্যাভক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন, সুতরাং মহাভাগ্যবান। আর—

"যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

শ্রীচরিতামৃত।

যাঁহার শ্রদ্ধা শিথিল, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। এই কোমল-শ্রদ্ধ সাধক কেবল কৃষ্ণভক্তিকে উত্তম বলিয়া বিশ্বাস করেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কি, এবং ভক্তির তটস্থ লক্ষণ কি, তাহা জানেন না। এই শ্রেণীর সাধকগণের হৃদয়ে যে জ্ঞানকর্ম্মের আভাস পাওয়া যায় তাহা সাধু কৃপাসঙ্গগুণে তিরোহিত হইলে মধ্যমাধিকারী হইবেন। ক্রমে এই মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সুদৃঢ় হইলেই সাধক উত্তমাধিকার লাভ করিবেন। অতএব পূর্ব্বসুকৃতিফলে কোন ভাগ্যবান জীবের হৃদয়ে এই শ্রদ্ধারাগ উদয় হইলেই শ্রীগুরুর স্থানে যত্নপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দীক্ষা না হইলে উপাসনায় অধিকার জন্মে না। দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীগুরুর কৃপা লাভের জন্য তদীয় সেবানুগত্য স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক।

উপাসকদিগের চারিটি দশা আছে। যথা, তটস্থ, প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ। উপাসনাবিহীন সাংসারিক অবস্থার নাম তটস্থ; অর্থাৎ যে অবস্থায় মনুষ্য কোন সাধনার পথ অবলম্বন করে না। এই তটস্থ দশা হইতে যখন শ্রীগোবিন্দচরণারাধনা আরম্ভ করা হয়, সেই অবস্থার নাম প্রবর্ত্তক। যদিও "প্রবর্ত্তক" কথাটির প্রয়োগ কোন প্রামাণিক শ্রীগ্রন্থে প্রায় দৃষ্ট হয় না অথচ বিপথীদিগের গ্রন্থে ভূরি ভূরি লক্ষিত হয়, তথাপি উপাসকদিগের সাধনক্রম বিভাগকে পরিস্ফুট করিবার মানসে এস্থলে ইহার প্রয়োগ (ভক্তিবিরোধী হয় নাই বলিয়া) সমীচীন বোধ করিলাম। প্রবর্ত্তকদশার কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে সাধক দশা উপস্থিত হয়। সাধক দশার অতিক্রমেই সিদ্ধ দশা। এই তিন অবস্থার কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার ব্যতিক্রম হইলে

সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অতএব প্রবর্ত্তক দশায় সাধককে কি করিতে হইবে অগ্রে তাহার আলোচনা করা বিধেয়।

বিনা আশ্রয়ে কোন জীবই কোন একটী কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য উপাসকগণকে অবস্থা-ভেদে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। নতুবা শ্রীভগবানের কৃপাকণালাভ দুরূহ। শ্রীল শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তদীয় "আশ্রয় নির্ণয়" গ্রন্থে উপাসকদিগের পঞ্চপ্রকার আশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম আর রসাশ্রয়।
এই পঞ্চরূপ হয় আশ্রয় নির্ণয়॥
প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে হয়।
প্রবর্ত্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয়॥"

উত্তম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকেই প্রবর্ত্তক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কেননা উভয়েরই বৃত্তি বিশুদ্ধভাবে কৃষ্ণভজনোন্মুখী। প্রবর্ত্তক সদ্‌গুরুর স্থানে নাম ও মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সাধন প্রণালী শিক্ষা করিবেন। মন্ত্র কি? যে বর্ণময়ী ভাষা শ্রীভগবদ্বীর্য্য জ্ঞাপন বা উদ্দীপন করে তাহাকে মন্ত্র কহে। যথা—

"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মন্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

মৎস্যসূক্ত।

যে শব্দ চিন্তা করিলে জীব অজ্ঞান বা সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে তাহার নামই মন্ত্র। অতএব মন্ত্র সহযোগে দীক্ষাগ্রহণ করা মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন। যে কার্য্য করিলে পাপক্ষয় হইয়া দিব্য জ্ঞানোদয় হয় তাহাকে দীক্ষা কহে। যে ব্যক্তি শ্রীগুরুর নিকট শ্রদ্ধা সহকারে দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহণ না করে, তাহার দোষ, শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে। যথা—

অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু মহেশ্বরি।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্র সমং স্মৃতং।
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতি॥

মৎস্যসূক্ত।

হে মহেশ্বরি! অদীক্ষিত মনুষ্যের দোষ শ্রবণ কর। তাহার অন্ন বিষ্ঠার

ন্যায় ও জল মূত্রের ন্যায় ঘৃণিত ও ত্যজ্য। সে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি যে কোন কার্য্য করে, সকলই অধোগতি হয় অর্থাৎ বিফল হয়।

ভক্তিসাধনমার্গে মন্ত্র ত্রিবিধ। কৃষ্ণমন্ত্র, বাল্য কৃষ্ণমন্ত্র ও যুগলমন্ত্র। কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিতজন ভাবানুসারে শান্তদাস্য ও সখ্য রসাধিকারী। বাল্য কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিত জন বাৎসল্যরসাধিকারী এবং যুগলমন্ত্রাশ্রিত জন মধুর রসাধিকারী। এই "গোপীজনবল্লভ" যুগলভাবেই ভক্তের চরমসিদ্ধি বা পরম পুরুষার্থ প্রেমের অভ্যুদয় হয়। অতএব প্রেমার্থী উপাসক মাত্রেরই যুগল মন্ত্র গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মন্ত্রের পর নামগ্রহণের বিধি আছে। এ নাম কি ? শ্রীহরি নাম। শ্রীহরি নামই ভক্তিলাভের সহজ উপায় এবং ভক্তিই মানবের পরম ধর্ম্ম। যথা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগ ভগবতিতন্নাম গ্রহণাদিভিঃ॥

শ্রীভাঃ।

শ্রীভগবানের নামগুণলীলা কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি যে ভক্তি সঞ্চার হয় ইহলোকে তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত।

নাম কোন স্বরূপ ? শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্তু। যথা—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

তথাহি।

নাম শ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

অখিলানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় নাম উভয়ই সমান; উভয়ই চিদ্বস্তু। নাম বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই একরূপ; "তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ" কিন্তু জীবের দেহ জীবরূপ দেহ হইতে বিভিন্ন। সুতরাং জীবের নামও পৃথক্। জড়দেহের সহিত সম্বন্ধ। অতএব জীবের জড়াশ্রিত দেহ লোপ পাইলে নামও লোপ পায়। কৃষ্ণে সেরূপ ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড়াশ্রিত নহে।—আনন্দলীলা রসময় নিত্য চিন্ময়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের যেই দেহ সেই দেহী। যে নাম সেই নামী। এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "নামনামিনোঃ অভিন্নাত্মা" উক্ত হইয়াছে। নাম "চিন্তামণি"—অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টদায়ক রত্ন তুল্য। এই শ্রীহরিনামমণির নিকট যিনি যাহা পাইবার অভিলাষ করেন, অনায়াসে তাহাই প্রাপ্ত হন। এই জন্য নামে কৃষ্ণভক্তি দুর্ল্লভ নহে। হরিনামে কায়মনোবাক্য আসক্ত রাখিলে, অর্থাৎ যদি করে হরিনাম জপ, মনে হরিনাম চিন্তা এবং বাক্যে হরিনাম উচ্চারণ সর্ব্বদা করা যায় তাহা হইলে অচিরে ভক্তিদেবীর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ ঘটে। নামই "শ্রীকৃষ্ণ" স্বরূপ। কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা; অতএব হরিনাম সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করে বা জীবকে সংসার-কূপ হইতে ভক্তির পথে আকর্ষণ করে, কৃষ্ণ শব্দে এই এক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আবার কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ কর্ষণ করা, অতএব কৃষ্ণনাম জীবের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া প্রেম-বীজ অঙ্কুরের উপযোগী করে। অথবা "কৃষিভূর্বাচকঃ ন প্রত্যয়শ্চ নির্ব্বাণবাচকঃ উভয়োঃ ঐক্যং কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে।" অর্থাৎ কৃষ্‌ ধাতু সত্তা বাচক ও ণ প্রত্যয় নির্ব্বাণ বাচক এই উভয় সংযোগে পরব্রহ্ম কৃষ্ণপদ নিষ্পন্ন হওয়ায় "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" এই তাৎপর্য্যও সূচিত হইল। আবার নামকে "চৈতন্য অর্থাৎ জীবের চেতন স্বরূপ বলা হইয়াছে। কেননা নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন হৃদয়ের পাপ-পঙ্ক বিধৌত হইয়া যায় তখন জীবের আত্ম-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। আবার নাম, "রসবিগ্রহ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। একমাত্র শ্রীহরিনামের মহাসাধনাতেই শ্রীআনন্দচিন্ময়রস পরিভাবিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তির প্রকাশ সম্ভাবিত হয়, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে এই ভাবও অভিব্যক্ত হইয়াছে। অথবা শ্রীহরিনাম "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"—শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দলীলা রসের মূর্ত্তি স্বরূপ এই অর্থও প্রকাশ পাইতেছে। তাহা "পূর্ণ" অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ বা খণ্ড নহে এবং "শুদ্ধ" অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধশূন্য পবিত্র ও "নিত্যমুক্ত" সদা চিন্ময় অর্থাৎ জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নয়। অতএব—

—"কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥"

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নাম, দেহ ও বিলাস এই তিনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। উহা উপাসকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। কেননা শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ লীলাদি সকলই কৃষ্ণের স্বরূপ—সকলই চিন্ময়। যথা—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
ভ, র, সি।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ইন্দ্রিয়ৈঃ গ্রাহ্যং ন ভবেৎ (অতএব শ্রীগোবিন্দের নাম রূপ গুণ লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদির অগোচর, সুতরাং চিন্ময়;) সেবোন্মুখে জিহ্বাদৌ অদঃ স্বয়মেব হি স্ফুরতি (যখন জীব শ্রীকৃষ্ণ ভজনোন্মুখ হন তখন তাঁহার জিহ্বাদিতে ইহা স্বতঃই স্ফুরিত হয়।)

তাই বলি হে মায়াপঙ্কাত্মন্! হে গোবিন্দ পাদাম্ভোজদ্বেষী কলির জীব! পরমাবেশে বিভোর হইয়া মধুর কণ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ নামের জয় কীর্ত্তন কর। একবার মনানন্দে বল—

জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ।
যে নাম সকল রসের মূল-কন্দ—
যে নামে সদানন্দ সদানন্দ (শিব)
নামে দূরে যায় নিরানন্দ—
উদয় করে প্রেমানন্দ—
নাম জগজনের পরমবন্দ্য—
তাতে কত সুধা অভিষ্যন্দ—
নাম-সরোজে বিরাজে প্রেম-মকরন্দ—
তাই তো তাতে মত্ত সদা সনক সনন্দ—
নামে বিরাজ করে সচ্চিদানন্দ—
নামের গুণে ঘুচে জীবের মহামোহান্ধ—
নামের গুণে মুক্ত জীবের এ ভব-বন্ধ—
অনিন্দ্য নাম নিলে বন্দ্য সুনীচ পুলিন্দ—
যে নামের লাগি সর্ব্বত্যাগী যোগী ঋষিবৃন্দ—
অমিয় মাখা সে নাম চমৎকার—
পাপীতাপী তারিবারে নামের অবতার—
নাম ভক্তি-প্রেম পরতন্ত্র—
যাতে ভুক্তি মুক্তি হয় স্বতন্ত্র—
কলৌ পরিত্রাণের মূল-তন্ত্র—
হরে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র—

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ; এই মহামন্ত্র কি ? করুণা-নিধান শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের কর্ণ-কুহরে গুরুগম্ভীর স্বরে যে সুধাময় নাম ঘোষণা করিয়াছেন, যে নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে ঘোরবিষয়ীরও মোহ-অমানিশা দূর হইয়া যায় এবং চিত্তাকাশে বিমল ভগবদ্ভক্তি-জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যে নামের বলে সেতুবন্ধকালে সাগর-জলে পাষাণ ভাসিয়াছিল, যে নামের বলে শ্রীপ্রহ্লাদ শিলাচ্ছন্ন হইয়াও সিন্ধু-নীরে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং অনলে, অস্ত্রে ও হিংস্র জন্তু কবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন সেই কলির পরিত্রাণের মূল মন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম এই—এই শ্রীহরিনামই শ্রীগুরুর কৃপানুগা হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট ষোল নামের বীজ "হরে কৃষ্ণ রাম।" এই বীজ স্বরূপ শ্রীনামত্রয়ের মধ্যে যে এক নিগূঢ় বিচার আছে তাহার মর্ম্ম এস্থলে বিবৃত হইল। "হরে" শব্দের ব্যাখ্যা, যথা—

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥

সাধনতত্ত্বসার।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন তিনিই "হরা" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনোহরা (সম্বোধনে "হরে")। কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী শ্রীরাধাই এই নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ" শব্দের ব্যাখ্যা, যথা—

আনন্দৈক সুখ স্বামীঃ শ্যাম কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দঃ নন্দনঃ কৃষ্ণঃ ইত্যভিধীয়তে॥ তত্রৈব।

যিনি অখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্ত্তা এবং যিনি গোকুলে পূর্ণতম পরমানন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া ব্রজবাসীমাত্রেরই নন্দন অর্থাৎ আনন্দ বিধায়ক হইলেন সেই আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ কমললোচন শ্রীশ্যামসুন্দরই কৃষ্ণ নামে অভিহিত।

"রাম" শব্দের ব্যাখ্যা, যথা—

বৈদগ্ধিসার সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বলীলা বিশারদঃ।
শ্রীরাধারময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

তত্রৈব

যিনি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ অর্থাৎ সুপণ্ডিত ও সর্ব্বলীলা বিশারদ, এবং যিনি শ্রীরাধাকে নিত্য রমণ করেন অর্থাৎ এক অপার্থিব বিমল মিলনানন্দ প্রদান করেন সেই ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণই রাম নামে কথিত হইয়া থাকেন।

এই যে শ্রীহরি নামের বীজার্থ নিরূপিত হইল, ইহা বাহ্য; এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে আর একটী যে গূঢ়ার্থ নিহিত আছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—এই বীজ স্বরূপ প্রত্যেক শ্রী নামই যুগলাত্মক অর্থাৎ প্রথম অক্ষরে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার মহিমা এবং দ্বিতীয় অক্ষরে শ্রীগোবিন্দের মহিমা সূচিত হইয়াছে। "শ্রীহরিনাম কবচে" বর্ণিত আছে—

"হকারে দৃশ্যতে রাধা রে কারে কৃষ্ণ এবচ।
কৃকারে ক্রমঃ রাধায়াঃ ষ্ণ কারে কৃষ্ণ বীজকং॥
রাকারে হ্লাদিনী রাধা মকারে মন্মথ-মোহং।
তস্মাদেব নামমন্ত্রং রাধাকৃষ্ণ শুভাত্মকং॥

অস্যার্থ।

হ অক্ষরে রাধার হৃদয়-বদন।
রে অক্ষরে কৃষ্ণ রম্য কন্দর্প মদন॥
কৃ অক্ষরে ক্রম রাধার অষ্ট সখি।
ষ্ণ অক্ষরে বীজ কৃষ্ণের অষ্ট সখা লিখি॥
রা কারে হ্লাদিনী রাধা আনন্দ কারণ।
ম অক্ষরে মদনমোহন বিবরণ॥
এইরূপ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
রাধাকৃষ্ণ যুগল তত্ত্ব পরম সুন্দর॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ এই ব্রহ্মমন্ত্রকে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট করিলেন কেন? দুই এক সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিলেও তো করিতে পারিতেন? তবে করিলেন না কেন? অবশ্য ইহার অভ্যন্তরে একটী গূঢ় যোগতত্ত্ব নিহিত আছে, বুঝিতে হইবে।

প্রাণায়াম-যোগের তিনটী অঙ্গ। পূরক, রেচক ও কুম্ভক। সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া এই অঙ্গত্রয় সাধন করিতে হয়। যত সংখ্যা মন্ত্র জপ করিয়া বায়ু গ্রহণ করা যায় তাহার চারিগুণ সংখ্যা জপকাল বায়ু কুম্ভক বা ধারণ করিয়া পুনরায় গ্রহণ-সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যা জপকাল বায়ু রেচন বা ত্যাগ করিতে হয়। এই নিয়মে ষোল সংখ্যা নাম জপ করিতে করিতে বায়ুপূরণ চৌষট্টী সংখ্যা পর্য্যন্ত

বায়ু ধারণ ও বত্রিশ সংখ্যা জপ কালের মধ্যে বায়ু রেচন করিতে পারিলেই এক পূর্ণমাত্রা প্রাণায়াম হয়। এই প্রাণায়াম একাসনে একাদিক্রমে অনুলোম-বিলোমে বিংশতি সংখ্যা কুম্ভক করা বিধি। এই রূপ প্রাণায়াম সহযোগে শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফলে জীবের চিত্ত-দর্পণ সুমার্জ্জিত হয় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ সাত্বিক ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠে। তখন ভক্তের সেই স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে শ্রীভগবৎ প্রতিবিম্ব স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র সুবিমল প্রেমানন্দ রসে অভিষিক্ত হয়। এই সুন্দর যোগতত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসেই শ্রীমহাপ্রভু এই মহামন্ত্রকে ষোলনাম বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার অষ্ট হরে চারি কৃষ্ণ ও চারি রাম একুনে ষোল নাম। ইহার প্রথম হরে—চন্দ্রাবলী, ২য়, হরে—প্রেমরূপা শ্রীরাধা, ৩য় হরে—সুভাষিণী, ৪র্থ হরে—সিংহাসন, পঞ্চম হরে—সুদর্শন, ৬ষ্ঠ হরে—শেষদেব, ৭ম হরে—সাবিত্রী, ৮ম হরে—রেবতী।

চারি কৃষ্ণের মধ্যে ১ম কৃষ্ণ—পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ—২য় কৃষ্ণ—বাসুদেব, ৩য় কৃষ্ণ—জগন্নাথ ও ৪র্থ কৃষ্ণ—বলভদ্র।

চারি রামের মধ্যে ১ম রাম—শ্রীরাধিকা, ২য় রাম—লক্ষ্মী, ৩য় রাম—সরস্বতী, ৪র্থ রাম—সুভদ্রা।

এই ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ভাব-মণ্ডিত ভাবার্থ দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, ষোল-নামযুক্ত তারকব্রহ্মনামে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" অর্থাৎ অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদাদি পরিকরগণের সহিত শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনের সুন্দর ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীহরিনামের একটী নিগূঢ় অর্থ আছে। শ্রীরাধাভাবগ্রাহী শ্রীমহাপ্রভু যখন রাধাভাবে জগৎকে কৃষ্ণ-প্রেম দিয়া মাতাইয়া গিয়াছেন, তখন তৎপ্রবর্ত্তিত এই শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে কি রাধাভাবের বিকাশ নাই? অবশ্য আছে। শ্রীমহাপ্রভু এই 'ষোল' নামকে সম্বোধনান্ত করিয়া প্রতিপদে—প্রতি অক্ষরে শ্রীরাধাভাবের অত্যুজ্জ্বল মাধুরী পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। শ্রীহরিনাম দীপিকা" গ্রন্থে প্রকটিত আছে;—এক সময়ে শ্রীরাধা কৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া প্রিয়-সঙ্গ ধ্যান করিতে করিতে এইরূপ মধুর সম্বোধনে শ্রীগোবিন্দকে আত্ম নিবেদন করিয়া তদীয় শ্রীনামাবলি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা—

রোদন বিন্দু-মকরন্দস্যন্দি দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুর স্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা॥

ভ, র, সি—পূঃ বিঃ।

হে গোবিন্দ !—অন্তবালা রোদনবিন্দু মকরন্দস্যন্দি দৃগিন্দীবরা সতী (অন্ত বালিকা শ্রীমতী রাধিকার নয়ন নীলোৎপল দিয়া অশ্রু-মকরন্দবিন্দু বিগলিত হইতেছে এবং) মধুর স্বরকণ্ঠী সতী তু তব নামাবলিং গায়তি (তিনি সুমধুর পিক-পঞ্চম স্বরে ত্বদীয় শ্রীনামাবলি কীর্ত্তন করিতেছেন।)

"এককালে রাধা কৃষ্ণ-বিরহব্যাকুলা।
প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিলা॥
মনের উদ্বেগ সব নিরাসের তরে।
হরি নাম মহামন্ত্র জপে নিরন্তরে॥
সম্বোধনে ষোল নাম উচ্চারণ করি।
পূর্ণ অভিলাষ কহে মনের মাধুরী॥
অষ্ট হরিনাম আর চারি কৃষ্ণ নাম।
চারি রাম নাম যাতে পূর্ণ মনস্কাম॥
প্রথম হে "হরে"! সুমাধুর্য্য দেখাইয়া।
হঠাৎকারে মোর চিত্ত লইলে হরিয়া॥ ১
প্রথম হে "কৃষ্ণ"! তুমি আনন্দ স্বরূপ।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষহ রমণীয় রূপ॥ ২
দ্বিতীয় হে "হরে"! ধৈর্য্য কুল লজ্জা ভয়।
সকল হরিলে মোর তুমি মহাশয়॥ ৩
দ্বিতীয় হে "কৃষ্ণ"! গৃহ হৈতে মন কাড়ি।
বন প্রতি লৈতে আমা আকর্ষণ করি॥ ৪
তৃতীয় হে কৃষ্ণ"! কুঞ্জে প্রবেশ করণে।
হঠাৎ আসি কঞ্চুলিকা কর আকর্ষণে॥ ৫
চতুর্থ হে "কৃষ্ণ"! মোর কুচ আকর্ষিয়া।
নখাঘাত অঙ্গে দিলে মহানিধি পাইয়া॥ ৬
তৃতীয় হে "হরে"! নিজ ভুজেতে বাঁধিয়া।
পুষ্প শয্যা প্রতি মোরে লইলে হরিয়া॥ ৭
চতুর্থ হে "হরে"! পুষ্প শয্যা নিবেদিয়া।
অন্তর্দ্দেয়-বপু বলে লইলে হরিয়া॥ ৮
পঞ্চম হে "হরে"! বপু হরণ ছল করি।
অন্তরে বিরহ ব্যথা সব নিলে হরি॥ ৯

প্রথম হে "রাম" তুমি স্বচ্ছন্দে রমিলা।
আমার রমণে রাম নাম ধরাইলা॥ ১০
ষষ্ঠ "হে হরে!" অবশিষ্ট যত ছিল।
ব্যায়াম কৌটিল্য মোর সকলি হরিল॥ ১১
দ্বিতীয় হে "রাম" আমায় রমণ করায়।
প্রকৃতি হইয়া মোর স্বরূপ আচরায়॥ ১২
তৃতীয় হে "রাম"! রমণীর চূড়ামণি।
প্রত্যেক সর্ব্বাঙ্গ তোমার রমণীয় মানি॥
আমার নয়ন-চকোর তাহাতে মাতিয়া।
আস্বাদন করে তাহাঁ সুধামুখ পাইয়া॥ ১৩

---

(১০) শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। যাঁহার ত্রিলোকের মধ্যে কোন প্রয়োজন নাই, যিনি মায়ার অধীশ্বর তাঁহার প্রাকৃত জীবের ন্যায় রমণ ইচ্ছা, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। "স্ব এব ধামন্ স্ব স্বরূপ এব রমমাণং অতএব ঈশ্বরম্"। (শ্রীধর) তিনি নিজ ধাম অর্থাৎ আনন্দময় গোলোকধামে আপনার স্বরূপেই রমমাণ, এই জন্য তিনি ঈশ্বর। ভক্ত আর শক্তি লইয়াই তাহার পরিবার। ভক্তের জন্যই তাঁহার সর্ব্বস্ব। ভক্তের ভগবান, আবার ভক্তও তাঁহার। ভক্ত নিষ্কামভাবে মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন তখন ভগবানের স্বরূপশক্তি প্রাপ্ত হন। ভক্ত সে শক্তি লইয়া কি করিবেন? তাই সে শক্তিও শ্রীভগবানে প্রত্যর্পণ করেন। সে শক্তি নিজ শক্তি বলিয়া—আনন্দময়ী হ্লাদিণী শক্তি বলিয়া শ্রীভগবান তাহা গ্রহণ করেন এবং মধুর ভাবে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই ভগবান্ ও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাত্মক মিলনের নামই রমণ। শ্রীভগবান ভক্তের সহিত রমণ করিবেন; ভক্তও ভগবানের সহিত রমণ করিবে। এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় নহে—স্বাভাবিক। এ মিলন কেবল আত্মার সহিত। এই যে শ্রীভগবান্ নিজ শক্তি বা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া রমণ করেন এ মিলন মায়িক জগতের কেহ জানিতে পারে না—দেবতারাও জানেন না, এমন কি নিজ কান্তা লক্ষ্মীও জানেন না। ইহাই ব্রজের অমানুষী গূঢ় লীলা। এই স্বরূপ শক্তির শীর্ষস্থানীয়া এক হ্লাদিনী শক্তি আছেন। সেই আনন্দদায়িনী

চতুর্থ "হে রাম"! কেবল মরণ স্বরূপ।
রমণে বিরাজ কর হ'য়ে কর্ত্তারূপ॥
রমণ-পীরিতি-রূপ স্বরূপ হইয়া।
কেবল রমণকর্ত্তা রমণ তব ক্রিয়া॥ ১৪
সপ্তম হে "হরে"! মোর চিত্ত মৃগী হয়।
তাহারে হরিয়া আনন্দ মূর্চ্ছাকে পাওয়ায়॥ ১৫
অষ্টমে হে "হরে"! তুমি সিদ্ধ পরাক্রম।
রতি কর্ম্ম প্রকট কর অতি প্রবলতম॥ ১৬

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।" (শ্রীচরিতামৃত) এই হ্লাদিনী শক্তির অপর নাম গোপী। শ্রীরাধাই গোপিকাকুল শিরোমণি। গোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পূর্ণ মিলন তাহাই রমণ নামে অভিহিত। শ্রীরাধামাধবের এই যে রমণ ইহাই শ্রীরামরায়ের "প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত" শ্রীকবিকর্ণপুরের "পরৈক্য" ও শ্রীজীবের "অভিন্ন চিত্তত্ব" বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

(১২) ইহা শ্রীরাধামাধবের স্ত্রী-পুং ভেদভাব নিরস্ত করিয়া প্রেম-বিলাসের অত্যুজ্জ্বল বিবর্ত্ত-বাদ প্রকাশ করিতেছে। বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় ভাব বশতঃ সম্ভোগ অভাবেও সম্ভোগ স্ফূর্ত্তির নাম বিবর্ত্ত বিলাস। "নির্ধূতভেদভ্রমং যথা স্যাৎ তথা যুঞ্জন্" শিল্পী শৃঙ্গার-রস এমনভাবে উভয়ের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া পরস্পরের সম্ভোগ বা মিলন ঘটান, যাহাতে সমস্ত প্রকার ভেদ-ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ কখন বা শ্রীরাধা-প্রকৃতি হইয়া তাঁহার স্বরূপ আচরণ করেন, শ্রীমতীও কখন বা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আচরণ করিয়া লীলানন্দ-সুখ উপভোগ করেন। এই বিবর্ত্ত-বাদের বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ।

(১৪) আবার রমণ "পীরিতি-রূপ" অর্থাৎ প্রীতি বা প্রেমের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ রমণ স্বরূপ অর্থাৎ প্রেমের স্বরূপ ও প্রেমের কর্ত্তা হইয়া প্রেমেতেই বিরাজ করেন। এই জন্য কেবল প্রেমভক্তির সাধনাতেই শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, অতএব তাঁহার যে দেহ, তাহা প্রেমে গঠিত, তাঁহার যে লীলা তাহা প্রেমের লীলা এবং তাঁহার যে কার্য্য তাহা প্রেমের কার্য্য। এই অমায়িক প্রেম-তত্ত্ব মায়ার জগতে সম্ভবে না।

এবম্বিধ প্রিয় তুমি যেমন নিযুক্তা।
ক্ষণে কোটি কল্প মানি বিরহিণী ভীতা॥
কিসে দিন কাটাইব শুন দীনবন্ধু।
আপনি বিচারি মোরে তরাও দুঃখ-সিন্ধু॥
বিরহিণী ব্রজ-সখী সকল আমার।
সে স্বভাবে ভাবে বদ্ধ সারিকাগণ আর॥
সৃষ্টি মধ্যে আছে যত আর আর জন।
সবাকারে প্রাণ দাও দিয়ে দরশন॥
এই ত কহিল হরিনামের বিচার।
মনোভীষ্ট পূর্ণ কর আমা সবাকার॥"

শ্রীহরিনাম দীপিকা।

আহা! কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভাবনীয় করুণা করিয়া যে শ্রীরাধা-ভাব-দ্যোতক শ্রীশ্রীতারকব্রহ্মনাম জগতের কর্ণে গুরুগম্ভীর স্বরে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন—যাহার অভ্যন্তরে মন্দাকিনীর সুশীতল পবিত্রতম ধারা অপেক্ষাও সুপবিত্র অলৌকিক প্রেমামৃত-ধারা ঝলকে ঝলকে প্রবাহিত হইতেছে—যাহার

এই ব্রজভাবোৎফুল্ল প্রেম মায়ার ভাষায় ব্যভিচার। এই যে রমণ—স্বরূপশক্তির সহিত আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহা অপ্রাকৃত ও কামগন্ধ পরিশূন্য হইলেও ইহাতে যে কিছু প্রাকৃত ভাবাংশ তাহা যোগমায়ার প্রভাব। সে ভাবাভাস শ্রীকৃষ্ণ কি গোপীগণ কেহই জানেন না। যথা—"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি, না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥" শ্রীচরিতামৃত। এই সাধুজনানুমোদিত ভাবার্থ ব্যতীত "রমণে বিরাজ কর" "রমণ তব ক্রিয়া" ইত্যাদি পদের যিনি অন্যরূপ কদর্থ প্রকাশ করেন তাঁহাকে বিপথী জানিয়া বৈষ্ণবগণ অবশ্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

(১৬) প্রেম-সূর্য্যের কিরণ সদৃশ উজ্জ্বলভাবকে রতি কহে। এই রতির কর্ম্ম স্বরূপ সাত্ত্বিক সঞ্চারী ইত্যাদি ভাবগুলিকে তুমি অতি প্রবলতমরূপে প্রকট করিয়া থাক। এ কার্য্যে তুমি সিদ্ধ-পরাক্রম—অর্থাৎ অতীব সুপটু। নির্ব্বিকার চিত্তেই এই সকল ভাবের বিকাশ হয়।—

ক্রমশঃ।

অনু-কর্ণ-প্রাপ্ত হইলে জীব নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া যান, সেই ষোল নাম বিশিষ্ট শ্রীহরিনামের মধ্যে যে নিরুপাধি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বের নিগূঢ় কথা অন্তর্নিহিত আছে—যাহার অপূর্ব্ব ভাব-বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ-ভাষায় পরিস্ফুট করা যায় না—কেবল আস্বাদন করিবারই যোগ্য—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-মাধুর্য্য ও অপার মহিমা অনুভূতির পরিচায়ক, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া ভাবার্থ বিচার করা আমাদের মত জীবাধমের সাধ্যাতীত। আমরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় দিনযামিনী জর্জ্জরিত ও মায়া-মোহিনীর মোহ-কুহকে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা-বিষয়-বিষ-ভোগ করিতেছি; অতএব আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ কামান্ধ-পেচকের ভাগ্যে সেই নির্ম্মল প্রেম-ভাস্করের দর্শন একরূপ অসম্ভব। সুতরাং এরূপ অকৈতব প্রেম-তত্ত্বের আলোচনায় হস্তক্ষেপ আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা ভোগ বা সত্যের অবমাননা করিয়া অপরাধী হওয়া মাত্র। তবে যাঁহারা ভজনানন্দের সুধা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলারস মাধুর্য্য অপ্রাকৃত প্রেমের চক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারাই ইহার মর্ম্মগ্রহণে অধিকারী। তাইবলি হে রসিক ভক্তগণ! আপনারা এই মধুরাদপি সুমধুর শ্রীহরিনামগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিয়া এবং উহার সুধাময় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাউন! আমরা অসঞ্জাত-রাগ বদ্ধজীব কর্ম্ম-বৈগুণ্যে এ ভাব-তত্ত্ব বুঝান দূরে থাক, ধারণা করিতেও অসমর্থ।

এই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবার কালে সাধকের প্রথম প্রথম একটু নীরসভাব বোধ হয়, কিন্তু সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া শ্রীনামাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, নামে চিত্ত ক্রমশঃ আকর্ষিত হইতে থাকে। নামের শক্তিতে চিত্ত একবার প্রবোধিত হইলে কীর্ত্তন-স্পৃহা উত্তরোত্তর বলবতী হয়,—হৃদয়ের সে শুষ্কভাব আর থাকেনা এবং সে রুচিও আর সহজে বিলীন হয়না। তখন কীর্ত্তন-নিষ্ঠ সাধক মনে মনে বিচার করিয়া থাকেন 'আহা! যাঁহার নাম এমন সুধাময়-এমন মধুর, নাজানি তিনি কত সুন্দর কত মধুর! কেমন করিয়া কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিব!" এইযে আবেগ—আকাঙ্ক্ষা এই যে প্রাণের ব্যাকুলতা ইহাই শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভের পক্ষে একান্ত অনুকূল। এই ব্যাকুলতার ফলেই সাধু-সঙ্গ লাভ ঘটে এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই পূর্ব্বকৃত পাপ ও অপরাধের হ্রাসারম্ভ হয়। অতএব ভাইরে! নামে আপাততঃ রুচি বা সুখ হয় না বলিয়া তাহা ছাড়িয়া কেবল সংসার-অরণ্যে ভ্রমিয়া বেড়াইলে

শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সবল থাকিতে থাকিতে প্রাণারাম শ্রীহরিনাম সাধনার সূচনা কর এবং এই অশেষ-বিপদ-সঙ্কুল ভবারণ্য কিরূপ ভয়াবহ একবার ভাবিয়া দেখ।—

ভবারণ্যং ভীমং তনুগৃহমিদং ছিদ্রবহুলং
বলীকালশ্চৌরঃ নিয়তমসিতা মোহ-রজনা।
গৃহীত্বা ভক্ত্যাসিং বিরতি-ফলকং নাম-কবচং
সমাধানং কৃত্বা স্থিরতরদৃশো জাগৃতজন ॥

ভবারণ্যং (এই সংসার রূপ অরণ্য) ভীমং (অতিশয় ভয়ানক,) ইদং তনু-গৃহং ছিদ্রবহুলং (তোমরা এই যে দেহরূপ গৃহে বাস করিতেছ ইহা শত শত ছিদ্রে পরিপূর্ণ) মোহ-রজনী নিয়তং অসিতা (তথায় মোহরূপ রাত্রি নিরন্তর অন্ধকারাবৃত অর্থাৎ নিয়ত অজ্ঞান অন্ধকার সমাচ্ছন্ন) বলী কালশ্চৌরঃ (তাহাতে পরাক্রান্ত কাল-তস্কর বিচরণ করিতেছে, অতএব) জন (হে মানব!) ভক্ত্যাসিং—ভক্তি+অসিং (ভক্তিরূপ খড়্গ ও) বিরতি-ফলকং গৃহীত্বা (বৈরাগ্যরূপ ঢাল গ্রহণ করিয়া এবং) নাম-কবচং সমাধানং কৃত্বা (শ্রীহরিনাম-মহাকবচ ধারণ করিয়া) স্থিরতর দৃশো জাগৃতঃ (একাগ্র দৃষ্টিতে সাবধানে জাগরিত অর্থাৎ চৈতন্যময় থাক। নতুবা কখন কাল-চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতসারে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে।) অতএব হে বিষয়ী জীব! যদি এই সংসার-কাননে নির্ভীক বীরের ন্যায় বিচরণ করিতে অভিলাষী হও তাহা হইলে শ্রীহরিনাম-কবচ ধারণ কর, এবং সুমার্জ্জিত কৃষ্ণভক্তিরূপ অসি গ্রহণ কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবধূতোত্তম শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে এই ত্রৈলোক্যমঙ্গল পরমাদ্ভুত শ্রীহরিনাম-কবচের বিষয় শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ইহার ভাব-মাধুর্য্য অবগত হইলে চিত্ত চিরতরে আনন্দ-রসে ডুবিয়া যায় এবং ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাদি সকল ফল আনুষঙ্গে সহজেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং

"যজ্‌জ্ঞাত্বা চ মহাদেবো ব্রহ্মাদি সুরসত্তমাঃ।
হরিভক্তিযুতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্য মবাপ্নুয়ুঃ ॥"

এই গুহ্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই ব্রহ্মা শিবাদি সুরসত্তমগণ হরিভক্তি পরায়ণ হইয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীহরিনাম-কবচ ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীনামের বীজ—"হরে কৃষ্ণ রাম" ভক্তের উত্তমাঙ্গের রক্ষা-কবচ। যথা—

"হকারো নাসিকাং পাতু রেকারো বদনং তথা।
কৃকারশ্চ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ষ্ণকারো তালুকে তথা।।
রাকারশ্চক্ষুসোর্ম্মধ্যে মকারো গণ্ড যুগ্মকং।।"

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট শ্রীহরিনামের অক্ষরে অক্ষরে শ্রীরাধামাধবের ব্রজ-পরিকরগণ বিভাবিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষপাতে ভক্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বদা সুরক্ষিত হয়। যথা—

হং শিরো মে ললিতা পাতু রেং বিশাখা বাহু দক্ষিণে।
কৃং কণ্ঠে চম্পকলতা ষ্ণং চিত্রা বামভুজেস্তথা।।
হং পাণৌ সখী রঙ্গদেবী রেং সুদেবী পাতু পৃষ্ঠকং।
কৃং বদনে তুঙ্গ বিদ্যা চ ষ্ণং শ্রবণে ইন্দুরেখিকা।।
কৃং ভ্রূবোর্ম্মধ্যে শশীরেখা ষ্ণং দক্ষিণে বিমলাতথা।
কৃং বামে চ পালিকা পাতু ষ্ণং হৃদয়ে লবঙ্গ মঞ্জরী।।
হং শ্যামলা নাভিমধ্যে চ রেং মধ্যে মধুমতী তথা।
হং ধন্যা করাঙ্গুলিং পাতু রেং মঙ্গলাধঃ প্রকীর্ত্তিতা।।
হং শ্রীদাম জঘনং পাতু রেং সুদামর্জানু যুগ্মকং।
রাং বসুদাম ভ্রূযুগ্মকং মং লিঙ্গং পাতু সখার্জ্জুনঃ।।
হং সুবলো দক্ষিণে পাতু রেং বামপাদে চ কিঙ্কিণী।
রাং প্রাচ্যাং দিশি স্তোককৃষ্ণঃ মং অগ্নৌচ মধুমঙ্গলঃ।।
রাং দক্ষিণে চাংশুকঃ পাতু মং বিশালো নৈঋতে তথা।
রাং মহাবলঃ প্রতীচ্যাস্ত মং বায়ব্যাং বৃষভস্তথা।।
হং দেবপ্রস্থশ্চোত্তরস্যাং রেং ঐশান্যা মুজ্জ্বলস্তথা।
হং উদ্ধং পাতু মহাবাহু রেং রামোঽধঃ পাতু মেঽনিশম্।।
রাধামাধবঃ সর্ব্বাঙ্গং পাতু গোপীজনপ্রিয়ঃ।
ইতি ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি চ।।

আবার গোপী-গোপাল-বেষ্টিত শ্রীহরিনাম মহাবীজের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণ ভেদ আছে। অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় এই সকল বর্ণের পাপক্ষয়কারিণী শক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। কোন কাষ্ঠ-খণ্ডে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া রাখিলে যেমন সেই কাষ্ঠ-খণ্ড ক্রমশঃ ভস্মীভূত হইয়া যায় সেইরূপ বদনে বা শ্রবণে অবিরত শ্রীহরিনাম সংলগ্ন করিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই দেহের পাপ তাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। শ্রীহরিনাম-বীজের প্রত্যেক অক্ষর কিরূপ বর্ণ বিশিষ্ট এবং কি কি পাপক্ষয় করিয়া থাকেন এস্থলে তাহা বিবৃত হইল। যথা—

হকারো হিঙ্গুলবর্ণ সর্ব্ববর্ণবরো মতঃ।
জ্ঞানাজ্ঞান কৃতং পাপং হকারো দহতিক্ষণাৎ ॥

হ-কার হিঙ্গুলবর্ণ, ইহা সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। জ্ঞান ও অজ্ঞান কৃত সকল পাপ ইহার দ্বারা শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

রেকারঃ রক্তবর্ণঃ স্যাৎ গোপালেন নিরূপিতঃ।
গুর্ব্বঙ্গনা কৃতং পাপং রেকারো দহতি ক্ষণাৎ ॥

রে—কার রক্তবর্ণ, ইহা শ্রীগোপালের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। গুর্ব্বঙ্গনাভিগমন জনিত মহাপাতকও ইহার দ্বারা আশু ধ্বংস হয়।

কৃকার কজ্জলবর্ণঃ সংহরেদুপপাতকং।
গতিশক্তিরতিপ্রেম কৃকারাজ্জায়তে ক্ষণাৎ ॥

কৃ—কার কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ইহা উপপাতক রাশি ক্ষয় করে, এবং এই কৃকার হইতেই গতি, শক্তি, রতি, প্রেম প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষ্ণকারো লোহিতবর্ণঃ নরকাদুদ্ধরেন্নরম্।
তজ্জন্মার্জ্জিতং পাপং ষ্ণকারো দহতি ক্ষণাৎ ॥

ষ্ণ—কার লোহিতবর্ণ, ইহা মানবকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে এবং সেই সেই জন্মার্জ্জিত পাপের বিনাশ সাধন করে।

রাকারো গৌরবর্ণশ্চ বরশক্তি ভবেদ্ধ্রুবং।
রবিসোম সমোবর্ণ স্তমোরাশিং দহেৎ ক্ষণাৎ ॥

রা—কার চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ও গৌরবর্ণ, ইহা নিশ্চয়ই বরশক্তি অর্থাৎ উত্তমা শক্তি-বিশিষ্ট এবং ইহা সত্বঃ অজ্ঞান তমোরাশি বিনষ্ট করে।

মকারো জ্যোতিরূপশ্চ নিরঞ্জনঃ সদাস্থিতঃ।
মিথ্যাবাক্য কৃতং পাপং মকারো দহতিক্ষণাৎ ॥

ম—কার জ্যোতি স্বরূপ, নিরঞ্জন অর্থাৎ কলঙ্ক রহিত ও নিত্যস্থায়ী। ইহা দ্বারা মিথ্যাবাক্যকৃত পাপ সদ্যঃ অপনীত হয়।

এইরূপ প্রত্যেক বর্ণেই যখন এমন এক একটি প্রত্যক্ষসিদ্ধা মহতীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে তখন এই বর্ণগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়া ভগবদ্বীর্য্য ও ভাব-জ্ঞাপক মন্ত্ররূপে পরিণত হইলে যে এক অসাধারণ শক্তিধারণ করে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ণ ভিন্ন কোন বাহ্যভাব বা কোন শক্তি অন্তরে গ্রহণ করা যায় না এবং অন্তরের কোন ভাবও বাহিরে প্রকাশ করা যায় না। সেই জন্য শ্রীভগবদ্বীর্য্য-সম্পন্ন চৈতন্য-সত্ত্বাকে অন্তরে আবিভূর্ত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে যে, বর্ণময় মন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন, ইহা ধ্রুব-সত্য। অতএব হে সংসার-ভীত জীব! যদি আধিব্যাধি পাপতাপের জ্বালা জুড়াইয়া হৃদয়কে আনন্দামৃত-ধারায় অভিষিক্ত ও পবিত্র করিতে চাও, তবে কলিকালের ধর্ম্ম স্বরূপ একমাত্র শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন কর—একবার এই নাম-সুধারস আস্বাদন কর—দেখ, কেমন প্রাণারাম ও শান্তিপ্রদ!

মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ কি?—প্রেমলাভ করা। শ্রীহরিনাম সেই প্রেমলাভের উপায় স্বরূপ। পাপ সংক্ষয় ও মুক্তি শ্রীনামকীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করাই মুখ্য ফল। মুক্তি ও পাপের বিনাশ নামের আভাস মাত্রেই সংসিদ্ধ হয়। যথা—

"হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

তাই সকলকে সানুনয়ে বলি—

"নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
যে নাম ভজিলে ভবে পাইবে নিস্তার॥"

শ্রীহরিনামই কলির ভজন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব যতদিন রসনার উচ্চারণ ক্ষমতা আছে, প্রাণ ভরিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন কর, অশক্ত হইলে মনানন্দে শ্রবণ কর। তাহাও যদি না পার শ্রীহরিনাম মানসে স্মরণ কর; তোমার সকল নিরানন্দ চিরানন্দে পর্য্যবসিত হইবে। নতুবা পাপতাপদগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। তাই শুরুদেব বলিয়াছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ।।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সকল সময়ে সকল স্থানে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান শ্রীহরির নামগুণগাথা কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করা মনুষ্যগণের একান্ত বিধেয়।

নামের এমনই মহিয়সী শক্তি একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে পাপীর হৃদয়-পটাঙ্কিত সকল পাপের রেখা অনায়াসে মুছিয়া যায়। তাই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥"

অতএব ভাইরে! সংসারের সকল কুটিনাটি 'কর্ম্মনাশার' জলে বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দময় হৃদয়-দেবতার সুকন শ্যামমূর্ত্তিখানি চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত এবং হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অকপট হৃদয়ে অন্তরের কথা অন্তরে অন্তরে নিবেদন কর। আর বাহিরে তাঁহার শ্রীনাম-গাথাবলী স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক, জগতের মধ্যে তোমার কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। যেহেতু শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ভিন্ন কলির জীবের আর কোন শ্রেয়ঃ ও কৃত্য নাই—করিবার আবশ্যকতাও নাই। যথা—

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং ।।
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ সমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ ।।
নামৈব পরমামুক্তি র্নামৈব পরমাগতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমাস্থিতিঃ ।।
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতি র্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ।।
নামৈব কারণং জন্তো র্নামৈব প্রভুরেবচ।
নামৈব পরমারাধ্য র্নামৈব পরমোগুরুঃ ।।

কাত্যায়ন সংহিতা।

নাম সম নহে জ্ঞান, নাম সম নহে ধ্যান,
নাম সম নহে ব্রত-ফল।
ত্যাগ নহে নাম সম, নাম তুল্য নহে শম,
নাম তুল্য নহে পুণ্যবল॥
নাম তুল্য নহে গতি, নামই পরমা গতি,
নামই পরমা শান্তি হয়।
নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা ভক্তি,
নামের সদৃশ কিছু নয়॥
নামই পরমা স্থিতি, নামই পরমা স্মৃতি,
কৃষ্ণ নাম পীরিতি পরম।
সকল কারণ নাম, জীবের পরম ধাম,
এই সর্ব্ব শাস্ত্রের মরম॥
নামই পরমারাধ্য, নামই জীবের সাধ্য,
জীবের পরম প্রভু গুরু।
সর্ব্ব ফল সমাহারি, কৃষ্ণ নাম সর্ব্বোপরি,
কলিযুগে সাক্ষাৎ কল্পতরু॥

আবার—

"সর্ব্বকর্ম্মফল নামাভাসে লব্ধ হয়।
সর্ব্ব জ্ঞান-ফল নামাভাসেতে মিলয়॥
ইহাতে সন্দেহ যার সে অধম জন।
নাম অপরাধে তার অবশ্য পতন॥"

সপ্তম প্রবাহ।

শ্রীগুরু তত্ত্ব।

দীক্ষাগ্রহণ যে জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কেমন গুরুর স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে? সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? যথা— তদ্

শান্তো দান্তকুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধবেশবান্ ।
শুদ্ধাচার শুচির্দ্দক্ষঃ সুপ্রতিষ্ঠ সুবুদ্ধিমান্ ॥
আশ্রমী ধ্যান-নিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্র বিশারদঃ ।
নিগ্রহানুগ্রহেশক্তো গুরুরিত্যাভধীয়তে ॥

যিনি শান্ত—(১) মনকে দমন করিয়া সুখ দুঃখ রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য হইয়াছেন, দান্ত—(২)—বাহেন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, কুলীন—(৩) সংকুল সম্ভব, বিনীত—(৪) নম্রস্বভাব, শুদ্ধ বেশবান্—(৫) পবিত্র বেশ-ভূষাধারী, শুদ্ধাচার—(৬) পবিত্রাচারী, শুচি—(৭) পবিত্রতাপূর্ণ, দক্ষ—(৮) ধর্ম্মকার্য্যপটু, সুপ্রতিষ্ঠ—(৯) যাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হয়, সুবুদ্ধিমান্—(১০) সুবিজ্ঞ, আশ্রমী—(১১) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের কোন এক আশ্রমে অবস্থিত ও তদাচার সম্পন্ন, মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ. (১২) মন্ত্রতন্ত্র অভিজ্ঞ, ধ্যাননিষ্ঠ—(১৩) শ্রীভগবানের ধ্যান-পরায়ণ এবং নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত—(১৪) যিনি শিষ্যকে কুপথগামী দেখিলে নিগ্রহ ও সুপথগামী দেখিলে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ তিনিই "গুরু"-পদ বাচ্য।

শ্রীগুরুকে ভগবৎ স্বরূপে পূজা করা ভক্তিশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ। শ্রীগুরুতে ভক্তি-আরোপ করিলে কামাদি দোষ সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। যথা—

"এতৎ সর্ব্বং গুরোভক্ত্যা পুরুষোহঞ্জসা জয়েৎ।"

অতএব অগ্রে আগমশাস্ত্রকুশল, সম্প্রদায়ী ভগবদ্ভক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণ আশ্রয় কর। যেহেতু, গুরু-কৃপা—মহৎ কৃপা দ্বারাই বিষয়-বিমুগ্ধ মায়িক জীবের দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, শ্রীভগবদ্বস্তুতে বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি হয় এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের আনুগত্যাভিলাষে রুচি জন্মে। তাই বলি, হে বদ্ধ জীব! যদি ভব-সমুদ্র পার হইয়া যাইতে চাও, তবে শ্রীগুরুর চরণ-কমলে রতি-মতি স্থাপন কর।

শ্রীগুরু কোন স্বরূপ?—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নহেন, শ্রীভগবানের প্রকাশ রূপ,—ভগবদ্দাস। এই শ্রীগুরু-তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

আবার শ্রীল শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মনঃশিক্ষার ২য় শ্লোকে—"শ্রীগুরুবরং মুকুন্দ প্রেষ্ঠং"—শ্রীগুরুদেব শ্রীগোবিন্দের প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব শ্রীগুরুকে অপ্রাকৃত নিত্যরূপে সর্ব্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে। সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিলেই অধঃপাতে যাইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভাগবত উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভা, ১১। ১৭।

হে উদ্ধব! আমাকে শ্রীগুরু-আচার্য্য স্বরূপ জানিবে। সুতরাং সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার অবমাননা করিও না; কিম্বা জরা-মরণ-ব্যাধি-প্রবণ-দেহ-বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া কদাচ তাঁহার সদ্‌গুণাবলির উপর দোষারোপ করিও না, কেননা শ্রীগুরু সর্ব্বদেবময় অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বদেবাত্মক। এই জন্য, অগ্রে শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ পূজা না করিয়া অন্য দেব-দেবীর পূজা করিলে নিষ্ফল হয়। যথা—

গুরোরগ্রে অন্যপূজা সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ॥"

ভক্তি শাস্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে শ্রীগুরু দ্বিবিধ কথিত আছেন। এই গুরুদ্বয় সম্বন্ধে ভক্তির কোন তারতম্য নাই এবং উভয়েই তুল্যরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। কারণ দীক্ষা শিক্ষা উভয় গুরুই অভেদাত্মা। যথা—

"দীক্ষা শিক্ষা গুরুশ্চৈব চৈকাত্মা চৈকদেহিনং।"

এক্ষণে "গুরু" শব্দের পরমার্থ-জ্ঞান-লভ্য অর্থ বিবৃত হইতেছে। "যঃ গু—গুহ্যং নারায়ণং রৌতি, প্রকাশতি বা দর্শয়তি স এব গুরুঃ" অর্থাৎ যিনি নব-নীরদ-নিন্দি-শ্যাম সুন্দরের শ্রীচরণ-সরোজ দর্শন করিয়াছেন অথবা অপরকে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই শ্রীগুরু নামে অভিহিত। যথা—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈঃ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

যিনি এই বিশ্ব-চরাচরে অখণ্ড-মণ্ডল অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেই শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম যৎ কর্ত্তৃক দর্শিত হ. য়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণে নমস্কার।

তথা হি।

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রকারঃ পাপ-দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তঃ ত্রিতয়াত্মাগুরুঃ পরঃ ॥

আগম-সারতন্ত্র।

গকার সিদ্ধিদাতা, রকার পাপনাশক এবং উকার শম্ভু অর্থাৎ সর্ব্ব মঙ্গলময় বুঝায়। যিনি জীবের পাপতাপ ক্ষয় করিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক পরম মঙ্গল সাধন করেন, এমন কার্য্যত্রয় পটু ব্যক্তিকেই গুরু বলা যাইতে পারে।

অথবা গুর্—জীব+রু—উপকার। যিনি আসক্তি-পরায়ণ জীবকে ভব-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়া মহদুপকার সাধন করেন তিনিই গুরু।

এই যে গুরু শব্দের অর্থ কথিত হইল, ইহাতে এমন একটি মনুষ্য-মূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিল যাঁহার হৃদয় ও মন ভগবদ্ বিষয়ে দিবানিশি বিভাবিত; সুতরাং তাঁহার অন্তর ও বাহির সুবিমল ও পবিত্র। তিনি মাদৃশ লঘু-চিত্ত ব্যক্তিদের মত সংসারের সঙ্কীর্ণ ধারণায় আবদ্ধ নহেন, অনুক্ষণ শ্রীভগবচ্চরণ-সরোজের অনুধ্যানে বিভোর হইয়া, আনন্দময় মধুর-লীলা নিষেবণের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল অন্তরে শ্রীভগবদ্‌বস্তুকে অহরহঃ অনুধ্যান করাতে তাঁহার হৃদয়ে এক অমানুষী শক্তির স্ফুরণ হয়। ইচ্ছা করিলে তিনি কৃপা করিয়া সেই ঐশী-শক্তিকে উপযুক্ত শিষ্যের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারেন।

গুরু কেমন শিষ্যকে আত্মসাৎ করিয়া মন্ত্রাভিষিক্ত করিবেন তাহার লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা—

শান্তো বিনীত শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ ॥
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতীঃ ॥

শান্তঃ (সমগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি উদ্ধত স্বভাব ত্যাগ করিয়াছেন) বিনীতঃ (নম্র স্বভাব) শুদ্ধাত্মাঃ (যিনি মনকে পাপাসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন) শ্রদ্ধাবান (ধর্ম্মকার্য্য ও উপাসনায় দৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত) ধারণাক্ষম (গুরুর উপদেশ গ্রহণে সক্ষম) সমর্থশ্চ (গুরূপদিষ্ট কার্য্য করিতে সুপটু) কুলীনশ্চ (সদ্‌বংশজাত) প্রাজ্ঞঃ (জ্ঞানবান্) সচ্চরিতঃ (সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট) যতীঃ (জিতেন্দ্রিয়) এই দশটী উত্তম শিষ্যের লক্ষণ।

মন্ত্র গ্রহণান্তর শ্রীগুরুর চরণারবিন্দে আত্ম সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে

তল্লীলা শ্রবণ, তদ্রূপ দর্শন, তদ্ভাব স্মরণ, তদঙ্গ স্পর্শন তৎ প্রসাদ আস্বাদনাদি সহকারে শ্রীগুরুর সেবা করিতে করিতে শিষ্যের হৃদয়স্থ তমোভাবগুলি ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া থাকে, এবং তদীয় কৃপাশিক্ষাগুণে সাত্ত্বিক ভাব-নিচয় উজ্জীবিত হইয়া হৃদয় ও মনকে ক্রমশঃ শান্তিভাবে উন্নীত ও পবিত্র করে। আবার শ্রীগুরুর স্থানে মন্ত্রাশ্রয়ের গুণে প্রবর্ত্তকের হৃদয়ে সাধু-কৃপাসঙ্গ লাভের প্রবৃত্তি বাড়িয়া থাকে। সাধু-সঙ্গগুণে চিত্তে ভগবদ্ভাব বিস্ফারিত হইয়া উঠে এবং নামাশ্রয়ের গুণ, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া অন্তরকে সুনির্ম্মল করে। এই জন্যই—

"প্রবর্ত্তকের আশ্রয় হয় শ্রীগুরু চরণ।
আলম্বন সাধু সঙ্গ জানিবা কারণ॥
উদ্দীপন হয় হরি নাম সংকীর্ত্তন।
এই ত কহিনু কিছু প্রবর্ত্ত লক্ষণ॥"

আশ্রয় নির্ণয়।

বিনা আশ্রয়ে জীব কোনক্রমেই থাকিতে পারে না। সেই জন্য প্রবর্ত্তকের আশ্রয় শ্রীগুরুচরণ। শ্রীগুরু পদাশ্রয় ব্যতীত প্রবর্ত্তককে সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তির আরও নয়টী অঙ্গ আশ্রয় করিতে হয়। শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বৈধীভক্তির ৬৪ চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে সাধনার প্রারম্ভ অবস্থায় যে দশটী অঙ্গ কথিত আছে তাহার বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল। সেই দশাঙ্গ কিরূপ ভগবদ্ভক্তির উন্মেষক ও মহৎ ফলপ্রদ তাহা ভজনাধিকারী ভক্ত ভিন্ন অন্যের অনধিগম্য। আমরা জীবাধম, তদঙ্গ-বিশেষের আভাস পাইলেও সৌভাগ্য লাভে কৃতার্থ হইতে পারি। ভক্তির দশাঙ্গ, যথা—

গুরুপাদাশ্রয় স্তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগশ্চ কৃষ্ণ হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি গৌরবং॥
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা॥

সর্ব্বপ্রথমে গুরুপদাশ্রয়।—(১) একটি সামান্য সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞান

লাভ করিতে হইলে যখন গুরুর আনুগত্য-প্রয়োজন হয়, তখন সর্ব্বোপরি পরমার্থ তত্ত্বের অনুশীলনারম্ভ করিতে হইলে যে গুরুপাদাশ্রয় একান্ত আবশ্যক, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। গুরুকে দেবময় চিন্তা করিলে, দেববীর্য্য সমস্ত গুরুতে স্ফুরিত হয়। একান্ত ভাবে গুরুসেবা দ্বারা তমোগুণ বিদূরিত হইলে সেই গুরু-বস্তুর ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া উপাসককে দেবময় করেন। যেমন কোন বীর্য্যবান তিক্ত ঔষধ মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যগত করিয়া খাওয়াইলে বালকেরা সহজে সেবন করিয়া নিরাময় হইয়া থাকে। তদ্রূপ ভগবদ্বীর্য্য গুরুবীর্য্যের অন্তর্গত করিয়া ভাবনা করিলে সেই অতীন্দ্রিয় ভগবদ্ভাব সহজেই হৃদয়ে বিভাবিত হন। অতএব গুরু-পদাশ্রয় যে সাধন-রাজ্যের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

অনন্তর কৃষ্ণ দীক্ষাদিশিক্ষণ। (২) অর্থাৎ কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগুরুর চরণান্তিকে তদ্বিষয় শিক্ষা লাভ করা। এই বাক্যে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। তবে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সর্ব্বত্রই যে বিভিন্ন ব্যক্তি হইবেন তাহার কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। দীক্ষাগুরু যদি উপযুক্ত শিষ্যকে ভজন শিক্ষা দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্য শিক্ষাচার্য্য রূপে বরিত হইবেন। দীক্ষাগুরু প্রায়শঃ একই ব্যক্তি হ'ন। কিন্তু শিক্ষাগুরু সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবশ্যক হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। অতএব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুরুপদাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ না হইলে এক গুরুর শ্রীচরণ-কমল হইতে অন্য ভগবদ্ভক্ত সদ্‌গুরুর: শ্রীচরণান্তিকে আশ্রয় লাভ করা তত্ত্ব-জ্ঞান-লোভী শিষ্যের দোষাবহ হয় না। যথা—

মধু লোভী যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পপুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞান লোভী স্তথা শিষ্যঃ গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

ভ্রমর যেমন মধু লোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে সেইরূপ শিষ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য একগুরুর চরণাশ্রয় হইতে অন্য গুরুর চরণাশ্রয় করিতে পারেন। তাই বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বিধি-সঙ্গত নহে; করিলে গুরু-গৌরব হানি রূপ অপরাধে পতিত হইতে হয়। সুতরাং সাধনায় সিদ্ধি লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে।

ইতিপূর্ব্বে দীক্ষা শিক্ষা ভেদে গুরুদ্বয়ের অভেদত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্রে সাধনার ক্রমানুসারে ইহাঁদের মধ্যেও ভগবদ্ভাবের ভেদ বর্ণিত আছে।

শ্রীল শ্রীবলরাম দাসের "শ্রীগুরুতত্ত্ব-দীপিকা" গ্রন্থে শ্রীপাদ অনন্তদাসের কথিত এতদ্বিষয়ক যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্ম তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। তদ্ যথা—

"ঈশ্বর স্বরূপ তত্ত্ব মন্ত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা-শিরোমণি॥

তথাহি।

দীক্ষাগুরুশ্চ মন্ত্রজ্ঞঃ হ্যৈশ্বর্য্যমীশ্বরঃ স্মৃতঃ।
তদ্ভাবে সাধকানাঞ্চ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিঃ সংভবেৎ॥

দীক্ষাগুরু নারায়ণ ঈশ্বর স্বরূপ, সুতরাং তাঁহাতে রতি মতি স্থাপন করিলে, মন্ত্র সিদ্ধের গুণে সাধকের যে দেববীর্য্য হৃদ্গত হয় তদ্দ্বারা ঐশ্বর্য্যময় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি ঘটে। এই জন্য দীক্ষাগুরু কখন কখন বৈধ-গুরু নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে বৈধ-গুরু কেন বলা হয়? তদ্যথা—

"বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ গোপীর উপাসনা।
এই দুর্লভ সুখ-সিন্ধু না যজে যে জনা॥
দ্বারকাদি অন্য মন্ত্রে করে উপাসনা।
সেই গুরুকে বৈধ বলেন সাধু জনা॥"

তথাহি।

ব্রজোপাসনা সংত্যজ্য যোঽন্য ক্ষেত্র মুপাসতে।
সাধুশাস্ত্র বিধানেন স গুরুঃ বৈধরুচ্যতে॥

ব্রজধামে শ্রীরসিকশেখরের উপাসনা-প্রণালী ত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদি ধামের অনুগত বৈধীভক্তির অনুসরণ করেন তিনি বৈধ-গুরু নামে অভিহিত।

এইরূপে বৈধ-গুরুর অনুগা হইয়া বৈধী ভক্তির অঙ্গগুলি সাধন করিতে করিতে যখন উপাসকের অনর্থ নিবৃত্তি ও চিত্ত পরিশুদ্ধি হয় এবং সাধনার ক্রম-বিকাশে হৃদয়ে আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমলীলাস্বাদনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হয় তখন উপাসক রাগানুগা ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া শ্রীরাধা-মাধবের প্রেম ভজনতত্ত্ব শিক্ষার জন্য সাধুগুরু বা শিক্ষাগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন। এই প্রেমভক্তিদাতা শিক্ষাচার্য্য শ্রীভগবানের মূলভাব—ব্রজভাবের পরিচায়ক বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ। যথা—

ভগবান আপনি যেঁহ শিক্ষার স্বরূপ।
শিখিপিচ্ছ গুঞ্জামালা শৃঙ্গার-রসরূপ॥

তথাহি কর্ণামৃতে।

"শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছ মৌলীঃ।"

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এস্থলে শিখিপিচ্ছ-মৌলি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষাচার্য্য স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সুরেপ্সিত-পদ শ্রীগোবিন্দই—

"অন্তর্বহি স্তনুভৃতা মশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

অর্থাৎ অপার কৃপা বশতঃ জীবের সমস্ত অশুভ নাশ করিয়া বাহ্যে আচার্য্য এবং অন্তরে অন্তর্য্যামী এই গুরুদ্বয়রূপে স্বীয় ভজনোদ্দেশ প্রকাশ করেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"শিক্ষা গুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্ত-শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্য রূপে।
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥"

অন্তর্য্যামী গুরু চৈত্য রূপ অর্থাৎ চিত্তস্থলে বা সহস্রার কমলরূপী শ্বেতপদ্মে সদা অবস্থিত। তিনি অমানুষী মূর্ত্তিমান চৈতন্যকান্তি পরমেষ্ঠি গুরু। তাঁহার চিন্তায় সকল চৈতন্য সত্ত্বা প্রস্ফুট হইয়া থাকেন। জীব তাঁহার সম্মুখ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না বলিয়া কৃষ্ণ-মহান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তশ্রেষ্ঠ সাধুগণের শ্রীচরণারবিন্দকেই একান্ত শরণীয় ও বরেণ্য জ্ঞান করেন। যেহেতু—

"ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥"

সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ঈশ্বরে যাঁহার অবিচলা ভক্তি সেই ভক্তের হৃদয়-মন্দিরই অনন্তবিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামস্থান। যথা—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥

ভা, ৯।৪।৪৯।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—সাধুগণ আমাতে মন প্রাণ অর্পণ করেন বলিয়া তাঁহারা আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা

ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না এবং আমিও তাঁহাদের ব্যতীত "আমার বলিয়াও আর কাহাকে" জানি না।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সকল দৃষ্টে এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া যিনি বৈধীভক্তির সাধনপ্রক্রিয়া শিক্ষা দান করেন তাঁহাকে মন্ত্রগুরু বা বৈধ-গুরু এবং যিনি অধিকারী বিশেষে কামবীজ ও কাম গায়ত্রী মন্ত্র-রাজ প্রয়োগ দ্বারা রাগানুগামার্গে ব্রজভাবের মাধুর্য্য-রস-ভজন-প্রণালী শিক্ষা দেন তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বা সাধু গুরু বলা যায়। এই উভয় ভাবের গুরু যে একই ব্যক্তি হইতে পারেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

দীক্ষাগুরু কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিলে জীবের মায়াদেহ দূর হইয়া যায় এবং জীব এক অভিনব দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেন। (১) তদ্‌যথা—

কৃষ্ণ মন্ত্র প্রবেশাচ্চ মায়াদেহঃ দূরগতঃ।
কৃপয়া গুরুদেবস্য দ্বিতীয় জন্ম কথ্যতে ॥

আবার বৈধমার্গের সাধনান্তে সাধক যখন রাগপথের পথিক হন এবং শিক্ষা-চার্য্য বা সাধু গুরুর শ্রীচরণান্তিকে অভয়-প্রসাদ লাভ করেন তখন তৃতীয় জন্ম হয়। যথা—

কাম মন্ত্রোপাসনাঞ্চ সখীত্বঞ্চ সমাশ্রয়ঃ।
রাগ রতি দশা প্রাপ্তিঃ তৃতীয় জন্ম কথ্যতে ॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব-দীপিকা।

কৃপা-সিন্ধু শিক্ষাচার্য্যের কৃপা-শিক্ষাগুণে সাধক যখন কামবীজ ও কামগায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা, সখীর ভাব, রাগ, রতি ও দশা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। চতুর্থ জন্ম সিদ্ধ-দেহ প্রাপ্তি।

এই উভয়বিধ গুরু, ভাবের ক্রম-ভেদে বিভিন্ন স্বরূপ হইলেও তত্ত্ব বিচার পক্ষে একই তত্ত্ব, উভয়ই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। এই শ্রীগুরু সেবা দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তি সহজেই লভ্য হয়। যথা—

সৎ সেবা গুরু সেবা চ দেবভাবেন চেষ্টবেৎ।
তদৈব ভগবদ্ভক্তি র্লভ্যতে নান্যথা কচিৎ ॥

প্রমেয় রত্নাবলী।

---

(১) প্রথম জন্ম পিতা মাতার ঔরসজাত সুতরাং প্রাকৃত।

অতএব গুরু কৃষ্ণ যখন অভেদ স্বরূপ, তখন শ্রীগুরুর তুষ্টি সম্পাদনে শ্রীহরিও তুষ্ট হইয়া থাকেন। যথা—গুরুর্য্যস্য ভবেত্তুষ্ট স্তস্যতুষ্টো হরিঃ স্বয়ং। আবার —

"হরি রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরু রুষ্টে ন কশ্চনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

হরি যদি রুষ্ট হন, গুরু করেন পরিত্রাণ,
গুরুদেব রুষ্ট হন যাঁরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবে, যাঁরে নানা তীর্থ সেবে,
সেহ তারে নিস্তারিতে নারে॥"

অতএব ঐকান্তিকী সেবা ও ভক্তি সহকারে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুর মনস্তুষ্টি ও প্রসন্নতা সম্পাদন করা উপাসক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষের গর্ব্বে গুরুপ্রণালী স্বীকার না করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তণ্ডুল-প্রয়াসী তুষাবঘাতীর ন্যায় তাঁহার সকল সাধন-শ্রম পণ্ড হয়। পরন্ত গুরুর স্থানে অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহার নরকবাস অবশ্যম্ভাবী। তাই শাস্ত্র ঘোষণা করিতেছেন—

"গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে,
তার দুঃখ কহা নাহি যায়।"

সে যাহা হউক এই বিষয়ের আর বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সমীচীন বোধ করিলাম না। সাধনার প্রারম্ভাবস্থায় ভক্তির দশাঙ্গ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথাই বিবৃত হইল। অতএব কৃপাময় পাঠকগণ! অধম লেখকের এই দুরপনেয় ধৃষ্টতা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া অভয় দান করিবেন।

অনন্তর ভক্তির তৃতীয় অঙ্গ কথিত হইতেছে। যথা—(৩) বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস-সহকারে শ্রীগুরু সেবা। ইহা তো প্রেমভক্তি-প্রয়াসী সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরন্ত তদীয় উপদেশ বাক্যেও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীগুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণা না করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ দুরূহ হয়। কিন্ত শ্রীগুরুর যে উপদেশ বিরুদ্ধ-ভাব-ব্যঞ্জক ও ভক্তিশাস্ত্রের সহিত অনৈক্য হয় এবং স্বসম্প্রদায়ী ভজন-বিজ্ঞ সাধুগণের অনুমোদিত না হয় তাহা অগ্রাহ্য। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।"

অতএব শ্রীগুরুবাক্য, শাস্ত্র ও ভক্তবৃন্দের অভিপ্রেত হইলে, সর্ব্বতোভাবে শীরোধার্য্য করিতে হইবে।

(৪) চতুর্থ অঙ্গ সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন অর্থাৎ সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনশীল সাধুগণের আচরিত বিধি সমূহের অনুশীলন ও অনুসরণ। সাধুগণ যে সকল শাস্ত্রের বিধি মান্য করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণ এই—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

ব্রহ্মযামল।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল ভক্তির অনুকূল-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল বিধি না মানিলে আত্যন্তিকী শ্রীহরিভক্তিও উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বিধির অনুষ্ঠানে চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইলে ব্রজ-ভজনে অধিকার জন্মে। সুতরাং বৈধিভক্তিই রাগভক্তির সাধন।

(৫) পঞ্চম অঙ্গ, সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা অর্থাৎ ভজনরীতি বিষয়ক প্রশ্ন। ভজন রহস্য জানিবার জন্য যখন মতি আগ্রহশালিনী হয় এবং পার্থিব বিষয়ে আর ক্ষণমাত্রও আবিষ্টা থাকে না, তখন উপাসক ব্যাকুল ভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শরণাপন্ন হইয়া আত্মত্রাণোপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছার নিমিত্ত দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে নিবেদন করিয়াছিলেন,—

"কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি? আমায় কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি সার তত্ত্ব কহত আপনি॥"

শ্রীচরিতামৃত।

ইহাকেই সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা কহে।

(৬) ষষ্ঠ অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীত্যুদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ স্বীকার। অর্থী-

ভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; অতএব আত্ম-সুখের জন্য ভোগৈশ্বর্য্যে সেই ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত রাখিলে ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ় ধারণা কোন প্রকারে হইতে পারে না। ভোগৈশ্বর্য্য ও মুক্ত্যাদি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি-নিষ্ঠ হইয়া ভজন করাই প্রেমোৎপত্তির কারণ। নতুবা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে এই ভুক্তি-মুক্তি রূপা পিশাচী বিরাজ করে, সে পর্য্যন্ত ভক্তি-সুখের উদয় অসম্ভব। যথা—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ যাবৎ পিশাচী সদৃশী নিজ সুখ-সম্ভোগ-তাৎপর্য্যযুক্ত ভোগৈশ্বর্য্য কামনা ও মুক্ত্যাদি রূপ আত্ম-প্রীতি হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, তাবৎ সে হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে? তবে ঐ সকল ভোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি যদি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা অর্থাৎ কামের প্রবর্ত্তক না হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হয় তাহা হইলে উহা ভক্তির বাধক না হইয়া বরং ভক্তির উন্মেষক হইয়া থাকে। আবার,

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দ উপরে ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

শ্রীচরিতামৃত।

অকৈতব কৃষ্ণ ভক্তির এমনই রীতি,—কৃষ্ণ সেবা করিতে করিতে ভক্তের নিজ প্রেমানন্দ উপস্থিত হইলে ভক্ত তাহাকে কৃষ্ণ সেবানন্দের বাধা স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সে আনন্দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন। যথা—

অঙ্গ স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতে বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥

ভ, র, সি।

কংসারাতে বীজনে যেন সাক্ষাৎ (দ্বারকায় কংস-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণকে চামর বীজন করিবার সময় উপজাত নিজানন্দ দ্বারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সেবানন্দের) অক্ষোদীয়ান্ অন্তরায়ো ব্যধায়ি (যে মহান্ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল) দারুকঃ (কৃষ্ণ-সারথি দারুক) তং অঙ্গ স্তম্ভারম্ভ মুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং ন

অভ্যানন্দং (সেই অত্যন্ত অঙ্গ স্তম্ভকারী প্রেমানন্দকে কৃষ্ণ সেবার বাধাকর জানিয়া অভিনন্দন করেন নাই।) ফলতঃ ভক্তচূড়ামণি শ্রীদ রুক নিজানন্দকে তুচ্ছীকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবাকেই পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

আবার—

গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দ মরবিন্দ-বিলোচনা॥

তত্রৈব।

অরবিন্দ-বিলোচনা গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং আনন্দং উচ্চৈঃ অনিন্দৎ। অর্থাৎ কমল-নয়না শ্রীমতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নব-নীরদ-নিন্দি শ্যামরূপ দর্শনে এরূপ আনন্দ-বিভোরা হইলেন যে তাঁহার নয়ন-কমল হইতে অজস্র অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাহাতে কৃষ্ণ-ভাবিনী সেই নেত্র-নীর-ধারাভিবর্ষী আনন্দকে কৃষ্ণ দর্শনের বাধাকর বোধে অতিশয় নিন্দা করিলেন।

অতএব নিষ্কিঞ্চন ভক্তবৃন্দ যখন কৃষ্ণ-সেবানন্দ জনিত নিজানন্দকেও উপেক্ষা করিলেন তখন ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ দূরের কথা। উহা তো অবশ্য পরিহার্য্য। কেননা সংসারের ভোগ্য বস্তুতে চিত্ত যতই আকৃষ্ট হইবে বৈকুণ্ঠ-রাগ ততই শিথিল হইবে। ভক্তের ভাব এমনই বিচিত্র, তাঁহারা কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত জগতের আর কিছুই চাহেন না,—প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। যথা—

"আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্ব সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥"

তথাহি।

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ॥

ভা, ৩।২৯।১১।

উত-ভো (হে উদ্ধব) সালোক্য (এক লোকে বাস অর্থাৎ শ্রীভগবান যে লোকে বাস করেন সেই লোকে বাস) সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ শ্রীভগবান যেমন ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সমন্বিত, সেইরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত)

সামীপ্য (পার্ষদত্ব) সারূপ্য (সমানরূপতা অর্থাৎ শ্রীভগবান যেমন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী তেমনি রূপগুণ বেশভূষাদি লাভ করা) একত্ব (সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ স্বরূপে আত্ম-স্বরূপ লয় করা এই পঞ্চবিধ মুক্তি) দীয়মানং (প্রদান করিলেও) জনাঃ (শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণ) মৎ সেবনং বিনা ন গৃহ্নন্তি (আমার ঐকান্তিকী সেবা ব্যতীত গ্রহণ করেন না।) প্রেমানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণভক্তগণ সুখে দুঃখে স্বর্গে বানরকে সকল সময় ও সকল অবস্থাতে কেবল শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ সেবাই অভিলাষ করেন। এবং—

মৎ সেবয়া প্রীতিতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কাল বিপ্লুতং॥

ভা, ৯।৪।৬৭।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—সেবয়াপূর্ণাঃ তে (আমার সেবাতে পূর্ণমনা শুদ্ধ ভক্তগণ) মৎ সেবয়া (আমার সেবার দ্বারা) সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং প্রীতিতং ন ইচ্ছন্তি (সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেও যখন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গ্রহণ করেন না।) অন্যৎ কাল বিপ্লুতং (তখন মায়িক-ভোগ ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি যাহা কালের দ্বারা আশু বিনষ্ট হয় তাহা কেন অভিলাষ করিবেন ?)

অতএব কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ যে ভক্তের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা এস্থলে কথিত হইল।

(৭) সপ্তম অঙ্গ, দ্বারকা গঙ্গাদি তীর্থ স্থানে বাস ও তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ। তীর্থ শব্দের অর্থ কি ?—তৃ ধাতু (পার হওয়া)+থ=অর্থাৎ মনকে যেস্থানে নিবিষ্ট রাখিলে ক্রমশঃ মনের পবিত্র ভাব উপস্থিত হয় এবং সহজে পাপ-নদীর পারে যাওয়া যায় তাহার নাম তীর্থ। তীর্থ দুইপ্রকার,—বাহ্য ও অন্তর। শ্রীভগবান ধরাধামে প্রকট হইয়া ধর্ম্ম ও প্রেমাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে যে স্থানকে পবিত্র করিয়াছেন, তত্তৎ স্থানকে বাহ্যতীর্থ কহে। এবং সাধকের মানসী চিন্তা প্রভাবে শ্রীভগবান অন্তরের যে যে স্থানে আবির্ভূত হইয়া চিদা-নন্দের বিস্তার করেন তাহার নাম অন্তর তীর্থ বা অধ্যাত্ম তীর্থ। অহরহঃ শ্রীভগবচ্চরণ স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই তীর্থ সেবার ফল। তীর্থাদিতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব জন্য চিহ্নাদি,—তীর্থ স্থানের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্ভার ও তথাকার পবিত্রতম কার্য্যাবলি

সন্দর্শন করিয়া, সাধুমুখে তীর্থের ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া এবং তত্তৎ স্থানবাসী ভক্তবৃন্দের কৃপাসঙ্গ গুণে শ্রীভগবানের আচরিত লীলাগুণ গাথার আলোচনায় জীবের তামসভাব দূরীভূত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয় ও মনের প্রফুল্লতা ও পবিত্রতা জন্মে। বাহ্যতীর্থ সেবায় মন পবিত্র হইলে মানস তীর্থ সেবায় অধিকার লাভ ঘটে।

"—বিমলে তীর্থে হৃদয়াম্ভোজ পুষ্করে। ইড়া ভাগিরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।" (রুদ্র যামল) ইত্যাদি মানসতীর্থ। অতএব অন্তর-বাহ্য তীর্থাদি সেবা দ্বারা যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হয় এবং শ্রীভগবচ্চরণ আরাধনার উৎকর্ষ লাভ ঘটে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

(৮ম, অঙ্গ) যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।—অর্থাৎ পান ভোজন, জপ পূজা প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবহারেই এমন নিয়মানুষ্ঠান করিতে হইবে যে সকল নিয়ম সম্পূর্ণভাবে প্রতিদিন নির্ব্বাহিত হইতে পারে। নিয়মের আধিক্য ও ন্যূনতা প্রযুক্ত পরমার্থ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং স্বভক্তি নির্ব্বাহানুরূপ নিয়মানুষ্ঠান করাই ভক্তি-সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। একদিন সুবিধা মত হয়তঃ জপ পূজা প্রভৃতি বহু আড়ম্বর করিয়া করা হইল, অন্যদিন শরীরের অসুস্থতা জন্য কি সাংসারিক কার্য্যভারে বা অন্য কোন কারণে সুবিধা হইল না বলিয়া কোন গতিকে সামান্য ভাবে পূজা জপ নির্ব্বাহিত হইল। এইরূপ নিয়মের ব্যভিচার ভক্তির একান্ত প্রতিকূল। ইহাতে ভক্তি ও নিষ্ঠা শিথিল হইয়া যায়। এবং চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা বিনষ্ট হয়। তাই ভাগবতোত্তম শ্রীল ব্রহ্ম হরিদাস বৃদ্ধ বয়সেও নিয়মানুসারে প্রতিদিন তিন লক্ষ শ্রীহরিনাম জপ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জপসংখ্যা হ্রাস করিবার নিমিত্ত কৃপানুজ্ঞা প্রদান করিলেও পূর্ব্বানুষ্ঠিত নিয়মভঙ্গ করেন নাই। অতএব যে নিয়ম করিতে হইবে তাহা শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও প্রাণপণে প্রতিপালন করিতে হইবে, না করিলে ঘোর প্রত্যবায়।

(৯ম, অঙ্গ) হরিবাসর সম্মান।—অর্থাৎ একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসর সকলের যথাশক্তি সম্মাননা। হরিবাসর শব্দে প্রধানতঃ একাদশীকেই নির্দ্দেশ করে। একাদশীতে উপবাস করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির গুণানুবাদে তন্ময় থাকাই শাস্ত্রের বিধান। একাদশীর উদ্দেশ্য কেবল লঙ্ঘন বা উপবাস নহে। একাদশ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া অহোরাত্র শ্রীভগবদ্ভাবে সন্নিবিষ্ট রাখিবার বিশেষত্বই একাদশীর প্রকৃত তাৎপর্য্য। অতএব বিদ্ধাদি

দোষবর্জ্জিত (৭) একাদশী তিথিতে উপবাস কিংবা অসমর্থ হইলে যথাশাস্ত্র অনুকল্প* গ্রহণ করিয়া ব্রতধারণ ভক্তের প্রাণতুল্য প্রিয় ও নিত্য। উপবাস শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যো বাস স্তদ্ গুণৈঃ সহ।
উপবাস স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্।

অর্থাৎ সমস্ত পাপ হইতে উপরত থাকিয়া শ্রীহরির গুণ সুকীর্ত্তন সহকারে যে অবস্থান তাহাকে উপবাস কহে। উপবাস শব্দে কেবল লঙ্ঘন অর্থাৎ অনাহার বুঝায় না।

অতএব একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি শ্রীহরির স্মারণী-তিথিতে যে সকল ব্রত-কৃত্য নির্দ্দিষ্ট আছে তৎসমুদব বৈষ্ণবজনমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য।

(১০ম, অঙ্গ) [illegible] অশ্বত্থাদিব গৌরব রক্ষা। এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিয়াছেন—

"অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সম্মানম্"।

আবার স্কন্ধ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গো ভূমি-সুর বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতা প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘ॥

(৭) বিদ্ধাদি দোষ—দশমী বিদ্ধাদি।

* অনুকল্প, কিঞ্চিৎ ভোজন। এই অনুকল্পের যাহা মুখ্য অঙ্গ তাহা লিখিত হইল। তদ্ যথা—

মূলং ফলং পয়স্তোয় মুপভোগ্যং ভবেচ্ছ ভং।
নম্বেব ভোজনং কিঞ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতং॥

নারদীয় পুরাণ।

মূল, ফল, দুগ্ধ জল এই চারিটি দ্রব্যই একাদশীতে উপভোগ্য, সুতরাং গ্রহণ করিলে ব্রতভঙ্গ হয় না। এই সকল দ্রবের কিঞ্চিৎ ভোজন একাদশীতে অনুকল্প বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অধুনা অন্ন (ভাত) ব্যতীত প্রায় সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া অনেকে একাদশীর মর্য্যাদা রক্ষা করেন ইহা শাস্ত্র-বিগর্হিত ও দূষণীয়।

অর্থাৎ অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী প্রভৃতি ভাগবতীতরুবৃক্ষ সকলকে এবং গো, ভূমিসুর (ব্রাহ্মণ) ও বৈষ্ণবগণকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম পূজা ও ধ্যান করিলে মনুষ্যের অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাঁরা যে বৈষ্ণবের নিত্য পূজ্য তাহা ভক্তি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্য বোধে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। অতএব ইহাঁদের প্রতি গৌরব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ভাগবতগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই পূর্ব্ব দশাঙ্গ সাধন ভক্তির উপক্রম স্বরূপ ও গ্রহণীয়। ইহার পরবর্ত্তী যে ত্যাগ দশাঙ্গ তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। যিনি প্রাগুক্ত পূর্ব্ব দশাঙ্গ যথারীতি গ্রহণ ও পালন করেন তিনিই প্রবর্ত্তক বা প্রথম-সাধক নামে অভিহিত। প্রবর্ত্তক কেমন গুরুর স্থানে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিবেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইলেও তৎ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বিবৃত করিয়া এই প্রবাহের পরিসমাপ্তি করিব।

জানিয়া শুনিয়া শ্রীগুরু পদাশ্রয় করাই বিধেয়। অন্ধগুরুর শরণ লইলে ভাইরে! তুমিও অন্ধ, উভয়েরই অচিরে পতন ঘটিবে। তাই বলি দীক্ষাগুরু যেমন হউক শিক্ষাগুরু ভাল হওয়া চাই; নতুবা ভব-নদী পার হইবার অন্য উপায় নাই। আবার সম্প্রদায়-বিহীন গুরুর স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ দুরূহ। যথা—

সম্প্রদায় বিহীনাঃ যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনঞ্চ ন সিদ্ধতি কোটীকল্পশতৈরপি ॥

যে সম্প্রদায় বিহীনা (যাঁহারা শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত নহেন) তে মন্ত্রাঃ নিষ্ফলা মতাঃ (তাঁহাদের উপদিষ্ট মন্ত্র সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে।) কোটীকল্প শতৈরপি সাধনঞ্চ ন সিদ্ধতি (শত কোটী কল্প সাধন করিলেও সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে না।) অতএব সম্প্রদায়ী সদ্গুরুর স্থানেই ইষ্টমন্ত্রগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। *

* বৈষ্ণবগণের চারিটি সম্প্রদায় আছে। যথা, শ্রী, ব্রহ্ম বা মাধ্বী, রুদ্র ও সনক। এই চারি সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য যথাক্রমে, শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী, শ্রীবিষ্ণু স্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মত-ভেদ থাকিলেও এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবের প্রায় একই মত, সকলেই ভক্তি-তত্ত্ববাদী। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে মাধ্বী সম্প্রদায় মধ্যে গণনা করিয়াছেন;

অনেকে হয়তঃ বলিতে পারেন, পুস্তকের লিখিত মন্ত্র ও তাহার উপাসনা প্রণালী পাঠ করিয়া একান্ত বিশ্বাসে কৃষ্ণ-ভজন করিলে মন্ত্র-শক্তি জীবকে

সুতরাং আমরা সকলেই মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী। অতএব এস্থলে কেবল মাধ্বী সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী কথিত হইল।—

"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্॥
অক্ষোভ জয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয় ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ং॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বর শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥"

শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী।

পরব্যোমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বাগ্রে জগৎপতি ব্রহ্মা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরম তত্ত্ব শিক্ষা করেন। পরে ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি নারদ; নারদের শিষ্য ব্যাসদেব, ব্যাসের শিষ্য পরমভাগবত শুকদেব ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বামী। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য মহাশয় ব্যাসের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিয়া ভক্তিমার্গে বেদান্তের ভাষ্য এবং মায়াবাদ খণ্ডন বা "শত দূষণী" নাম্নী এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। ইনিই মাধ্বী সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য। ইঁহার শিষ্য শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য, পদ্মনাভের শিষ্য নরহরি, তাঁহার শিষ্য মাধব দ্বিজ, মাধবের শিষ্য অক্ষোভ, তাঁহার শিষ্য জয়তীর্থ, তাঁহার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তৎশিষ্য বিদ্যানিধি। বিদ্যানিধির শিষ্য রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্মমুণি ও শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী (ইনি ভক্তিরত্নাবলী প্রণেতা) জয়ধর্ম্মমুনির শিষ্য পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ, পুরুষোত্তমের শিষ্য ব্যাসতীর্থ (ইনি বিষ্ণুসংহিতা প্রণেতা) তাঁহার শিষ্য ভক্তিরসাশ্রয় শ্রীলক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীমান্ রঙ্গপুরী ও জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটই শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রেমভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানে জগন্নিস্তার করেন। অন্তর্ব্বহি-রসাম্ভোধি শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার ভাব

কৃষ্ণ-পদ-কল্পতরুমূলে কেন না লইয়া যাইবেন? ইহা ভ্রমাত্মিকা ধারণা। অন্ধব্যক্তি অনন্তবর্ত্তিকা প্রাপ্ত হইলেও যেমন পথ-নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে অসমর্থ, তদ্রূপ মায়ান্ধ জীব পুস্তক পাঠ করিয়া মন্ত্র জপ করিলে অন্ধবিশ্বাসের বলে কোনক্রমেই দিব্যধামে যাইতে পারে না। শ্রীগুরুর কৃপা-শিক্ষায় অজ্ঞানান্ধতা বিদূরিত হইলেই জীব ভক্তি-ভৃঙ্গ সাধুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভজন-সাফল্য লাভ করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যপ্রভুও গুরুপদাশ্রয় স্বীকার করিয়া গুরুর যে সারগর্ভ সুন্দর লক্ষণ নিচয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কৃপাময় পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিত হইল ;—

"সংসার মোচন আর সন্তাপহরণ।
করিতে ক্ষমতা যার নাহিক কথন॥
তিহোঁত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন।
তাঁরে ত্যাগ করি কর সদ্‌গুরু গ্রহণ॥
কাল হৈতে মুক্ত যেই করিতে না পারে।
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছয়ে সংসারে॥"

শ্রীবংশীশিক্ষা।

যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা নহেন—যাঁহার প্রাণ কৃষ্ণ-প্রেমময় ভক্তি ধর্ম্মের অমৃত আস্বাদে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, যিনি বিষয় সুখাসক্ত মোহান্ধ জীবের কালভয় নিবারণ করিতে অক্ষম, তাঁহার সহিত গুরু সম্বন্ধ স্থাপন শুভাবহ না হইয়া বরং বিড়ম্বনারই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তাই—

"বলিরাজ নিজগুরু শ্রীশুক্রাচার্য্যেরে।
অবিজ্ঞ জানিয়া যজ্ঞকালে পরিহারে॥"

শ্রীবংশীশিক্ষা।

অতএব কৃষ্ণভক্তিতত্ত্বের স্নিগ্ধ কিরণে যাঁহার হৃদয়রাজ্য উদ্ভাসিত ও প্রফুল্ল হইয়াছে, যিনি শ্রীভগবানের আনন্দময় প্রেমের ভাবে নিত্য উন্মাদিত এবং সুধাসিক্ত মধুর নামে সদা বিহ্বল, তাঁহার কৃপাসঙ্গই ঐকান্তিকী কৃষ্ণ ভক্তিলাভের সোপান স্বরূপ। তিনি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী কি শূদ্র যাহাই হউন, পূজনীয় গুরুপদবাচ্য। যথা—

কান্তি স্বীকার করিয়া, জীবকে ভক্ত-ভাব শিখাইবার জন্য ভুবনমোহন বেশে অবতীর্ণ।

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"
শ্রীচরিতামৃত।

তথাহি।

ষট্ কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচোগুরুঃ॥
পাদ্মে।

অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম নিপুণ মন্ত্রতন্ত্র অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ না হন তাহা হইলে তিনি গুরুপদবাচ্য নহেন কিন্তু হরিভক্তি পরায়ণ হইলে চণ্ডালও গুরু বলিয়া পূজনীয়।

অপি চ।

বিপ্রক্ষত্রিয় বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাং।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ বিপ্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই জাতিত্রয় শূদ্রজাতির গুরু; কিন্তু যদি শূদ্র-জাতি শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত হন এবং অপর তিন জাতি অবৈষ্ণব হন তাহা হইলে সেই শূদ্র উক্ত তিন জাতির গুরু হইবেন।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই যে প্রকৃতগুরু তাহা ইহাতে অভিব্যক্ত হইল। যদিও প্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও লোকাপেক্ষা-গৌরব সাদরে স্বীকার করিতেন তথাপি কৃষ্ণ-তত্ত্বাভিজ্ঞতার উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া বর্ণাশ্রম-প্রাধান্যের খর্ব্বতা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যাহাই হউন প্রভু তাঁহাকে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেননা, যিনি কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম তাঁহার নীচত্ব কি শূদ্রত্ব থাকিতে পারে না। পবিত্র-প্রবাহিনী ভাগিরথীতে অন্য নদীপ্রবাহ মিশিয়া গেলে তাহার যেমন নামরূপ ও স্বাতন্ত্র্য থাকে না, পরন্তু ভাগিরথীর বিশ্ব-পাবনী শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যিনি সাংসারিক সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া নিরুপাধি কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হন, তাঁহাতে কোনপ্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। তাদৃশ কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বজ্ঞের কৃপাসঙ্গ প্রাপ্তিতেই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠে এবং তাঁহার মন্ত্র-দীক্ষায় শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়।

অষ্টম প্রবাহ

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন।

ভক্তি-সিন্ধুর উচ্ছ্বসিত অমিয়-প্রবাহ নাম সংকীর্ত্তন। এই প্রেম-পীযূষময় কীর্ত্তন-তরঙ্গ সাধনজগতে এক উন্মাদিকা শক্তি-সঞ্চার করিয়া আনন্দের মধুরোল্লাসে উছলিয়া পড়িতেছে—ভাবের ললিত কান্তিতে বিলসিত হইয়া কত অভাবনীয় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছে। এই নাম-তরঙ্গের স্নিগ্ধ মধুর ধ্বনি যাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে একবার আঘাত করে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার প্রাণের মাঝে শত মূর্চ্ছনার তরঙ্গ খেলিয়া যায়। তখন তিনি হৃদয়ে ভগবানের অমৃত শীতল করুণা অনুভব করিয়া ভাবে ডুবিয়া যান—ভাবের ঘনীভূতে মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন; অথচ হৃদয়-রঙ্গভূমে ভক্ত-চিত্তচোর শ্রীশ্যাম-সুন্দরের অপরূপ মাধুরী দর্শন জন্য আকুল প্রাণে—প্রবল উদ্বেগে ছুটিয়া যাইতে চাহেন—পারেন না, প্রেমে অবশাঙ্গ !!

যে সুধাসার নাম সঙ্কীর্ত্তন হৃদয়ে একবার ধ্বনিত হইলে জীবনের দুর্ব্বিসহ পাপতাপ, শান্তির সুখসিন্ধুতে ডুবিয়া যায়—জীবের পুঞ্জীকৃত পাপরাশি নিমেষে ধুইয়া যায়,—মানুষ এক অভিনবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রেমানন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন সে মধুমাখা নাম—শ্রীহরিনাম—আমাদের প্রাণারাধ্য প্রাণাধিকধনের বিশ্বপাবন মধুর নাম। এই শ্রীহরি নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলির একমাত্র ধর্ম্ম—কলি-কলুষিতাঙ্গ অধম জীবের ভব-পারের বিঘ্ন-নিচয় নিরাকৃত করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়।

পূর্ব্বাচরিত তপ-জপ-ধ্যান-যজ্ঞ ও তন্ত্রোক্ত বিবিধ সাধনাদি থাকিতে কলিযুগে—এই বর্ত্তমান কালে ভগবানের কেবল নামকীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা কেন হইল? বৈদ্য যেমন দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যাধিতের জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করেন সেইরূপ জীবের ভব-ব্যাধি দূরীকরণ জন্য বৈদ্যরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া এই সুধা-মধুর শ্রীহরিনামৌষধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাধিতের অবস্থানুযায়ী ভাব-অনুপানের সহিত এই নাম-সুধারস পান করিলে জীব নিরাময় হইয়া নিশ্চয়ই নিত্যধামে নিত্যানন্দ উপভোগ করিবে—ভক্তিসুখের শীতল সংস্পর্শে জীবন জুড়াইয়া শান্তি লাভ করিবে।

(ক) দেশ!

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমি যখন শুষ্কধর্ম্মের প্রবল উত্তাপে নীরস মরুপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল—যখন ভারতে ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রাণ-পীড়ন আন্দোলন উপস্থিত, ন্যায়বেদান্তাদি শাস্ত্রের তর্ক-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত—মানুষ প্রকৃত সুখ শান্তি ও চরমতৃপ্তি লাভে প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য প্রাণে প্রাণে ব্যাকুল, ঠিক সেই সময়ে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মরুভূমিতে বারিবর্ষণের ন্যায় ভারতে মনোমদ নামধর্ম্মের অমিয়-ধারা সেচন করিলেন। মানুষ তখন নামধর্ম্মের মধুর আস্বাদ পাইয়া স্মার্ত্ত ধর্ম্মের কঠোর অনুষ্ঠান ভুলিয়া গেল—শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনানন্দে উন্মাদিত হইল—পাষাণ-স্বভাব পাপাত্মারাও নামরসে গলিয়া গেল। ভগবান তখন দেশোপযোগী সর্ব্বজনীন সাহজিক ধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ নামামৃতের ব্যবস্থা করিয়া ভারতে যে প্রেমভক্তির বীজ রোপণ করেন, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে পুষ্প পল্লব পরিশোভিত বিরাট কল্পতরুতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রেম কল্পতরুর স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায়, প্রাণের জ্বালা যন্ত্রণা লইয়া যে আসে, সেই জুড়ায়!

(খ) কাল!!

কালের বাল্যাবস্থা সত্যযুগে বালকের ন্যায় মানসিক শক্তির প্রাবল্য হেতু ধ্যানই উপাসনা ছিল; ত্রেতায় যুবার ন্যায় কায়িকশক্তির বিশেষ প্রাবল্যে যজ্ঞই পরিত্রাণের উপায় ছিল, দ্বাপরে প্রৌঢ়ের ন্যায় কায়িক শক্তির কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা এবং কালের এই বৃদ্ধাবস্থা কলিযুগে বৃদ্ধের ন্যায় বাক্যের প্রবলতা হেতুই কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যবস্থিত হইয়াছেন। যথা—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শ্রীভাঃ।

[গ) পাত্র!!

পাত্র—অধম কলির জীব আমরা। আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল, চিত্ত চঞ্চল, এবং জীবনও জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাই মহাদেব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন—

সাধনানি বহূক্তানি নানাতন্ত্রাগমাদিষু।
কলৌ দুর্ব্বল জীবানা মসাধ্যানি মহেশ্বার ॥

অর্থাৎ

হে মহেশ্বরি! বিবিধ তন্ত্র ও আগমাদিতে বহুপ্রকার সাধন প্রণালী কথিত আছে কিন্তু কলিযুগে দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তৎসমস্তই অসাধ্য। অতএব—

কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেতি দুস্তরে।
নিস্তার বীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনং ॥

অর্থাৎ ঘোর তপস্যাহীন অতি দুস্তর পাপপূর্ণ কলিযুগে একমাত্র ব্রহ্মমন্ত্র সাধনই নিস্তারের কারণ। এই জন্যই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কলিভয়ভীত প্রাণি-জগতের শান্তির জন্য সকল শাস্ত্রসার উদ্ধৃত করিয়া জগন্মঙ্গল শ্রীহরি নামের জয় ঘোষণা করিয়াছেন,—বিনয়ের অনুপম অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া দিগন্ত প্লাবিয়া ভক্তির বিজয় সঙ্গীত গাহিয়াছেন। দুঃখ-দগ্ধ জীব সেই হৃদয়হারী মধুর সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া—

"জুড়াতে জীবন আসে গো ছুটিয়া,
লইয়া দুখের নয়নাসার;
নাম সুধা-স্রোতে যায় গো ভাসিয়া
নিমেষে প্রাণের বিষাদভার।
কত সুখ সাধ উঠে গো জাগিয়া
হৃদয়ে আনন্দ-লহর-মালা;
সে সুধা সাগরে রহিলে ডুবিয়া,
ঘুচে যে তিয়াষা হিয়ার জ্বালা ॥"

এই যে নবীন আনন্দঘন শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাবারি বর্ষণে আচণ্ডাল নরনারীর ত্রিতাপানল প্রশমিত হইল—হৃদয়ের চির-নিহিত পিপাসার শান্তি হইল, সেই সুধাস্রাবী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলির জীবের আর উপায়ান্তর নাই। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে ঘোষিত হইয়াছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অর্থাৎ

কলিযুগে কেবল হরিনাম হরিনাম হরিনামই সার। তদ্ভিন্ন নিস্তারের আর কোন উপায় নাই নাই নাই।

এস্থলে তিনবার হরের্নাম উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে পুনরুক্তি দোষ সম্ভবে না কি? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীচরিতামৃতের বচন উদ্ধৃত হইল। যথা—

"নারদ কথিত এই সিদ্ধান্তপ্রচণ্ড। ইহা শুনি নাম জপে যতেক পাষণ্ড॥
কলিকালে নামরূপ কৃষ্ণ-অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্ত দুইবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেক বার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ। জ্ঞান যোগ তপঃ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥"

কোন শব্দ অনর্থক রূপে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলেই পুনরুক্তি দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে কিন্তু এস্থলে "হরের্নাম" শব্দ তিনবার উল্লিখিত হইলেও প্রত্যেক শব্দেই এক একটি অত্যাশ্চর্য্যভাব ও মহান সত্য অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং দোষাবহ হয় নাই।

কলিযুগে যে এক হরিনামই নিস্তারের উপায়, তাহা "কেবল" শব্দেই নিশ্চয় করিয়াছে কিন্তু শ্রীনারদ ইহাতেও ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি ঐ বাক্যের দৃঢ়তার জন্য পুনরায় "হরের্নাম" উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু জড় অর্থাৎ অজ্ঞ লোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত তৃতীয়বার "হরের্নাম" উল্লেখ করিয়া "ত্রিসত্য" করিয়াছেন। আবার "কেবল" শব্দে জ্ঞান-যোগ-তপঃ আদি অন্য কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া শ্রীহরিনামই জীবের একমাত্র গতির কারণ ইহাই বুঝাইতেছে। পুনশ্চ—

"হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥"

শ্রীচরিতামৃত।

প্রথমে হরিনাম জীবের পাপতাপাদি সকল অমঙ্গল হরণ করিয়া প্রেমের উদয় করেন, দ্বিতীয়তঃ সেই প্রেম দিয়া দেহেন্দ্রিয় ও মন হরণ করেন; সুতরাং মন শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভিন্ন আর ভুক্তি-মুক্তির দিকে ধাবিত হয় না। তাই "হরের্নাম" দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং পুনরায় "হরের্নাম এব কেবলং কৈবল্য-কারণম্", অর্থাৎ শ্রীহরিনাম আত্মার নিরুপাধিক ধর্ম্ম সেই মুক্তাবস্থা—সেই উদ্দাম প্রেম-তন্ময়তা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ স্বরূপ। অতএব

"অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি বলি উক্তি তিনবার॥"

শ্রীচরিতামৃত।

"নাস্তীতি বাক্যত্রয়েণ কালত্রয়েঽপি তস্য নাস্তি নিস্তারবিতি সূচিতঃ" অর্থাৎ "নাই" এই বাক্যত্রয়ের উল্লেখে এই বুঝা যাইতেছে, ইহা না মানিয়া যে অন্যরূপ আচরণ করে তাহার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের মধ্যে কোন কালেই নিস্তার নাই। অথবা উহার দ্বারা ইহাও বুঝাইয়া থাকে যে, এই প্রাণারাম শ্রীহরির নাম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগের মধ্যে কোন যুগেও ছিল না কেবল ভাগ্যবান কলির জীবের জন্যই ইহা ব্যবস্থিত হইয়াছে। যেহেতু এই কলিযুগে জীব চঞ্চল-চিত্ত বলিয়া ধ্যান-যোগের অনধিকারী, যম-নিয়ম ও বিশুদ্ধতার অভাবে এক্ষণে যাগ যজ্ঞেরও অধিকারী নহে, নিষ্ঠা-প্রবৃত্তির অভাবে পরিচর্য্যাতেও তেমন অধিকার নাই ; সুতরাং কলির জীবের কেবল হরিনামই গতি, অন্যগতি নাই। আবার কি স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব, কি বাল-বৃদ্ধ-যুব কি ধনী-নির্ধন-বৈরাগী কি বিদ্বান-মূর্খ-জ্ঞানী কি যোগী-ন্যাসী-ভক্ত এইরূপ ত্রিবিধ জীবের পুঞ্জীকৃত পাপতাপরাশি হইতে পরিত্রাণের নিমিত্তই "হরের্নাম" তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ, হরিনাম জীবের কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ (১) এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় (২) অনায়াসে বিনাশ করিয়া সুধাময়ী ভক্তি চন্দ্রিকার উদয় করেন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-পীযূষ ধারায় জীবের তাপিতাঙ্গ শীতল করেন। এই হৃদয়হারিণী কথা—এই কলির পতিত জীবের পক্ষে পরম সুযোগ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্যই "হরের্নাম" তিনবার সূচিত হইয়াছে। পরন্তু সুরলোক নরলোক ও নাগলোক এই ত্রিলোকবাসী জীবের পক্ষেই যে শ্রীহরিনাম অনন্য-গতি, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এতদ্বারাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই সুধা-নিষ্যন্দী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এতকাল ভক্তির গৌণাঙ্গ সাধন ছিল কিন্তু কলিযুগে মুখ্যভজনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"পাপময় কলিযুগ বলে সর্ব্বজন। অধর্ম্ম প্রকট, ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরণ॥
হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম্ম তার। এই পুন হরিনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

---

(১) কায়িক পাপ—পরদ্রব্যহরণ, প্রহার করণ ইত্যাদি। বাচিক পাপ—অসদালাপ, কটূক্তি ইত্যাদি। মানসিক পাপ—পরের অনিষ্টচিন্তা ইত্যাদি।

(২) আধ্যাত্মিক তাপ—রোগ, শোক, ইত্যাদি। আধিভৌতিক—ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্রজন্তু ও অগ্নি, জল ইত্যাদি হইতে যে ক্লেশ। আধিদৈবিক—বজ্রপাত, অভিশাপ ইত্যাদি।

দান ব্রত তপ হোম জ্ঞান জপ ফল। অনায়াসে মুক্তি দেই এক নাম বল ॥

* * * *

যুগের স্বভাবে আর যুগধর্ম্ম কহি। পাপময় কলিযুগে পরধর্ম্ম এহি ॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

অজ্ঞানাধম কলির জীবের উদ্ধার সাধনার্থই শ্রীহরিনাম যুগধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। এমন প্রাণারাম—এমন সহজসাধ্য মোহনমধুর ধর্ম্ম অন্য কোন যুগেই ছিল না, কেবল কলিকালভয়াকুল জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিমোচনের জন্যই এই "গোলোকের প্রাণধন হরিনাম সংকীর্ত্তনের" প্রকটন। যথন—

"বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত অন্ধ মহা তমোগুণে ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ঠিক সেই দুঃসময়েই ভক্তজীবন শ্রীগোবিন্দ সংসার সাগরে মুহ্যমান ব্যাকুল জীবকে অনির্ব্বচনীয় করুণা বিতরণ করিয়া এইরূপ এক প্রাণ-জুড়ান মন-মাতান সত্যধর্ম্মের প্রচার করেন। সুতরাং

"নামবিনে কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥

অতএব হে দুর্ব্বল জীব! শব্দব্রহ্মের সঙ্গে সুপবিত্র নামাবলীর অক্ষর সমূহ সংযোজন করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের জয় কীর্ত্তন কর—ভক্তির ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরমানন্দে নাম সংকীর্ত্তন কর—তোমার বিশুদ্ধ হৃদয়ে নব-জীবনের মধুর স্পন্দন অনুভূত হইবে—হতাশ প্রাণে আশালতা পুনরায় কুসুমিতা হইবে—বিঘ্ন-সঙ্কুল সাধন-বীথিকা ক্রমশঃই সুগম হইতে থাকিবে এবং প্রাণের প্রাণ প্রেমনিধির করুণা-শীতল শান্তিকুটীরে কৃপাশ্রয় লাভ করিয়া জুড়াইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য সঙ্কীর্ত্তন কাহাকে বলে?—"নামরূপগুণাদিনাম্ উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্॥" ভ, র, সি। শ্রীভগবানের হৃদয়হারী নামরূপগুণাদি উচ্চৈঃস্বরে জপ করা অথবা মৃদঙ্গ মন্দিরাদি যোগে বিবিধ রাগরাগিণীর সহিত গান করাকে সঙ্কীর্ত্তন কহে। এই—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদগম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদয় প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শব্দ বিশেষ হইলেও উহাতে যে এক অসাধারণ শক্তি আছে তাহা সহজেই অধিগম্য হইতে পারে। বীণা-বেণুর মধুর-নিক্কণে প্রাণ পুলকিত হয়, কিন্তু বজ্রনিনাদে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। কোকিলের কল-কাকলীতে চিত্ত উল্লসিত হয়, আবার সিংহের ভীষণ গর্জ্জনে প্রাণ আতঙ্কে শিহরে,—এইরূপ শব্দমাত্রেরই যে এক বিশেষ শক্তি আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এক্ষণে এই প্রাণ-প্রীণন শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চরবে কীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন তাৎপর্য্য কি? এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসার্থ "শ্রীচৈতন্যভাগবত" হইতে একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল।

রাজ-সম্মান-দর্পিত গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন ভক্তদ্বেষী একদিন ঠাকুর হরিদাসকে পরুষ-বাক্যে কহিয়াছিলেন—

"ওহে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার?
মনে মনে জপি বা এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে। এইত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥"

তখন বিনয়ের খনি ঠাকুর হরিদাস স্নেহময় মধুর বাক্যে কহিলেন—"শ্রীহরি-নামের অনুপম মহিমা আপনাদেরই অধিগত; সুতরাং আপনারাই উহার বিচার মীমাংসার অধিকারী, তবে আপন দুষ্ট চিত্ত শোধন করিবার নিমিত্ত আমি আপনা-দের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করিলাম—

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ তো না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥"

তাই নারদীয় পুরাণে ভক্তশূর প্রহ্লাদ জগতের মঙ্গল ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

জপতো হরিনামানি শ্রুতে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄণ্ পুনাতি চ॥

অর্থাৎ

"জপিলে সে হরিনাম আপনি সে তরে। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন পর উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে। শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্র বলে॥

পশুপক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে ॥"

এই জন্যই জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারীর ফল শতগুণাধিক। কেহ সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যের পোষণে উদাসীন হইয়া কেবল আত্মপোষণে যত্নপর, আর কেহবা স্বার্থের কণামাত্রকেও উপেক্ষা করিয়া সহস্রাধিক ব্যক্তির পোষণের নিমিত্ত সদা সচেষ্ট। এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কে অধিক মহিমান্বিত আপনিই বিবেচনা করুন। এই অভিপ্রায় অনুসারেই উচ্চ সংকীর্ত্তনের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

আবার এই উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল হরিদাসঠাকুরের যে অতিসুন্দর সথ্যালাপ হইয়াছিল এস্থলে তাহারও অবতারণা করা হইল।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে প্রভু প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ঠাকুর হরিদাসকে প্রশ্ন করিলেন—

"পৃথিবীতে বহুজীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কিপ্রকারে হইবে মোচন ॥"

প্রভুর এই ভক্তবাৎসল্যসূচক মধুর প্রশ্নবাক্য শুনিয়া বিস্মিত হরিদাস ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। বুঝিলেন—প্রভু আপনার প্রাণের কথা—কলির শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা আপনার শ্রীমুখে প্রকটিত করিবেন না। আপনি শ্রোতা হইয়া আমার দ্বারাই জীবের হিতার্থে এই উপদেশ দান করিবেন। ইহা অভাবনীয় কৃপার পরিচয়। তখন প্রেমারণ্যের ভক্ত-কেশরী শ্রীহরিহাস ঠাকুর ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—

"————প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥
তুমি যে-করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসারের ক্ষয়।
স্থাবরে শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে সে করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥

স্থাবর জঙ্গম জীব বলিতে না পারে।
শুনিলেই কৃষ্ণ নাম তারা সবে তরে॥"

অহো দুর্ভাগ্য! আমরা করিলাম কি? কত জন্ম-যাতনা ভোগ করিয়া এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও তাহা সার্থক করা দূরে থাকুক তাহার পরিণাম কি এই?—চিত্ত পাপপথের পথিক,—ইন্দ্রিয় নিচয় কুপ্রবৃত্তির পথপ্রদর্শক—অন্তর পাশবভাবে পরিপূর্ণ—জীবন স্বার্থময়। আমরা কামের সহচর ও মায়ার দাস হইয়া পাপস্রোতে, উপর্য্যুপরি ঘটনার হিল্লোলে হেলিতে দুলিতে প্রতিনিয়ত ঐ যে সম্মুখে ভয়াবহ জলন্ত নরকার্ণবের অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছি, নিষ্কৃতির উপায় কি?—এই উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভব-সাগর কেমন করিয়া পার হইব? জীবের এই ঘোর বিপদ বুঝিয়াই ভগবান শুকদেব বলিয়াছেন—

সংসার সিন্ধু মতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোঃ
নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলা কথারস নিষেবণ মন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধ দুঃখদবার্দ্দিতস্য॥ শ্রীভাঃ,

অর্থাৎ যখন জীব বিবিধ দুঃখ দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়া অতি দুস্তর এই সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করে তাহার পক্ষে ভগবান শ্রীগোবিন্দের লীলাকথারস-নিষেবণ ভিন্ন অন্য প্লব অর্থাৎ তরণী নাই।

সিন্ধুনীরে নিমগ্ন হইয়া থাকিলে যেমন সিন্ধুর অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে কিন্তু কুলে উঠিলেই তাহার উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ঘোরাবর্ত্ত ও ভয়াবহ দৃশ্য-বৈচিত্র্য অবলোকন করিয়া আতঙ্কে হৃদয় কম্পিত হয়; সেইরূপ আমরা এই সংসার-সমুদ্রে যতক্ষণ ডুবিয়া থাকি ততক্ষণ উহার ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারি না—তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশঃ যে অতলতলে নীত হইতেছি তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু কোন দৈব-অনুকূলে ভাসিয়া ভাসিয়া ভব-সিন্ধুর তটবর্ত্তী হইলেই দেখিতে পাই—

"আশাভোগি সহস্রভাজি মমতাহঙ্কার ভীমক্রমে,
কামক্রোধ মুখারিবর্গ মকরগ্রাহাবলী সঙ্কুলে।
তত্তৎ ক্লেশ মহোর্ম্মিমালিনে মহামোহাম্বুপুরে নৃণাং
দুষ্পারে ভব সাগরে প্রবিসতাং গোবিন্দ ভক্তি কুতঃ॥

হ; ভ; ক; ১ম, স্ত, ৪০।

দুষ্পার ভব-সাগরে সহস্র সহস্র ভোগবাসনা মমতা ও অহঙ্কার রূপ ভীষণ তরুকুল সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, কামক্রোধাদি মুখ্যরিপুকুলরূপ হাঙ্গর কুম্ভীরাদি বিচরণ করিতেছে, শত শত ক্লেশরূপ তরঙ্গ মালা আন্দোলিত হইতেছে, এই মহামোহরূপ অম্বুপুরে অর্থাৎ সংসার-সাগরে জীব নিচয় নিরন্তর মগ্নমান, সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে গোবিন্দভক্তি কি প্রকারে সমুদিত হইতে পারে ?

প্রাক্তন কর্ম্মফল বশতঃই জীব সকল এই সংসারসিন্ধুর কালপ্রবাহে অবিশ্রান্ত ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে। দুঃখ-তরঙ্গের প্রবল তাড়নায় হতচৈতন্য হইয়া যেমন কোন আশালতাকে অবলম্বন করে অমনি দুর্ভাগ্য-মূষিক তাহার মূলকর্ত্তন করিয়া দেয়—জীব পুনরায় কাল-স্রোতে হাবুডুবু খাইতে থাকে, আর কুলে উঠিতে পারে না। উদ্ধারের পথ ক্রমশঃই দুর্গম হইতে থাকে। আবার সমীরণ যেমন ফুটন্ত ফুলের সুবাস হরণ করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যায়, সেইরূপ কালস্রোতও জীব জগতের পরমায়ু হরণ করিয়া সিন্ধুপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ—

দিবসরজনী কুলচ্ছেদৈঃ পতন্তি রূনাঁরুতং
বহতি নিকটে কালস্রোত সমস্ত ভয়াবহং।
ইহ হি পততাং নাস্ত্যালম্বো ন চাপি নিবর্ত্তনং
তদিহং মহতাং কোঽয়ং মোহো যদেষ মদাবিলঃ ॥

জীবকুলের ভীতিজনক কালস্রোত এই সংসার-সাগরে দিবসরজনীরূপ তট-দ্বয়কে ভগ্ন করিয়া নিরন্তর নিকটে বহিয়া যাইতেছে। এই স্রোতে পতিত হইলে আর আশ্রয় পাওয়া যায় না এবং প্রত্যাবর্ত্তনেরও উপায় নাই, ইহা জানিয়াও মহাত্মা ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছেন। অহো! যে পঙ্কিল মোহ মানবকে এত মুগ্ধ করিয়া ফেলে তাহার কি মাহাত্ম্যই এইরূপ।

ভ্রান্তজীব মোহের মোহন আকর্ষণে পতিত হইয়া এই যে নিয়ত কাল-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, প্রকৃত কর্ত্তব্য পথ হইতে পদস্খলনই জীবের এই দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ। জীব সত্ত্ব-সুখদ প্রাকৃত সুখ-লোলুপ হইয়া যেমন সংসার-সাগরে ঝাঁপ দেয় অমনই দুঃখ-তরঙ্গের প্রবল তাড়নায় অধীর হইয়া এক অজানিত তমসাচ্ছন্ন-প্রদেশে ক্রমশঃ নীত হইতে থাকে, সেই দুঃসময়ে উদ্ধার পাইবার উপায়—শ্রীহরিনাম-তরি। যথা—

"ভবাব্ধি তরণার্থং হি হরিনামতরিঃ কলৌ।"
শ্রীনারদ গীতা।

এই মোহাবর্ত্ত দুঃখ-তরঙ্গ সঙ্কুল ভবসিন্ধু পার হইবার একমাত্র তরি— শ্রীহরিনাম। তৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া—যাহার সাহায্যে নদ-নদী পার হওয়া যায় তাহাকেই তরি কহে। এস্থলে "তরি" শব্দে নৌকা না বুঝাইয়া প্রধানতঃ ভেলাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কেননা, নৌকা ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাবর্ত্তে সহসা নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা কিন্তু নামরূপ ভেলা আশ্রয় করিলে জীবের কোন-প্রকারেই ডুবিবার আশঙ্কা নাই। পরন্তু নদীস্রোতে ভাসমান তৃণ সকলের মধ্যে যেমন কোন কোনটা কখন তীরে গিয়াও লাগে সেইরূপ ভক্তি-রজ্জু ও বিশ্বাস-রূপ দণ্ডের সাহায্যে নামের ভেলা বাঁধিয়া আশ্রয় করিলে জীব দৈব অনুকূলে অবশ্যই একদিন তটবর্ত্তী হইবে, কালপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া পারে পৌঁছিবে— পুণ্যময় পুলকভরা প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া জীবনে অনাবিল সুখশান্তি লাভ করিবে। সিন্ধুনীরে জলজন্তুগণের আক্রমণ আশঙ্কা থাকিলেও "নামনামী অভিন্নাত্মা" বলিয়া ব্রজচাঁদ শ্রীগোবিন্দের কৃপাপ্রহরণ সর্ব্বদাই কামকুম্ভীরাদিকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত থাকে; সুতরাং নামরূপ ভেলা হৃদয়ে ধারণ করিলে জীব, নিরাপদে সংসার-সিন্ধু সমুত্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ভ্রান্ত জীব——

"না জানি কি মোহে, বদ্ধ প্রলোভন পাশে,
আকুল হৃদয় সদা তুচ্ছ সুখ আশে।
শৈশব-স্বপন প্রায়— কাল শ্রোতে ভেসে যায়,
কত আশা কত সুখ—ফুটন্ত কমল
ধরিবারে যায় মুগ্ধ মানব সকল।
পরশিতে নারে তায়, তবু তার পাছু ধায়,
সে যে মরীচিকাময় কল্পনা-কুহক,
মায়ার মোহিনীলীলা যাতনা-মূলক।"

মানুষ মোহপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও আশামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া একটির পর একটি সুখ-সরোজ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া বাহুপ্রসারিত করিতেছে—ধরিধরি করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। পরিশেষে হতাশ্বাস হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কোন তমসাচ্ছন্ন অনন্তের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। একি মোহ? এ মোহ কি ভাঙ্গে না—ঘোর মায়াজাল কি কাটে না,— ভ্রান্ত জীব প্রকৃত শিক্ষা

হৃদয়ে ধরিয়া সংসারের অনিত্যতা কি বুঝে না? ওই যে একদিকে উৎসবের মনোহারী আনন্দ সঙ্গীত, অন্যদিকে মহাবিষাদের হৃদয়বিদারী বিলাপধ্বনি উত্থিত হইতেছে, মোহমুগ্ধ মানব তাহা শুনিয়াও বধির। দুঃখের মর্ম্মন্তুদ তাড়নায় ক্ষণেকের জন্য মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে—সংসারের অসারতা বুঝিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হয়! এ ভাব কত দিন স্থায়ী হয়? দুদিন পরেই তো কালের করাল স্রোতে ভাসিয়া যায়। আবার জীব অজ্ঞানের "যেই তিমিরে সেই তিমিরে।" কিন্তু যিনি বাহিরের সংসার ভাবনা হইতে বিরত হইয়া হৃদয়-সংসার পালনে যত্নপর হইয়াছেন তাঁহার সে সংসার-চিন্তা পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ধনস্তে—ইন্দ্রিয়গণের তুচ্ছ ভোগ বিলাসে দূরীভূত হয় না। সে সংসার পালন হৃদয়রাজ্যের বস্তু দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যেহেতু শ্রীগোবিন্দ-প্রীতি লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই সেই সংসার চিন্তার প্রাণ, অন্তরের প্রবৃত্তিগুলি শ্রীভগবদ্ভাবে বিভাবিত করাই তাহার কার্য্য, প্রেমামৃতপানই হৃদয়ের উপজীবিকা। অতএব হে মানব! যদি ভগবদ্ভাব-মিলনের জন্য ভক্তিধারা প্রবাহিত করিয়া, প্রেম-তরঙ্গে জীবন মাতাইতে চাও—যদি ভ্রুকুটী-কটাক্ষে শত-পাপ প্রলোভন ও অশান্তি-বেদনা সন্তাড়িত করিয়া নৈশাকাশের ন্যায় গম্ভীর ও স্থির হৃদয় লইয়া এই কাল-স্রোতে দেহতরি ভাসাইয়া শান্তি-ধামে যাইতে অভিলাষ থাকে—যদি জ্ঞান ও ভক্তির পরিণয়-সম্পন্ন করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমামৃত আস্বাদে জীবনকে ধন্য করিতে ইচ্ছা কর—যদি হৃদয়ে পবিত্রতা, প্রীতি ও স্ফূর্ত্তির উদয় দেখিতে চাও, তবে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সত্বর হও—প্রাণ ভরিয়া শ্রীহরিনামানুকীর্ত্তন কর। সর্ব্ববিধ ভোগ্য-সামগ্রীপূর্ণ এমন সুন্দর দেহ-তরিতে আরোহণ করিয়াও যদি ভব-সাগর পার হইয়া প্রেমময়ের প্রেমের রাজ্যে যাইতে যত্ন না কর তাহা হইলে অবশ্যই নরকের অতলজলে নিমগ্ন হইবে—আর উদ্ধার হইবে না। সুতরাং যে মূঢ় আত্মত্রাণের উপায় প্রাপ্ত হইয়াও আপনাকে রক্ষা না করে তাহাকে আত্মঘাতী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাই শ্রীভগবান পরমভাগবত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

জীব অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। "স্থাবরা ক্রিময়শ্চাব্জা পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।" অর্থাৎ বৃক্ষলতা ও পর্ব্বতাদি স্থাবর যোনী ২০ লক্ষ, কৃমিযোনী ৩০ লক্ষ, অব্জ অর্থাৎ মৎস্য কুম্ভীর মকরাদি জলচর জীবযোনী ৯ লক্ষ, পক্ষিযোনী ১১ লক্ষ, পশুযোনী ৬ লক্ষ, তারপর মনুষ্যযোনী ৪ লক্ষবার ভ্রমণ করিতে হয়। নরজন্মেও অনেকবার হীনজাতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে স্তরে স্তরে উন্নত-জীবন লাভ ঘটে। এই জন্যই মানবদেহ সুদুর্ল্লভ কথিত হইয়াছে কিন্তু সুদুর্ল্লভ হইলেও যখন জীব ইহা পাইয়াছে তখন ইহা নিশ্চয়ই সুলভ। এই মানবদেহ একটি তরণী স্বরূপ। শ্রীগুরু ইহার কর্ণধার। কারণ, শ্রীগুরুই জীবের কর্ণধারণ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মমন্ত্র রূপ শক্তি প্রদান করেন এবং আমিই (শ্রীহরি) অনুকূল বায়ুরূপে ঐ দেহতরীকে সঞ্চালিত করিয়া থাকি। এমন সুন্দর তরী সংপ্রাপ্ত হইয়াও ভব-সাগর হইতে আত্মাকে যে উদ্ধার না করিতে পারে সে আত্মঘাতী নরাধম। তাহার কর্ম্মসূত্রচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত সে উক্ত যোনীগত যাতনা সকল পুনঃ পুন ভোগ করিতে থাকে।

অতএব হে জীব! যদি বিষাদের কারণ ধনজনাদি পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীরাধামাধবের প্রেমরত্নে মহাধনী হইতে চাও, যদি ভক্তি-রসে প্রাণ মাতাইয়া নিজেকে পরিতৃপ্ত করিতে অভিলাষ কর তবে অকপট বিশ্বাসে দীনচিত্তে শ্রীগোবিন্দের নামানুকীর্ত্তন কর। যে অতৃপ্ত তৃষ্ণানল হৃদয়ে অহরহঃ জ্বলিতেছে—যে বিশালবাসনা কত নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করি-তেছে—ইন্দ্রের বৈভবেও যাহার নিবৃত্তি নাই; নাম সঙ্কীর্ত্তনৈক নিষ্ঠায় প্রাণ মন ঢালিয়া দাও; অচিরে সেই বাসনা সমুদয় বিনষ্ট হইবে বিষয়তৃষ্ণার শান্তিতে এক অভিনব প্রীতি অনুভব করিবে এবং নামের প্রতি অক্ষরে "যে অমূল্য প্রেম-রত্ন নিহিত আছে দেখিতে পাইবে—দেখিতে পাইবে নামের মহিমা কিরূপ অদ্ভুত!! প্রেমোন্মাদিনী স্রোতস্বিনী যেমন সিন্ধু-সঙ্গম আকাঙ্ক্ষায় আপন গরবে হেলিয়া দুলিয়া বহিয়া যায় আর তটবর্ত্তী তরুলতাদি তাহার সংস্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া সুদৃশ্য ও পুষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তন-প্রবাহ যখন ভক্তির পিযূষ লহরী তুলিয়া প্রেম-সিন্ধুর দিকে ধাবিত হয় তখন আনুষঙ্গিক ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি আভাস মাত্রেই সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্ত ভগবানের ভাবে তন্ময় হইয়া ভক্তির স্বাভাবিক আকর্ষণে কীর্ত্তনানন্দে সদা বিভোর রহেন—নূতন জোয়ারের উল্লাসের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমের নবোচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়-তট প্লাবিত

হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ পদে এই অকৈতব প্রেমলাভ করাই নাম সংকীর্ত্তনের মুখ্য ফল; সংসার মোচন ও পাপনাশ আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। যথা—

"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥"

সূর্য্য যখন আপনার উজ্জ্বলজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে উদিত হয় তখন জীবের ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গলাদি প্রকাশ পায়—পৃথিবীর অন্ধকার উদয়ের অপেক্ষা না করিয়া উদয়ারম্ভ সময়েই স্বতঃই ক্ষয় পায় এবং তৎসঙ্গে চৌরভূত রাক্ষসাদির ভয় তিরোহিত হয়। সেইরূপ হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দ নামের প্রকৃত উদয় হইলে জীব প্রেমানন্দের সুধা-স্নিগ্ধ-কিরণে পুলকিত হইয়া বিভোর রহে। তখন হৃদয়ের পাপ তাপ নামোদয়ের অপেক্ষা না করিয়া নামাভাস মাত্রেই সম্পূর্ণ বিনাশ পায়। তাই শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির-জলধে র্জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নামঃ॥

অন্ধকার-সাগরে তরণী অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় যে জগন্মঙ্গল হরির নাম উদয়োন্মুখ অবস্থাতেই সকল লোকের অখিল পাপ সংহরণ করেন, তাহা জয়যুক্ত হউন।

নবম প্রবাহ।

পাহাড়ের পাদপীঠবর্ত্তি ক্ষীণকায় জল-প্রবাহ কঠোর শীলা খণ্ডের উপর দিয়া হেলিতে দুলিতে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কলকল ধ্বনি করিয়া কোথাও মন্থর গতিতে—কোথাও বা খর-বেগে প্রবাহিত হয়। পরে পাগল যেমন প্রাণের জ্বালায় অধীর হইয়া কোন একদিকে বাহির হইয়া পড়ে সেইরূপ উহাও পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া শ্যামল শস্যবীথিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন প্রদেশের বক্ষ প্লাবিয়া বর্দ্ধিতবেগে তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত জলনিধির কোলে ঢলিয়া পড়ে—প্রাণে প্রাণে মিশিয়া এক হইয়া যায়। ভক্তির স্রোতও এইরূপে প্রথমতঃ বৈধি-মার্গের কঠোর প্রদেশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাইবার কালে যখন

রাগানুগার সুরম্যপ্রদেশে আসিয়া পড়ে তখন ভাবের কনক-কান্তিতে বিলসিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে দুকুল ভাঙ্গিয়া কামানুগার সুশীতল শান্তপ্রদেশের অভিমুখে ক্রমশঃই প্রবাহিত হইতে থাকে—অবশেষে সাগরাভিসারিণী জাহ্নবীর ন্যায় শ্রীগোবিন্দের চরণ-সিন্ধু-সঙ্গমে মিলিয়া যায়।

এই ভক্তিপ্রবাহের অমিয়-তরঙ্গ নাম সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ-প্রেম-সঞ্চারী এই অমিয়-তরঙ্গ যখন সৎসঙ্গ রূপ পবন-সম্পাতে আন্দোলিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যরঙ্গে ভক্তের হৃদয়-তটে আসিয়া আহত হইতে থাকে—বহিরঙ্গ কুলের বাধা অতিক্রম করিয়া কলধ্বনিতে উছলিয়া পড়িবার চেষ্টা করে তখন যে এক চিত্তমদ অচিন্ত্য-ভাবসঙ্গীত ভক্তের অন্তর রাজ্য আনন্দময় করিয়া তুলে সেই ভাব-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনিই বাহিরে "শ্রীরাধা গোবিন্দ" "নিতাই গৌর রাধাশ্যাম" "হরেকৃষ্ণ হরিনাম" ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবানের এই সকল হৃদয়-হারী নাম যদিও জীবের দেহগত সর্ব্বপ্রকার পাতকাদি তিরোহিত করিয়া নিখিল বিশ্বকে পবিত্র করিয়াছেন তথাপি "শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম"—এই যুগল-নাম-শশাঙ্কের এত মোহনিয়া শক্তি—এত মাধুরী কেন? ইহা যে চতুঃষষ্টি কলায় পূর্ণ হইয়া হৃদয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া উত্তরোত্তরই বাড়িতে থাকে। মাধুরীর অন্ত নাই—লালসারও বিরাম নাই। যেন কি এক অচিন্তনীয়া শক্তিতে মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে আনন্দসিন্ধু-তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করায়। আমরি! এই যুগলমধুর নামসুধারস একবার আস্বাদন করিলে মুহুর্ম্মুহু পিপাসা বৃদ্ধি পায়। শ্রীরাধাগোবিন্দের অদ্ভুত মধুরিমা সন্দর্শন না করিলেও কেবল নাম শ্রবণেই চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণানুরাগে ডুবিয়া যায়। নিয়ত সেই নাম শ্রবণে লালসা, না শুনিলে সমুৎকণ্ঠার দুর্ব্বিসহ তাপে প্রাণ আকুল; আবার শুনিতে শুনিতে গাহিতে গাহিতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়; ইহারই নাম স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি, শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম সংকীর্ত্তনে এই কৃষ্ণপ্রীতি-সঞ্চারিণি-শক্তি যেন আশ্চর্য্য-রূপে স্ফুরিত হয়। এই শ্রীযুগল নামে এমন কি আছে, যাহা কর্ণপুটে পান করিলেই হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়—চিত্ত প্রেমোদ্বেগে অধীর হইয়া পড়ে। মরি! মরি!! ইহা কি তবে ক্ষীর-সিন্ধু সমুদ্ভূত সুধা-সার—না তদপেক্ষাও মধুর-তম কিছু? এই প্রেম-বর্দ্ধন শ্রীগোবিন্দ নাম শ্রবণ করিয়াই ব্রজ-ললনাগণ সংসারের সকল বাধা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া—রমণি-ভূষণ কুল-লজ্জা-মান-ভয় পরিত্যাগ করিয়া অকূল গোবিন্দ প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন—জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তিযোগের সরস সাধনমার্গের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া মধুর ব্রজলীলায়

প্রকটন করিয়াছিলেন। এই জন্যই মহাপ্রেমবতী শ্রীরাধা, কৃষ্ণানুরাগে তন্ময়া হইয়া "তত্ত্বমসি"র "ত্বং" কে "তং" এ মিলিত করিয়া—শ্যাম সুন্দর শ্রীগোবিন্দ-চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তাঁরে॥" ইত্যাদি।

যে নামের শক্তি শ্রীরাধার ন্যায় মহাশক্তিকেও এমন উন্মনা করিল—যাহার মাধুর্য্য-সুধা পানে আত্মারামগণও বিচলিত—সেই শ্রীগোবিন্দ নামে যে অবশ্যই বিশেষত্ব আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

যিনি যে ভাবের ভাবী তাঁহার পক্ষে সেই ভাবই সর্ব্বোত্তম। সত্য বটে, যাঁহারা বিচারশূন্য বিশ্বাসের পক্ষপাতী কেবল তাঁহারাই ভাবের বা রসের তার-তম্য স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতে পারেন কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ভাবের ক্রমোৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই শ্রীচরিতামৃত-কার বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যাঁর যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম॥"

শান্ত ও দাস্যরস বৈধিভক্তির অন্তর্গত সুতরাং মুখ্য ঐশ্বর্য্যভাবের প্রবর্ত্তক। ইহাতে কামনা আছে—প্রেম নিষ্কাম। এই জন্যই ভক্তি ছোট, প্রেম বড়। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবে ইহাই বৈষম্য। বৈধি ভক্তির চরমে রাগভক্তির আরম্ভ। সুতরাং যাঁহারা ব্রজভজনের মধুররাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সর্ব্ব-প্রথমে বৈধিভক্তির বিমলপথে অগ্রসর হইয়া রাগানুগা-ভক্তি লাভের জন্য চিত্ত-ভূমিকে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। অতএব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দই যাঁহার প্রাপ্তি, তাঁহাকেও বৈধির পথ দিয়া ক্রমশঃ রাগমার্গে ব্রজ সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিতে হইবে। নতুবা সে সাধ্য লাভে অধিকার জন্মে

না। এই ব্রজভাবের মধ্যে যতপ্রকার ভক্তভাব আছে তন্মধ্যে কান্তাকান্ত ভাবই সাধ্যাবধি।

"ইহার মধ্যে রাধা'র ভাব সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥" শ্রীচরিতামৃত

ভিন্ন ভিন্ন শাখানুগত বৈষ্ণবগণের মধ্যে সকলেই ভক্তিসেবীর অনুগত; কিন্তু শ্রীপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষ্য সখীভাবে কুঞ্জসেবাধিকার। ইহাই প্রেমভক্তির উচ্চতম সেবা বিশেষ। শ্রীরাধাগোবিন্দের এই নিভৃত কুঞ্জসেবায় অন্যের প্রবেশ অধিকার নাই—"সবে এক সখিগণের ইহা অধিকার।" এ লীলা দাস্য-বাৎসল্য ভাবেও গোচর হয় না। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণ কৃপাময় পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীচরিতামৃত হইতে সংগৃহীত হইল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করেন, সেই সময় শ্রীবল্লভ ভট্ট নামে এক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি নিজাভীষ্ট বাৎসল্য রসে চরম তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া শেষে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় মধুরভাবের আনন্দ লীলায় প্রবেশ লাভ করিয়া ধন্য হন। পণ্ডিত বালগোপাল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। প্রভু সকল রসাপেক্ষা উজ্জ্বল রস-তত্ত্বের জলন্ত মহিমা জগতে প্রকটিত করিবার নিমিত্তই ভট্টের পাণ্ডিত্যাভিমান মুহূর্ত্তে বিদূরিত করিলেন—হৃদয় শোধিত হইল। ভট্ট আর কি থাকিতে পারেন? প্রভুর চরণ—সরোজে লুঠাইয়া পড়িয়া শরণ লইলেন। প্রভু ভক্তের মনোগত ব্যাকুলতা জানিতে পারিয়া কৃপা করিয়া বলিলেন—

"অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

ভট্ট জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ-হৃদয়ে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীশ্রীকিশোরগোপাল মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। যথা—

"পণ্ডিতের সঙ্গে তার মন ফিরি গেল।
কিশোর গোপাল উপাসনায় মন দিল॥"

শ্রীপাদ গদাধর প্রভুর কৃপানুজ্ঞা অনুসারে ভট্টের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। উজ্জ্বল রসময় মধুরভাবেই শ্রীগোবিন্দের অনন্ত মাধুর্য্য পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট। এবং তদন্তর্গত প্রেম—যাহা পুরুষার্থের সীমা তাহা নিত্যনূতন, উত্তরোত্তর অতুল লালসাবর্দ্ধক ও নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া পণ্ডিত শ্রীবল্লভভট্ট নিজ-

ভীষ্ট শ্রীবালগোপাল মন্ত্র উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শ্রীগোপীজনবল্লভ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

জীবের এই উচ্চতম সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আমাদের দয়ালপ্রভু শ্রীল রামরায়ের দ্বারা বৈষ্ণবজগতে প্রকটিত করিয়া রাধা-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল মাধুরী পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ন্যায় বিষয় মোহান্ধ ক্ষুদ্রাধম জীবের সে চিন্ময়-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য কই? তাহা ব্রজসাধনায় সিদ্ধগণেরই অনুভবনীয়।

এই সাধ্যাবধি রাধা-প্রেম লাভ করিতে হইলে গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাত্রিদিন শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিহার অনুধ্যান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।—ইহাই সাধকের সাধন। এই প্রেমের আধার—ব্রজধাম, আশ্রয়—ব্রজকান্তা, বিষয়—শ্রীযশোদানন্দন শ্রীগোবিন্দ। এই জন্য "শ্রীরাধাগোবিন্দ"—এই শ্রীযুগল নাম সংকীর্ত্তন উহার উদ্দীপন। "কৃষ্ণ"-নাম ব্রজভাবানুগত হইলেও তাহা শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবব্যঞ্জক নহে—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ভাবে জ্ঞাপক। ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণেই গোপীভাবের উদয়—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে উহার স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু "শ্রীগোবিন্দ"নাম কেবল নির্ম্মল মাধুর্য্যভাবদ্যোতক। ব্রজরাগলিপ্সু রসিকভক্তবৃন্দ সেই হেতু, ভাব—সঙ্কোচভয়ে শ্রীভগবানের কেবল শ্রীগোবিন্দ নাম-পীযূষধারাপানে আত্মহারা হন—মধুর ঠাকুরের মধুর নামকীর্ত্তনরঙ্গে বিভোর হইয়া থাকেন। দীনদয়াল শ্রীগৌর ভগবানও স্বয়ং অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে গোপীভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজবিলাস শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি করিতেন। যথা—

"গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়া একান্ত।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনু, অন্যত্র না হয়॥"

রসিক ভক্তগণ যখন মধুর ভাবের অমৃত পাথারে নিমগ্ন হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করেন—যখন হৃদয়-বৃন্দাবনে প্রেমকালিন্দী তটে আশা বংশীবটমূলে পীতাম্বর-নবনীরদের উদয় হয়, আর মন-ময়ূর কান্তের কমনীয় শ্রীমুখ দর্শনে মনের সাধে নৃত্য করে—যখন সেই মূর্ত্তানন্দ শ্রী গোবিন্দের কৃপাবারি বর্ষণে প্রেমের স্রোত দুকুল ভাসাইয়া উছলিয়া উঠে—অনন্ত প্রেমসিন্ধু-সঙ্গম লাভার্থ ছুটিয়া চলে—তখন ভক্ত উন্মাদিতপ্রাণে আনন্দের আকুলআবেগ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারেন না—"জয় শ্রীরাধে শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া হৃদয়নিহিত সেই গোপ-

নীয় ভাবটী ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। তাই শ্রীরাধা গোবিন্দ নামে এত মধুরতা—এত মোহনিয়া শক্তি।

শ্রীগোবিন্দ নামে শ্রীভগবানের অন্য কোন মূর্ত্ত্যাদি না বুঝাইয়া যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রজধামে রসরাজ শ্রীমদন গোপাল মূর্ত্তিকেই নির্দ্দেশ করেন। অষ্টাদশাক্ষর শ্রীযুগলমন্ত্র দ্বারাই সেই গোপীজনবল্লভের উপাসনা বিহিত। অতএব হে রসজ্ঞ পাঠক! সুধা-সংসিক্ত শ্রীগোবিন্দ নামরূপ নির্ম্মল দর্পণে আমরা কি দেখিতে পাই?—ঐ যে,—

"শ্যামসুন্দর পিঞ্ছ চূড়া গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন॥"

——ঐ যে মনোলোভা মাধুরী মণ্ডিত শ্রীরসরাজ মূর্ত্তি খানি প্রতিফলিত! আমরি!

"বয়স কিশোর, বেশ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল
সকল রসের কূপ॥"

ভাবুক পাঠক! আপনি যে ভাবেরই ভাবুক হউন, একবার অন্তরনয়ন উন্মীলন করিয়া প্রেমের দৃষ্টিতে ঐ মোহনিয়া শ্যামমূর্ত্তি খানি দেখিয়া লউন—জগমোহনের মোহন মূরতি একবার দেখিতে দোষ কি? দেখিলে চক্ষু জুড়াইবে—প্রাণের মাঝে এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সুখ অনুভব করিয়া প্রেমে বিভোর হইবেন। ঐ দেখুন—

"বর বিনোদিয়া, চূড়ার টালানি,
কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর,
ভুবন মোহন ফাঁদ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর,
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান,
কেবা কৈল নিরমাণ।

তরল নয়নে, তেরছ চাহনি,
বিষম কুসুম বাণ ॥
সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী,
হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীম কহে, ও রূপ নাগর,
দেখিলে পরাণ রয় ॥"

আহা! কৃষ্ণ মাধুর্য্য অনন্ত অমৃতের সিন্ধু, তাহাতে অনুপম লাবণ্য-জ্যোৎস্না-ধারা ঝলকে ঝলকে উদ্ভাসিত। সেই মধুরতম লাবণ্যের একটিমাত্র কণা ত্রিভুবনকে মাধুর্য্যানন্দে ডুবাইয়া দেয়। সুতরাং উহার অণু-কণার আভাস পাইলেই আত্মা চিরতরে আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়,—বন্ধনের কারণ বান্ধব-সঙ্গ স্পৃহা আর বলবতী হইতে পারে না। অন্যত্র সকল বিষয়েই বিরাগ উপস্থিত হয়। এই জন্যই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয় পরিচিতাং সাচি বিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর কিসলয়া মুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেন।
গোবিন্দাখ্যং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ ॥

ভ, র, সি।

হে সখে! যদি বন্ধুসঙ্গ-রঙ্গে লোভ থাকে, তবে কেশিতীর্থোপকণ্ঠে ঈষৎ হাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, বামদিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিকারী অধর-কিশলয়ে মুরলীধারী ও শিখিপুচ্ছ চূড়াভূষণ শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি খানি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই,—দর্শন করিলে সংসারের সকল সম্বন্ধ নিমেষে ঘুচিয়া যায়—এক অপূর্ব্ব প্রেমরসাবেশে চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে।—প্রেমরস-পিপাসু ভক্ত নিরূপাধি কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে মজ্জিত হইয়া সাংসারিক সর্ব্বোপাধি বিমুক্ত হন। এই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি, গোপীর অনুগতি অনুসারে ব্রজরসের মধুর সাধনা ভিন্ন অন্য কোন সাধনায় সুদুর্লভ। পরম দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত এই মধুর ভজনাই ভজনের চরমাদর্শ।

শ্রীভগবানের মধুময় রসরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই মূর্ত্তানন্দ কিশোর-গোবিন্দ মূর্ত্তিই উপাস্য। হরি, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি, ইত্যাদি কোন নামেই এমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই শ্রীমূর্ত্তির অভিব্যক্তি হয় না; কিন্তু শ্রীগোবিন্দ নামে

যেন শ্রীভগবানের ঐ সাক্ষাৎ মদনগোপাল মূর্ত্তিই অভিব্যঞ্জিত হন। গোপীভাব সাধক এই জন্যই স্বীয় ভাবানুসারী ভজনানন্দে ভাব উদ্দীপন জন্য কেবল শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করেন। অপর ঐশ্বর্য্যময় ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিতে সঙ্কুচিত হন। কেননা—

"ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপীকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥

ব্রজেন্দ্র কুমার শ্রীকৃষ্ণ কিশোর নাগর না হইয়া যদি মথুরার রাজদণ্ডধারী কিংবা ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ মূর্ত্তি প্রভৃতি অন্যাকারে প্রকাশিত হন, তাহা হইলে গোপীভাব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যথা—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

ললিতমাধব, ৬। ১৪।

শ্রীগোবর্দ্ধনে বসন্ত রাসোৎসব আরম্ভ। রসরাজ শ্রীগোবিন্দ শতকোটী গোপাঙ্গনার সহিত সমভাবে রাস-রসে প্রমত্ত। কিন্তু মহাপ্রেমবতী শ্রীমতী ব্যতীত সেই রাসবিলাস বাসনা সম্যক্ চরিতার্থ হয় না বলিয়া নাগররাজ শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন রাসবিহারী ও রাসেশ্বরীর অদর্শনে সাধের রাসবিলাসানন্দ বিষাদে পরিণত হইল—সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। গোপীগণ এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন এক্ষণে কৃষ্ণবিরহে নিরতিশয় ক্ষুণ্ণা হইয়া কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে নিভৃত নিকুঞ্জের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। ব্রজসুন্দর গোপীগণকে সন্নিহিত দেখিয়া আর লুকাইতে পারিলেন না—যেন কত ভীত হইলেন। তখন আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া—নব-নটনীয়া নাগর বেশ লুকাইয়া—সেই সুন্দর ধড়াচূড়াবাঁশী ফেলিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি প্রকটন করিলেন—গোপীমনচোরা মধুর-ঠাকুর, ষড়ৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বর হইলেন। সেই বৈষ্ণবী-তনু দর্শন করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—

"ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি সবে তাঁ'রে করে নতি স্তুতি॥
নমো নারায়ণ-দেহ করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ-সঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ॥"

এইরূপে কৃষ্ণ-সঙ্গ প্রার্থনা করিয়া গোপীগণ নারায়ণের পদে নমস্কার করিলেন এবং তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতএব গোপরাজ নন্দনে অনন্যপ্রীতিশীলা দুর্গম পারকীয়পথাবলম্বিনী ব্রজদেবীগণের যে ভাব-ক্রিয়া তাহা বিদিত হইতে কোন্ পণ্ডিত সক্ষম?

পশুপেন্দ্রনন্দন ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি যে গোপীভাবের বিকাশ হয় না তাহা এক্ষণে প্রমাণিত হইল। অতএব নামনামী অভিন্নাত্মা অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দও গোবিন্দ নামে কোন পার্থক্য না থাকায় এবং যুগল উপাসনাই জীবের পরম সাধ্য বলিয়া রসিক ভক্তবৃন্দ প্রেমোল্লাসে কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দ নামই কীর্ত্তন করেন। এই সুধা-ধারাবর্ষী শ্রীরাধাগোবিন্দনামে প্রেমানন্দ যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমন্ত।

প্রাণামোদী শ্রীগোবিন্দনামেই যে গোপীভাবের অভিব্যক্তি তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে সুধামাখা শ্রীরাধা নাম সংযুক্ত না করিলে মাধুর্য্যের পূর্ণ উপলব্ধি হয় না কেন? এবং শ্রীগোবিন্দ নামের পূর্ব্বে শ্রীরাধা নাম সংযুক্ত করিবার তাৎপর্য্যই বা কি? রসগ্রাহী পাঠক! এই মর্ম্মস্পর্শী প্রাণের কথা বিস্তারিত লেখনী মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব—ইহা প্রাণে প্রাণেই অনুভবনীয়। অনধিকারী জীবাধম হইলেও পরবর্ত্তী-প্রবাহে উহার বিষয় যথাসাধ্য বিবৃত করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা-কণা ও ভক্তজনের কৃপাশীর্ব্বাদ করগোড়ে প্রার্থনা করি।

ইতি প্রথম খণ্ড।

শ্রীগোবিন্দনামামৃত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:*:—

দশম প্রবাহ।

উষার রক্তিম-রাগে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইলে যেরূপ অমানিশার গাঢ় অন্ধকার অপসৃত হয় এবং প্রসুপ্ত জীবনিচয় এক প্রফুল্লতাময়ী নবশক্তিলাভে জাগিয়া উঠে, সেইরূপ প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের হৃদয়াকাশ কৃষ্ণানুরাগে অনুরঞ্জিত হইলে কামান্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হয় এবং নবকিশোর শ্যামসুন্দরের হ্লাদিনীবৃত্তিরূপা প্রীতি প্রবোধিতা হইয়া ভক্তকে প্রেমসুখভোগ প্রদান করে। এই জন্যই কাম ও প্রেম স্বরূপতঃ এত বিভিন্ন।

"কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

আবার কৃষ্ণ-প্রেম স্বতঃ শুদ্ধ গঙ্গোদকের ন্যায় সুনির্ম্মল ও অমৃতের পারাবার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই সুখসিন্ধুরূপ শুদ্ধপ্রেমের এক বিন্দু নিখিল জগৎকে প্রেমতরঙ্গে ডুবাইয়া দেয়। এই প্রেমই জীবের চরম সাধ্য —পঞ্চম পুরুষার্থ! যথা—

"সাধ্য সাধন এই, ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্বসার।"

শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন, মধুর নাম গুণানুকীর্ত্তন ও সর্ব্বদা প্রেমানুশীলন ব্যতীত সে প্রেমানন্দ দুর্লভ। প্রেম প্রেমই চায়। এই জন্য প্রেম-তত্ত্বানুশীলনের ফলে প্রেম সুখভোগ লাভ ঘটে। দারিদ্র্যনাশ ও ভবক্ষয়াদি প্রেমের আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। যথা—

"দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগপ্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ শ্রীচৈঃ

এই প্রেম প্রাকৃত নায়ক নায়িকার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলক ভালবাসা নহে। আমরা প্রাকৃত চক্ষে যাহাকে প্রেম বলি, তাহা কামের গাঢ় স্ফুর্ত্তি বিশেষ, প্রকৃত প্রেম নহে। সুতরাং—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥"

কাম লৌহবৎ, প্রেম জাম্বুনদ। কাম জ্বলন্ত নরক—প্রেম অক্ষয় স্বর্গ। কাম জ্বলন্ত দুঃখের নিদান, প্রেম উত্তরোত্তর অতৃপ্ত সুখপিপাসাবর্দ্ধক। কামুক আমরা এতাদৃশ কামপরতন্ত্র ইন্দ্রিয়লিপ্সার দাস হইয়া শ্রীযুগলকিশোরের প্রেমতত্ত্বানুশীলনে বঞ্চিত হইয়াছি। স্বপ্নময় সংসারের মোহ-ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া "অহমিতি" "মমেতি"—অজ্ঞান-তিমিরে পথহারা পথিকের ন্যায় নিরন্তর বিচরণ করিতেছি। অহো! কি জীবাধম আমরা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আশ্রিত, সেই পরমাশ্রয় শ্রীগোবিন্দকে ভুলিয়া জ্বলদগ্নিতে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় বিষয়ানলে ঝাঁপ দিতেছি। মোহাগময় সংসারে যে আপাত-মধুর সুখের হাসি ক্ষণপ্রভার ন্যায় নিমেষে ফুটিয়া উঠে আবার নিমেষে মিলায়, সেই নশ্বর সুখের কুহকী লীলার অনুধ্যান করিয়াই আমাদের মন অনুদিন ব্যাকুল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আবার প্রাণের মাঝে পাপাগ্নির গাঢ় ধূম যখন আমাদের মানসচক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তখন হৃদয়ে শ্রীভগবন্মহিমা-জ্যোতি কিরূপে প্রতিভাসিত হইবে? যদিও আকাশের কোণে নিশীথের তারা যেমন লুকাইয়া টিপিটিপি হাসে, সেইরূপ হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে প্রেম-প্রদীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তথাপি যিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনিই সেই অতিনিভৃত সুকুমার পদার্থটীকে প্রোজ্জ্বল করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু বহির্ম্মুখ তাহার ক্ষীণাভাস পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে অক্ষম। বহুসুকৃতি ফলে যাঁহার কর্ম্মজাল ছিন্ন হইয়াছে—মোহ-যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে, তিনিই দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া, ভগবদ্ভক্তিতে তন্ময় হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্য-বিপ্লাবিনী প্রেমজ্যোতিধারায় অভিষিক্ত হন। এই সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম নিত্য সিদ্ধ,—উপজ বা সাধ্য নহে। কারণ কৃষ্ণ-প্রেম উপজাত বা সাধ্য হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে। তাই শ্রীল চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে যখন চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল হয় তখন তাহাতে কৃষ্ণ-প্রেম উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জীব-হৃদয়ে প্রেমের নিত্য অধিষ্ঠান, কিন্তু মলিন মায়াবরণে চিত্ত-দর্পণ সমাবৃত হইলে তাহাতে সে প্রেমাভা আর প্রতিবিম্বিত হয় না। চিত্ত স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, রাগাদি রহিত ও ভগবানের উপলব্ধি স্থান। যথা—

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥
শ্রীভা। ৩। ২৬। ২০।

ধূম দ্বারা যেরূপ বহ্নি আবৃত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল চিত্ত কাম-ক্রোধাদি দ্বারা কলুষিত হইলে উহার স্বচ্ছতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাজেই আমরা সেই কৃষ্ণ-প্রেম-জ্যোতি উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই আমাদের দয়াল প্রভু শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনচ্ছলে বলিয়াছেন—

"চেতদর্পণ মার্জ্জনম্"

প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সুমলিন চিত্তমুকুর যখন পরিষ্কৃত হয়—হৃদয়-পট সুন্দর হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম তাহাতে স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। যাঁহারা এই সুকঠোর সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম্মের অনুধাবন করিয়া কেবল যশ, অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনে ব্যস্ত, যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিধায়িনী বিদ্যানুশীলন করিয়া আপনাকে বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহারা বুঝি এসকলের কিছুই অনুসন্ধান লয়েন না—প্রেমরাজ্যের কোন তত্ত্বই রাখেন না। এই যে সংসার-রাজ্যের উপর দিয়া এক অজানিত প্রেম-প্রবাহ—এক প্রহেলিকাপূর্ণ আকর্ষণ প্রতিনিয়ত বহিতেছে—যে আকর্ষণের আবেগে মানুষের প্রাণ মানুষের জন্য কাঁদে—মানুষ মানুষকে আপনার করিয়া ভাল বাসে—হৃদয়ে রাখে—নিমেষের অদর্শনে কত আকুলতা কত উদ্দাম আবেগ জাগিয়া উঠে, তাহা কি সেই ভগবৎ-প্রেমের প্রতিচ্ছায়া নহে? মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে যেমন প্রাকৃতিক জগতের তাবৎ পদার্থ পরস্পর সন্নিবদ্ধ ও ব্যবস্থিত রহিয়াছে, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতেও প্রীতির মোহন আকর্ষণে মানব প্রাণে প্রাণে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট ও বিজড়িত রহিয়াছে। এই

প্রেমাকর্ষণের কেন্দ্র কোথায়? প্রেমরাজ্য শ্রীগোলোকধামে শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণকমলই প্রেমের কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র—সেই প্রণব-বিন্দুতে জীব যতদিন না উপনীত হইতে পারে, ততদিন এই সংসার-আবর্ত্তনে ঘুরিতে থাকে—ততদিন নিত্য প্রেমানন্দ হইতে দূরে দূরে অবস্থিতি করে। যতদিন সেই প্রেমের মানুষটি না জুটে, ততদিন মানুষ পিপাসিত-কণ্ঠে জন্ম জন্ম ঘুরিয়া বেড়ায়। এ মানুষটি কে?—পুরুষ। যিনি প্রকৃতির অতীত রূপ রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এই পঞ্চতন্মাত্রের অতীত, তিনিই পুরুষ। তিনিই আশ্রয় বা দশমতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ। যথা—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥
শ্রীভা, দশমে শ্রীধরস্বামিনোক্তম্।

এই দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের—অর্থাৎ ভক্তবৃন্দের আশ্রয় বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ নামক পরম আশ্রয় দশমতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছেন। তিনি জগতের নিবাসস্থানস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় তত্ত্ব—পুরুষ, আমরা তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব—প্রকৃতি। শ্রীগোবিন্দ প্রেম-কল্পতরু, জীব বা তটস্থা শক্তি তাঁহার আশ্রিতা লতিকা; লতিকা প্রীতিভরে তরুপাদমূল আশ্রয় করিয়া তাহার গঠনে সংগঠিত হইলে আর তাহার কোন বিপদাশঙ্কা থাকেনা। কিন্তু আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর দিকে—অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ক্ষেত্রে ঢলিয়া পড়িলে, কাম-অজা মদ-হস্তী প্রভৃতি রিপুকুল পদে পদে নিগৃহীত করিয়া থাকে। অতএব রে পাপ-রস-রসিক অবোধ মন!—

হেলাতে জীবন যাপিওনা আর
যুগল কিশোর চরণ ভজ।
তেয়াগি ভোগাশা, নাম-মকরন্দে
রে পিপাসু মন-মধুপ মজ॥
বিষয় কেতকী ফুলে বুলি বুলি
কণ্টক-বেদন সহিলি কত।
প্রাণের পিয়াসা মিটিল না তায়
অশান্তি-সন্তাপ বাড়িল শত॥

যুগল পীরিতি অমিয় পাথারে
ডুবিলে সে জ্বালা কভু কি রয়?
সে প্রেম-পরশে অয়স-হৃদয়
হইবে অমল কনক ময়॥
আশার ছলনে লভিলি যাতনা
তবু না টুটিল স্বপন ঘোর।
গা'রে প্রাণ খুলে, শ্রীযুগল নাম
মাতুক অলস পরাণ তোর॥

নতুবা আশার মন-ভুলান সুখের গীত শুনিয়া ব্যাধের বংশীধ্বনি-সমাকৃষ্ট কুরঙ্গের ন্যায় মায়াজালে জড়িত হইয়া আত্মাকে বিপন্ন করিও না। কুসুমদলাগ্রবিলম্বী শিশিরবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী সুরম্যসুখের প্রলোভনে কামের সহচরী আশা-মোহিনীর ক্রীড়া-পুত্তলী হইও না। আশাই প্রাণের চরম তৃপ্তিলাভের প্রধান অন্তরায়। এই দুরতিক্রম্যা আশা-বৈতরণী উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে ভব-পারাবার পারের উপায়ান্তর নাই। কৃষ্ণভক্তগণ এই আশা-নদী অনায়াসে পার হইয়া পরমানন্দে কালহরণ করেন। এই আশানদী কিপ্রকার?—

"আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা,
মোহাবর্ত্ত সুদুস্তরা প্রকটিতা প্রতুঙ্গচিন্তাতটী।
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্য্যদ্রুমধ্বংসিনী,
অস্যা পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি ভক্তোত্তমাঃ॥

আশা নাম্নী নদী মনোরথরূপ জলে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিষয়তৃষ্ণারূপ তরঙ্গ নিত্য আন্দোলিত ও মোহরূপ সুদুস্তর আবর্ত্ত প্রকটিত। গভীর চিন্তা উহার তট। উহার গর্ভে কামক্রোধাদি মকর কুম্ভীরকুল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কুতর্ক-রূপ জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। ইহা ধৈর্য্যরূপ তরুরাজকেও নিপাতিত করিয়া থাকে। পবিত্রচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণ এই আশানদীর পারে উত্তীর্ণ হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

আত্মসুখপরতাকে বিসর্জ্জন না করিতে পারিলে আশার শান্তি হয় না। যেহেতু আশার অবধি নাই, ইহাকে যতই বাড়াইতে থাকিবে ততই উত্তরোত্তর বাড়িবে। তৃপ্তি কিছুতেই হইবে না। বিষয়ভোগেই

আশার পুষ্টি। আমরা বিষয়-সেবক, সেইজন্য মায়াবিনী আশাকে এত আদর করিয়া হৃদয়ে ধরি। আশাই সংসার-কারাবাসের হেতু এবং মায়ার সহিত জীবের মিলনের দূতীস্বরূপা। জীব যেখানেই গমন করে না কেন, আশা ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী হইবে। যথা—

"পাতালং ব্রজ যা হি বা সুরপুরীমারোহ মেরোঃ শিরঃ,
পারাবারপরম্পরাং তর তথাপ্যাশা ন শান্তা তব।
আধিব্যাধিপরাহত যদি সদা ক্ষেমং নিজং বাঞ্ছসি,
শ্রীকৃষ্ণেতি রসায়নং রসয় রে শূন্যৈঃ কিমন্যৈঃ শ্রমৈঃ॥

পাতালেই যাও বা সুরপুরেই গমন কর, কিংবা সুমেরু-শিখরেই আরোহণ কর অথবা পরে পরে সপ্তসমুদ্রই উত্তীর্ণ হও, তথাপি তোমার আশার শান্তি হইবে না। অতএব রে আধিব্যাধি-পরাহত জীব! যদি আপনার শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তবে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম-রসায়ন পান কর। অন্য বিফল পরিশ্রমে কি হইবে।

বাস্তবিক শ্রীরাধাগোবিন্দ নামানুকীর্ত্তন ব্যতীত মানুষ চরম তৃপ্তিলাভে আনন্দের আবেশে তন্ময় হইতে পারে না। এই জন্যই যাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেমের কাঙ্গাল তাঁহারা এই পরমাস্বাদ্য শ্রীযুগল নামে বিভোর। এই প্রেম-পরিপূর্ণ মধুররস-ভাবিত শ্রীগোবিন্দ নাম শ্রীভগবানের অপরাপর শ্রীনামাপেক্ষা অপূর্ব্ব সুন্দর। রাখালরাজের এই মনোমোহন রসাল নাম-টিতে যেন ব্রজের সমস্ত মধুরতা—সমস্ত ভাব-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়রূপে পরি-স্ফুট। এই ভক্তিপ্রেমভরা প্রীতিমধুর শ্রীগোবিন্দ নাম সর্ব্বাদৌ কোন্ ভক্তসত্তমের শ্রীমুখ হইতে নির্গলিত হইয়াছেন? এই চিত্তাকর্ষক মোহনীয় নামের প্রবর্ত্তক কে?—দেবরাজ ইন্দ্র। সুরপতি নিকুঞ্জমোহন শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তনীয় মহিমা সন্দর্শন করিয়া অকৈতব প্রেমভক্তিরসে সমার্দ্র হইয়া এই উপাদেয় শ্রীগোবিন্দ নামটি রক্ষা করিয়াছেন—তিনিই জগজ্জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রেম-কল্পতরুর অমৃতফল-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দনামের মধুরতা প্রকটিত করিয়াছেন। যথা—

"পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ।"

ঐশ্বর্য্য-মদপ্রমত্ত দেবরাজ যজ্ঞভঙ্গে ক্রোধিত হইয়া শ্রীগোকুলমধ্যে যখন ঘোরতর বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীগোকুল ও গোকুলবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ক্রীড়াকন্দুকবৎ কর-কিশলয়ে ধারণ করিয়া দেবরাজের ঈশ্বরত্বাভিমান ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। পুরন্দর অতিশয় লজ্জিত হইয়া দীনাতিদীন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসরোজে শরণ লইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"হে হরে! যাঁহারা আমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যমদে উন্মাদিত হইয়া আপনার শ্রীচরণে মহা অপরাধী হয়, তাঁহারা আপনার প্রসন্নস্নিগ্ধ স্বরূপ কান্তি দর্শনমাত্রেই কৃতাপরাধজনিত ভয় ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া ভবদীয় অভয় প্রসাদ লাভ করেন এবং অচিরেই শ্রবণ ভজনাদিজনিত ভক্তির পথে প্রবেশ করিয়া কৃতার্থ হন। আপনি এইরূপ কৃপাকটাক্ষ দ্বারাই জগতে দুষ্টজনের শাসন বিধান করেন। হে প্রভো! আপনার প্রভাব না জানিয়া কেবল বিষয়-ব্যাপারে অনুরক্ত থাকিলে আমাদিগকে চিরকালই মূঢ়চিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব কৃপা করুন, যেন চিত্ত আর এরূপ অসদ্বিষয়ে সংলিপ্ত না হয়।"

দেবরাজের দৈন্যমণ্ডিত স্তববাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ প্রফুল্লবদনে কহিলেন—"শচীকান্ত! আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছি। তুমি ইন্দ্রোচিত ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে প্রমত্ত থাকিলে আমার অনুস্মরণ করিতে না। এক্ষণে তোমার সে গর্ব্ব বিনষ্ট হইয়াছে, অনুক্ষণ আমার স্মরণ করিতে পারিবে। আমি যে অহঙ্কারীর দণ্ডদাতারূপে বর্ত্তমান আছি, তাহা সামান্য জীব হইতে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বান্ধ দেবতা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহে। তবে আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে অভিলাষ করি, তাহাকে সকল ভোগ্য সম্পদ্ হইতে ভ্রংশ করিয়া থাকি।"

উল্লিখিত বর্ণনায় আমরা এই শিক্ষালাভ করিলাম যে, মোহক্ষয় না হইলে শ্রীভগবানের অনন্তকরুণার কণিকামাত্রও অনুভব করা যায় না। অহমিকা অপগত না হইলে বিমল ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে না। দেবরাজের হৃদয়ে যতক্ষণ গর্ব্ব ও মোহের লেশাভাসমাত্র ছিল, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভাজন হইতে পারেন নাই। শ্রীভগবন্মহিমাদর্শনে যেই তাঁহার মোহবিকার অপসৃত হইল, অমনই হৃদয়ে পরাভক্তির আবির্ভাবে তিনি আপনার সমস্ত ক্ষমতাকে হীনরূপে দর্শন করিয়া দীনের অধীন কাঙ্গালভাবে প্রাণভরা শ্রদ্ধা ঢালিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-সরোজে শরণ লইলেন—অনন্ত ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন সুরপতি হইয়াও এইরূপে আত্মহীনতা প্রকাশ করিয়া

সামান্য সম্পদশালী সংসারী জীবকে তদনুগত হইতে শিক্ষা দান করিলেন। কিন্তু হায়! আমরা এমনই বিষয়ান্ধ জীবাধম যে, এই কল্যাণকর পবিত্র-ভাবের অনুসরণ করা দূরে থাক, অনুভব করিতেও অসমর্থ।

অনন্তর সুরভিদেবী গোপরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় হৃদয়-নিঃসৃত ভক্তিমাখা বাক্যে বন্দনা করিয়া কহিলেন—"হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! আপনি পরম দেবতা ও জগৎপতি। এক্ষণে আপনিই গো, বিপ্র, দেবতা ও সাধুগণের পালনকর্তা ইন্দ্র হউন। পিতামহ বিরিঞ্চির অনুজ্ঞামত অদ্য আপনাকে ইন্দ্রত্বে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিয়াছি।" সুরভিদেবী এই কথা বলিয়া স্বীয় ক্ষীরামৃত ধারা সেচন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিলেন। যথা—

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিপয়সাত্মনঃ।
জলৈশ্চাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ॥
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ॥

শ্রীভা। ১০।

পরিশেষে সুরসত্তম ইন্দ্র দেবতা ঋষি ও দেবমাতৃকাগণের সহিত ঐরা-বত- রোদ্ধৃত আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ বারিধারায় শ্রীকৃষ্ণের অভিষেচন করিয়া দাশাহ—অর্থাৎ সর্ব্বপূজ্য ও "শ্রীগোবিন্দ" এই আখ্যা প্রদান করিলেন।

এই অখিলামৃতসার শ্রীগোবিন্দ নামের ব্যুৎপত্তি কি?—গো+বিদ্+শ=গোবিন্দ। যেমন দধিমন্থন করিলে তাহার সারভূত নবনীত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিখিল জগৎ মন্থন করিয়া তদীয় সারময় শ্রীমদনগোপাল মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই নামনামী অভিন্ন বলিয়া শ্রীগোবিন্দ নামে অনন্ত মাধুর্য্য স্ফুরিত। "গো গবাং জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ"—-অর্থাৎ যিনি জ্ঞানে উপলভ্য তিনি গোবিন্দ।

এস্থলে জ্ঞান বলিতে জড়জগতের সীমাবদ্ধ সামান্য জ্ঞান নহে, কিংবা ভক্তিবাধক নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানও নহে; কারণ সেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগশূন্য মায়াবাদদূষিত জ্ঞানমার্গে লীলাময় শ্রীগোবিন্দের মধুর তত্ত্ব স্ফুরিত হয় না। সুতরাং ভক্তিপ্রতিপাদ্য যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে

নির্দ্দেশকরে সেই বিশুদ্ধ পরমার্থ জ্ঞানের কথাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন; প্রকাশভেদে ইহা ত্রিবিধ নামে কথিত। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে।

গীতা। ২। ১১।

অর্থাৎ এই তত্ত্ব বৈদান্তিকের মতে ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভ যোগীদের মতে পরমাত্মা এবং সাত্বদের মতে ভগবান্ বলিয়া অভিহিত।

ব্রহ্ম এই জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি। শ্রীভগবানের নয়নানন্দ শ্রীঅঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডলকেই উপনিষদ্ নিষ্কল ব্রহ্ম কহেন। যত বড় বিরাট তত্ত্বই হউন—

"সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি।" ব্রহ্ম সংহিতা বলেন—

যস্যপ্রভাপ্রভাবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তৎব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অশেষ বসুধাদি বিভূতি, ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ এবং যাঁহা হইতে অশেষ ভূত অর্থাৎ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই নিষ্কল অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

চর্ম্মচক্ষে যেমন সূর্য্যের—স্বরূপ তত্ত্ব সবিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানমার্গে শ্রীভগবানের বিশেষ তত্ত্ব সর্ব্বদা অনুপলব্ধ। আমরা প্রাকৃত-নয়নে সূর্য্যের উজ্জ্বল জ্যোতিমাত্র দর্শন করি কিন্তু সূর্য্য যে কি বস্তু তাঁহার আকারাদি কিরূপ ইত্যাদি বিশেষ তত্ত্ব কিছুই অবগত নহি; সেইরূপ ব্রহ্মবাদিরা কেবল শ্রীগোবিন্দের জ্যোতির্ম্ময় শ্রীঅঙ্গপ্রভা মাত্র দর্শনে আনন্দ-লাভ করেন কিন্তু সেই জ্যোতির আধার কি বস্তু—তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তি কিরূপ ইত্যাদি কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি।

যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ নামে অভিহিত—সেই পরমাত্মা জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি। এই পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দের অংশবিভূতি,—অণুচৈতন্যরূপ জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাহার কর্ম্মফলাদি প্রদান করেন। যেমন একই সূর্য্য অনন্তস্ফাটিকে প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দের একাংশস্বরূপ পরমাত্মা অনন্তজীবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

অর্থাৎ আমি এক অংশ পরমাত্মা স্বরূপে নিখিল জগতে বিদ্যমান রহিয়াছি।

শ্রীভগবান্ জ্ঞানের তৃতীয় প্রতীতি। এই ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানই স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ—অখণ্ড পূর্ণতত্ত্ব। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই সূত্রবৎ সারগর্ভ উক্তিতে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকটিত। আবার শ্রীনন্দনন্দনের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত উক্ত সূত্রকে আরও পরিস্ফুট করিয়া "ব্রহ্মসংহিতা" বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

শ্রীগোবিন্দ ঈশ্বর—সর্ব্ববাঞ্ছনীয়, পরম—সর্ব্বারাধ্য, কৃষ্ণ—সর্ব্বচিত্তাকর্ষক নন্দনন্দন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপমূর্ত্তি, স্বয়ং অনাদি ও আদি অর্থাৎ মাধুর্য্যভাবহেতু নন্দাদির আদি নহেন কিন্তু ঐশ্বর্য্যভাব হেতু বসুদেবাদিরও আদি এবং সর্ব্বকারণ-কারণ অর্থাৎ সর্ব্বকারণস্বরূপা যে মায়া, তাহারও কারণস্বরূপ অথবা পূর্ণৈশ্বর্য্যময়ত্বহেতু নন্দবসুদেবাদি কারণরূপাগণেরও কারণ স্বরূপ।

জ্ঞানের চরমাবস্থাতেই এই ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি। অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ইহার অন্তর্গত। যথা,—"ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ং" অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বয়ংই অভিব্যঞ্জিত হইয়া থাকেন। এই অদ্বয় ভগবত্তত্ত্ব—জ্ঞান ব্রহ্মবাদিদের নিকট নিরাকার চিৎ-সামান্য-বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইলেও যাঁহারা এই জ্ঞানের উচ্চগ্রামে অবস্থিত হইয়া পরাভক্তির অনুশীলন করেন, সেই ভজনশীল সাধুগণ স্বীয় হৃদয়-কুঞ্জে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তির নয়নে শ্যামসুন্দর শ্রীগোবিন্দকে সদা বিলোকন করিয়া থাকেন। যথা—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদেব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞানের উচ্চগ্রাম। ইহাই পরা-ভক্তি বলিয়া কথিত। এই ভক্তিপূর্ণ ভজনব্যতীত সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের রসময়তত্ত্বের পরিস্ফুরণ অসম্ভব। কেবল ভক্তির সাধনাতেই তদীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যেহেতু—

"জ্ঞানকর্ম্মযোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ-প্রেমরস॥"

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সন্তুষ্ট হইতে চাহেন, তাঁহারা চিন্মাত্র জ্ঞানের উপরে যে ভক্তির আনন্দময়রাজ্য রহিয়াছে তাহার অন্বেষণে আর অধিকদূর অগ্রসর হয়েন না; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসর হন; তাঁহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া চিরসুন্দর শ্রীগোবিন্দের অনন্ত মাধুর্য্যময় লীলাভিনয় দর্শনে বিমুগ্ধ হন। পরাভক্তির অনুশীলনে যে শ্রীগোবিন্দতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান শব্দে এই সার তাৎপর্য্যই সূচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ পরমগুহ্য অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্মাকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। যথা—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ শ্রীভা ২।৯।৩০।

হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞান-সমন্বিত অর্থাৎ অপরোক্ষানুভব সমন্বিত পরমগুহ্য— নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম, সরহস্য অর্থাৎ যাহা বহিরঙ্গ লোকাগম্য প্রেমভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তদঙ্গ অর্থাৎ সেই প্রেমভক্তির সাধনাঙ্গযুক্ত যে মদীয় জ্ঞান বা প্রাপ্তির উপায় তাহা সুগোপ্য হইলেও তোমাকে বলিতেছি গ্রহণ কর।

আবার গো শব্দের অর্থ ভূমি ও বেদ। অতএব যিনি সর্ব্বভুবনে ও বেদে বিখ্যাত ও বিদিত এবং ঐ সকলের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা তিনিই গোবিন্দ। বিধান, অভিধান ও বিকল্পনা দ্বারা যে বেদবচন সকল "কেবল গোবিন্দ ভজ" এই সার

তত্ত্ব উক্তি করিতেছেন শ্রীগোবিন্দই সেই বেদের হৃদয়। চতুর্দ্দশভুবনে অন্য কেহই তাঁহাকে অবগত নহে,—"স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা" সুতরাং কেবল অপৌরুষেয় বেদই তাহাকে পরিজ্ঞাত। যথা—

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহং ॥
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দমাস্থায় মাং ভিদাং।
মায়ামাত্র মনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥
শ্রীভা ১১।২১।

শ্রীকৃষ্ণ পরম ভাগবত উদ্ধবকে কহিয়াছেন—বেদসমূহ সাক্ষাৎভাবে আমাকেই বিধানকরে ও দেবরূপে আমাকেই অভিহিত করে এবং আমাকে অবলম্বন করিয়া যে বিতর্ক করে, আমিই তাহার তাৎপর্য্য। ইহাই নিখিল বেদের মুখ্যার্থ। বেদনিচয় আমাকেই পরমাত্মরূপে আশ্রয় করিয়া ও ভেদাত্মিকা মায়াকে বিচারপূর্ব্বক শেষে পরিহার করিয়া প্রসন্ন অর্থাৎ নিবৃত্তি ব্যাপার হয়।

"অত গোশব্দস্য নানার্থতাং, একশেষেণ গৌঃ প্রসিদ্ধঃ পশুজাতি-বিশেষঃ" অর্থাৎ গো শব্দে প্রসিদ্ধ ধেনুবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। অত-এব শ্রীগোকুলে শ্রীমনন্দগোপের প্রসিদ্ধ শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গো-কুলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ব্রজকুলরঞ্জন রাখালরাজের নাম শ্রীগোবিন্দ। ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

চিন্তামণি-নিকর-সদ্মস্থ কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভী রভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী সহস্রশত-সংভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ চিন্তামণি-নিকর পরিমণ্ডিত গৃহ ও লক্ষ লক্ষ কল্পপাদপ-পরিবেষ্টিত শ্রীগোলোকে থাকিয়া যিনি ধেনুচারণ করিতেছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মী যাঁহাকে সংভ্রমের সহিত সেবা করিতেছেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীগোবিন্দনামের ইহাই মুখ্য তাৎপর্য্য। অথবা সাকল্যার্থে শ্রীকৃষ্ণ গো বেদ ও পৃথিবীর ইন্দ্র বলিয়া গোবিন্দনামে সমাখ্যাত। এই অনন্ত

মাধুর্য্য—রসলসিত ললিত শ্রীগোবিন্দ নাম যে অষ্টাদশাক্ষর শ্রীশ্রীগোপালমন্ত্রে প্রাণস্বরূপ তাহা ভক্তমাত্রেই পরিজ্ঞাত। সেই পঞ্চপদাত্মক মহামন্ত্রের প্রথম পদ কৃষ্ণ, দ্বিতীয়পদ গোবিন্দ, তৃতীয়পদ গোপীজন, চতুর্থপদ বল্লভ, পঞ্চমপদ স্বাহা। যিনি "কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্" অর্থাৎ আসুর অপরাধ পর্য্যন্ত সর্ব্ব অপরাধ বিনাশ করেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপী পরম দেবতাই শ্রীকৃষ্ণ। আবার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে ত্রিবিধ স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। অতএব ইনি কোন্ কৃষ্ণ? এই পুর্ব্বপক্ষের উত্তরে গোবিন্দশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীগোকুল কৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম স্বয়ংরূপ। যথা—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।

গোবিন্দ শব্দে একমাত্র ব্রজকুলরঞ্জন শ্রীগোপাল মূর্ত্তিকেই নির্দ্দেশ করে; কিন্তু তথাপি উহাতে কি যেন এক অচিন্ত্য অব্যক্ত মৃদুসঙ্কোচ ভাবের ছায়া রহিয়াছে। কারণ কেবল "কৃষ্ণগোবিন্দ" বলিলে ভক্ত-রসিকের চির-পিপাসিত মানস-চকোর পরিতৃপ্ত হয় কি? তাঁহার হৃদয়ের যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সেই নবনটবর মধুর মূর্ত্তিকে পাইবার জন্য উত্তরোত্তর বলবতী—প্রেম-মন্দাকিনী সেই প্রেমময়ের চরণ-সিন্ধু-সঙ্গমে মিলিবার নিমিত্ত উচ্ছ্বাসভরে শতমুখী। তবে প্রেম-রস-পিপাসু ভক্তের প্রাণ কি চায়?—শ্রীগোবিন্দকে কোন্ মোহনীয়রূপে পাইতে অভিলাষ করে? হায়! এই মধুরাদপি মধুরতত্ত্ব লেখনী-মুখে পরিস্ফুট করিবার শক্তি আমাদের আছে কি? আমরা যে, ভজনানভিজ্ঞ অনধিকারী—সংসার-নরকের কীটানুকীট। সুতরাং সিদ্ধ রসিকভক্তের হৃদয়গত গূঢ় মর্ম্ম আমরা কেমন করিয়া বুঝাইব বল? অতএব হে রসিক পাঠক! দেখুন—আপনার হৃদয়-বাটিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া প্রেমের চক্ষে দেখুন—আহা! ঐ যে আপনার হৃদয়-নিধি প্রাণগোবিন্দ কেমন মোহনবেশে মোহনশোভা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মরি মরি! ঐ নব ললিত বেশ তো ব্রজরাখাল দলও ধেনুকুল মধ্যবর্ত্তী শুদ্ধ গোপাল বেশ নহে। এ যে নলিন-নয়নী নবীনা ব্রজ-ললনা-মণ্ডল-মণ্ডিত মদনমোহন নবরসিক মূর্ত্তি—যেন কনক-কমল-কাননে কামাকুল রসিক ভৃঙ্গ!!

"গোপীজন-বল্লভ" শব্দে শ্রীগোবিন্দের এই মদন গোপাল মূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ অভিব্যক্ত করিয়াছে। এইজন্য এই শ্রীমন্ত্র সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের নিরসন করিয়া কেবল উজ্জ্বল মধুর ভাবকেই নিরন্তর উদ্দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীজন-বল্লভ শব্দ উত্তরোত্তর মাধুর্য্যভাব-ব্যঞ্জক গোপীজন-বল্লভ শব্দে মাধুর্য্যের পূর্ণকলা বিকশিত।

গুপ্ ধাতুর অর্থ পালন করা বা রক্ষা করা। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী জীবনিচয়কে নিরন্তর পালন বা রক্ষা করিতেছেন তিনিই গোপ, কিংবা গো শব্দে গো, ভূমি, বেদ ও অবিদ্যাদি বুঝায়, যিনি ঐ সকলকে পালন করেন তিনিই গোপ—শ্রীগোবিন্দ। তদীয় পালনকারিণী-স্বরূপা শক্তির নামই গোপী। অথবা আপনাকে যে গোপন করে এই অর্থে গোপ অর্থাৎ জীব। স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে তটস্থা নামা জীবশক্তিই গোপী নামে অভিহিতা। এই গোপীজন অর্থাৎ গোপী-সমূহ যাঁহাকে স্বামিত্বরূপে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই গোপীজন-বল্লভ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে যে তিন স্বরূপ শক্তি আছেন, তন্মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই সকল শক্তির শীর্ষস্থানীয়া। সেই—

"হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা হন যাঁরা।
গোপিকা শব্দের বাচ্য হয়েন তাঁহারা॥" শ্রীচৈঃ চঃ

হ্লাদিনী শক্তির নামই গোপী। মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীই সেই গোপিকাকুলের শিরোমণি। গোপী বা হ্লাদিনী শব্দে প্রধানতঃ শ্রীরাধিকাকেই নির্দ্দেশ করে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥

সুতরাং এস্থলে "গোপীজন" শব্দে যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই ব্রজাঙ্গনারাজ্ঞী শ্রীরাধিকাই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য কামবীজ-সমন্বিত করিয়া এই শ্রীরাধাবল্লভ গোপাল মন্ত্র জপ করিলে হৃদয়-কুঞ্জে প্রেম-সুরভি-কুসুম মানস-ভৃঙ্গকে ভাব-মকরন্দে আকুল করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখন ভক্ত রসিক ভক্তি-পরিপ্লুত দেহে শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলামাধুরী নিষেবণ করিয়া দুর্ল্লভ মানব-জন্ম সার্থক করেন। এই আনন্দপ্রদ শ্রীগোবিন্দ নাম সংকীর্ত্তন মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যাহা হইতে মৃত্যু ভয় পায়? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলেন—

"গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি।"

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পাইয়া থাকে। আবার এই সূত্রের ভাষ্যস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো-গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং॥

ঘোর সংসার-পাথারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার সুধামধুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে সংসার হইতে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করে, সেই আনন্দময় শ্রীগোবিন্দনামের প্রভাবেই স্বয়ং মহাকাল বা মৃত্যুও ভয় পায়।

আবার সংসার-দুঃখ-দহনে অনুদগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি এই কর্ণামৃত শ্রীগোবিন্দ নাম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহার পাপ-পঙ্কসংলিপ্ত মন ভক্তি রসাভিষেকে প্রক্ষালিত হইয়া যায় এবং হৃদয়ে নিবিড়-প্রেমলহরী দিবারাত্র প্রমোদভরে স্ফুরিত হয়। এই চিত্তানন্দী শ্রীনাম কীর্ত্তন-ফলেই জীব ভয়াবহ মৃত্যু-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া ললিত ত্রিভঙ্গী শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে অবিচলা ভক্তি লাভ করে।

যথা—

শ্রেয়ঃ শ্রেয়োরসবদমলং সচ্চিদানন্দরূপং,
চিত্তাহ্লাদং মধুরমধুরং সৎফলং ভক্তিবল্ল্যাঃ।
বিষ্ণোর্নাম্না চরিতমমৃতং যে পিবন্তি প্রমোদা-
জ্জীবন্মুক্তা স্তে ইহ ন পুনর্ম্মৃত্যুসিন্ধৌ বিশন্তি॥
শ্রী হ, ভ, ক, ল, ৪।২২।

সুপবিত্র উজ্জ্বল—মধুর রসের ন্যায় সুনির্ম্মল সচ্চিদানন্দরূপ, চিত্তের আহ্লাদ জনক, মধুরাদপি সুমধুর ভক্তিলতার সৎ ফলস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ-নামামৃত যাঁহারা পরমানন্দে আস্বাদন করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া আনন্দময় ধামে গমন করেন পুনরায় এই মৃত্যুসিন্ধুতে প্রবিষ্ট হন না।

অহো! আমরা অতি মন্দমতি জীবাধম। কর্ম্মদোষে সংসারের মায়া-পাশে নিগড়িত হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে দিন দিন দুর্দ্দশার করাল স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছি। পাপের আপাতসুন্দর সুখময় দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া শেষে নৈরাশ্যের মর্ম্মদাহী পীড়নে জর্জ্জরিত হইতেছি। হৃদয়ের পরতে পরতে অনুতাপের তীব্র তুষানল ক্রমশঃ গাঢ় ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন রূপ

ফুৎকার প্রদান করিলে যখন সেই অনুতাপানল ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত পাপ-আবর্জ্জনা নিমেষে ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া যায়, তখন নয়ন-নির্গলিত প্রেমাশ্রুধারায় সেই পাংশুরাশি বিধৌত হইয়া যাওয়ায় চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, এবং সেই অকলঙ্ক হৃদয়-দর্পণে শ্রীশ্যামসুন্দরের ভুবন-মোহন শ্রীমূর্ত্তি খানি প্রতিফলিত হইয়া অপার দর্শন ঐ সুখ প্রদান করেন। অতএব হে সাধন-চিন্তামণি শ্রীগোবিন্দ নাম! আপনাকে কোটি কোটি নমস্কার! আপনার কৃপাণু প্রভাবেই জীব সদ্যঃ পাপ তাপের জ্বালা জুড়াইয়া অমৃতোপম প্রেম-ভক্তিরসে সুরসিক হয়। আপনিই ত্রিতাপ-তাপিত জীবের হৃদয়ে শান্তির শীতল ছায়া বিকীর্ণ করিয়া অনর্পিত-প্রেম-পিযূষ অঞ্জলী ভরিয়া পান করান। ভক্তের প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত নয়ন-যুগলে শ্রীযুগলকিশোর সম্বন্ধীয় ব্রজভাব নাটকের অভিনয় আবির্ভাব করান। যিনি একবার মাত্র আপনাকে সাদরে কণ্ঠে ধারণ করেন—সুধাময় সপ্তস্বর সম্মিলনে আপনি যাঁহার হৃদয় তন্ত্রীতে একবার ধ্বনিত হয়েন—যাঁহার রসময় রসনায় চমৎকার-চন্দ্রিকা বিস্তার করিয়া নৃত্যরঙ্গে ক্ষণেকের তরে বিরাজ করেন, তাঁহার যেমনই কঠিন হৃদয় হউক, মুহূর্ত্তের জন্যও কি এক অভিনব ভাবে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। হে ভক্ত কন্দ—প্রেম-মকরন্দময় শ্রীগোবিন্দ নাম! আপনিই ত প্রেমাবতার শ্রীশচী-নন্দনের শ্রীমুখচন্দ্র হইতে সর্ব্বাদৌ নিঃসৃত হইয়া জগৎকে আনন্দ-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি আপনাকে যে পরম গৌরবযুক্ত পদ-সঙ্গীত স্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এই—

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

হায়! এই ভবমাঝে এমন কুলিশ কঠোর কে আছে? এমন মধুমাখা অমিয়ভরা নাম শ্রবণে যাহার হৃদয় প্রেমে বিগলিত না হয়—যাহার পঙ্কিল চিত্ত ভাবের আবেশে আকুল হইয়া না উঠে!! আচণ্ডাল অন্ধ আতুরাদি সর্ব্ববিধ জীবকে প্রেমসিন্ধু-সলিলে নিমজ্জিত করিবার জন্যই গোবিন্দ নাম! আপনাকে আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ এই কলুষ-প্রধান কলিযুগে সুরধুনী-প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত করিয়াছেন। পাপে তাপে অধীর হইয়া যিনি একবার মাত্র আপনার পরমস্বাদু অমিয়-কণা আস্বাদন করেন, তিনি কীর্ত্তন-যজ্ঞের সুপবিত্র প্রেমফল লাভ করিয়া ধন্য হন। অতএব হে রসনিদান!

শ্রীগোবিন্দনাম এই অকিঞ্চন জীবাধমের প্রতি কৃপাণু বিতরণ করুণ। সাধনহীন ভক্তিহীন দীনের অধীন কাঙ্গালকে করুণা দান করাই মহতের কার্য্য। কৃপাময়! আমি দন্তে তৃণধারণ করিয়া কাতরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি—

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি নির্য্যাস মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণ নাম কামং স্ফুরমে রসনে রসনে সদা॥

শ্রীরূপকৃত শ্রীহরিনামাষ্টক।

হে শ্রীনারদের করচারী বীণাযন্ত্রের জীবন! হে সুধাসিন্ধু-সার মাধুরীপুর শ্রীগোবিন্দ নাম! আমার একান্ত বাসনা এই যে, আপনি স্বীয়গুণে ভক্তি-প্রেমরস-মণ্ডিত হইয়া আমার রসনায় সর্ব্বদা স্ফুরিত হউন।

একাদশ প্রবাহ।

সকল মাধুর্য্যের—সকল সৌন্দর্য্যের সার নিদান শ্রীগোবিন্দ। ভুবনমোহন শ্রীগোবিন্দের মোহন রূপে ভুবন মুগ্ধ—লীলাগুণে আত্মারাম গণও বিচলিত—মোহন মধুর মুরলীরবে জগৎ অধৈর্য্য; সুতরাং তাঁহার প্রাণারাম মধুর নামে ভুবন উন্মাদিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? শ্রীগোবিন্দনাম প্রেমকল্পতরুর মূলকন্দ, প্রেম-প্রবাহিনী শ্রীরাধার ভাবামৃত রস সেচনেই সেই প্রেমকল্পতরুর পূর্ণাঙ্গপুষ্টি হয়। শ্রীগোবিন্দনাম স্বতঃ মধুর এবং পদে পদে স্বাদু হইলেও উহাতে মাধুরীনাথা শ্রীরাধা নাম সংযুক্ত না করিলে যেন উহার মধুরতার পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মধুরতম ভাব-প্রেম-নাম লইয়াই শ্রীগোবিন্দনাম এরূপ বিশুদ্ধ প্রেমোন্মাদক মধুর পীযূষতরঙ্গ। এই দুর্ল্লভ নাম-রসের কণামাত্র শিব-বিরিঞ্চি পাইলেও মহা সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু এই উন্নত উজ্জ্বল রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দনামামৃত আচণ্ডাল সকল জীবকেই অঞ্জলি অঞ্জলি দান করিয়াছেন। যিনি চাহিয়াছেন তিনি ত পাইয়াছেন, যিনি না চাহিয়াছেন তিনিও বাসনানুরূপ পাইয়াছেন, যিনি পাইবার আশা করেন না তাঁহার উপরেও এই অমৃতধারা অজস্র বর্ষিত হইয়াছে। আহা! শ্রীগৌর সুন্দর এই নাম রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া আপামর সাধারণকেও এইরূপে দান করিয়াছেন। ধন্য! দয়াবীর! ভাষার ভাণ্ডারে এমন দয়ার বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"এ তিন ভুবনে ভাই, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিতপাবন।"

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমকল্পলতিকায় প্রস্ফুটিত শ্রীরাধা-কুসুমে সুরসিক শ্যাম-ভ্রমর নিত্য ক্রীড়াশীল। মুরলীর কল-মধুর গুঞ্জনে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাণপ্রীণন শ্রীরাধানাম সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন। আহা! এই উন্মাদিয়া শ্রীরাধা নামের কি চিত্তাকর্ষী মোহিনীশক্তি! শুনিলেই প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কত অপূর্ব্ব অমিয়-লহরীলীলা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—প্রেমে হৃদয় ভরিয়া যায়। এই শ্রীরাধা নাম শ্রবণ মাত্রে দয়াল প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নয়ন-কমল হইতে মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। নামার্দ্ধ "রা" শব্দ রসনায় স্ফুরিত হইবা মাত্র প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কত পুলক-কদম্ব প্রকাশ পাইত। রসিক ভক্তগণ মাধুর্য্যসার শ্রীরাধা নাম সাধন করিয়াই ব্রজধামে কৃষ্ণ-কান্তা পদবী লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই জন্যই ইহা রসিক ভক্তগণের প্রাণাদপি প্রিয়—প্রেমসাধনার সার মন্ত্র।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর হইয়াও বিলাস-রসাস্বাদন জন্য সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধার প্রেমাধীন। যাঁহার নামাভাসে রোগ, শোক, দুঃখ ও ভবভয়াদি নিবারিত হয়—যাঁহার নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে অকৈতব প্রেম-সমাধি লাভ ঘটে, এ হেন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীর বিরহ-শোকে ব্যাকুল। শ্রীরাধার মধুমাখা নামটী কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ অধীর—উন্মনা। তাঁহার হৃদয় অনুরাগরসে দ্রবীভূত। তাই তিনি শ্রীরাধার প্রেমসম্ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন—

"সখি! রাধানাম কে কহিলে। শুনি মন প্রাণ জুড়াইলে॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে। হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে আছে কিঁ মাধুরী। শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিতে নিতি মুরতি বিকাশ। অমিয় সায়রে যেন বাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ। এ যদুনন্দন মন কান্দ॥"

নিখিল জগতের মাধুর্য্য-নির্য্যাস লইয়া যেন এই প্রাণারাম শ্রীরাধা নাম সংগঠিত। লৌকিক ভাষায় এই শ্রীনাম মাধুরীর বর্ণনা অসম্ভব—ভাষা যেন মাধুর্য্যের অকূল সাগরে ডুবিয়া পড়ে। অমিয়-মধুর শ্রীগোবিন্দ নামাপেক্ষাও শ্রীরাধা নাম বহুগুণে মাধুর্য্যশালী। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আহ্লাদিনী শক্তি সম্মিলিতা হইয়া যুগল না হইলে ভক্তজনের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন

শ্রীগোবিন্দ হইতে পারেন না। যদিও শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গমাধুর্য্য বরাঙ্গনাদিগের ধৈর্য্য হরণ করে, লীলা লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিতা করে, বীর্য্যে গোবর্দ্ধন গিরিও ক্রীড়াকন্দুকবৎ, সুনির্ম্মল গুণরাজি সংখ্যাতীত এবং অমল-স্বভাব সর্ব্বজনের অনুরঞ্জনকারী কিন্তু তথাপি শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য-মাধুরী জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিমোহন করিয়া থাকে। শুকসারিকার নর্ম্ম বিবাদ প্রসঙ্গে সারিকা বলিতেছেন—

"শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা,
সুশীলতা নর্ত্তন গান চাতুরী।
গুণালি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে,
জগন্মনোমোহন'চিত্ত মোহিনী॥ শ্রী গোঃ লীঃ ১৩ সর্গ।

ওহে শুক! আমার শ্রীরাধিকার প্রিয়তা, সুন্দরতা, সুশীলতা, নৃত্য গান চাতুরী ও কবিতা ইত্যাদি গুণরত্নরাজি তোমার জগ-মনো-মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত-বিমোহন করিয়া শোভা পাইতেছে।"

তখন পুনরায় শুক বলিতেছেন—"সারিকে! আমার বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। তিনি ত্রিভুবনের নিখিল নারীর চিত্ত হরণ করেন এবং ব্রজ-রামাগণের সহিত নিত্য বিহার করেন।

সারিকা পরিহাস করিয়া উত্তর করিলেন—

"রাধা সঙ্গে যদাভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

হে শুক! আমার শ্রীরাধার গুণ শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ আমার রাধার সহিত শোভা পান ততক্ষণই তিনি মদনমোহন। কিন্তু রাধিকা সঙ্গে না থাকিলে তিনি বিশ্বমোহন হইয়াও স্বয়ং মদনমোহন কর্ত্তৃক মোহিত হন।

শ্রীরাধা গোবিন্দের স্বরূপ ও নাম অভেদ। সুতরাং নামমাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেই স্বরূপের বর্ণন করা হয়। যে সকল ভাবসিদ্ধ ভক্ত ব্রজরসের মধুর ভজন-পথে অগ্রসর হইয়া গোপীভাবে রসরাজ শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করেন, শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন মূর্ত্তিই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীযুগলনাম-রসামৃতই তাঁহাদের চির-আস্বাদ্য। শ্রীরাধা-গোবিন্দনামের পূর্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন ভিন্ন হ্লাদিনীর সার যে প্রেম, সেই প্রেম-সৌভাগ্য লাভ ঘটে না। এই মোহন-মধুর শ্রীযুগলনামের মাধুর্য্যসুধা পানে প্রাণ যতই ব্যাকুল হয়, ততই এই শ্রীনাম হইতে এক সুধাধিক রস-ধারা নিঃসৃত হইয়া হৃদয়কে আর্দ্র

করিতে থাকে। সেই রস-লহরীতে ভক্তের মনোবৃত্তিগুলি একেবারে ডুবিয়া যায়—প্রত্যেক অঙ্গ দিয়া রসের প্রবাহ ছুটে। তখন ভক্ত সেই অকূল রস-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে প্রেমে বিভোর হইয়া দেখেন—জগৎ কৃষ্ণময়!—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

মাধুর্য্যানন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া তাঁহার যে মহাভাবোদ্গম হয় তাহা বর্ণনাতীত। তখন তিনি দেখেন—শ্রীনামে যে মধুরিমা, যে রস, ঐ যে স্বরূপেও সেই মাধুর্য্য রস-ধারা ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বসিত হইতেছে—ওই যে শ্রীনামরূপে শ্রীমদনগোপালমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকাশিত!

শ্রীরাধা গোবিন্দনামেই চিরকিশোর মদনমোহনমূর্ত্তির অভিব্যক্তি। এই আনন্দঘনসার শ্রীবিগ্রহই ব্রজমাধুর্য্য-ভজনরসের চরম সীমা—ইহাঁতেই রসিক ভক্তের উদ্দাম পিপাসিত প্রাণের চরম তৃপ্তি। এই জন্য ব্রজাঙ্গনা-প্রেমার্থী রসিকেন্দ্রগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগোবিন্দ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে যেন সঙ্কুচিত হন। তাঁহারা বিলাসলীলার বিভিন্নতার মধ্যেও শ্রীরাধা গোবিন্দে অদ্ভুত অচিন্ত্য পরৈক্য বিদ্যমান দেখিতে চান। এই ভেদ জ্ঞান শূন্য চমৎকার ভাবই ভাবের অবধি—নিরুপাধিক প্রেমবিলাসের সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহাতেই সমাহিত। শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলারস বিস্তারের জন্য নিত্য যুগলরূপে বিরাজমান থাকিয়াও তত্ত্বতঃ একাত্মা। কেননা "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ।" সুতরাং—

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ আর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

যেরূপ মৃগমদ ও তাহার সৌরভ অপৃথক্, যেরূপ অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্না, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি—প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা অভিন্না। তজ্জন্য শ্রীরাধানাম ব্যতীত শ্রীগোবিন্দ নামের পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন হয় না। শ্রীরাধা নাম সহযোগেই শ্রীগোবিন্দ নাম এত উজ্জ্বল এত সুমধুর হইয়াছেন।

এই শ্রীযুগলনামের মধুরতা আস্বাদনে মাদৃশ জড় বদ্ধ-জীবের অধিকার

নাই। আমরা সন্তাপময় সংসার-মরু-প্রান্তরে বিচরণ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় সততই অস্থির। হৃদয়ের পরতে পরতে নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস বহিতেছে—নয়নে বিষাদের উষ্ণ-অশ্রু ঝরিতেছে—মর্ম্মে যাতনার তীব্র শেল বিদ্ধ রহিয়াছে—ইন্দ্রিয় নিচয়ের প্রবল পিপাসা পলে পলে বাড়িতেছে—হায়! এই ভজন-সাধন-বিহীন অধম জীবের ভাগ্যে কিরূপে সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় নাম-রসাস্বাদন লাভ ঘটিবে? যাঁহারা ভজনানন্দের সুখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, তাঁহারাই কেবল ইহার মাধুর্য্যলাভে অধিকারী। তাঁহাদের চিত্ত-চকোর পার্থিবরসকে বিষবৎ তুচ্ছ করিয়া কেবল এই শ্রীনাম-শশাঙ্কের মাধুরী-সুধা পানে বিভোর। ভ্রমর যখন প্রমত্ত হইয়া কমলমধু পান করে, তখন তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও যেমন সে উড়িয়া পলায় না, সেইরূপ ভক্তরসরাজ শ্রীগোবিন্দ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধাকে পরৈক্যভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যখন মুগ্ধচিত্তে শ্রীযুগলনামামৃত আস্বাদন করেন, তখন পৃথিবীর সহস্র প্রতিবন্ধক তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না।

প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব; তন্মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্য সার। এই সুদুর্ল্লভ প্রেমনিধি লাভ করিতে হইলে শ্রীরাধা গোবিন্দনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধান্বিত শুদ্ধচিত্তে এই নাম প্রবেশ করিবামাত্র অন্তর্দ্দেশ এক বিমল রাগোদয়ে আমরণ উদ্ভাসিত হয়। নামনামী অভেদ বিচারে অক্ষরাত্মক নামও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশেষ। নাম ও মন্ত্র বিভিন্ন নহে। কামবীজ ও কামগায়ত্রীর ন্যায় নামও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। নামে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে সেই তত্ত্ব ভাবনা করিতে করিতে জীবের স্বভাবগত অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া নামের পরমানন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎ স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যথা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে—

"যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে তদেব নামরূপেণ রাগাদাবিতি স্থিতং। তস্মান্নামনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরময় নাম-মালা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে যে শ্রীরাধাভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে, তাহা উক্ত নাম ব্যাখ্যা কালে প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। নাম-জপানন্দে চিত্তের এরূপ তন্ময়তা উপস্থিত হয় যে, ভক্ত নাম ছাড়িয়া আর ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। এইরূপে নামের স্বরূপ উদিত হইলেই শ্রীরাধাশ্যামের আনন্দময় স্বরূপও

হৃদয়ে ঐক্যরূপে স্ফুরিত হন। তখন প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ, তমগুণাদি তিরোহিত হইয়া যায় এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে চিত্তাকাশ সুনির্ম্মল হয়। এইরূপে জিহ্বায় নাম জপ, অন্তরে বিশুদ্ধ ভজন চিন্তা, নয়নে শ্রীমদনমোহন-রূপের প্রকাশ ও প্রকৃতিতে শুদ্ধ সত্ত্বের স্ফুরণ হইলেই সহজ সমাধিযোগে আত্মায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাসলীলার উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকে। শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত এই মধুর ভজনায় শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদনগোপাল-রূপে পাওয়া দুরূহ। কেননা, সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পূর্ণকালে শ্রীরাধা স্ফূর্ত্তির সাহায্য না পাইলে আনন্দ স্ফূর্ত্তি ও ভাব কমিয়া যায়। শুদ্ধ কৃষ্ণচিন্তায়—শুদ্ধ অদৃশ্য চিৎসত্ত্বার ভাবনায় কেবল তেজের আবির্ভাব হয় মাত্র। তাহাতে মধুর উজ্জ্বল রস শুষ্ক ও নীরস পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে—বিবিধ শক্তির বিকাশে অষ্টসিদ্ধি লাভ ঘটে। কিন্তু নিত্য ভাবসিদ্ধ গোপীদেহে নিত্য নব-কিশোর শ্রীমদনমোহনের প্রেমসেবা লাভ দুর্ল্লভ হয়। কেবল সখীভাবেই এই কুঞ্জসেবাধিকার লাভ ঘটে যথা—

"সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥" শ্রীচৈঃ চঃ

শ্রীযুগল সাধক ভাবদেহে নিত্য প্রকৃতি,—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিশেষ। জীবের নিত্যদেহ স্ত্রী-পুং-নপুংসক ভেদশূন্য—চিন্ময়। সেই চিন্ময় দেহকে যে ভাবে অনুভাবিত করা যায় সেইরূপেই প্রকাশ পায়। যথা—

নৈব স্ত্রী নপুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স বক্ষ্যতে॥
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।

এই জন্য ব্রজরাগলিপ্সু মধুর রসসাধক নিত্য শুদ্ধ স্ত্রীরূপা। ইহা যে কোন স্ত্রীরূপ নহে। শ্রীরাধামাধবের পার্শ্ববর্ত্তিনী কোন যূথেশ্বরী গোপাঙ্গনার অনুগা মঞ্জরী-রূপিণী। এই স্বরূপতত্ত্ব শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক সাধকের রুচি অনুসারে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। মনে এই নিজাভীষ্ট সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া নিশিদিন শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাদি স্মরণ মননই সাধকের সাধন। যথা—

"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া সাধন।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥"

আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায় ॥"

শ্রীগুরু প্রদত্ত আত্মস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে তাহাতে যে অভিমান জন্মে তাহাকেই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপসিদ্ধি কহে। স্বরূপ সিদ্ধ হইলেই সাধক নিত্য সেবায় অধিকারী হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্ব শ্রীগোবিন্দের প্রসাদলাভ অসম্ভব। এই জন্য প্রেমপিপাসু রসিক ভক্তগণ শ্রীগোবিন্দ নামের সহিত শ্রীরাধানাম সংযুক্ত করিয়া এক চমৎকার মহামাধুর্য্য রসাস্বাদন করেন। যথা—

"শৃঙ্গাররস-সর্ব্বস্বঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়তমো মম।
বিনা রাধা প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ন জায়তে ॥
অতঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ স্মরণীয়ৌ সুসংযতৌ ॥"

প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধার লীলাগুণ গান করিলেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার শ্রীকৃষ্ণনামগানেও শ্রীরাধার কমলাঙ্ঘ্রি লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা ধন্দ ॥"

জড়ীয় সম্বন্ধযুক্ত জীবাধম আমরা এই কোলাহলময় সংসারের বিষয়-বিষ-বিমিশ্র ক্ষণ-মধুর সুখ-সঙ্গীতালাপে বিভোর—মায়ার ঘোরে অভিভূত হইয়া "আমার, আমি" কথায় নিরন্তর নিমগ্ন। অহো! আমরা কি ভ্রান্ত! জীবন-মরুতে পাপতাপের মর্ম্মদাহী জ্বালায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দেহ-রথে আরোহণপূর্ব্বক মৃগ-তৃষ্ণিকার অনুধাবনে সদা ব্যস্ত। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-রথের অশ্ব—ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়াশ্বই দেহ-রথকে প্রবৃত্তির পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; সম্বৎসরের ন্যায় উহার গতি কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু বাস্তবিক উহার গতি নাই। উহার দুইখানি চক্র—পাপ ও পুণ্য। গুণত্রয়ই উহার ধ্বজা। পঞ্চপ্রাণ—পঞ্চবন্ধন। মন—রশ্মি। বুদ্ধি—সারথি। হৃদয়—উপবেশন স্থান। সুখ-দুঃখ—যুগন্ধর (জোয়ালি বন্ধনস্থান)। শব্দস্পর্শাদি

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় উহার প্রক্ষেপ। শ্রবণ দর্শনাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ উহার পঞ্চ প্রহরণ। সপ্তধাতু—সপ্ত আবরণ। একাদশ ইন্দ্রিয় উহার সেনা। জীব এই রথে আরোহণ করিয়া দিবানিশি আশা-মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিতে থাকে। সেই মায়াবিনী আশা-মৃগীর আকুল আহ্বানে মানব দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে—ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারে না। পরিশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া কালের করাল গহ্বরে পড়িয়া জীবন হারায়। এই চির বিষাদময় ভীষণ দৃশ্য মানবনয়নে নিত্য প্রতিভাত হইলেও মানব—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।

সত্য বটে, সংসার-কাননে ফুটন্ত-মল্লিকা প্রিয়োত্তমার ফুল্লাধরে সলজ্জস্মিত-সৌন্দর্য্য প্রাণে কত প্রীতিধারা নিষেক করে, স্নেহ-মূর্ত্তি সন্তানগণের মধুরবাক্যে হৃদয় হর্ষভরে পুলকিত হয়। কিন্তু সে প্রীতিপুলক কতক্ষণ। মুহূর্ত্তমধ্যে সংসারের সে চিত্তোন্মাদি দৃশ্য বিষাদকালিমায় বিসদৃশ ভাব ধারণ করে। উৎসবের বংশীধ্বনি শোকের করুণ বিলাপে পরিণত হয়। অধরের জ্যোৎস্না-শুভ্র হাসিটুকু অধরপুটে মিশাইতে না মিশাইতেই ক্রন্দনের উচ্চ রোলে পাষাণ হৃদয় তরলিত হয়। সোণার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়। এই তো সংসারের কুহকী লীলার অভিনয়। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল এইতো মানবের অবস্থা—

"আমরা মানব মাটীর পুতুল।
অবস্থার দাস সময়ের ফুল॥"

এই মাত্র সংসার-তরুতে বিকসিত হইয়া যশঃসৌরভে দিগন্ত প্রমোদিত করিতেছে। ঐ যে পরক্ষণেই কালকীটমুখে জীবন বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। এত দেখিয়াও মানবের মোহ নিদ্রা—নিদ্রা নয় জাগ্রত স্বপন ভাঙ্গে না কেন? পিশাচী মায়াই তো জীবকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাই মানব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। যথা—

বিদ্যাধনাগারকুলাভিমানিনোঃ
দেহাদি দারাত্মজনিত্যবুদ্ধয়ঃ।
ইষ্টান্যদেবান্ ফলকাঙ্ক্ষিণো যে,
জীবন্মৃতা স্তে ন লভন্তি কেশবং॥

অর্থাৎ যাহারা বিদ্যা, অর্থ, গৃহ ও কুলের অভিমান করে, সুত-দয়িতা দেহাদিকে নিত্যবোধ করে, স্বাভীষ্ট দেব ভিন্ন অন্য দেবদেবীর নিকট ফল

কামনা করে, তাহারা জীবিত হইলেও মৃতের ন্যায়। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকণা লাভ করিতে পারে না।

অতএব হে কলুষিতাত্মা কলির জীব! এস আমরা মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার লীলাভিনয় দর্শন করি—অবহিত চিত্তে আপনার পরিণামও একবার ভাবিয়া দেখি। হায়! আমরা প্রাকৃতগুণে আসক্ত হইয়া সংসারে কর্ম্ম করিতেছি, আর সেই কর্ম্ম ও গুণানুসারে কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন বা ক্লীব হইয়া দেব-মনুষ্য বা তির্য্যগ্‌ যোনিতে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছি। এবং—

ক্ষুৎপীড়িতো যথাদীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহং।
চরন্ বিন্দেত যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা॥

ভাঃ ৪।২৯।২৭

যেমন দীন কুকুর ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে অদৃষ্টক্রমে কোথাও দণ্ডদ্বারা বিতাড়িত হয়, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে। সেইরূপ আমরাও ঐ সকল যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বকর্ম্ম-ফলানুসারে কোথাও সুখ কোথাও বা দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের জীবনে ধিক্! আমরা শ্রীরাধা-গোবিন্দের ললিত গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিয়া কামাসক্ত হইয়া অনুদিন অধোগতি লাভ করিতেছি। ক্ষণেকের জন্যও পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিতেছি না। আমাদিগকে শতধিক্! ঐ শুন!—শ্রীরাধা-গোবিন্দগুণকীর্ত্তনে বিমুখ দেখিয়া কীর্ত্তনস্থ মৃদঙ্গও আমাদিগকে পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিতেছে!—

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদা-সুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যা-প্রিয়গুণ-কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত-গুণ-কথা সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং

কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

(শ্রীব্রজবিহারে)

তথাহি পদং।

স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ, ব্রজে যিনি অবতীর্ণ,
যশোদানন্দন নাম যাঁর।

তাঁর পাদ-পদ্মোত্তমে, নাহি ভক্তি যে অধমে,
ত্রিভুবনে সেই ছারখার ॥
ব্রজেতে আভীরকন্যা, কৃষ্ণপ্রিয়া অতি ধন্যা,
তাঁর ভক্তি না জানে যে জনা।
তাঁর গুণ কথনে, নানুরক্ত যেই জনে,
বৃথা তার হইল রসনা ॥
কৃষ্ণ-লীলামৃত অতি, তাতে নাহি যার রতি,
ত্রিভুবনে দীন সেই জন।
তাঁর কথা রসসার, তাতে কর্ণ নাহি যার,
ধিক্ রহু তাহার জীবন ॥
মনুষ্য শরীর ধরি, কেন না ভজিল হরি,
জন্মিয়া কেন না মৈল তখন।
কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ যত, ধিক্ ধিক্ দেয় কত,
ধিক্ দেয় এ তিন ভুবন ॥
বৃথা গেল মোর জন্ম, আমার সেই মত কর্ম্ম,
না ভজিলাম হরি গুণনিধি।
আপন দুর্দ্দৈব ফলে, মায়াতে বান্ধিল গলে,
তাহে আর কিবা করে বিধি ॥

জীব মায়ার দাস। মায়ার মনভুলান মোহিনী হাসিতে বিমুগ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন অসম্ভব। যেমন নিশার নিবিড় নীরদ-নীলিমার কোলে সৌদামিনী পলকে হাসিয়া পলকে লুকায়; তাহাতে জগতের অন্ধকার আরও বিভীষিকাময় হইয়া উঠে; সেইরূপ সংসারে মায়ার তড়িদ্বিকাশী সুখের হাসি নিমেষের তরে দেখা দিয়া জীবের দুর্ব্বিষহ যাতনার ভার দ্বিগুণিত করে। যেমন সমল সলিলে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয় না, তদ্রূপ মায়াবিক্ষিপ্ত মলিন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ অসম্ভব। বিষয় ব্যাপারের সহিত জীবের মিলনে মায়াই দূতীস্বরূপা। এই মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া আনন্দধামে প্রেম সেবানন্দ লাভ করিতে হইলে শ্রীরাধারমণের শ্রীচরণ-কমল একান্ত ভাবে আশ্রয় করা—প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভুবন-পাবন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কেন না—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গীতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাহারা আমাকে একান্ত আশ্রয় করে তাহারা এই দুরতিক্রম্যা মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে।

দ্বাদশ প্রবাহ।

সুনীল শ্যাম-সরোবরে প্রফুল্ল কনক-কমলের শোভা কত সুন্দর ! নব নীরদ-বক্ষে স্থিরা সৌদামিনীর খেলা কত মনোহর ! কিন্তু ভুবন-সুন্দর শ্রীগোবিন্দের সহিত ভুবন-মোহিনী শ্রীরাধার সুস্মিলনে যে সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী শোভা, অখিল জগতে তাহার উপমা নাই। সে অপরূপ কম-কান্তি—সে পূর্ণ মাধুর্য্যানন্দময় মদন-মোহন মূর্ত্তি ঐ যে, প্রেমিক পাঠক ! আপনার হৃদয়-রাসমণ্ডলে প্রেমের চক্ষে অবলোকন করুণ। ঐ দেখুন, সুনীল শ্যাম-গগনে ব্যক্ত কলচন্দ্রমার হাস্য-সুধা ঝলকে ঝলকে ক্ষরিত হইতেছে, প্রেমিক-চকোর ! ঐ পীযুষ-ধারাপানে আত্মহারা হউন। আমরা ভক্তিহীন অরসিক-বায়স পীযূষের মর্ম্ম কি বুঝিব ? আমরা সংসারের সুতিক্ত বিষয়-নিম্বফল খাইতেই ভালবাসি।

সুধা-মধুর শ্রীরাধা নামের সম্মিলনে শ্রীগোবিন্দ নামের এত মহামাধুরী হয় কেন ? শ্রীরাধা কে ?—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি।

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তাশিরোমণি॥"

একদা শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে রম্য রাসমণ্ডলে মল্লিকা-মাধবী-কুঞ্জে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন স্বেচ্ছাময় ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও রমণোৎসুক হইলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামাত্রেই সকল সিদ্ধ হয়। আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন।

দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গা চ রাধিকা।
বভুব রমণী রম্যা রাসেশী রমণোৎসুকা॥

শ্রীব্রঃ বৈঃ পুঃ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও পরস্পর লীলারসাস্বাদন করিবার জন্য এক অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে নিত্য যুগলরূপে অবস্থিতা। শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য তত্ত্ব,—শ্রীরাধা সাক্ষাৎ আরাধনা। রসিকশেখর সেই প্রিয়তমাকে মহাপ্রেমবতী দর্শন করিয়া

সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বমাধুর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবান্ হইয়াও রাসে রমণোৎসুক হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ রমণেচ্ছার প্রয়োজন কি? তাঁহার

"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চনঃ।" অর্থাৎ

ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, নিজের আনন্দে নিত্য অবস্থিত। তবে তাঁহার এ রমণ,—প্রেম-সম্ভোগ-লালসা কেন?—কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত ও ভক্তগণকে উপদেশ দিবার জন্যই তাঁহার এই রমণ-ভাব-জনিতা রাসলীলার সূচনা। করুণাময় জীবের প্রতি অসীম করুণা করিয়া জগতে অকৈতব প্রেমভক্তি প্রচারের জন্যই এরূপ উপাস্য-উপাসক ভাবে এই নিবৃত্তিপরা রাস-লীলার প্রকটন করেন। এই রাস-ক্রীড়ায় ভগবানের যে রমণেচ্ছা প্রকাশ হইল, ইহা হ্লাদিনী শক্তির সহিত প্রেমবিলাসভোগ বুঝিতে হইবে। মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাকৃত কামসম্ভোগ নহে। যে কন্দর্পশক্তি ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া স্বীয় কন্যায় উপরত করিয়াছে, যাহা মহেশ্বরকেও মুগ্ধ করিয়াছে, সে ভুবনাকর্ষিণী কন্দর্প-শক্তি ভক্ত কি ভগবানকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ভক্তের ভক্তিপ্রভাবে কাম-জ্যোতিরিঙ্গের ক্ষীণ জ্যোতি লয় পাইয়া যায়। রসরাজ শ্রীগোবিন্দের সহিত ভক্তরূপিণী শ্রীরাধাদি গোপাঙ্গনার মিলনে যে আসক্তি তাহা প্রাকৃত কাম নহে,—মহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধারমণের এই অপ্রাকৃত রমণলীলা আনন্দময় প্রেমলীলা বিশেষ। ইহাতে কামের প্রবেশাধিকার নাই; বরং ভক্তিপূর্ব্বক এই বিলাসলীলা শ্রবণে কামাদি হৃদ্‌রোগের শান্তি হয়,—মদনদর্প নির্জ্জিত হয়,—বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হয়।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিণোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৯।

ব্রজবধূগণের সহিত ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের এই বিলাস-লীলা যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন কি বর্ণনা করেন, তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া ভয়ানক কাম-হৃদ্‌রোগকে আশু প্রশমিত করেন এবং অচিরে ভক্ত এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রেমানন্দ পূর্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা করিবার জন্যই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেম-বিলাস-লীলা প্রকটিত করেন। এই জন্য প্রেমরস-পিপাসু ভজনশীল ভক্তগণের পক্ষে শ্রীরাধা-গোবিন্দ নাম-রসায়ন সঞ্জীবনী সুধা অপেক্ষাও সুমধুর ও স্বাদু।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ শক্তির মধ্যে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিদা এই তিন শক্তিই প্রধানা। হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা, সম্বিদা শক্তি শ্রীচন্দ্রাবলী ও সন্ধিনী শক্তি শ্রীবৃন্দাদেবী বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। সন্ধিনী শক্তি শ্রীবৃন্দার সন্ধিতেই রসরাজের সহিত অন্য দুই শক্তির মিলন সংঘটিত হয়। ইহার মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই সকল শক্তির শীর্ষস্থানীয়া। এই হ্লাদিনী (আনন্দিনী) শক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান। যথা—

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥" শ্রীচৈঃ চ।

ভক্ত ভগবানকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেই ভগবানের স্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হন। ভক্ত সে শক্তি ভক্তিভরে ভগবানকে অর্পণ করেন। ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর; তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? তাঁহার যাহা কিছু জগতের জন্য,—ভক্তের জন্য। ভক্তের জন্যই তো—জীবকে প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্যই তো আপনাকে সাধনশক্তি রাধারূপে প্রকট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বিস্তার করিলেন। যথা—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষদেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥"

কেবল ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভগবান্ ইচ্ছানুসারে যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া এইরূপ অমায়িক নরতনু গ্রহণ করেন। তিনি অন্তর্য্যামীত্ব লীলায় কিম্বা শ্রীগোলোকান্তঃপুরে যেরূপে অবস্থিত, বাহিরেও তদ্ভাবে বর্ত্তমান আছেন, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই নিজ শক্তিগণকে ব্রজে গোপিনীরূপে প্রকটিতা করিয়া যে সকল লীলা করেন সে সকল লীলা দ্বারা ভগবদনুভব হয় বলিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া জীবের ভগবৎ-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্ত্রীরত্ন-কূটমধ্যে অপ্রাকৃত রাসরমণলীলা করিয়াছিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি মায়িক জীব তাহার অনুকরণ-প্রয়াসী হইলেই নরক-নিদান ব্যভিচার দোষে কলুষিত হইবে। কারণ, অচিন্ত্যতত্ত্ব প্রাকৃত তত্ত্বে আরোপিত করা ঘোর প্রত্যবায়।

ভক্তার্পিত আনন্দিনী শক্তিকে শ্রীগোবিন্দ প্রত্যর্পিত করিয়া জগৎকে আনন্দময় করেন। আনন্দের অর্পণ-প্রত্যর্পণের সংঘর্ষে যে এক মহানন্দ স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাতে ভক্তগণ নিমগ্ন হইয়া যান। এই আনন্দের সার অংশের নামই প্রেম। প্রেমের অপর নাম "আনন্দ চিন্ময় রস"। সেই প্রেমের পরম সার যে মহাভাব তৎস্বরূপিণীই শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। যথা—

"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবস্বরূপা রাধাঠাকুরাণী॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম-সরোবরে অনন্তকোটি গোপীপদ্মাদি বিকসিত। তন্মধ্যে দুটি কুসুম,—রাধাপদ্ম ও চন্দ্রা-কুমুদ শ্রেষ্ঠ। আবার—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরিয়সী॥

শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বপ্রকারে প্রধানা। কারণ ইনি মহাভাবস্বরূপিণী এবং গুণেও অতিশয় বরিয়সী। বেদতন্ত্রপুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই এই প্রেমশক্তি—প্রেমার্চ্চা, শ্রীরাধা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। যথা—

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্‌গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্ পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥
হ্লাদিনী যা মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি বরিয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়ং ইতিতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত গোপাল-উত্তর-তাপনী শ্রুতিতে এই শ্রীরাধাতত্ত্বই গান্ধর্ব্বী নামে কথিতা হইয়াছেন। যথা—"তাষাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীতি।" এবং ঋগ্বেদের পরিশিষ্টে এই শ্রীরাধামাধবের রসামৃত আনন্দ মূর্ত্তির স্পষ্টই উল্লেখ আছে। যথা—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" তন্ত্র ও পুরাণাদিতে এই মহাশক্তিকেই রাধা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নাই। কেবল প্রধানা গোপী বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। "আরাধনা" শব্দ হইতেই এই সাধন শক্তির শ্রীরাধা নামকরণ হইয়াছে। "রাধ্যতি আরাধয়তি বা সা রাধা"—অর্থাৎ যিনি

শ্রীগোবিন্দকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা করেন তিনিই রাধা নামবাচ্যা। এই জন্য প্রেমিক-ভক্তমাত্রকেই রাধার স্বরূপ বলা যায়—স্বয়ং শ্রীরাধা নহেন। আরাধনা কার্য্য প্রেমশক্তি দ্বারা পূর্ণ হয় বলিয়া ঐ শক্তিকে রাধিকা বলে; ইহাই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য।

"কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে॥" শ্রীচৈঃ চ।

কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেম রসময়; তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণরূপ কার্য্যই তাঁহার আরাধনা। এইজন্য পুরাণাদিতে তাঁহার রাধিকা নাম উক্ত হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়ামণয়দ্রহঃ॥

প্রেমগর্ব্ববতী ব্রজরামাগণকে প্রেমের চরম-সোপানে উন্নীতা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাস-মণ্ডল হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণপদচিহ্ন সহ তদীয় প্রণয়িনীর পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কহিতেছেন—হে সখীগণ! আমাদের চিত্ত-হারী শ্রীগোবিন্দ এই গোপিনী কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই প্রকৃতরূপে আরাধিত হইয়া-ছেন। যেহেতু শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরম প্রেমানন্দ সম্ভোগের জন্য ইহাঁকেই বিজন প্রদেশে লইয়া গেলেন।

এই শ্লোকে "রাধিতো" শব্দ দ্বারা ভগবান্ ব্যাসদেব সেই প্রধানা গোপীকে রাধা রূপে নামকরণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, সেইরূপ শ্রীমতী রাধিকাও সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী স্বরূপা হইয়া তিনগণের প্রচার করেন। যথা—

"অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের প্রচার॥"

তিনগণ যথা—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজকান্তাগণ। লক্ষ্মীগণ—শ্রীমতীর অংশবিভূতি। যথা—

রাধা বামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্ব্বভূব সা।
চতুর্ভুজস্য সা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী॥

তদংশা রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসম্পৎপ্রদায়িনী।
তদংশা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাঞ্চ গৃহে গৃহে॥
শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ সা এব গৃহদেবতা॥
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি। এই দেবী চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নীরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করেন। মহালক্ষ্মীর অংশ রাজসম্পৎ প্রদায়িনী রাজলক্ষ্মী, তাঁহার অংশ মর্ত্ত্যলক্ষ্মী। ইনিই শস্যাধিষ্ঠাত্রী গৃহলক্ষ্মীরূপে জীবের গৃহে গৃহে অবস্থিতি করেন।

মহিষীগণ বিম্বপ্রতিবিম্ব—অর্থাৎ শ্রীমতীর ছায়াস্বরূপা। মহিষীগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয় ভাবমিশ্রা; সুতরাং কামপ্রেমময়ী। নিবাস শ্রীদ্বারকাদিধামে। ফলতঃ সমস্ত দেবাঙ্গনাই রাসেশ্বরী শ্রীরাধার অংশের অংশ-কলা হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা রাধা রাসেশ্বরী পুরা।
তস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুর্দেব যোষিতঃ॥ শ্রীব্রঃ বৈঃ।

আকার ও স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ এবং রসের কারণ। ইহাঁরা কামভাব পরিশূন্যা শুদ্ধ প্রেমময়ী। ইহাঁদের আচরণে যে কিছু কামভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রাকৃত কাম নহে—প্রেমের অবান্তর মাত্র। যথা—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কামো ইত্যগমৎ প্রথাং।"

শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে যেমন সমস্ত গোপকুলের জন্ম হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীমতীর লোমকূপ হইতে গোপাঙ্গনা-সমূহের উৎপত্তি। যথা—

বভূব গোপীসঙ্ঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ।
শ্রীকৃষ্ণলোমকূপৈশ্চ বভূবুঃ সর্ব্ববল্লবাঃ॥ শ্রীব্রঃ বৈঃ।

ব্রজবিনোদিনী শ্রীরাধা মহাবিষ্ণুপ্রসূ মূলা প্রকৃতি। ভক্তের ভাবনা অনুসারেই একই শক্তি কখন বাৎসল্যময়ী জগজ্জননী, কখন বা মহাপ্রেমময়ী নাগরিণী। এই মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব বৈষ্ণবদর্শনের এক প্রধানতম বিষয়। শ্রীরাধাতত্ত্ব—আনন্দময় প্রেমবিলাসতত্ত্ব, ইহাই প্রেমভজনের চরম লক্ষ্য। শ্রীরাধার ভাব বিমল পূর্ণ-শশধর। অন্য ভাব-নিবহ যেন ইহার অংশকলা বিশেষ।

শ্রীরাধার অকৈতব ভাব-মাধুর্য্য একটি আশ্চর্য্য বস্তু। বরং সমুদ্রের লহরী-লীলা গণনা করা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম-সিন্ধুর ভাব-লহরী গণনা অসম্ভব। মাধুর্য্যসার-রচিত সুধা-প্রতিমা শ্রীরাধার এই যে ভাব, ইহা অধিরূঢ় মহাভাব—ইহাই শ্রীরাধার প্রেম নামে অভিহিত। গোপী-প্রেমের উজ্জ্বল কনক কান্তিতে যাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে তিনিই ইহার বক্রমাধুর্য্য—এই "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ" বুঝিতে সক্ষম। নতুবা ভাষায় এমন কোন শব্দ-সম্ভার নাই—কল্পনার এমন কোন শক্তি নাই যে তাহার সাহায্যে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে সে মহাভাবের বিষয় বুঝাইতে পারে; সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর তুলিকাতেও সেই সর্ব্বোত্তম উজ্জ্বল ভাব অভিরঞ্জিত হইতে পারে না। এই জন্যই পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং শ্রীরাধার ভাবসার অঙ্গীকার করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষার জন্য নিজ লীলামাধুরী আস্বাদন করিলেন এবং শ্রীরাধার প্রেমসিন্ধুতে যে কিরূপ মহাভাবের লহরী-লীলোদ্গম হয়, প্রভু অন্ত্য লীলায় তাহার চমৎকার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। আহা! শ্রীমতীর এই ভাবনাট্য বুঝাইবার হইলে প্রভু জগজ্জীবকে বুঝাইতেন, কিন্তু ইহা কি বুঝাইবার?—এই সর্ব্বোত্তম চিন্ময়তত্ত্ব, প্রেম-সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিয়া স্বয়ং বুঝিবার। তাই প্রভু স্বয়ং শ্রীরাধা-প্রেমের মহালীলা অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে প্রদর্শন করিয়া জীবকে এক মহাশিক্ষা দান করিলেন। যথা—

"রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীরাধার প্রেম-সিন্ধুতে যে সকল ভাব-লহরী উদ্ভাসিত হয় সেই সাত্ত্বিক সঞ্চার্য্যাদি ভাব-নিবহ সম্পূর্ণ ধারণা করিবার শক্তি প্রাপঞ্চিক জীবের নাই বলিয়া রসশাস্ত্রে কতিপয় মাত্র ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। বোধ হয় যে সকল ভাব রসিকেন্দ্রগণের ধারণা করিবার অধিকার সুপ্রেমিক ভাগবত-গণ শাস্ত্রে কেবল সেই গুলিরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে শাস্ত্রোক্ত ঐসকল ভাবের বিষয় এস্থলে আলোচিত হইল না। * অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গ! এই অনধিকারী অধম লেখকের ত্রুটি নিজ গুণে মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

* ইহার বিশেষতত্ত্ব শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীরাধার ভাব অধিরূঢ় মহাভাব। এই অধিরূঢ় মহাভাবের অর্থ কি, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রণয়ের উৎকর্ষই রাগ। ইহাতে চিত্তমধ্যে অতিশয় দুঃখও সুখ রূপে অনুভূত হয়। আবার এই রাগ যখন নিত্য নবীভূত হইয়া প্রিয় জনকে সর্ব্বদা নবীন নবীন বোধ করায়, তখন তাহা অনুরাগ নামে অভিহিত। অনুরাগের উন্নত অবস্থার নাম ভাব। ভাব—বর্ষাসার-সম্পুষ্টা ভাগীরথীর দুকুলপ্লাবী প্রবলপ্রবাহ। শ্রীগোবিন্দ ভাবের উদয় হইলে সমস্ত জগৎ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে ভরপুর হইয়া উঠে। ভাবের এই উচ্ছ্বসিত আনন্দ-তরঙ্গে ভাসমান হইয়াই ব্রজদেবীগণ বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্মাদি কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া শ্যাম-সাগর-সম্মিলনে প্রধাবিতা হইয়াছিলেন। এই ভাবের পরমসার মহাভাব। শ্রীমতী রাধিকাই এই মহাভাব স্বরূপিণী। যথা—

"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

মহাভাব কাহাকে বলে বিবৃত হইল, এক্ষণে অধিরূঢ় ভাব আলোচ্য। অগ্রে রূঢ়ভাব কাহাকে বলে, তাহা না বিবৃত করিলে অধিরূঢ় ভাবের মর্ম্ম পরিস্ফুট হয় না। রূঢ় ভাব—যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব * সকল বিদ্যমান তাহার নাম রূঢ়ভাব। প্রেমের এই রূঢ়াবস্থায় নিমেষ কালও প্রিয়জনের বিয়োগ অসহনীয়। এই রূঢ় প্রেমতরঙ্গ আবার আসন্নজনতা সমূহের হৃদয় বিলোড়িত করিয়া থাকে। বিরহবিক্ষুব্ধা ব্রজাঙ্গনাগণ যখন কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া ব্যাকুল ভাবে "হা গোবিন্দ! হা প্রাণকান্ত" রবে অনুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন সন্নিহিত সেই মহাজনতার সকলেরই চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল। আবার সেই রূঢ়-প্রেমবতী গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলনে কল্প পরিমাণ কালও নিমেষ তুল্য বোধ হয় এবং তাঁহার অমিলনে নিমেষার্দ্ধও কোটীকল্প রূপে অনুমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন, তথাপি গোপীদের মনে তাঁহার অসুখের আশঙ্কা উদিত হয় এবং মোহাদির অভাবেও তাঁহারা সকল ভুলিয়া সর্ব্বদা আত্মহারা হইয়া থাকেন। এই সমস্তই রূঢ়ভাবের লক্ষণ। এই রূঢ়

* স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ্য, কম্প, স্বরভঙ্গ, অশ্রু, প্রলয় এই আটটী সাত্ত্বিক অনুভাব

ভাবে সাত্বিক অনুভাব সমূহ কোন বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অধিরূঢ় ভাব বলা যায়। অধিরূঢ় মহাভাবই শ্রীরাধার প্রেম ; প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিলা, তাহাতে মানের বাধা পাইলে আরও কুটিলভাব ধারণ করে। কলনাদিনী তটিনীর অদম্য প্রবাহে কোন বাধা উপস্থিত হইলে যেমন জলরাশি শতধারে স্ফীত হইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ প্রেম-প্রবাহ মানের বাধায় উথলিয়া উঠে, অভিনব মাধুর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে এক সরস মধুর নবীভাব ধারণ করে। প্রেমে এই বক্র-মাধুর্য্য প্রেমকে নিত্য নব মাধুর্য্যে লোভনীয় করিয়া তুলে। এই জন্য প্রেম চির নূতন—চির আস্বাদ্য।

শ্রীরাধার এই সুবিমল অকৈতব প্রেম, প্রেম-সাধনার চরম লক্ষ্য। এই প্রেমামৃতের আস্বাদ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতাগণও এই প্রেমামৃত আস্বাদনের জন্য সদা ব্যাকুল। বিবিধ পাপ কর্ম্ম-কুশল কলির জীব আমরা সংসারের জড়ীয় তত্ত্বে জড়ীভূত—মায়ার মন ভুলান ললিত লাস্যে সর্ব্বদাই বিমুগ্ধ। অতএব আমাদের চিত্ত ভৃঙ্গ কিরূপে এই সুদুর্ল্লভ প্রেম-পঙ্কজের ভাব-মকরন্দ পানে বিভোর হইবে ? বিশেষতঃ—

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥ শ্রীভাঃ।

এই কলিযুগে প্রায় সকল লোকই অল্পায়ু। কেহ যদি দীর্ঘায়ু লাভ করে, সে পরমার্থ বিষয়ে অলস হয় এবং যে নিরলস হয় সে আবার বুদ্ধিহীন হ পড়ে, আর কেহ যদি সুবুদ্ধি হইয়া থাকে তবে সে মন্দভাগ্য অর্থাৎ তাহার ভাগ্যে তাদৃশ সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে না, আবার কাহারও যদি সৌভাগ্য ক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে তাহা হইলে রোগাদি নানা উপদ্রব বশতঃ স্বাভীষ্ট লাভের জন্য গুরূপদিষ্ট কোন অনুষ্ঠানই আচরণ করিতে তাহার অবকাশ থাকে না।

হায়! তবে এই দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুর্ভাগা কলির জীবের উদ্ধারের উপায় কি ? কেমন করিয়া আমরা দুশ্ছেদ্য কর্ম্মজাল ছেদন করিয়া কলিরূপ কাল-নিষাদের করাল কবল হইতে পরিমুক্ত হইব ? দুষ্ট কলিই আমাদের এই দুর্দ্দশার কারণ। কলিই আমাদিগকে শ্রীরাধা গোবিন্দের পদারবিন্দনিঃসৃত প্রেম-মকরন্দ সেবনানন্দে বঞ্চিত করিয়া অনিত্য সংসার-কান্তারের বিষয় কেতকী ফুলের তীব্র সৌরভে সর্ব্বদা উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই দুষ্ট

কলির প্রবঞ্চনাজাল ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর কথা ও মধুমাখা নাম। যথা—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহাগুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলি সকল দোষের সাগর স্বরূপ হইলেও উহার একটি মহান্ গুণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নামানুকীর্ত্তন করিলে জীব কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া পরাভক্তি লাভ করে।

বিনম্রভাবে শ্রীভগবানের চরণমূলে লুটাইয়া পড়া এবং আকুল প্রাণে তাঁহার অমিয় মধুর নামানুকীর্ত্তনই আধি ব্যাধিপরাহত পাষণ্ড কলির জীবের দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু এই শ্রীরাধাগোবিন্দনাম ভক্তিভরে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীনামের স্বর্গীয় তেজ ও প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাতে সঞ্চিত পাপরাশি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং প্রেমভক্তির বিমলালোক হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। কিন্তু কলির জীবের সহসা কি হরিকথায় রুচি হয়? কখনই না। যাহার হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়ে তাহারই হৃদয়ে পবিত্রতা ও সাধুতার ভাব জাগিয়া উঠে। মর্ম্মে আঘাত না পাইলে কি পাপের পথ হইতে চিত্ত চিরপ্রফুল্লতাময় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়? হৃদয়ে অনুতাপ জ্বলিলেই সাধুতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও উদ্দীপ্ত হয়। এইরূপে শ্রীভগবানের মধুমাখা নাম গানে একবার রতি জন্মিলেই সকল অশুভ দূরীভূত হইয়া যায়। কেননা—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

শ্রীভাঃ ১।২।১৭।

পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন ভক্তসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ, হরিকথা শ্রবণ কারীর অন্তরস্থ ভাবনা পদবীতে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়ে যাবতীয় কামাদি অশুভ বাসনা বিনষ্ট করেন।

ধন্য! করুণাময়ের অনন্ত করুণা। তাঁহার প্রাণারাম মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে না পারিলেও কেবল শ্রবণেই এতাদৃশ করুণামৃতধারা বর্ষণে দগ্ধপ্রাণ শীতল করেন। অহো! আমরা কি ভ্রান্ত; সেই প্রাণের প্রাণ শ্রীরাধা গোবিন্দের চরণারবিন্দ ভুলিয়া সংসারের আপাতমনোহর দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইতেছি আর দিন দিন দুশ্ছেদ্য কর্ম্মজালে বিজড়িত হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় নীত

হইতেছি! কিন্তু কর্ম্মময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় কি? অতএব সকলকেই তো কর্ম্ম করিতে হইবে। আমাদের কিরূপ কর্ম্ম আচরণীয় তাহা শ্রীনারদ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যথা—

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" অর্থাৎ যে কর্ম্ম শ্রীহরির সন্তোষ উৎপাদন করে তাহাই কর্ম্ম এবং যে বিদ্যায় শ্রীহরিতে অনুরাগ জন্মে সেই বিদ্যাই বিদ্যা।

অতএব কর্ম্ম যে কেবল সংসারের হেতু তাহা নহে, পরন্তু উহা তাপত্রয়-নিবর্ত্তক। ঘৃত ভোজনে যে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, ঘৃত দ্বারা যেমন সেই ব্যাধি প্রশমিত হয় না কিন্তু চিকিৎসিত ঔষধ দ্রব্যের সহিত ঐ ঘৃত বিভাবিত করিলে সেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে সকল কর্ম্ম, জীবের সংসারের কারণ, তাহা শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলেই কর্ম্ম-পাশ ছেদনের কারণ হয়। যথা শ্রীভগবদাজ্ঞা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীতা।

ভক্ত স্বপ্রভু ভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত স্বকর্ত্তব্য বোধে বৈদিক, লৌকিক দৈহিকাদি সকল কর্ম্মই তাঁহাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু ফলানুসন্ধায়ী কর্ম্মী যাহাতে কর্ম্মবৈফল্য না ঘটে তজ্জন্য কেবল বৈদিক কর্ম্মই সমর্পণ করেন। এই জন্যই কর্ম্মী ও ভক্তে মহান্ ভেদ লক্ষিত হয়।

নিষ্কাম ভাবে শ্রীভগবানে কর্ম্ম সমর্পিত হইলে তদ্দ্বারা প্রথমতঃ মহৎসেবার প্রবৃত্তি জন্মে। কায়মনোবাক্যে সাধুগণের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের সন্তোষ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কৃপা করেন। সেই কৃপাবলে তাঁহাদের আচরিত শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ভগবৎকথা শ্রবণে আকাঙ্ক্ষা হয়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণাদি যতই শুদ্ধরূপে শ্রবণ কীর্ত্তন করা যায়, ততই চিত্তের অনর্থ চেষ্টাগুলি বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং অনন্তর বিমল ভক্তি-কৌমুদীতে হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হয়।

ত্রয়োদশ প্রবাহ।

—০—

মুখ্য সাধনাঙ্গ।

কেহ কেহ জ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে চাহেন; কিন্তু সেই

জ্ঞান ভক্তিমূলক না হইলে যে ফলপ্রদ হয় না তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"ভক্তি বিনা কোন সাধনা দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥"

অতএব ভক্তিমিশ্র জ্ঞানাপেক্ষা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা শুদ্ধা ভক্তি সর্ব্বাংশে গরীয়সী। শুদ্ধা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ব সুকৃতিফলে যাহার একবার এই সুরসাল শ্রীনামানুকীর্ত্তনে রুচি হয়, তিনিই ভক্তির বিমলমধু পানে পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

শাস্ত্রে ভক্তির যে সকল সাধনাঙ্গ কথিত আছে, তন্মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তীবৎ কোন্ সাধনাঙ্গটি মুখ্য?—নামানুকীর্ত্তন। সর্ব্ববিধ ভক্তির অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ এই তিনই মুখ্য। আবার তাহাদের মধ্যে কীর্ত্তন—নাম-লীলা-গুণাদিসম্বন্ধী কীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। এইজন্য কি সাধক, কি সিদ্ধ সকলের পক্ষেই যে, শ্রীগোবিন্দনামানুকীর্ত্তন পরমাধিক শ্রেয়ঃ তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীভাঃ ২।১।১।

শ্রীগোবিন্দনামানুকীর্ত্তন কামীর কাম্যফল সাধন, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষসাধন এবং জ্ঞানীদিগেরও জ্ঞানের ফল। ইহা যে কেবল আমিই অধুনা প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে; ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের দ্বারাও নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে দেশ, কাল, পাত্র ও উপকরণাদির শুদ্ধি অশুদ্ধিগত কোন আশঙ্কাই নাই।

শ্রীনামকীর্ত্তন স্বভক্তি অনুরূপ নিরন্তর উচ্চরবেই প্রশস্ত। কিন্তু সর্ব্বথা নামাপরাধ পরিত্যাজ্য। যেহেতু নামাপরাধী ব্যক্তির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যথা—পাদ্মে শ্রীসনৎকুমারবাক্যম্।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ॥
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশুলঃ॥

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির একান্ত শরণাপন্ন হইলে সেই অপরাধসমূহের মোচন হয়, কিন্তু যে পাপাত্মা শ্রীহরির নিকট অপরাধী হয়, সে যদি কখন নামাশ্রয় গ্রহণ করে, তবেই সে নামের প্রভাবে উদ্ধার পায়। এ হেন সর্ব্বসুহৃদ্ নামের নিকট যে অপরাধ করে তাহার অধোগতি অনিবার্য্য।

আবার শ্রীবিষ্ণুযামলে উক্ত হইয়াছে যে,—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধ কোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

ভগবান্ বলিতেছেন—এই কলিযুগে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার নামানু কীর্ত্তন করে, আমি তাহার কোটী কোটী অপরাধ ক্ষমা করি।

নামাপরাধ দশটী। ১ম, সাধুনিন্দা। সাধুনিন্দা যে, নামের অপরাধজনক ও একান্ত গর্হিত তাহা স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়ভগীরথ সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥

অর্থাৎ যে মূঢ়মতি সকল মহাত্মা সাধুগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃ-লোকের সহিত মহারৌরবে পতিত হয়। সুতরাং—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণব-হিংসা, বৈষ্ণব নিন্দা, বৈষ্ণব দ্বেষ, বৈষ্ণবকে অভিনন্দন অর্থাৎ সম্মানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ ও বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ প্রকাশ না করা এই ছয়টি পতনের কারণ বলিয়া জানিবে।

সাধুনিন্দা করা দূরে থাক, সাধু নিন্দা শ্রবণেও মহাদোষ কথিত আছে। যথা—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও তথা হইতে প্রস্থান না করে সে ব্যক্তি সুকৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অধোগতি লাভ করে।

কেবল অসমর্থের পক্ষেই উক্ত 'প্রস্থান' বিহিত, কিন্তু যিনি সমর্থ হইবেন তিনি অবশ্যই সেই নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করিবেন। উভয়কল্পে তাহাতে অসমর্থ হইলে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগই কর্ত্তব্য।

২য়, অপরাধ—শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ নামাদি ভিন্ন বোধ করিয়া শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান। ইহাও নামাপরাধ জনক। যাঁহার পাদপদ্মনিঃসৃতা সুরধুনীধারা পবিত্র ভাবে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিবত্ব লাভ করিয়াছেন সেই বিষ্ণু হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান করা কতদূর সঙ্গত? বিশেষতঃ শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বাত্মক এবং শিবাদি অন্য যে সকল নাম কথিত আছে সকলই সেই একমাত্র বিষ্ণুর নির্দ্দেশক। যথা—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাঁজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

আধি ব্যাধি বিদূরিত করেন বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নাম রুদ্র এবং ঈশ্বরত্ব হেতু ঈশান, মহত্ত্বের কারণ মহাদেব সর্ব্ব সুখাত্মকত্ব হেতু শিব, সর্ব্ব সংরোধনের জন্যই হর নামে অভিহিত। এইরূপ নানাবিধ শব্দদ্বারা বেদ-পুরাণাদিতে সেই একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাই বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ।
অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অন্য সকল নামের গতিই একমাত্র শ্রীবিষ্ণু। শ্রীহরির নিজের কতিপয় নাম অন্য সেবককে কিছু কিছু শক্তিসহ প্রদান করিয়াছেন। "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" এস্থলে শিব ও শ্রীবিষ্ণুতে অভেদ সত্ত্বেও "শ্রী" শব্দ যোগে বিষ্ণুর প্রাধান্য বিবক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং শিব শব্দ বিষ্ণুতেই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত। আবার ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ" অর্থাৎ আমি শ্রীহরির আদেশে সৃষ্টি করি এবং শিব তাঁহারই নিদেশবর্ত্তী হইয়া প্রলয় করেন। অতএব সর্ব্বাত্মক শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদি ভিন্ন ও অন্য শক্তিসিদ্ধ মনে করা অবশ্যই অপরাধজনক।

৩য়, অপরাধ—শ্রীগুরুর অনাদর করা। শ্রীগুরুর চরণকমলে শ্রদ্ধা না থাকিলে তদুপদিষ্ট নামমন্ত্রে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হয়। বিশেষতঃ গুরুদেবকে সামান্য মানব বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করা কিম্বা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি করা ঘোরতর প্রত্যবায়। শ্রীগুরুকে "মুকুন্দপ্রেষ্ঠঃ" বা তদীয় বিশেষ কৃপাপাত্র মনে করিয়া সেবা কর্ত্তব্য।

৪র্থ, অপরাধ—শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা। অর্থাৎ বেদ ও গুরুপরম্পরাগত শ্রীগ্রন্থ সমূহকে পৌরুষেয় বোধে তাহার নিন্দা করা।

৫ম, অপরাধ—পাষণ্ডমার্গে শ্রীহরি নামের অর্থবাদ। অর্থাৎ লোক সকলকে শ্রীহরিনামে রত করিবার জন্য এরূপ অযথা প্রশংসাবাদ নামে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা।

৬ষ্ঠ, অপরাধ—কল্পনা। অর্থাৎ শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য লাঘব মানসে কল্পনা দ্বারা অন্যপ্রকার অর্থচিন্তা, ইহা ভয়ানক অপরাধ।

৭ম, । অপরাধ—নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি। যদিও নামের বলে পাপাচারের বিনাশ সেই নামেব দ্বারাই সাধিত হয় তথাপি ভক্ত যে নামের বলে পরমপুরুষার্থ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-সান্দ্র শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দলাভে সমর্থ হন সেই পবিত্রতম শ্রীনামাশ্রয় করিয়া পরম ঘৃণাস্পদ পাপ-বিষয় কপটভাবে সম্ভোগ করা কি ঘোর দৌরাত্ম্য নহে? নামের সর্ব্বপাপহরা শক্তি থাকিলেও শ্রীভগবান্ নামাপরাধীকে যে কিছু দণ্ডপ্রদান করেন তাহা শিক্ষা দান মাত্র। বহুপ্রকার যমনিয়মাদি অথবা অসংখ্য দণ্ডধর যমের বিহিত দণ্ডাদিতেও ঐ অপরাধের ক্ষয় হয় না কিন্তু নিরন্তর নামানুকীর্ত্তনই ঐ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

৮ম, অপরাধ—শ্রীনামের সহিত অন্যধর্ম্মাদির তুলনা করাও অপরাধ। আহা! যে সুধামধুর নাম, সকল নিগমবল্লীর সৎফল স্বরূপ, সেই ভক্তিপ্রেমদ শ্রীনামের সহিত, পাপক্ষয় বা পুণ্যার্জ্জন উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কখনই তুলনা করা যাইতে পারে না। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের সহিতই তুলনীয়। শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে সকল বেদপাঠ ও বেদবিহিত সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়। কেননা এক একটী কৃষ্ণ নাম সকল বেদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং স্মৃতম্।"

আবার শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত হইয়াছে যে,—

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ অর্থাৎ

যিনি "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করেন তিনি ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ অধ্যয়ন করেন।

এই পরমাস্বাদ্য সুমধুর শ্রীকৃষ্ণ নামের এমনই অপূর্ব্ব মহিমা, যেমন প্রকারেই হউক একবার রসনারূপ বীণাযন্ত্রে পরিগীত হইলেই সুফল প্রদান করেন। তদ্ যথা—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

হে ভৃগুবংশতিলক শৌনক! শ্রীগোবিন্দ নাম মধুর হইতেও সুমধুর, মঙ্গল সকলেরও মঙ্গল বিধায়ক এবং সকল নিগম-কল্পলতার চিন্ময় ফল। যে ব্যক্তি হেলায় বা শ্রদ্ধায় একবার মাত্র এই চিত্তোন্মাদী শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করেন তিনি যেমনই হউন শ্রীনাম তাঁহাকে এই ক্লেশ-সঙ্কুল সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া অভয়প্রসাদ দান করেন।

তাই স্কন্দপুরাণে ভগবতী আদেশ করিয়াছেন—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চনঃ।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ অর্থাৎ

বৎস! ঋক্, যজু ও সামবেদাদি পাঠ করিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করিও না। পরমগান-যোগ্য শ্রীগোবিন্দ নাম নিত্য কীর্ত্তন কর।

অতএব শ্রীগোবিন্দ নামানুকীর্ত্তন ভিন্ন, যে কর্ম্মসমূহের পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন হয় না সেই সকল শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীগোবিন্দ নামের সমতা মনন কি অপরাধ নহে? যখন কর্ম্ম সমাপনান্তে বলিতে হয়—

যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ॥ অর্থাৎ

আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই কর্ম্মে মন্ত্রের অভাব, অঙ্গহানি, ক্রমভঙ্গাদি যে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে, শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তন প্রভাবে তাহা বিদূরিত হউক এবং কর্ম্মের পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হউক।

শ্রীভগবান্ বড় করুণ! অল্পায়ু কলির জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শনে সদয় হইয়া শ্রীগোবিন্দ জগতের সকল পুণ্য আকর্ষণ করিয়া স্বীয় নামেতে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং এই সংসার-সর্ব্বস্ব-যুগে বিষয়পরতন্ত্র দুর্ব্বল জীবের আর কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল মনানন্দে প্রাণ ভরিয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলেই সকল কর্ম্ম সাধিত হইবে। যথা মহাভারতে—

দানং ব্রতং তপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যা স্থিতাঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানমাধ্যাত্মবস্তুনঃ॥
শক্তয়ো দৈবমহতাং সর্ব্বপাপহরা শুভা।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥ অর্থাৎ

দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থবাস, রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, জ্ঞানযোগ বা অধ্যাত্মযোগ সাধন, এবং আর আর যেসকল বস্তুর ও দৈবমহত্বের সর্ব্বপাপ-নাশিনী শক্তি আছে শ্রীহরি তৎসমস্তই আকর্ষণ করিয়া স্বীয় পবিত্রতম নামে সংস্থাপন করিয়াছেন।

৯ম, অপরাধ—ভক্তি-বিমুখ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নামোপদেশ। ইহাতে শ্রীনামের অবমাননা হয়, সুতরাং উপদেষ্টাকে অপরাধ স্পর্শে।

১০ম, অপরাধ—নামে অপ্রীতি। যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও "আমি, আমার" এই মোহ-বিকারে অভিভূত হইয়া নামে অপ্রীতি প্রকাশ করে সে অধম পাষণ্ড নামে অভিহিত। যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ পদ্মপুরাণ॥

শুদ্ধ, অশুদ্ধ, অপর সঙ্কেতযুক্ত বা ক্রম-বিরহিত ইত্যাদি যে কোন ভাবে শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ করিলে জীব অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হইয়া যায়। কিন্তু এ হেন বিশ্ব-পাবন নাম যদি সংসার-সম্বন্ধী দেহ-গেহ-ধন-জনের লোভরূপ পাষণ্ডমধ্যে নিহিত হয়, তবে শীঘ্র ফলোৎপাদক হয় না। এস্থলে দেহ-ধনাদি নিমিত্তক "পাষণ্ড" শব্দে দশবিধ অপরাধ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অতএ

এরূপ পাষণ্ডীর যে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী তাহা সুবুদ্ধি মাত্রেরই বিবেচ্য। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥

যাহারা ভগবৎকীর্ত্তনকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে সেই পাপকর্ম্ম দ্বারা তাহাদের নরক গমন অনিবার্য্য।

এইরূপ নানাবিধ অপরাধের কলঙ্ক-কালিমায় যাহাদের হৃদয়-মন কলুষিত হয়, তাহারা নিরন্তর অনন্য-মনে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলেই অপরাধ ক্ষয়ে পরম চরিতার্থতা লাভ করে। ফলতঃ অবিশ্রান্ত ভাবে শ্রীনাম কীর্ত্তনই নামাপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। যথা পদ্মপুরাণে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

সাধুর নিকট অপরাধী হইলে তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে নিজের অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সন্তোষ উৎপাদন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অসুবিধা ঘটিলে ভোগের সহিত সতত শ্রীরাধাগোবিন্দনাম কীর্ত্তন করিলে সে অপরাধের ক্ষয় হইবে। তাই নামকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে যে, "মহদপরাধস্য ভোগএব নিবর্ত্তকাঃ তদনুগ্রহো বা।"

হায়! অবিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই সুদুর্ল্লভ জীবনকে ক্রমশঃ ঘোরতর বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছি। বলিতে প্রাণ কাঁপে—ঐ যে সম্মুখে অশেষ ক্লেশসঙ্কুল সংসার-কূপ!! ভাইরে! কর্ম্মফলের বোঝা লইয়া কিঞ্চিৎ পদস্খলনেই উহাতে পতন অনিবার্য্য। গলদেশে পাষাণ বাঁধিয়া সাগরে ডুবিলে যেমন কেহ সহজে উঠিতে পারে না, সেইরূপ পুঞ্জীকৃত অপরাধে পাষাণ-গুরু হৃদয় লইয়া একবার সংসার-কূপে পতিত হইলে আমাদের উদ্ধারের আশাও সুদূরপরাহত। তাইবলি, রে ভ্রান্ত মন! ক্ষান্ত হও; একবার আপনার দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন কর। আর আমাদের দয়াময় শ্রীগৌর সুন্দরের শ্রীচরণ-সরোজে আত্মবিক্রয় করিয়া শ্রীনাম-নৌকায় তোমার সকল ভার ঢালিয়া দাও—তোমার হৃদয়ের সেই গিরিগুরুতা নিমেষে লঘু হইয়া যাইবে—শান্তির শীতলতায় হৃদয় স্নিগ্ধ হইবে। তখন এক অদ্ভুত নবজীবন লাভ করিয়া প্রেম-পুলকভরে হাসিতে

হাসিতে অনায়াসে দুস্তর সংসারকুণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। পশ্চাতে সংসার কুণ্ডের তটশোভি মায়ারণ্য পড়িয়া রহিবে। অতএব, সময় থাকিতে সাবধান হও। প্রেমমাখা—ভক্তিমাখা—ভাবমাখা শ্রীরাধাগোবিন্দনাম বর্দ্ধনানন্দে কীর্ত্তন কর। কলুষ-কালিমায় তোমার হৃদয় যতই অতিমাত্র মলিন হউক না কেন, নামের নির্ম্মলকারিণী শক্তিতে অচিরেই হৃদয়-দর্পণ পরিষ্কৃত হইবে। যদি বল, নামগ্রহণে হৃদয় সুনির্ম্মল হইল কি না কেমন করিয়া বুঝিব? বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায় শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। যথা—

"কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

"কৃষ্ণ" বলিতে যাহার সাত্ত্বিক বিকারোদয়ে অঙ্গ পুলকিত ও নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত না হয়, বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে তখনও প্রচুর অপরাধ বিদ্যমান আছে। যথা—

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥"

অবিরাম শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অপরাধীর লৌহময় কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত না হইলে তাহাতে ভাবাঙ্কুর জন্মে না। ভাবাঙ্কুর না জন্মিলে হৃদয়ে বিকার উপস্থিত হয় না। এবং বিকার হইলেও যদি নয়নে অশ্রু ও অঙ্গে পুলক প্রকাশ না পায় তবে সে পাষাণ-হৃদয়কে তখনও অপরাধমণ্ডিত বলিয়া জানিবে। তাই—শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো,
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকার না জন্মিলেও যদি অশ্রু ও পুলক উদ্গম না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণসার বা লৌহময়। বহুনাম গ্রহণে চিত্তদ্রব না হওয়াই অপরাধের

লক্ষণ। আবার অশ্রু পুলকই যে চিত্তদ্রবের চিহ্ন ইহাও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তের হরিনাম গ্রহণে চিত্ত দ্রবীভূত হইলেও অশ্রু পুলকাদি বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অতএব বাহিরে অশ্রুপুলকাদি দেখা দিলেও যাহার হৃদয়-বিক্রিয়া না ঘটে তাহারই হৃদয় লৌহময় কঠিন। হৃদয়-বিক্রিয়ার লক্ষণ অসাধারণ। যথা—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তি—ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত যাহাতে সময় বৃথা না যায় এরূপ যত্ন, বিরক্তি—কৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থে অস্পৃহা, মানশূন্যতা—অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে করা, আশাবন্ধ—অর্থাৎ 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' এই সম্ভাবনাকে দৃঢ় করা, সমুৎকণ্ঠা—অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ লাভের জন্য অতিশয় লালসা, শ্রীকৃষ্ণ-নাম গানে সর্ব্বদা রুচি, শ্রীকৃষ্ণলীলাগুণ কথনে আসক্তি এবং শ্রীগোকুল নন্দীশ্বরাদি শ্রীকৃষ্ণ বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল, যাঁহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মে তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতএব উত্তমাধিকারী ভক্তগণ শ্রীনামগ্রহণে যখন বাস্তবিক নামমাধুর্য্য অনুভব করেন তখন তাঁহাদের হৃদয় বিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তদ্ব্যঞ্জক অন্তরে ক্ষান্তি ইত্যাদি অসাধারণ লক্ষণ ও বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সাধারণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারিগণের চিত্ত অপরাধযুক্ত বলিয়া নাম গ্রহণ করিলেও শ্রীনামের বিমল মাধুর্য্যাস্বাদন তাঁহাদের সহজে ঘটে না, সুতরাং হৃদয়বিকারও উপস্থিত হয় না। তাঁহাদের বাহিরে অশ্রুপুলকাদি দেখা দিলেও ক্ষমাদি অসাধারণ লক্ষণগুলির অভাবে তাঁহাদের হৃদয় লৌহময় বলিয়া অভিহিত, কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে অনর্থনিবৃত্তি হইলে ক্রমে তাঁহাদের ভক্তিনিষ্ঠা ও নিষ্ঠা হইতে রুচির উদয় হয়। এবং

"রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥ শ্রীচৈঃ চঃ॥

অতএব কালক্রমে চিত্তে এই কৃষ্ণরতি উপজাত হইলে চিত্তের পাষাণত্ব দ্রবীভূত হয় এবং এক অপূর্ব্বভাবে চিত্ত নবীভূত ও নির্ম্মল হয়। পূর্ব্ব সুকৃতিফলে যাঁহার একবার এই অমিয়-মধুর ভুবন-মঙ্গল নামে রুচি হয়, তিনি ভক্তির বিমল মধুপানে চরমতৃপ্তি লাভ করেন। তাই বলি, হে সংসার-ক্লেশাকুল মায়ান্ধ জীব! যদি ভবারাধ্য ভগবান্‌কে ভক্তিডোরে আবদ্ধ করিতে চাও—যদি শ্রীযুগল প্রেমানন্দ সুধাধারায় বিশ্বভুবন ভাসাইয়া নিজেও ভাসিতে চাও তবে আকুলপ্রাণে কাতর-কণ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের মনোমদ মধুর শ্রীনামাবলী নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে থাক। একবার এই শ্রীনাম সুধারসের আস্বাদ পাইলে আর ত্যাগ করিতে পারিবে না,—পুনঃপুনঃ আস্বাদস্পৃহা বলবতী হইবে। ইহার এমনই প্রাণস্পর্শিনী—উন্মাদিনী শক্তি যে, প্রাণ জুড়াইলেও পানের লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তাই শ্রীসূত গোস্বামীকে শৌনকাদি ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যৎ শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদেপদে॥ শ্রীভাঃ।

আমরা যাগযজ্ঞাদিতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু অমলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ললিত কথামৃতে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইতেছি না—অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার বিরতি ঘটিতেছে না। কেননা, এই শ্রীকৃষ্ণচরিত যতই শ্রবণ করা যায়, রসজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট ততই পদে পদে স্বাদু হইতেও সুস্বাদু বোধ হয়। অর্থাৎ রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রতিক্ষণে তাহাতে নবনব মধুর রসাস্বাদ অনুভব করিয়া থাকেন। ত্রিবিধ কারণে পরিতৃপ্তি বা আহারে অনিচ্ছা জন্মে। ১ম, উদরপূর্ত্তি, ২ রসবোধ না থাকা, ৩ নিত্য একবিধ রসাস্বাদ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামামৃত যতই কর্ণপুটে পান কর না আকাশাত্মক কর্ণকুহর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। "রসজ্ঞ" বলায় তাঁহাদের রসবোধেরও অভাব নাই এবং পদে পদে নব নব রসাস্বাদ অনুভব হয় বলিয়া একবিধ রসেরও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-নামামৃত উত্তরোত্তর প্রাণোন্মাদী মধুরতাবর্দ্ধক। পরন্তু ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণের ন্যায় উহাতে রসান্তর উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে যেমন নীরস ও বিস্বাদ হইয়া যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ভুবনানন্দ মধুর নামামৃত আস্বাদে সেরূপ বিস্বাদ উপস্থিত হয় না। বরং বিমল মাধুর্য্য-সিন্ধূচ্ছাসে হৃদয় ভাসিয়া যায় এবং উত্তরোত্তর আস্বাদস্পৃহা বলবতী হয়।

চতুর্দ্দশ প্রবাহ।

শ্রীরাধানামের ব্যুৎপত্তি।

শ্রীরাধাতত্ত্ব বৈষ্ণবদর্শনের উজ্জ্বল আলোক। সুতরাং এই শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাঁহাদের প্রাণমন গোপীভাবের মধুর ভাবে বিভাবিত, এই আনন্দ-খনি মধুমাখা নাম তাঁহাদের তৃষিত প্রাণের শান্তিসুধা।—এই মোহন-মধুর শ্রীরাধানাম কীর্ত্তনের ললিতঝঙ্কার একবার হৃদয়-বীণায় বাজিয়া উঠিলে প্রাণ প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। আহা! এই মাধুর্য্যমাখা শ্রীরাধানামের ব্যুৎপত্তি কি? ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা।
সুরাসুরমুনীন্দ্রাণাং বাঞ্ছিতাং মুক্তিদাং পরাম্॥

রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি সামবেদে কথিত হইয়াছে। ইহা সুরাসুর-মুনীন্দ্র-গণের বাঞ্ছিত পরামুক্তি বা প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব শ্রীরাধা-নামের ব্যুৎপত্তি ভক্তজন মাত্রেরই আস্বাদ্য। যথা—

রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
ধকারমায়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥ অর্থাৎ

রকার জীবের কোটিজন্মার্জ্জিত পাপতাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মফলভোগ নাশ করে। আকার জীবের গর্ভযাতনা, মৃত্যু ও রোগাদি বিনাশ করে। ধকার জীবকে দীর্ঘায়ু করে এবং আকার জীবের ভববন্ধন দূর করিয়া থাকে। অতএব রাধা নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণে জীব সংসারে পাপ-তাপের জ্বালা জুড়াইয়া যে এক পরমানন্দলাভ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধানামের আর একটি সুন্দর ব্যুৎপত্তি আছে। ভক্তজনের অবগতির জন্য তাহাও এস্থলে বিবৃত হইল। যথা—

রেফো হি নিশ্চলাভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্॥

ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিসারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ স্বয়ম্॥
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকালহরিস্মৃতিম্।
শ্রুত্যুক্তিস্মরণাদ্‌যোগান্মোহজালঞ্চ কিল্বিষম্॥
রোগশোকাময়ামৃত্যু বেপন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥

শ্রীরাধানামের রকার উচ্চারণে জীব শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে অবিচলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত সদানন্দ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের প্রীতি প্রাপ্ত হয়। ধকার উচ্চারণে জীব শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য্য ও সারূপ্য লাভ করিয়া তত্তুল্যকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করে। আকার উচ্চারণে তেজোরাশি বৃদ্ধি পায় এবং শ্রীহরিতে দানশক্তি, যোগশক্তি, যোগমতি ও সর্ব্বকাল হরিস্মৃতি হয়। অতএব শ্রীরাধা নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিলে জীবের মোহ-জাল ছিন্ন হয় এবং পাপ-তাপ-রোগ-শোকাদিরূ দাব-দাহন যে আশু নির্ব্বাপিত হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধা নামের আর একটী ব্যুৎপত্তি আছে। তদ্ যথা—

রাধয়ত্যেব সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ।
স্বয়ং নির্ব্বাণদাত্রী চ সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ রাকার দান বাচক ধা নির্ব্বাণরূপ পরমানন্দদায়িনী। অতএব যিনি পরমানন্দ প্রদান করেন তিনিই শ্রীরাধা।

অথবা "রা বিশ্বং ধা ধরতীতি রাধা" অর্থাৎ যে মূলা প্রকৃতি এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন তিনিই শ্রীরাধা নামে অভিহিতা। যথা—

রা শব্দশ্চ মহাবিষ্ণোর্ব্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রী মাতৃ বাচকঃ॥
ধাত্রী মাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥

রা শব্দ মহাবিষ্ণু, ধা ধাত্রী মাতৃবাচক। অতএব কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে বিরাজমান সেই মহাবিষ্ণুর যিনি জননী সেই মূলা প্রকৃতি পরমেশ্বরীই শ্রীরাধা। রাসরাজ্ঞী শ্রীমতীই স্বয়ং শ্রীরাধা। আর যিনি ব্রজে আয়ান-গৃহিণী তিনি ছায়ারূপা। শ্রীরাধার কৃষ্ণাভিসার কালে এই ছায়াময়ী মূর্ত্তি যোগমায়া প্রভাবে আয়ান-মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এই জন্যই—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবীমায়ায় মোহিতা হইয়া ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ স্ব স্ব পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছেন।

এই পরা-প্রকৃতি শ্রীরাধা নিখিল জগতে অতুলনীয়া। যথা—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

শ্রীমতী "দেবী—দেদীপ্যবতী পরমাসুন্দরী। অথবা কৃষ্ণপূজারূপ ক্রীড়ার বসতিস্থান বলিয়া দেবী। তিনি "কৃষ্ণময়ী"—কৃষ্ণাত্মিকা অর্থাৎ অন্তর্ব্বহিঃ কৃষ্ণভূষিতা এবং যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় সেই সেই খানেই তাঁহার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। যথা—

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেম-রসময়; সুতরাং তাঁহার প্রেমরূপা মহাশক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব। তিনি "পরদেবতা" অর্থাৎ সর্ব্বপূজ্যা, সর্ব্বপালিকা ও সর্ব্ব জগতের মাতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও বিধাত্রী। "সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী"—সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য বুঝায়। শ্রীমতী সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী অথবা লক্ষ্মী আদি সর্ব্বনারীর অধিশ্বরী। তিনি "সর্ব্বকান্তি"—তাঁহাতে সকল সৌন্দর্য্য বিরাজ করে এবং তাহা হইতেই সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভাসম্পাদন হয়। অথবা—

"কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

আর শ্রীমতী সম্মোহিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জগন্মোহন, তাঁহার মনোমোহিনী। অতএব পরা অর্থাৎ গোপী, মোহিনী, রতি, লক্ষ্মী ও শক্তি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠা; এই পরাঠাকুরাণীই রাধিকা নামে অভিহিতা।

অতএব রে অবোধ জীব! যতদিন দেহে প্রাণ আছে তাবৎ প্রেমাধীন হইয়া—প্রেম না থাকিলেও প্রেমের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে সকল ভোগবাসনা পরিহার করিয়া সুধাধার শ্রীরাধাগোবিন্দনাম কীর্ত্তন কর।—যদি রত্ন লাভের বাসনা থাকে সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে নাম-অসি গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান-মায়া-ফাঁসি ছেদন কর এবং মনোরথে আরোহণ করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হও। অনুরাগ ও বিশ্বাস নামে অশ্ব-যুগল যোজনা করিয়া মনোবৃত্তি-সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে প্রেম-ব্যূহ রচনা কর এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণকমল-দুর্গজয় করিয়া শ্রীযুগল-সেবা-রত্ন লুঠিয়া তাহার নিত্যাধিকারী হও। তাই বলি—

ছাড় আন আশা, বিষয় তিয়াষা,
রাধানাম কর সার।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ মনন,
ও নাম গলার হার॥
রাধানাম প্রেমরসপুর।
মাধুর্য্য মথিয়া, অমিয় ছানিয়া,
নিরমিল সুমধুর॥
অলস তেজিয়া, পরাণ ভরিয়া,
নিরবধি কর গান।
ব্রজ-প্রেমরসে, হিয়া যাবে ভেসে,
পুলকে পূরিবে প্রাণ॥
তাহে শ্রীগোবিন্দ, নাম-মকরন্দ,
মিলনে রসাল অতি।
অকপটে সবে, পান কর তবে,
পাইবে পরমা গতি॥
ব্রজের সম্ভার, প্রেমভাব সার,
কুঞ্জ সেবা মনোমত।
অতএব নাম, সুখ শান্তিধাম,
সদা নামে হও রত॥ * *

ব্রজবিনোদ শ্যামসুন্দর বিনোদ—বংশী সাহায্যে দিবানিশি এই কুঞ্জ-বিলাসিনী শ্রীরাধানাম রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। হায়! আমরা বিষয়-গত-

প্রাপ্ত দুর্ভাগ্য জীব, আমরা এই গোবিন্দমনোমোহিনী শ্রীরাধা-নাম-সুধার কণামাত্র পাইলেও কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি। এই শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনেই মায়া-যাদুকরীর নাচের বন্ধন—আমাদের সংসারবন্ধন অনায়াসে মুক্ত হইয়া যায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া শ্যামল-পত্র-পল্লবভূষিত—ফুল-ফল-শোভিত তরুশাখায় উড়িয়া পলায়, সেইরূপ মন-বিহঙ্গও সাধু-কৃপাবলে বিষয়-শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া উধাও ভাবে ভক্তি-কল্পলতার শীতল কুঞ্জে উড়িয়া বসে এবং সুপক্ক প্রেম-ফল আস্বাদনে অবিদ্যাবন্ধনজন্য সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়া যোগিজনদুর্ল্লভ এক পরমানন্দ লাভ করে। আহা! এ হেন সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী ভক্তি-লতিকার উৎপত্তি কোথায়?—

পুণ্যক্ষুণ্ণশুভাশয়ে সমুদিতা সৎসঙ্গবীজাঙ্কুরা,
শ্রদ্ধা-বারিভিরুক্ষিতা প্রতিদিনং বৈরাগ্যবিস্তারিতা।
আরূঢ়া ভগবৎপ্রবোধতরুকং প্রীতিপ্রসূনাঞ্চিতা,
সান্দ্রানন্দরসং হি ভক্তিলতিকা ধত্তেঽতিসৌখ্যং ফলম্॥

হ, ভ, ক, ১।৪২।

পুণ্যক্ষুণ্ণ শুভাশয়ে অর্থাৎ সৎকর্ম্মের ফলভোগশূন্য পবিত্র বাসনা-ক্ষেত্রে কিম্বা আশয় শব্দে আধার বা মন বুঝায়, সুতরাং পবিত্র অন্তঃকরণে ভক্তিলতার বীজ সাধুসঙ্গগুণে অঙ্কুরিতা হইয়া প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধা-বারিধারায় অভিষিক্তা হইয়া প্রতিদিন বৈরাগ্যবলে বর্দ্ধিতা হইতে থাকে। ক্রমে যখন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞানতরুকে আশ্রয় করে তখন তাহাতে প্রীতি-প্রসূন বিকশিত হয়। এবং অবশেষে সেই হরিভক্তি-কল্পলতিকা সান্দ্রানন্দরসরূপ সুখময় ফল ধারণ করে।

এই সংসার-মরুভূমিতে উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যদি কোন কাতর জীব ভক্তিলতার শীতল ছায়াকুঞ্জে জুড়াইতে আসে, তাহা হইলে নিমেষে তাহার হৃদয়ের সে দাব-দাহ নির্ব্বাপিত হয়। এই ভক্তিলতার মূল—সৎসঙ্গ, পল্লব—অনুরাগ, কলিকা—বিরক্তি, পুষ্প—ভাব, মধু—অশ্রুপ্রবাহ, ফল—শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ। আহা! এই প্রেমপুষ্পবতী ভক্তি-বল্লরীর আশ্রয় পাইতে হইলে প্রাণারাম শ্রীযুগলনাম মনানন্দে শ্রবণ-কীর্ত্তন আবশ্যক। শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনজনিত অশ্রুজল সেচনেই এই ভক্তিলতা পরিপুষ্টা হয়। কৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিলতার এমনই অদ্ভুত গুণ, ইহা শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের মিলন সংঘটন করিয়া আনন্দের পূর্ণতা সম্পাদন করে।

জীব স্ব স্ব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যদি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ—শ্রদ্ধা লাভ করে তাহা হইলে মালীস্বরূপ হইয়া সেই বীজ আপন হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তাহাতে শ্রীনামগুণাবলী-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেচন করিতে থাকেন। তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত ও ভক্তিলতায় পরিণত হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া এবং বিরজা বা মায়ানদী উত্তীর্ণ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তথায় মায়া-জনিত শোকতাপবিনাশী ব্রহ্মানন্দ-ফল প্রসব করে। পরে তথা হইতে যখন পরব্যোমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তিলতা সারূপ্য-সামীপ্যাদি অভয়-মুক্তিফল প্রদান করে এবং তদুপরি মাধুর্য্য বিভাগ শ্রীভগবানের অন্তঃপুর গোলোক-বৃন্দাবনে গমন করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণকল্পপাদপে আরোহণ করে তখন তাহাতে অমিয়-দ্রব-সংযুত প্রেমফল উৎপন্ন হয়। এ যাবৎ মালী ভক্তি-লতা-মূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেচন করিতে থাকেন। প্রেমের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করা উপাসকের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ। ইহাই তাৎপর্য্য।

ভক্তিলতা পরিপুষ্টা হইলে অমৃতায়মান প্রেমফল ফলিয়া সুপক্কভাবে পড়িতে থাকে, আর মালী (সাধক) সেই গলিত প্রেমফলের মধুর রসাস্বাদন করিয়া ভবক্ষুধার শান্তি করেন। এই প্রেমানন্দ-সম্ভোগই জীবের পরম পুরু-ষার্থ। মালী ভক্তিলতা অবলম্বন করিয়া সুধাধিক মধুর প্রেম-ফল, পরমানন্দে আস্বাদন করেন, আর ভক্তিলতার আশ্রয়তরু—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীচরণ সেবা করেন। বল দেখি ভাই! ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি পুরুষার্থ চাই!

"এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

কৃষ্ণ প্রেমের মধুর-সৌরভে যাঁহাদের হৃদয় প্রমোদিত হইয়াছে, সিদ্ধিসমাধি ব্রহ্মানন্দাদির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের চিত্তকে কখনই বিমুগ্ধ করিতে পারে না। শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সাধন-ভক্তি হইতেই শ্রীকৃষ্ণে এই প্রেমভক্তির উদয় হয়। ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ। অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী সকৈতব পুরুষার্থ এবং প্রেমই অকৈতব পুরুষার্থ। সর্ব্বশাস্ত্রমতে কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের একমাত্র ফল। তদ্ যথা—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ শ্রীভাঃ ১১।২

শ্রীকৃষ্ণসেবাব্রতধারী ভক্ত নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন তন্ময় হইয়া পড়েন, তখন উদ্দাম প্রেমসুধা-তরঙ্গে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং উন্মাদিত প্রাণে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কখন উচ্চ হাস্য, কখন রোদন, কখন চিৎকার, কখন বা নৃত্য করেন। ইহাই সাধন-ভক্তিজনিত প্রেমের লক্ষণ।

অতএব রে সুরসিক রসনা! ক্ষণ-মধুর বিষয়রসাস্বাদন করিয়া কেন তৃপ্তি-সুখে বঞ্চিত হইয়া অনুদিন সন্তপ্ত হইতেছে? সর্ব্বরস-সার শ্রীরাধা-গোবিন্দ নাম-সুধারস প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন কর, প্রাণারাম প্রেম-মাধুর্য্যে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে—সুখস্ফূর্ত্তিতে চিত্ত প্রমোদিত হইবে। আহা! এই মোহন মধুর শ্রীরাধাগোবিন্দ নামের অগ্রে শ্রীরাধা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কি? এই অবশ্য জ্ঞাতব্য গূঢ় রহস্যের যে কারণ আছে তাহা ভক্তজনের সন্তোষের নিমিত্ত এস্থলে বিবৃত করা হইল। যথা—

জগন্মাতা চ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা।
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ ॥

প্রকৃতি জগন্মাতা ও পুরুষ জগৎপিতা। পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক গরীয়সী বলিয়া শ্রীরাধা নাম অগ্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

আবার—

রাধাকৃষ্ণেতি গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।

বেদাদি শাস্ত্রে "রাধাকৃষ্ণ" "গৌরীশ" ইত্যাদি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণরাধা বা ঈশগৌরী" এরূপ শব্দ কখনই শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির নাম অগ্রে পরে পুরুষের নাম প্রায় সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়া থাকে। সামবেদে কথিত আছে—"প্রসীদ রোহিণীচন্দ্র গৃহাণার্ঘ্যমিদং মম।" এস্থলে "রোহিণী-চন্দ্র" শব্দেও অগ্রে প্রকৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীগোবিন্দ নামের পূর্ব্বে শ্রীরাধা নাম সংযোজিত হইয়া থাকে।

পরন্তু—

রা-শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
ধা-শব্দোচ্চারতঃ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ ॥

রা শব্দ উচ্চারণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে স্ফীত হইয়া থাকেন এবং ধা শব্দ উচ্চারণে সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। সুতরাং এ হেন পূর্ণাশক্তি প্রকৃতির নাম অগ্রে উল্লেখ না করিলে যে, গুরু-গৌরব হানি হয়, তাহা ভাবুক মাত্রেরই অনুভবনীয়। অতএব—

আদৌ পুরুষমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ প্রকৃতি মুচ্চরেৎ।
স ভবেন্মাতৃগামী চ বেদাতিক্রমণে মুনে॥

যে ব্যক্তি অগ্রে পুরুষের নামোচ্চারণ করিয়া পরে প্রকৃতির নামোল্লেখ করে সে পাপাত্মা বেদাতিক্রম জন্য মাতৃগমনরূপ মহাপাতকে পতিত হয়।

আহা! শ্রীরাধা নাম জগমোহন শ্রীগোবিন্দ নামের সহযোগে যে কিরূপ অমৃত মধুর হইয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাই সুরসিক ভক্তবৃন্দ এই শ্রীরাধা-গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অভাবনীয় প্রীতিসুখ উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রী ভুবনোন্মাদী প্রেমের সুরে বাজিয়া উঠে। এই জন্যই এই শ্রীযুগলনাম-সুধার উৎস উৎসারিত হইয়া ভুবন প্লাবিত করিতেছে।

বিশুদ্ধ প্রেমই সাধ্যবস্তু। শ্রীরাধিকাই সেই প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীরাধা-প্রেমই নির্ম্মল দর্পণ বা আদর্শ স্বরূপ। তাহার স্বচ্ছতা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্রীমতীই আমাদের প্রেমসাধন পথের আদি গুরু। সর্ব্বত্রই গুরুর পূজা অগ্রে; অতএব প্রেমোদ্দীপক শ্রীগোবিন্দ নামানুকীর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রেমগুরু শ্রীরাধার নাম স্মরণ-কীর্ত্তন করা রসিক ভক্তের সর্ব্বথা বিধেয়। কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাভাবে—রাধাপ্রেমে জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন, সেই প্রেমভাব জীবের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিবার জন্যই বুঝি শ্রীগোবিন্দ নামের পূর্ব্বে শ্রীরাধা নাম সংযোজিত হইয়াছে।

এই পরম প্রেমময়ী শ্রীরাধিকাই ব্রজলীলার প্রধান উপকরণ। রসরাজ শ্রীগোবিন্দের হৃদয়ে মধুর ভাবের উদ্দীপন করিবার নিমিত্তই ভগবতী যোগমায়া কর্তৃক এই মাধুরী-প্রতিমা পরিকল্পিত। যেমন কৈলাসের লক্ষ্মী উমা, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী রমা, সেইরূপ ব্রজের লক্ষ্মী শ্রীরাধা নামে অভিহিতা। অন্যান্য ধামের লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যময়ী, কিন্তু ব্রজের লক্ষ্মীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার যাহা কিছু মধুরেতেই পর্য্যবসিত; এই জন্য তিনি ঐশ্বর্য্যভাবময়ী ঈশ্বরীগণের গরীয়সী।

শ্রীরাধার নাম ও প্রেমমাধুর্য্য শ্রীগোবিন্দ অপেক্ষা শতকোটিগুণে অধিক।

এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম চিন্তামণিস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাই তাঁহার কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দ ও পূর্ণরসস্বরূপে জগতে আনন্দামৃতধারা প্রবাহিত করেন। এ হেন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যিনি গাঢ় আনন্দরস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার সৃষ্টি করেন তিনি যে প্রকৃতই আনন্দের খনি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষে ত্রিভুবন॥ রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত ঘ্রাণে হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস। রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করয়ে শীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥"

শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় হইয়াও শ্রীরাধার প্রেমের অধীন। তিনি অনিন্দ্য-শোভনা শ্রীমতীর মোহন মাধুরী নিমেষের অদর্শনে উদ্দাম উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া পড়েন। তাঁহাকে নিশিদিন নয়নে নয়নে রাখিয়াও দর্শনলালসার পরিতৃপ্তি হয় না। তাই বলিয়াছেন—

"ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সনে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥" বিদ্যাপতি।

শ্রীরাধা নবকৈশোর শ্যামসুন্দরের হৃদয়-মালঞ্চের ললিত লবঙ্গলতা—মানস সরসীর প্রফুল্ল-কমল—জীবন-বসন্তের প্রথম ফুল—সৌভাগ্য-গগনের শুভ-তারা। নবনটবর শ্রীকৃষ্ণ প্রাণস্বরূপিণী শ্রীরাধার বদন-সুধাংশু সন্দর্শন ব্যতীত কিছুতেই পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন না। ব্রজবিনোদিনীর অমৃত-নিষ্যন্দিনী একটী মাত্র কথায় তাঁহার হৃদয় উদ্দাম-প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে থাকে। সরস-রাসবিলাসে বামা-স্বভাবা শ্রীমতী যে দিন দুর্জ্জয় মান-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেইদিন প্রেমের কুটিলাবর্ত্তে কাতর হইয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া অভিমানিনী শ্রীরাধার শ্রীচরণ ধরিয়া মান ভিক্ষা চাহিয়াছেন এবং হৃদয়ের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং ॥"

ধন্য রাধা প্রেম! যিনি পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধা প্রেম তাঁহাকেও এরূপ উন্মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিল; সুতরাং শ্রীরাধা প্রেমে ও শ্রীরাধা নামে যে কি অপূর্ব্ব উন্মাদিনী শক্তি আছে—সে শক্তির কত প্রভাব, কে বলিতে পারে—সে শক্তির কত বিশিষ্টতা? তাই শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ "শ্রীচৈঃ চঃ।

রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-প্রেমগুরুর নট-শিষ্য। শ্রীমতী প্রেমের ভরে তাঁহাকে যেমন নাচান তেমনি নাচেন। শ্রীমতীর নিকট প্রেমকলা শিক্ষা লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়। এইজন্যই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-রত্ন-খনি। যথা—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥

শ্রীগোঃ লীঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজন্মভূমি কে?—একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা! শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে?—অনুপম গুণবতী শ্রীরাধা, অন্য কেহ নহেন।

অতএব রাধা-প্রেম ত্রিজগতে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাস-রসে নিমগ্ন হইয়া প্রত্যেক গোপীকার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সমভাবে বিহার করিতেছেন। ঠিক সেইরূপ সাধারণভাবে শ্রীমতীর পার্শ্বেও এক কৃষ্ণ এবং শ্রীমতীও তাঁহাদের মধ্যে একজন। প্রেম-গরবিনী শ্রীমতী প্রেমের সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া দুর্জ্জয় মান-ভরে রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীরাধার ক্ষণমাত্র বিরহও শ্রীকৃষ্ণের অবিসহ্য হইয়া উঠিল। তখন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

শ্রী গীঃ গোঃ।

কংসারি অর্থাৎ রোগ-শোক ভবভয়হারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর বিরহ-

শোকে ব্যাকুল হইয়া শ্রেষ্ঠ রাস-বিলাস-বাসনার শৃঙ্খলরূপিণী শ্রীরাধিকার মাধুরী-প্রতিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ রাস-রসাস্বাদন তুচ্ছ করিয়া যখন শ্রীমতীর জন্য ক্ষুণ্ণ হইলেন তখন সেই রসিকানন্দা—শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম বস্তু—তাহাতে সন্দেহ কি ?

শ্রীমতী কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা, অন্যান্য গোপীগণ তাহার পল্লব-পুষ্প-পত্র। মূলে জল সেচন করিলে যেমন পত্র-পল্লবাদির তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ শ্রীরাধিকা লতিকা মূলে প্রেমামৃত সেচন দ্বারা অন্যান্য গোপীগণকে প্রফুল্লিতা করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্যই শ্রীরাধা-প্রেম পক্ষপাতশূন্য—নিত্য নির্ম্মল।

শ্রীরাধার প্রেমের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব !—শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে ঐশ্বর্য্যময়ী নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীমতী তথায় আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবশালী হইয়াও ভানুরাজ-কুমারীর প্রেম-বশ্যতা হেতু দর্শনমাত্র চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ব্বাহু ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। যথা—

"রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া
সাশক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীর্চ্চতুর্ব্বাহুতা ॥

উজ্জ্বল নীলমণি।

শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তিকে বিদায় দিয়া দ্বিভুজ মুরলীধর নব-কৈশোর শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিকে প্রকাশ করিল। ধন্য শ্রীরাধার মহিমা !

আহা ! এই পরম রমণীয় শ্রীরাধা-প্রেম প্রভাবেই পতিতপাবন ভুবন-মোহন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার প্রকটন ! অশেষ চিত্তাকর্ষক কন্দর্পকোটিমোহন শ্রীশ্রীগৌর-বিগ্রহ বাসন্তী-পূর্ণিমার স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আবির্ভূত হইয়া ধরাধাম পবিত্র করিয়াছেন। ভজনের চরম-আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগতের প্রত্যেক খণ্ডেই প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহা মনে করিতেও আমাদের ন্যায় কলুষিতাত্মা পাষণ্ডের হৃদয়ে আনন্দবেগ উছলিয়া উঠে। এই যে প্রেমের ঠাকুর—দয়ার অবতার শ্রীগৌরশশীর প্রকট উদয়ে বেদের অগোচর—দেবের দুর্ল্লভ প্রেমসুধাধারা জগতে সমভাবে বর্ষিত হইল—যে সুধাকণা আস্বাদে আচণ্ডাল অন্ধআতুর—বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই প্রাণ পুলকাবেশে শীতল হইল, সে কেবল আমাদের প্রেমময়ী শ্রীরাধার

অতুলনীয় প্রেম মহিমার গুণে; ইহা ভক্তজনমাত্রেই অবগত আছেন। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বা" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মাদৃশ বহির্মুখ জীবের পক্ষে লৌকিক ভাষায় সেই প্রেমপ্রতিমার প্রেম-মহিমার অভিব্যক্তি কথনই সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভবই নহে, তবে এ দুঃসাহস কেন? ইহা বালকের চন্দ্র-স্পর্শনের নিমিত্ত বিফল উল্লম্ফন মাত্র। বালকগণ যেমন তাহাতে নিজেনিজেই আনন্দ উপভোগ করে আর দর্শকগণ সেই অজ্ঞান-সম্ভূত চপল-চেষ্টা দেখিয়া আনন্দে করতালি দেন। তদ্রূপ এই অজ্ঞানাধাম অকিঞ্চন সুদুর্লভ ভক্তিকণা লাভে কৃতার্থ হইবার আশায় যে চাপল্য প্রকাশ করিতেছে, ভরসা আছে, কৃপাময় ভক্তজন তাহাতে কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন।

যেমন শ্রীগৌর নাম প্রাণ ভরিয়া না গাহিলে—শ্রীগৌর লীলামৃতসিন্ধুতে নিম-জ্জিত না হইলে শ্রীবৃন্দাবন লীলারাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে না, সেইরূপ কৃষ্ণলীলা-শিখরিণী শ্রীরাধা নাম না গাহিলে—শ্রীরাধার প্রেম-সমুদ্রে না ডুবিলে শ্রীকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। অধিকন্তু শ্রীরাধাচরণ কোকনদের মকরন্দপানে বিভোর না হইয়া যে জন শ্রীকৃষ্ণ আরাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ভজন সাফল্য দূরে থাকুক, সেই মূঢ় অতি ঘোরতর অপরাধে পতিত হইয়া থাকে। যথা—

"ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর।
স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥
আগমে নিগমে যেই রাধার গুণগণ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥
হেন রাধা পাদপদ্মে করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সেই তো কপটি দম্ভী অতি মূঢ়মতী॥ কর্ণামৃত।

এই জন্যই যাঁহারা প্রাণের মাঝে গোলোকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের মধুময় নিকুঞ্জশোভার সৃষ্টি করিয়া প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের মধুর মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রতি নিয়ত প্রাণারাম শ্রীরাধা নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া প্রেমাশ্রু ধারায় পরিপ্লুত হইয়া থাকেন। যেমন,—

রাধা রাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধা রাধেতি জল্পতি।
বৃন্দারণ্যে মহাভাগ রাধা সহচরী ভবেৎ॥
পাদ্মে, উত্তর খণ্ডে।

যিনি শ্রীরাধার পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া নিরন্তর প্রাণ ভরিয়া "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করেন সেই মহাত্মা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-সঙ্গিনা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ করেন।

এই জন্যই শ্রীরাধানাম-মহামন্ত্র প্রেমিক ভক্তের প্রাণাদপি প্রিয়। ভক্ত-কুল-গুরু শ্রীসদাশিব শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন—

তদালাপং কুরুষ্বৈব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমং।
অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনং॥

হে মহাভাগ নারদ! এই মহামন্ত্র শ্রীরাধানাম অহর্নিশি জপ কর, কীর্ত্তন কর এবং তদীয় প্রেমলীলার আলাপন কর।

এই পীযুষ-নিষ্যন্দি শ্রীরাধা নাম আমাদের ন্যায় অভক্ত অরসিকের পক্ষে কখনই আস্বাদ্য নহে। জাহ্নবীর বিশালবক্ষে শারদপৌর্ণমাসীর স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার ন্যায় শ্রীরাধার ভাব যাঁহাদের ভক্তি-বিপ্লুত হৃদয়-সরসী মধ্যে শোভা পায়—যাঁহারা শ্রীরাধা গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ আস্বাদন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন, শ্রীরাধানাম তাঁহাদেরই জন্য। অসঞ্জাত-রাগ জীবের পক্ষে ভুবন-পাবন শ্রীগৌরনামের সহিত সুমধুর শ্রীহরিনামই যথেষ্ট। উপাসনার ক্রমোৎকর্ষে সাধক যখন ব্রজ-ভজনের মধুররাজ্যে প্রবেশ করেন তখন শ্রীরাধা নামের মোহকারিতা ও রমণীয়তা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। তখন শ্রীরাধা নামের "রা" শব্দ মাত্র উচ্চারণে প্রেমপুলকে বিবশ হইয়া নয়নজলে ভাসিতে থাকেন।

এই প্রেম মাধুর্য্যময়ী-শ্রীরাধার স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণ যেমন চিন্ময় পুরুষ শ্রীমতীও সেইরূপ চিন্ময়ীমূর্ত্তি। তাঁহার প্রেম-বিভাবিত শ্রীঅঙ্গ প্রাকৃত নয়নের অগোচর। উন্মীলিত প্রেম-চক্ষুর সাহায্যেই তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে। প্রেমের স্থায়ীভাবকে মহাভাব কহে। এই মহাভাবই চিন্তা সমূহের সারচিন্তা বলিয়া চিন্তামণি নামে অভিহিত, ইহাই শ্রীমতীর স্বরূপ। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই ইহাঁর কার্য্য। ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধার কায়-ব্যূহরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণ-লালাময়ী মনোবৃত্তিরূপা সখীমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজিতা। সুগন্ধি দ্রব্য-সমন্বিত তৈল হরিদ্রা মাখিলে যেমন অঙ্গের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ও অঙ্গ সুগন্ধযুক্ত

হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিগুণেই শ্রীরাধার অঙ্গ সুগন্ধাঢ্য ও সমুজ্জ্বল। শ্রীমতীর এই মার্জ্জিত শ্রীঅঙ্গ প্রথম শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যামৃতে অভিষিক্ত হয় পরে তারুণ্যামৃত ধারায় তাঁহার দ্বিতীয় স্নান হয়, অবশেষে তাঁহার প্রতি লাবণ্যামৃত রস বর্ষিত হইয়া থাকে। দয়া, তারুণ্য যৌবনশ্রী ও শেষে লাবণ্যরূপ অমৃতধারায় যখন শ্রীরাধা-রূপ পুনঃপুনঃ ধৌত হয়, তখন সেই শ্রীঅঙ্গ-কান্তি হইতে ইন্দ্রিয়াতীত অলোক-সামান্য লাবণ্যধারা সর্ব্বদাই ক্ষরিত হইতে থাকে। শ্রীমতীর পরিধেয় বসন লজ্জারূপ পাটের সাটী। তাঁহার রক্তবর্ণ দ্বিতীয় বসন বা ওড়না—কৃষ্ণানুরাগ। কাঁচুলী—প্রণয়াভিমান। অঙ্গ বিলেপন কুঙ্কুম—সৌন্দর্য্য; চন্দন—সখি-প্রণয়। কর্পূর—মৃদুহাস্যপ্রভা। মৃগমদ চিত্রিতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল-রসে তাঁহার কলেবর পরিশোভিত। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ও হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব সকল তাঁহার অঙ্গের আভরণ। কিল-কিঞ্চিতাদি বিংশতিভাব ও মাধুর্য্যাদিগুণ সকল পুষ্পমালা রূপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূষিত। ধীরাধীরত্বগুণরূপ পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা তদীয় শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত। প্রচ্ছন্নমান ও বাম্য মস্তকের দুইটী বেণী-বিন্যাস। সৌভাগ্য রূপতীলকে তাঁহার চারু-ললাটদেশ উজ্জ্বল এবং হৃদয়ে প্রেম-বৈচিত্র্যরূপ রত্ন শোভমান। কৃষ্ণনামগুণ ও যশঃ শ্রবণই তাঁহার কর্ণভূষণ। কৃষ্ণনাম যশঃ কীর্ত্তনই তাঁহার মধুর বচন। কৃষ্ণানুরাগ তাম্বূলে অধরযুগল সুরঞ্জিত। এবং প্রেম-কুটিলতাই নয়নের কজ্জল। তিনি নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে প্রেম-গর্ব্ব পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া প্রেম-বৈচিত্ত্য-হার মৃদু মৃদু আন্দোলন করিতে করিতে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সঙ্গ চিন্তা করেন এবং মধ্যবয়স্থা সখীগণের স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ কর-কমল বিন্যস্ত করিয়া থাকেন। কৃষ্ণলীলানন্দরূপা অষ্টমনোবৃত্তিই অষ্টসখী ও তদনুবৃত্তি সকলই মঞ্জরী। সপত্নীগণের হৃদয়শোষী যশঃশ্রী তাঁহার কচ্ছপীবীণা। শ্রীমতী এইরূপ অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণমণ্ডিতা হইয়া কৃষ্ণ-কন্দর্পানন্দী মধু পরিবেশন করেন এবং সেই শ্যামরসমধু কৃষ্ণকেও পান করান। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করাই শ্রীমতীর কার্য্য।

শ্রীরাধিকার এই অপ্রাকৃত স্বরূপ বর্ণনা ভক্ত পাঠকবর্গের বিদিত থাকিলেও প্রসঙ্গানুরোধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী-কৃত "প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য" স্তবরাজ অবলম্বন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে উহা বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তপাঠক-বর্গের অবগতির জন্য সেই পরম প্রেমদ স্তবটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তদ্‌যথা—

"মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাং। সখীপ্রণয় সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং ॥ ১ ॥ কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যামৃত বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥২॥ হ্রী পট্টবস্ত্র গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাং। শ্যামলোজ্জ্বল কস্তূরী বিচিত্রিত কলেবরাং ॥ ৩ ॥ কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা। উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈঃ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥৪ ক্লিপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং। ধীরাধীরত্বসদ্বাস পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥ ৫ ॥ প্রচ্ছন্নমান ধর্ম্মিল্লাং সৌভাগ্যতীলোকোজ্জ্বলাং। কৃষ্ণনাম যশঃশ্রাব বতংসোল্লাসি কর্ণিকাং ॥৬॥ রাগ তাম্বুলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকোটিল্য কজ্জলাং। নর্ম্মভাষিত নিঃস্যন্দস্মিত কর্পূরবাসিতাং ॥ ৭ ॥ সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া। নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্যং বিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥ ৮ ॥ প্রণয়ক্রোধ সচ্চোলী-বন্ধ গুপ্তীকৃতস্তনাং। সপত্নী বক্ত্রহৃচ্ছোষি যশঃশ্রী কচ্ছপীরবাং ॥ ৯ ॥ মধ্যতাত্ম সখীস্কন্ধ লীলান্যস্তকরাম্বুজাং। শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ মধূলী পরিবেশিকাং ॥ ১০ ॥ ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ। স্বদাস্যামৃত সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥ ১১ ॥ নমুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ। অতো গান্ধর্ব্বিকে হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥১২॥ প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্যং স্তবরাজ মিমং জনঃ। শ্রীরাধিকা কৃপাহেতুং পঠং স্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩॥ ইতি।"

এই চিন্ময়-স্বরূপিণী গোকুলানন্দদায়িনী শ্রীরাধা রূপে গুণে ও সৌভাগ্যে সকলগোপিকার গরিয়সী এবং শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রেয়সী। যথা—

"সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" পদ্মপুরাণ।

"অত্যন্ত বল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লানমুখশশী ॥
এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহে না দেখিয়া দোঁহে প্রাণে বহে খেদ ॥" শ্রীঃ ভক্তমাল।

অতএব শ্রীরাধার নামগুণ-গরিমার পরিসীমা নাই। শ্রীমতীর গুণ-গায়িকা ব্রজের বিশাখা সখী শ্রীল রামানন্দ রায়ও যখন শ্রীরাধাতত্ত্ব বর্ণনে অক্ষম হইলেন তখন আমাদের ন্যায় জীবাধমদিগের আর কথা কি? শ্রীল রায় মহাশয় বলিয়াছেন—

"যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণের কৃষ্ণ নাহি পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥" শ্রীচরিতামৃত।

আমরা বিষয়-কীট ছারজীব। সর্ব্বদা বিষয়-ভোগকেই সংসার-সমুদ্রের সারভূত সুধা বলিয়া মনে করি। হায়! এ মোহ ঘুচিবে কি? সেদিন আসিবে কি? যে দিন "রাধে রাধে" বলিয়া প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লুত হইব।—সে রাঙ্গাচরণের সেবাধিকার পাইব?

"যদি পাই লুকাইয়া হিয়ামাঝে রাখি!
বিরলে চরণ দুটী ক্ষণে ক্ষণে দেখি॥"

পঞ্চদশ প্রবাহ।

শ্রীনাম মাহাত্ম্য।

স্বর্ণকার অগ্নিতে স্বর্ণ নিক্ষেপ করে, তাহার মলিনতা দূর করিবার জন্য—ভস্ম করিবার জন্য নহে। শ্রীভগবানও জীবকে এই যে ভীষণ বিষয়ানলে দগ্ধ করিতেছেন—হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবার জন্য—তাহার উদ্ধারের জন্য—যন্ত্রণা দিবার জন্য নহে। কেননা সংসারের এই দারুণ পরীক্ষায় পতিত হইয়া জীব যখন শোকতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে তখন জীবনে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। প্রাণ জুড়াইবার জন্য প্রেমময়ের অমিয়মধুর নাম-রসাস্বাদনে স্পৃহা জন্মে এবং জীব নিত্যকৃষ্ণদাস এই আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সাধুগুরুর শ্রীচরণান্তিকে শরণগ্রহণ করে।—বিরামের আশ্রয়লাভ করিয়া জীবন জুড়ায়। তখন সংসারের তাণ্ডবশীল ভয়-শোক-মোহাদি আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যথা—

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষ শেষ সরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপগাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ ভয়শোকমোহাঃ॥ শ্রীভাঃ ৪।২৯।

যেস্থানে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ অবস্থান করেন তথায় সাধুগণের বদনকমল হইতে তাঁহাদের সদা-আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা রূপ সুধাস্রোতস্বিনী চারিদিকে প্রবাহিত হয়। যাঁহারা অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই সরিৎসলিল অতৃপ্তভাবে পান করেন তাঁহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভয় শোকমোহাদি কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। ফলতঃ ভক্তিরসিকদিগকে ক্ষুধা প্রভৃতি বাধা দিবে, সম্ভাবনা কি?

অতএব হে বিষয়াসক্তজীব! যদি বিষয়ের অসারতা—সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া থাক, তবে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ প্রান্তে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া পুলকাশ্রু সহকারে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম শ্রবণ কীর্ত্তন কর। যদি না বুঝিয়া থাক তাহাহইলেও শ্রীনাম-তরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া দাও,সেই অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরির চরণ-মূলে উপনীত হইতে পারিবে,সকল অনর্থের বিনাশ হইবে এবং শ্রীনামের মহিয়সী শক্তিতে অবিলম্বেই কুজ্ঞানকলুষিত হৃদয় সুনির্ম্মল হইবে। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন যত সহজে শ্রীভগবৎ-কৃপা ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আনয়ন করিতে পারেন অন্য কোন সাধনার সেরূপ সামর্থ্য নাই। তাই আমাদের দয়ালপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনামের যে মাহাত্ম্যগাথা শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

সত্ত্বগুণান্বিত চিত্ত স্বভাবতঃই দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। এই চিত্তদর্পণেই শ্রীকৃষ্ণের মধুরমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হন। কিন্তু আমাদের এই চিত্তদর্পণ কামাদি পঙ্কিল কালিমায় নিরন্তর বিমলিন ও অস্বচ্ছ। সুতরাং কিরূপে শ্রীভগবৎ প্রতিমা তাহাতে প্রতিভাত হইবে? দর্পণকে মাজিলে—ধৌত করিলে যেমন তাহার মলিনতা থাকেনা সেইরূপ অকপটে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে আনন্দাশ্রুজলে চিত্তের কলুষতা বিধৌত হইলে ভক্তের ভাবনাময়ী শ্রীভগবন্মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হন। সুতরাং শ্রীনাম গ্রহণই চিত্তদর্পণ মার্জ্জনের সহজ উপায়।

শ্রীনাম গ্রহণে জীবের কেবল চিত্ত সুমার্জ্জিত হয় না, ভব যন্ত্রণারও অবসান হয়। সংসারে পাপতাপের দাব-দাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া জীব যখন জুড়াইবার জন্য শান্তি অন্বেষণ করে, তখন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন জীবের দাব-দগ্ধ হৃদয় মাঝে শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া সেই দাবানল নির্ব্বাপিত করেন। নতুবা সে দাবানল নির্ব্বাপণের অন্য কোন উপায় নাই। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরূপ বৃষ্টিধারাপাতেও সে মহাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। জীব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই এই সংসার দাবানলে পতিত হয় এবং কর্ম্মদ্বারা সে কর্ম্মসূত্র ছেদন করিতে না পারিয়া পুনঃপুনঃ ক্লেশভোগ করে। কারণ—

"পাপাদি যজ্ঞাদি উভয়ই কর্ম্ম হয়।
অতএব কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম নহে ক্ষয়॥"

পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা পুণ্যের জন্য যজ্ঞাদি উভয়ই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মনাশ না হইয়া বরং একটি নূতন কর্ম্মের সূত্রপাত করে। প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপের বিনাশ সাধিত হইলেও কুঞ্জরশৌচবৎ মন পুনরায় অসৎ পথে ধাবিত হয়। সুতরাং কর্ম্মী পাপপুণ্যবশে পুনঃপুনঃ নরক স্বর্গে যাতায়াত করিতে থাকে। তাই বলি—

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধ কৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥

শ্রীভা, ৬।২

শ্রীভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন ব্যতীত কর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ পাপমূল ছেদনের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। কেননা শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদে একবারে পাপ-সমূলে বিনষ্ট হইলে চিত্ত আর কর্ম্মজালে জড়িত হয় না। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পাপনিষ্কৃতির উপায় স্বরূপ যে সকল প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রতাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আপাততঃ পাপের কিঞ্চিৎ শান্তি হয় বটে কিন্তু পাপের বীজ ক্ষয় হয় না। সুতরাং মন পূর্ব্বের ন্যায় আবার রজঃতমোগুণে বিমলিন হইয়া পড়ে।

অতএব—

তৎকর্ম্ম নির্হার মভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্ব ভাবনঃ॥

শ্রীভা, ৬।২

যাঁহারা একবারে কর্ম্মমূল উন্মূলিত করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া, নাচিয়া-মজিয়া শ্রীহরির নাম গুণানুবাদ করুন। কারণ উহাই, চিত্ত শোধক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই দুঃখ-দবার্দ্দিত জীবের হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন।

শ্রীনাম এইরূপে জীবের ভবজ্বালা নিবারণ করিয়া শ্রেয়ঃরূপকুমুদ-চন্দ্রিকা বিতরণ করেন অর্থাৎ সুধাংশুর সুধা-মাখা কিরণে যেমন কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ চন্দ্রকিরণে ভক্তিকুমুদও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রেয়ঃ অর্থে ভক্তি। কর্ম্মী জ্ঞানীদের মতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ জীবের শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হইতে পারে। তন্মধ্যে ধর্ম্মার্থ কামকে সুখের হেতু বলিয়া কেহ কেহ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া থাকেন। আবার দুঃখের নিবৃত্তি ও আত্যন্তিক সুখ সম্ভোগ লাভ হয় বলিয়া কেহ কেহ মুক্তিকেই জীবের পরমশ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্ত এই ভুক্তি মুক্তিকে পিশাচীর ন্যায় ভয়ঙ্করী মনে করেন। যতদিন হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তির স্পৃহা বলবতী থাকে ততদিন সে হৃদয়ে ভক্তি সুখের উদয় হয় না। যথা—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ?॥"

এইজন্য ভক্তগণকে মুক্তি ফল প্রদান করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা উহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার কণ্টক মনে করিয়া দূরে পরিহার করেন। চতুর্ব্বর্গ তাঁহাদের নিকট তৃণতুল্য। যথা—

তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনাঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

অর্থাৎ হে দেব! ত্বদীয় কথামৃত-সমুদ্রে সাধু-রাজহংসগণ সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন এবং প্রেম-শতদলের মধুপান করিয়া চতুর্ব্বর্গকেও তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

তাই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

"মুক্তি পদ কহিতে মনে হয় মহা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদও শ্রীহরিকে মুক্তি পদ প্রার্থনা না করিয়া জীবের যাহা একমাত্র শ্রেয়ঃ সেই ভক্তি পদ প্রার্থনা করিয়াছেন—

নাথ জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ! বহুসহস্র জন্মের মধ্যে আমি যে যে জন্ম পাইব সেই সেই জন্মে হে অচ্যুত! তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি হয়।

অতএব ভক্তিই জীবের পরম শ্রেয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ নাম জীবের হৃদয়ে সেই ভক্তি-প্রভা বিস্তারিত করেন। এই শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই আবার বিদ্যা-বধূর জীবন স্বরূপ। শ্রীভগবৎশক্তি মূলতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ। বিদ্যা ও অবিদ্যা। অবিদ্যা অজ্ঞান সাধিকা, সুতরাং সংসারের হেতু। বিদ্যা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সাধিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান জন্মায়। অবিদ্যা নাশ হইলে —সংসারের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে বিদ্যা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বিদ্যাই সম্বিদা শক্তির সার—শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান শক্তি। "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।" ইহাকে কেহ কেহ ভক্তি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন এই শক্তিকে হৃদয় মধ্যে নিত্য সঞ্জীবিত করিয়া রাখেন।

আবার সুধাংশুর উদয়ে সাগর-বারি যেমন স্ফীত হইয়া থাকে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে জীবের আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে। এই আনন্দই হ্লাদিনী শক্তি বা প্রেমানন্দ। শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে এই আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং ভক্ত প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করিয় থাকেন। শ্রীনামামৃত পুনঃপুনঃ সেবন করিলেও অস্পৃহা জন্মে না; পরন্তু উত্তরোত্তর লালসা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীনাম স্থাবর জঙ্গমাদি সকল জীবেরই তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। তরু-লতাদির উচ্চারণ ক্ষমতা না থাকিলেও তাহারা শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রবণমাত্র প্রফুল্ল হইয়া থাকে। যথা—

"সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥"

এ হেন জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন পরম জয়যুক্ত হউন। এস্থলে কৃষ্ণশব্দে সেই গোপীজন বল্লভ শ্রীগোবিন্দকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

যেহেতু—

"প্রভু কহেন কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

"শ্রী" অর্থে রাধা। অতএব কৃষ্ণনামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দ যোগে "শ্রীরাধা-কৃষ্ণ" যুগলতত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই পরম প্রেমদ শ্রীযুগল নাম উচ্চরবে কীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

যেহেতু,—

কৃষ্ণনাম জগদ্বন্ধুর্জগদ্বীজং গুণং পরম্।
বিশ্বাধারং কৃষ্ণনাম জগতাং পাবনং পরম্॥
বিশেষতঃ কলিযুগে কৃষ্ণ নামৈব কেবলম্।
ত্যক্ত্বা নাস্ত্যেব দেবর্ষে লোকস্য গতিরন্যথা॥

পদ্মোত্তর খণ্ড।

কৃষ্ণনাম জগতের বন্ধু। "স্নেহেন মনো বধ্নাতি যঃ স বন্ধুঃ" অর্থাৎ স্নেহ-ডোরে যিনি মনকে বন্ধন করেন তিনিই বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণনামও জগতের স্থাবর জঙ্গম সকল জীবকেই এক অপূর্ব্ব স্নেহপাশে বন্ধন করিয়া অর্থাৎ আপনার নিজজন করিয়া লইয়া বন্ধুর ন্যায় অসময়ে হিতসাধন করেন—এই দুস্তর ভব সাগর পার হইবার জন্য অতি দুর্লভ প্রেমভক্তি রূপ পাথেয় প্রদান করেন। শ্রীনাম সকলের প্রতিই সমান স্নেহযুক্ত। হেলায়-শ্রদ্ধায় বা যে কোনরূপে কীর্ত্তিত হউন না কেন, ফল প্রদানে কুণ্ঠিত হয়েন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যক্তি বিশেষের বন্ধু নহেন—জগতের বন্ধু। আবার "নামনামী অভিন্নাত্মা" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম জগতের বীজ ও জগতের আধার স্বরূপ। শ্রীনামের ন্যায় পরমপাবন জগতে আর কিছুই নাই। যথা—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্নিশং হরিং।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্‌ক্তিপাবনঃ॥

হ, ভ, বি, ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

অর্থাৎ মহাপাতক যুক্ত হইয়াও যে ব্যক্তি শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন তিনি নির্ম্মলাত্মা হইয়া পঙ্‌ক্তি-পাবনত্ব * লাভ করেন।

অতএব শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে যেরূপ সহজে পবিত্রতা লাভ ঘটে, অন্য ব্রতাদি শুভকর্ম্মদ্বারা সেরূপ হয়না। শ্রীকৃষ্ণনাম সকলযুগে সমান ফলদায়ক হইলেও বিশেষতঃ কলিযুগে নামব্যতীত মনুষ্যের অন্য কোন উপায়ই নাই। "হরের্নামৈতি" শ্লোকই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

* শ্রাদ্ধ-ভোজনার্হ ব্রাহ্মণত্ব।

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥

এই কলিযুগে যে সকল মানব সাংসারিক কার্য্যে বৃথা ভ্রমণ করিয়া থাকে শ্রীনামকীর্ত্তন ভিন্ন তাঁহাদের পরম লাভ আর কিছু নাই। যেহেতু শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে পরমা শান্তি লাভ হয় এবং পুনর্জ্জন্মও নিবারিত হইয়া থাকে।

তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিক নিষ্কৃতিম্ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনই জগতের মঙ্গলজনক এবং মহাপাপেরও একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া জানিবে।

তাই বলি রে অবোধ মানব! যদি তুমি নিজ জীবনের অবস্থার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে বুঝিবে, তোমার কি ভীষণ দুর্দ্দশা! পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের অবস্থা দেখিয়াছ, তদপেক্ষাও তোমার দশা শোচনীয়। হায়! বিহঙ্গ কোথায় স্বাধীনভাবে পক্ষপুট বিস্তার করিয়া নির্ম্মল গগনে উড়িয়া বেড়াইবে—শ্যামল বনবিটপীর শাখায় বসিয়া প্রকৃতির মনোমদ শোভা রাশি দেখিতে দেখিতে কলকণ্ঠে কূজন করিবে—বনজাত মধুর ফল ভক্ষণ ও গিরি-গাত্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর স্নিগ্ধ বারি পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিবে, তা না হইয়া ক্ষুদ্র পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পরদত্ত কুৎসিত ভক্ষ্য পেয় দ্বারা কোনরূপে জীবন যাপন করিতেছে। মানব! তোমার জীবনও কি ততোধিক বিড়ম্বিত নহে? তুমি সৃষ্টির ভূষণ হইয়াও কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া এই সঙ্কীর্ণ দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছ—পুনঃপুনঃ সুখদুঃখাদি ভোগ করিতেছ। দেখ, তোমার অন্তর্ব্বাহ্য কিরূপ বিসদৃশভাব ধারণ করিয়াছে। তোমার বদনখানি বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন, চক্ষু প্রভাহীন, দেহখানি ঘুণ-জর্জ্জরিত বংশদণ্ডের ন্যায় রোগশোক দুশ্চিন্তায় জীর্ণ শীর্ণ। আবার ঐ দেহ পিঞ্জরের অভ্যন্তরে তোমার মনের দিকে চাহিয়া দেখ—কাম ক্রোধ কুটিলতা প্রভৃতি পাশবপ্রবৃত্তিগুলি কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, দয়া দাক্ষিণ্যের পরিবর্ত্তে ঘোরতর স্বার্থপরতা বিদ্যমান। এই স্বার্থের অনুরোধে বিবিধ পাপ কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত না হইয়া, নিজের ভোগসুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছ। দুঃখময় গৃহধর্ম্মে যাবজ্জীবন দুঃখের

প্রতিকার করিয়াই জীবনযাপন করিতেছ। পরিজন পালনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন দরিদ্রতা আসিয়া দেখা দেয় তখন স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে কি? যেমন কৃপণ স্বভাব কৃষকের নিকট অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ বলদের আদর থাকেনা সেইরূপ পরিজনও অবজ্ঞার সহিত ভক্ষ্যপেয়াদি প্রদান করিয়া থাকে। অহো! কি বিড়ম্বনা! ইহাতেও কি মানবের চৈতন্য হয় না?

"কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

স্বার্থান্ধ মানব! তুমি স্বার্থের জন্য শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছ। কিন্তু একবারও ভাবিয়াছ কি?—"কে আমি, আমারে কেন জারে তাপত্রয়।"—ভাবনা বলিয়াই তো এরূপ দুর্গতি। অতএব ভ্রান্ত! একবার নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখ—আর তুমি যে সংসারমার্গে সুখের জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছ সেই বহুবিঘ্নসঙ্কুল সংসারমার্গটা কিরূপ ভয়ঙ্কর একবার অনুধাবন কর।—

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরু ক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র
ব্যালান্বিষ্টে বিষয় মৃগতৃষ্ণাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খল মৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞস্বার্থঃ
পাদৌ কস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ॥

শ্রীভা, ৪।৭।২৫।

এই বিশ্রামস্থান-শূন্য গুরুতর-ক্লেশবহুল-সংসার-মার্গে—এই অন্তকরূপী উগ্রমূর্ত্তি ভুজঙ্গ-লক্ষিত দুর্গম স্থানে বিষয়রূপিনী মৃগতৃষ্ণিকা নিরন্তর দেদীপ্যবতী। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ বহুতর গর্ত্ত ও খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় এখানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং শোক-দাবানল সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে শরণদ। অহঙ্কারাস্পদ দেহ ও মমতাস্পদ গৃহ রূপ গুরুভার লইয়া ও সকাম কর্ম্মকণ্টকে নিপীড়িত হইয়া অজ্ঞব্যক্তিগণ এই সংসার মার্গে কোন কালে আপনার চরণ-কমল রূপ শান্তি-নিবাসে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে?

সেই জন্যই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভ্রান্তজীব পথহারা—দিশেহারী হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করে।—যাদুকরী মায়া তাহাকে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত যেমনভাবে ইচ্ছা নাচাইয়া থাকে।—

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

তাইবলি জীব! নিজের এই দারুণ দুরবস্থার বিষয় একবার চিন্তা কর। আর কেন এই অজ্ঞানান্ধকারে মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রজ্জুকে, সর্পভ্রম—অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করিতেছ। একবার সেই শরণ্যের শরণ্য—বরেণ্যের বরেণ্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীচরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন কর—সেই চিত্ত-হারী জীবোদ্ধারী শ্রীনাম সূর্য্যের কিরণাভাসে অজ্ঞানান্ধকারে মায়ার ভেল্কী অচিরেই তিরোহিত হইবে—শান্তিধামের সহজ পথ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। অতএব আর কাল বিলম্ব কেন?—

ত্বং নির্ব্যাজং ভজগুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতি রতিতরামুত্তম শ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণ কুহরে হন্ত যন্নাম ভানো
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥

যিনি সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র করেন, যিনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শিরোভূষণ সেই শ্রীগোবিন্দকে আর নিমেষার্দ্ধ কাল-বিলম্ব না করিয়া অনন্যচিত্তে ভজনা কর। যেহেতু তাঁহাতে মতি অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে ক্রমশঃ রতি ও প্রেমের অভ্যুদয় হয় এবং তদীয় প্রভাবশীল নাম-সূর্য্য হৃদয়ে সমুদিত না হইলেও উদয়াভাসমাত্রেই অন্তঃকুহর সমাবৃত হাপাতক তমোরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে জীবের কেবল অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয় না শ্রীকৃষ্ণ নাম বের হৃদয়াকাশ নির্ম্মল করিয়া তাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেও উদিত করিয়া কেন। যথা—

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।

প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে কিম্বা তাঁহার লীলা-গাথা শ্রবণ করিলে তিনি চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করে এবং প্রভঞ্জন যেমন মেঘকে বিনষ্ট করে সেইরূপ মানবের অশেষ ব্যসন বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

অতএব-

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

কুৎসিত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একান্ত বিশ্বাসে শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন কর। অচিরেই ব্রহ্মাদি দেবদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধন প্রাপ্ত হইবে। "কু" অর্থে পৃথিবী। অতএব পার্থিববুদ্ধি বা সাংসারিক বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন কর, ইহাই উপদেশ। সংসারী মাত্রেই উচ্চনীচ, মানী-অমানী, দানী-দরিদ্র ইত্যাদি নানাবিধ ভেদনীতির বশবর্ত্তী। এই ভেদবুদ্ধির মূলে "আমি আমার" সম্বন্ধ বিনিহিত বলিয়া মানব সদ্ভাবে সুখ, অভাবে দুঃখ অনুভব করেন কিন্তু যিনি সে ভেদবুদ্ধিশূন্য হইয়া আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন—"দাসভূতো হরেরেব" অর্থাৎ জীব মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই অমানী মানদ ও সহিষ্ণু হইয়া, চণ্ডালও যদি একবার "শ্রীহরি" বলিয়া ডাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আলিঙ্গন করেন। যেহেতু—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

যিনি ঐকান্তিক চিত্তে ভগবানের ভজনা করেন—প্রাণভরিয়া তাঁহার নাম লীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করেন তিনিই ভগবানের প্রিয়তম হন। নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও—জীবনে শতসহস্র পাপাচরণ করিয়াও যে ব্যক্তি জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনামের শরণাপন্ন হয় তাহার চিত্ত আর সে দূষণীয় কর্ম্মে সংলিপ্ত হইতে পারে না—অবিলম্বেই সে ব্যক্তি ভগবানের কৃপাপাত্র হইয়া উঠে। তাদৃশ ভক্ত হরিভক্তি বিহীন সৎকুল ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। যথা—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি কচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ শ্রীভাঃ ৩।৩৩।৭

দেবহূতি কহিলেন—ভগবন্! চণ্ডালও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করে কিম্বা তোমাকে নমস্কার করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হয়। প্রারব্ধ পাপের বিনাশহেতু তাহার দুর্জ্জাতিত্বও বিনষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ভজনাধিকারী হয়। অতএব তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে এ কথা আর বক্তব্য কি?

অতএব নামভজনকারী ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও যে ঋষিতুল্য পূজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ।

শ্রীল হরিদাস যবন-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ত্রিজগতের পূজ্য হইলেন। শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলসম্ভূত হইয়াও পূজনীয় ব্রাহ্মণের গুরুপদবাচ্য হইলেন। তবেই বলিতে হয়—

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতিকুল বিচার॥"

শ্রীনামের এরূপ পাবনত্ব গুণ থাকিলেও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের ফল ইহা অপেক্ষাও অধিক বিচিত্র। যথা—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ শ্রীভাঃ

অহো! অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়! তোমার একটী মাত্র নাম যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান থাকে, সে শ্বপচ হইলেও পূজনীয় গুরুপদ বাচ্য অর্থাৎ অন্যাকে নামাত্মকমন্ত্র উপদেশ করিবার যোগ্যতা ধারণ করেন। জিহ্বার

অগ্রভাগে অসম্পূর্ণ উচ্চারিত হইয়াও একটীমাত্র নাম যখন এরূপ ফলপ্রদান করেন তখন সম্পূর্ণ জিহ্বায় সম্পূর্ণভাবে বহুতর নাম উচ্চারিত হইলে কি আশ্চর্য্য ফলদান করেন তাহা কে বলিতে পারে? সেই শ্বপচই যে কেবল যজ্ঞবেদাধ্যয়ন তপস্যাদি-সিদ্ধ ফললাভ করিয়া থাকেন তাহা নহে,অন্য যে কেহ তোমার শ্রীনামগ্রহণ করেন, শ্রীনামকীর্ত্তন মাত্রেই তাঁহাদের সকল তপস্যা, সকল যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব সদাচার ও সর্ব্ববেদাধ্যয়ন কৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের পুনরায় ঐ সকল অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন থাকে না। ভক্তের কর্ম্মকাণ্ডে যে অধিকার নাই, তাহা এতদ্দ্বারা সূচিত হইল।

শ্রীনামকীর্ত্তনে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই। বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সমান অধিকার আছে। যথা—

স্ত্রী শূদ্রঃ পুরুষো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

স্ত্রীপুরুষ শূদ্র অথবা যে কেহ পাপযোনিসম্ভূত ব্যক্তি হউক না কেন, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন তিনি সকলেরই নমস্য, তাঁহাকে নমস্কার করি।

কলি-কলুষহর শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, সকল সময়ে সকলেই করিতে পারেন! শ্রীনাম-ভজনে কিছুমাত্র কালাকালের নিয়ম নাই। যথা—

স্নানে কালোঽস্তি দানে চ কালোঽস্তি জপযজ্ঞয়োঃ।
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥

পদ্মপুরাণ।

স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, দান জপ যজ্ঞাদিতেও কালের নিয়ম আছে; কিন্তু এই ক্ষিতিতলে শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের কোন কাল-নিয়ম নাই।

তাই, আমাদের দয়াল প্রভু চঞ্চলমতি দুর্ভাগ্য কলির জীবের দারুণ দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবার জন্য জগজ্জীবকে শিক্ষাদানচ্ছলে দৈন্যপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি,-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,-
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্! আপনি ভক্তগণের বাঞ্ছানুরূপ "কৃষ্ণ গোবিন্দাদি" বহুবিধ নামের প্রচার করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত নামে নিজের সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন; আবার তাহাতে স্মরণেরও কোন কাল-নিয়ম করেন নাই। আপনার এতাদৃশী কৃপা, কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব আপনার নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

আহা! করুণাময়ের কি অসীম করুণা! এই গৃহান্ধকূপ-পতিত, সংসার-বাসনা-লিপ্ত কলির জীবের জন্য কি সর্ব্বজনসুলভ সহজসাধ্য মধুর ভজনই না উপদেশ করিলেন!! এমন আর্ত্তিহর, সর্ব্ব শুভঙ্কর—এমন অভয়প্রদ প্রেমসুখদ ভজনসাধন অন্য কোন যুগে নাই। হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট! আমরা ক্ষণতৃপ্তিকর বিষয়সুখে আসক্ত-চিত্ত হইয়া একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছি। তাই, শস্য-শ্যামলা পবিত্র বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও দিনদিন দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছি। কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনবন্দিত শ্রীচরণারবিন্দ ভুলিয়া—কলির জীবের সার-সর্ব্বস্ব—বঙ্গবাসীর নিজস্ব শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন উপেক্ষা করিয়াই তো আমাদের এতদূর অধঃপতন! "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়:"—যেখানে ধর্ম্মের পূর্ণাবির্ভাব বিজয়-শ্রী সেইখানেই বিরাজিতা। অতএব হে দুর্গত মানব! কণ্ঠ ভরিয়া এই যুগধর্ম্ম শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের জয় ঘোষণা কর—প্রেম-বিহ্বল চিত্তে শ্রীভগবানের সেবানন্দ প্রার্থনা কর—ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমি শ্রীগোলোকের গোপনীয় প্রেমভক্তির বিপুল-তরঙ্গে আবার ডুবু ডুবু হইয়া উঠুক।

অতএব রে মন-মাতঙ্গ! এই সংসারারণ্যে পাপতাপের দাবদাহে কেন পিপাসার্ত্ত হইয়া উদ্ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ? শ্রীগোবিন্দনাম সুধাসাগরে নিমজ্জিত হও—পুনঃ নন্দে দগ্ধপ্রাণ সুস্নিগ্ধ হউক! এইজন্যই কেবলাভক্তিতে প্রেমসিদ্ধিপ্রাপ্ত সিদ্ধগণ ভগবৎ-কথামৃতে আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশ-দাবাগ্নি-দগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ॥ ভাঃ ৪।৭।৩২।

হে ভগবন! আমাদের ক্লেশ-দাবাগ্নিদগ্ধ পিপাসার্ত্ত মন-মাতঙ্গ আপনার

কথারূপ শুদ্ধামৃত-নদীতে অবগাহন করুক। তাহাহইলে সংসার-জ্বালা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইবে এবং ব্রহ্মৈকপ্রাপ্তের ন্যায় তাহা হইতে আর নির্গত হইবে না।

এই আনন্দময় শ্রীনাম-সুধা-সমুদ্রে যিনি একবার ডুবিতে পারেন তিনি আর উঠিতে পারেন না। ক্রমশঃই তাহার অতলতলে নীত হন; অথচ মরণের আশঙ্কা নাই। কারণ, এ সাগর যে অমৃতের সাগর! কোনরূপে এ অমৃতসাগরের একবিন্দু অমৃত আস্বাদন করিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হয়। যিনি সংসারে কর্ম্মশ্রান্ত ও মোহ-বিকারে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া এই আনন্দ-স্নিগ্ধ নামসুধাসিন্ধুতে নিমজ্জিত হন তিনি সত্বরেই সুখশীতলতা ও অতি দুর্লভ শ্রীহরিভক্তিরত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেননা,—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাঃ চেট্টিকাবৎ অনুদ্রুতাঃ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র।

মহাদেবী শ্রীহরিভক্তি উদিতা হইলে সর্ব্বপ্রকার ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি সকলই দাসীবৎ শ্রীহরিভক্তির অনুগমন করে। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান না চাহিলেও ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই এই পরমা ভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

যাঁহারা সারগ্রাহী শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতির প্রলোভনময় ঝলমল সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়েন না। তাঁহারা প্রেমতত্ত্বে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীনাম ভজনানন্দে কালহরণ করেন। নিরপেক্ষ হইয়া কেবল শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে পরম পুরুষার্থ ফল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আর অর্চ্চন মার্গেরও আবশ্যক করে না। তবে যাঁহারা দেহাদিসম্বন্ধে কদর্য্যশীল ও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত তাঁহাদের কদাচার ও হৃদয়চাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার নিমিত্ত অর্চ্চণমার্গে মন্ত্র দীক্ষা কর্ত্তব্য। মন্ত্র শ্রীভগবন্নামাত্মক হইলেও—

"নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যমলব্ধং।
তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব,
পরমপুরুষার্থ-ফলপর্য্যন্তদান-সমর্থানি।

(ভক্তিসন্দর্ভঃ)

নাম হইতে মন্ত্রে অধিক শক্তিলাভ হয় না। কিন্তু নিরপেক্ষ শ্রীভগবন্নামও পরম পুরুষার্থ ফল পর্য্যন্ত প্রদানে সমর্থ। অতএব যাঁহারা প্রথম হইতেই নামে অনন্যশ্রদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই। যথা—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ নামলুব্ধস্য শ্রীহরেঃ॥

শ্রীহরির মনোমদ শ্রীনামকীর্ত্তনে যাঁহাদের ঐকান্তিকী স্পৃহা জন্মে তাঁহাদের দেশ ও কাল নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদির নিষেধও নাই। তাঁহারা বিভোর প্রাণে সকল স্থানে সকল অবস্থাতেই পবিত্রকর শ্রীনামাবলী নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কামনার মোহময়ী ছলনা—ঐশ্বর্য্যের সুখময়ী কল্পনা সংসারের শত শত প্রতিবন্ধকেও তাঁহারা বিচলিত হয়েন না। তাঁহারা ভক্তি-চন্দ্রিকা-স্ফীত প্রেমানন্দ তরঙ্গোল্লাসে নাচিতে গাহিতে ভুবন পবিত্র করেন। যথা—

হরেরগ্রে স্বরৈরুচ্চৈর্নৃত্যংস্তন্নামকৃন্নরঃ।
পুনাতি ভুবনং বিপ্রা গঙ্গাদিসলিলং যথা॥

পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৪।১৩।

শ্রীসূত কহিলেন—"হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি শ্রীহরির অগ্রে নাচিতে নাচিতে শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন তিনি গঙ্গাদিতীর্থজলের ন্যায় ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

এরূপ শুদ্ধ শ্রীনাম-ভজনানন্দ ভগবদ্ভক্তগণের কথা আর কি বলিব, যাঁহারা হাস-পরিহাসছলেও শ্রীভগবানের এই সরস শীতল মনোমোহকরা—অমিয়ভরা শ্রীনামগ্রহণ করেন তাঁহারাও পরম কৃতার্থ, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

পরিহাসেঽপি হাসাদ্যৈ বিষ্ণোর্গৃহ্নন্তি নাম যে।
কৃতার্থস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনাদি-পরায়ণ ব্যক্তি যে আশ্রমী বা যে বর্ণই হউক না কেন, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম না করিয়াও সম্পূর্ণ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া থাকেন। এজন্যই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ বলা হইয়াছে। যথা—

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্ত্তন-তৎপরাঃ।
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে॥

শ্রীবৃহন্নারদীয়ে।

যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট শ্রীভগবন্নামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধুসঙ্গে সেই নাম মন্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা লাভে অতিশয় শুদ্ধাশয় হইয়া কায়মনোবাক্যে কেবল 'শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন তাঁহারা "হরিনামপর" বলিয়া অভিহিত। চ কার শব্দে ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যাঁহারা সংসারবন্ধনভূত—কর্ম্মসমূহ অবশ্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নাম-গুণ-কর্ম্ম-লীলাদি স্মরণ, অনুমোদন, মনন, শ্রবণ ও সঙ্কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবদ্গীতা, কৃষ্ণোপনিষৎ, নারায়ণোপনিষৎ, ভগবদ্ধর্ম্মোক্ত বেদাগম, পুরাণ, উপপুরাণ, স্মৃতি, ভারত ও অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহ পাঠ করেন—একান্তচিত্তে শ্রবণ করেন ও সেই সেই শাস্ত্র পক্ষানুসারে সদ্বিচার করেন তাঁহাদিগকে "হরিকীর্ত্তনতৎপর" বলা যায়। যাঁহারা পিতৃকর্ম্ম ও অন্য দেবার্চ্চণাদি রূপ সকল কর্ম্ম (১) পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরিপূজা

(১) সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥

স্কান্দে, রেবাখণ্ডে।

বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই পিতৃদেবার্চ্চনাদি ক্রিয়া, সঙ্কল্প, দান ও কুশধারণ করিবেন না। পিতৃপদে—পিতৃমাতৃ উভয়ই বুঝিতে হইবে। অর্চ্চন-পদে—শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা বুঝিতে হইবে। তাই বলিয়া দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ঘোরতর প্রত্যবায়। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

অতএব দেবতাদির নিকট সসম্মানে দৈন্যমিনতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করা বৈষ্ণবের অবশ্য কর্ত্তব্য। আদি-পদে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি ও নামাপরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সঙ্কল্প—অর্থাৎ সেই সেই

পরায়ণ হন তাঁহারা "হরিপূজাপর" বলিয়া কথিত। এবম্বিধ হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসারে অবস্থান করিয়াও কলিযুগে সর্ব্বকর্ম্ম আচরণের ফললাভ করিয়া থাকেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে লোকসমূহ তপস্যা-যজ্ঞার্চ্চণ-দানাদি বিবিধ উপায়ে ভগবদুপাসনা করিয়াও বহুকাল পরে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতেন। কিন্তু এই কলিযুগে যাহারা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনে কেবল শ্রীহরিনামকীর্ত্তন করেন ও শ্রীহরিপূজা

কর্ম্মফল উদ্দেশক মনের ধারণার বিষয়। দান—ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যরচনা দ্বারা যে দান, এবং কুশধারণ নিষিদ্ধ।

তথাহি।—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্মং তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

বশিষ্ঠ সংহিতায়াম্।

দেবপূজাদি কৃত্য, পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদি কৃত্য, বিষ্ণুপূজা ব্যতীত অন্য নিত্যাদি কর্ম্ম, সঙ্কল্প ও সকাম দান, এইগুলি গৃহস্থ বৈষ্ণবও করিবেন না।

মানব জন্মগ্রহণমাত্র দেব, পিতৃ, বন্ধু প্রভৃতি ছয়প্রকার ঋণে আবদ্ধ ও তদধীনতা প্রাপ্ত হন। সুতরাং দেবার্চ্চন, পিতৃ-অর্চ্চন ও ভূতার্চ্চণ প্রভৃতি দ্বারা মানবমৃত্যুর পর সেই সেই দেবতা ও পিতৃলোকাদি গমন করিয়া থাকে এবং নশ্বরত্ব হেতু পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন।

তথাহি।—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্।

দেবব্রতগণ দেবলোকে, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোকে, ভূতপূজকগণ ভূতলোকে গমন করিয়া থাকে এবং আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত মাত্রেই উক্ত ছয়প্রকার ঋণজালে পতিত হন না। যথা—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ শ্রীভাগবত॥

পরায়ণ হন তাঁহারা ভববন্ধন রজ্জু হইতে পরিমুক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥

হে রাজন্! যাঁহারা কলিযুগে শ্রীহরিনামপরায়ণ হইয়া কেবল সেই শ্রীনাম স্মরণ কীর্ত্তন করেন, সেই সৌভাগ্যবানব্যক্তি মনুষ্যগণের মধ্যে কৃতার্থ, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

হে রাজন্! যিনি শ্রীভগবন্নাম মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্য শরণতা লাভ করিয়া স্বীয় ভজনপ্রতাপে বেদাদিবিহিত সাংসারিক, নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাদি সকল কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীহরিকেই একমাত্র শরণ্য জানিয়া তাঁহাকে ভৃত্যবৎ সেবা করিবার নিমিত্ত তাঁহার দাস্যগ্রহণ করেন তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা ও উপদেবতা, দেবর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতি ঋষি, স্থাবর জঙ্গমাদি জীব, মনুষ্য, স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় ও পিতৃগণের নিকট ঋণী হন না এবং কিঙ্করও হন না।

অতএব পঞ্চসংস্কারযুক্ত অনন্যশরণ বৈষ্ণব মাত্রেরই পিতৃমাতৃ প্রভৃতি মহাগুরু বিয়োগে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর হওয়া একান্ত বিগর্হিত। অধুনা বৈষ্ণব-সমাজে অনেক বৈষ্ণবই বহির্ম্মুখভাবে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; ইহা অতীব দূষণীয় ও শাস্ত্রবিগর্হিত যে শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণে বৈষ্ণব সদ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন, সেই শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান বৈষ্ণবের কখনই কর্ত্তব্য নহে। বহির্ম্মুখ জনগণের আচরণ-আদর্শে স্মার্ত্ত ধর্ম্মের অনুসরণ যে বৈষ্ণবগণের অধঃপাতের কারণ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে বিধিপালন বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা ঘোর প্রত্যবায়। এরূপস্থলে বৈষ্ণবগণের আচরণীয়, কি তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। তদ্‌যথা—

"তথা জীবতি মহাগুরৌ পিতরি সতি ভক্ত্যা তৎ সেবনাদিকং বিনা তস্মিন্ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপন্নে সতি তন্মৃতাহঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্বজীবেষু ভূরিভোজনাচরণ-ব্যতিরেকেণ। যদি মদ্ভক্তাস্তু তদা ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রেষু

বিশেষতঃ এই সংসার-সর্ব্বস্ব কলিযুগে যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা যে পরম কৃতার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
বাসুদেব পরামর্ত্ত্যা স্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥

শ্রীভা, ১১।৮।

এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে কালবশে সকলেই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীহরিপরায়ণ তাঁহারা কৃতার্থ।

ধন্য কলিযুগ! যে স্বধর্ম্মত্যাগ বহুকাল সাধনা সাপেক্ষ—যে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য শ্রীভগবান শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" কলির জীব! তোমরা তো অনায়াসেই সর্ব্বধর্ম্ম

।—

বিশেষতঃ বৈষ্ণবেষু চ সহজেনান্নজলাদি নিবেদনং
বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্মহাপ্রসাদচরণোদকাদি
নিবেদন বাক্যং বিনা চ, চেন্মহদ্বহির্ম্মুখভাবতঃ তর্পণ
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরত্বেন বাক্যরচণা সংঘাতব্রতং তর্পণ
শ্রাদ্ধাদি বাক্যবচন সংঘাত ক্রিয়াপরাণাং কর্ম্মিণাং তথা
তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎ কর্ম্মবশাৎ॥"

(সৎক্রিয়া সারদীপিকা)

মহাগুরু পিতামাতার জীবিত কালে তাঁহাদিগকে ভক্তি সহকারে সেবা করিতে হইবে। পরে পরলোকপ্রাপ্ত হইলে মৃতদিবসে বর্ণাশ্রমাদি সকল জীবকে যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে সহজ অন্নজলাদি নিবেদন করিতে হইবে। এবং পিতৃগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ ও চরণোদক নিবেদন করিতে হইবে। এই সকল আচরণ না করিয়া বহির্ম্মুখ ভাব বশতঃ যে কেহ তর্পণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর কামীদিগের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি সেই কর্ম্মফলে পিতৃগণের কিঙ্কর হইয়া পিতৃলোকে গমন করেন। সুতরাং বৈষ্ণবেরচরমলক্ষ্য পরমানন্দময় শ্রীগোলোকধামে গতিলাভ একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে।

গৃহান্ধকূপপতিতাঃ সর্ব্বদোষৈস্তু সংপ্লুতাঃ।
সংসারবাসনালিপ্তাঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ ॥

ধন্য! তোমরা বহু সাধনার ফলেই কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমাদের ন্যায় সৌভাগ্যবান্ আর কে আছে? এই জন্যই—"কৃতাদিষু প্রজারাজন্ কলাবিচ্ছন্তিসম্ভবং" (শ্রীভা) অর্থাৎ সত্যাদিযুগের লোকও এই কলিযুগে জন্মগ্রহণের অভিলাষ করিয়া থাকেন, কেন না, এযুগে কেবল শ্রীহরিভজনপর হইয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলেই সকল সাধনার চূড়ান্ত ফললাভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

তস্মাদ্গোবিন্দমাহাত্ম্য মানন্দরসসুন্দরম্।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়।

শ্রীগোবিন্দ-মাহাত্ম্য আনন্দরসময়; সুতরাং সুন্দর। এই মাহাত্ম্য নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন করাই বিধি। অতএব যে ব্যক্তি ঐকান্তিক চিত্তে তাহা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন তিনি যে পরম কৃতার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের নামগুণাদি নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে প্রথমতঃ তাহাতে অভিনিবেশ জন্মে। ভজনে অভিনিবেশ জন্মিলে ভজনবাধক বিষয়ভোগ ও বিষয়াসক্তি আপনা হইতেই ক্রমশঃ ত্যাগ হইয়া যায়। তখন চিত্ত মেঘমুক্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং প্রেমাবির্ভাবযোগ্য হয়। এ দৃষ্টান্ত ইহলোকেও বিরল নহে। যথা—

লোকেঽপি ভগবদ্গুণাদিশ্রবণকীর্ত্তনাৎ।

না, ভ, সূ ৩৭।

ভগবানের নাম গুণাদি, শ্রবণকীর্ত্তন হইতে চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর প্রেম-প্রাপ্তি, ইহলোকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"নাম কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥

শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে সকল প্রকার অনর্থের নাশ হয়। জীবের অজ্ঞানকৃত কামাদি বাসনা, তজ্জনিত সুখদুঃখই জীবের অনর্থ বা অশুভ। যতক্ষণ দেহে অভিমান ও তদভিনিবেশ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ জীব সুখদুঃখের অধীন।

সুতরাং অনর্থও পদে পদে। ভুবন-মঙ্গল শ্রীনামসংকীর্ত্তনে জীবের সে অনর্থ সকল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথা—

অশেষ সংক্লেশ শমং বিধত্তে
গুণানুবাদ শ্রবণং মুরারেঃ।
কিংবা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ
পরাগ সেবারতি রাত্মলব্ধা।

শ্রীভাঃ ৩।৭।১৪।

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের গুণগাথা শ্রবণ কীর্ত্তনে অশেষ ক্লেশের উপশম হইয়া থাকে। যদি মনোমধ্যে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের মকরন্দসেবায় অত্যাশক্তি জন্মে তাহা হইলে তাহা কি না করিতে পারে? শ্রীনামসংকীর্ত্তনে হৃদয়ে সাধন-ভক্তি জনিত যে রতির উদয় হয়, তাহার মুখ্যফল কেবল অবিদ্যার উপশম অর্থাৎ অশেষ সংক্লেশ শমন নহে—শ্রীভগবদ্বশীকরণই শ্রীভগবৎ-সেবা-রতির মুখ্যফল।

ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি নিচয়ের নিশ্চলতার নামই সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি। সুষুপ্ত অবস্থাই ইহার দৃষ্টান্ত। গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে যেমন ধনপুত্রাদি বিনাশ জন্য দুঃখ মনে থাকে না, সেইরূপ একান্ত ভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে গাঢ় রতির উদয় হইলে শ্রীগোবিন্দের সৌন্দর্য্য, সৌস্বর্য্য, সৌরভ্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ-সিন্ধুতে যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা ও মন সর্ব্বথা নিমজ্জিত হয়, তখন সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট স্ব-শিরশ্ছেদনাদির ক্লেশের ন্যায় ভক্তের তটস্থ অবস্থাতেও ক্লেশ প্রকাশ পায় না। ভক্ত, সকল অবস্থাতেই আনন্দময়। কারণ, তাঁহার ইন্দ্রিয়-গুলি সকল সময়েই কৃষ্ণভজনোন্মুখী এবং মনোবৃত্তি নিচয় শ্রীভগবদ্ভাবে বিভাবিত। সেস্থলে কোন অশুভ থাকিতে পারে কি? বিশেষতঃ—

শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।

শ্রীভা, ১২।৩।

শ্রীভগবানের ললিত গুণগাথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান বা পূজা করিলে অথবা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিলে তিনি হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মনুষ্যের বহুজন্মার্জ্জিত পাপ, পাপবাসনাদি অনর্থের বিনাশ সাধন

করেন। অতএব শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ অর্চ্চনাদি প্রত্যেকেই যে পাপতাপাদি সর্ব্বানর্থ নিবারিত করিয়া শুদ্ধচিত্তে প্রেমের উদয় করিতে সক্ষম, তাহা প্রমাণিত হইল।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সকল দুঃখ নিবারণের যে ক্ষমতা আছে তাহার একটি প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তদ্ যথা—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণ শব্দমেকং
বিমুক্ত দুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি॥

শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

যাঁহারা আর্ত্ত, বিষণ্ণ, শিথিল, ভীত ও ভয়ঙ্কর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া কীর্ত্তন করেন তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের কবল হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম সুখী হন।

শ্রীনামের অশেষ ক্লেশনাশিনী মনোরঞ্জনা শক্তিতে জীবের কেবল সর্ব্বানর্থ বিনষ্ট হয় না, সর্ব্বশুভোদয় হইয়া থাকে। শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন শ্রীকৃষ্ণপদে অবিচলা রতির উদয় হয়, তখন ক্ষণকালের জন্যও শ্রীভগবচ্চরণ-বিস্মৃতি ঘটে না। এই অবিস্মৃতি অর্থাৎ নিত্য স্মরণই শ্রীভগবদ্ভাব প্রাপ্তির মূল। যথা—

অবিস্মৃতি কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্যশুদ্ধিং পরমাত্ম ভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বিরাগযুক্তম্।

শ্রীভা, ১২।১২।৫৫।

শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের অবিস্মৃতি অর্থাৎ নিত্যস্মরণ জীবের সর্ব্বানর্থ বিনাশ সাধন, সর্ব্বশুভোদয়, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাভক্তি, এবং আত্মানুভব ও বিষয় বৈতৃষ্ণযুক্ত পরম জ্ঞানের উদয় করে। ইহা স্মরণাঙ্গ ভক্তির ফল হইলেও কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির ফল হইতে বিভিন্ন নহে। কীর্ত্তনাঙ্গ ও স্মরণাঙ্গ ভক্তির একই ফল—কৃষ্ণ প্রাপ্তি। কেবল উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী মাত্র। বাক্যদ্বারা

উপাসনার নাম কীর্ত্তন এবং মনদ্বারা উপাসনাই স্মরণ। কীর্ত্তন স্মরণ, নবধা সাধন ভক্তির লক্ষণ বিশেষ। যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

শ্রীভাঃ ৭।৫।১৮।

(১) শ্রবণ—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর লীলাময় শব্দ কর্ণপুটে গ্রহণের নাম শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন—উক্ত নামরূপাদি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণের নামই কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ—নামরূপাদি মনে মনে চিন্তনের নাম স্মরণ। (৪) দেশকালাদিবিহিত পরিচর্য্যার নাম পাদ সেবন, (৫) অর্চ্চন—বিষ্ণুপূজা, (৬) বন্দন—নমস্কার, (৭) দাস্য—আমি ভগবানের দাস, এই অভিমান, (৮) সখ্য—বন্ধুভাবে শ্রীভগবানের হিতেচ্ছা (৯) আত্মনিবেদন—দেহাদি শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে অর্পণ। এই নবলক্ষণাভক্তি ভগবানে সমর্পণ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠানের নামই ভজন। শ্রুতি বলেন—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে নৈবামুস্মিন্।
মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥

ভক্তিশব্দ শ্রীভগবানের সেবাবাচ্য। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণের নামই ভজন। এস্থলে বৃক্ষমূলস্থানীয় মনের অর্পণে তাহার শাখাস্থানীয়, ইন্দ্রিয়ার্পণেরও ভজনত্ব বিবক্ষিত হইল। এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাতিরিক্ত জ্ঞান। জ্ঞানত্ব মনের বৃত্তি বিশেষ ও ভজনের কারণ বলিয়া অভেদ। এই জন্য জ্ঞান নামে পৃথক্ কিছু নাই।

ভক্তির নয়টি লক্ষণ দ্বারাই যে ভজন করিতে হইবে, তাহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। এক একটী অঙ্গ সাধনাতেও পুরুষার্থ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ, যথা—

পরীক্ষিৎ শ্রবণেনৈব কীর্ত্তনেন চ নারদঃ।
যজ্ঞপত্ন্য স্তথা স্মৃত্যা রুক্মিণী পাদসেবয়া॥

অর্চ্চনেন তথা কুব্জা বন্দনেনোদ্ধবাদয়ঃ।
দাস্যেন গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যেন পাণ্ডুনন্দনাঃ॥
বলিরাত্মার্পণেনৈবং ব্যস্তেনাপি পরাংগতিং।
প্রাপুস্তে কিং পুনর্ভক্তাঃ সমস্তৈর্ভক্তিলক্ষণৈঃ॥

পরীক্ষিৎ শ্রবণ দ্বারা, নারদ কীর্ত্তন দ্বারা, যজ্ঞপত্নীগণ স্মরণ দ্বারা, রুক্মিণী পাদসেবন দ্বারা, কুব্জা অর্চ্চন দ্বারা, উদ্ধবাদি বন্দন দ্বারা, গোপীগণ দাস্যদ্বারা, পাণ্ডবগণ সখ্যদ্বারা এবং বলিরাজা আত্মসমর্পণ দ্বারা পরমাগতি লাভ করিয়াছেন। অতএব যে সকল ভক্ত সমস্ত ভক্তি লক্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন তাঁহারা যে পরমাগতি লাভ করিবেন তাহাতে কথা কি?

এতৎসম্বন্ধে আর একটী প্রাচীনোক্ত প্রমাণ আছে। পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তদ্ যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রুর স্ত্বদভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি রেষা পরং॥

শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনেলক্ষ্মী, পূজনে পৃথু, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন ও আত্মনিবেদনে বলিরাজ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন।

শ্রবণাদি এক একটী ভক্তি অঙ্গ সাধন দ্বারা যদিও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তথাপি অন্তঃকরণ বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ শ্রীনাম শ্রবণের আবশ্যকতা আছে। শ্রীনাম শ্রবণে অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল হইলে শ্রীভগবদ্রূপ শ্রবণ মাত্রে হৃদয়ে সেই রূপের উদয় হয়। সম্যক্ রূপোদয়ে গুণের স্ফূরণ হয়; গুণের স্ফূরণে পরিকর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অনন্তর নামরূপ গুণ পরিকর সম্যগ্ স্ফূরিত হইলেই সুন্দররূপে লীলার স্ফূরণ হয়। এই রূপ সাধনক্রম কীর্ত্তন স্মরণেও জানিবেন। শ্রীভগবন্নামশ্রবণ জাতরুচি ব্যক্তিগণের পরম সুখদ। তন্মধ্যে সাধুগণের মুখে শ্রীভাগবত শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীভাগবত বর্ণিত রসময় নিজাভীষ্ট নামাদি শ্রবণ যে পুনঃপুনঃ কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যে হেতু, শ্রীমৎসাধুগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ পরম সৌভাগ্যের

বিষয়। আবার সাধুগণ সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করাও ততোধিক সৌভাগ্য। যদি সাক্ষাৎ সাধুকৃত শ্রীনামকীর্ত্তনের শ্রবণ-ভাগ্য উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে সময়ে (কীর্ত্তনাদির পূর্ব্বে শ্রবণ বলিয়া) শ্রবণ তো কর্ত্তব্যই ; পরন্তু কীর্ত্তনের প্রাধান্য হেতু নিজেও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। শ্রীনাম কীর্ত্তন উচ্চরবেই প্রশস্ত এবং তাহা নিত্য কীর্ত্তনীয়। শ্রীনাম কিরূপ ভাবে কীর্ত্তন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কলি পাবনাবতার শ্রীগৌরভগবানের শ্রীমুখের উপদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। তদ্ যথা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি॥

তৃণের একপ্রান্তে পদক্ষেপ করিলে অপরপ্রান্ত ধূলি হইতে উত্থিত হয়। সুতরাং তৃণ হইতেও নীচ হইতে হইবে। তৃণ হইতে নীচ না হইলে ভক্ত পদধূলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ নম্রতা ও লঘুতার উদাহরণে তৃণই শ্রেষ্ঠ। তাই বৈষ্ণবতোষণী বলেন,—"পরম দীনতয়া আত্মন অতি নীচত্ব মননেন তৃণত্ব মাত্র প্রার্থনা।" ভক্ত শ্রীউদ্ধব ব্রজগোপীদের শ্রীচরণ রেণু পাইবার আশায় দীনভাবে তৃণত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং দৈন্য ও দাসাভিমান ভিন্ন প্রেমের উদয় হয় না। অতএব আপনাকে তৃণা-পেক্ষাও নীচমনে করিয়া শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে, ইহাইউপদেশ। আবার তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে। তরু, প্রখর-তপনতাপ নিজ মস্তকে সহ্য করিয়াও আশ্রিত জনের শ্রান্তিহরণ করে, এমন কি ছেদন করিলেও ছেদন-কর্ত্তাকে ছায়াদানে বিরত হয় না। শ্রীনাম কীর্ত্তনকারীকেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে। দারুণ আঘাত কারীর দুষ্কৃতির জন্য শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইবে। তাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রাণান্তকর বিপত্তির সময়েও আপনার দারুণ ক্লেশকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ভক্তির অপার্থিব উচ্ছ্বাসে ঘাতুকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"এ সব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ সবার অপরাধ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

বিশেষতঃ বৃক্ষ যেমন শুষ্ক হইয়া মরিলেও কাহাকে একবিন্দু জল যাচাঞা করে না ; ভক্তও সেইরূপ কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবেন না, সহস্রলক্ষ

ফলমূলাদি দ্বারাই জীবন রক্ষা করিবেন। ফলবান বৃক্ষের মস্তকে আঘাত করিলে বৃক্ষ যেমন সে আঘাত সহ্য করিয়াও আঘাতকারীকে ফল প্রদানে পরিতৃপ্ত করেন, সেইরূপ ভক্ত পাষণ্ডকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও অকাতরে সুরসাল শ্রীনামফল দান করেন। তাই পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগতের শিক্ষার নিমিত্ত ইহার উজ্জ্বলচিত্র প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

"ওরে মেরেছিস্ কলসীর কাণা,
মাধাই তা বলে কি প্রেম দিবনা।
মেরেছিস্ মার আবার খাব,
(তোরে) তবু হরির নামটী দিব॥"

"অমানিনা মান দেন" অর্থাৎ আপনাকে অভক্ত অধম জ্ঞানে অন্য জনকে বিশেষ ভক্তিমান মনে করিয়া সম্মান করিবেন। 'আমি কিছু নহি' এই বিবেচনায় আপনাকে নিকৃষ্ট মানিতে হইবে এবং সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠান করিতেছেন জানিয়া সর্ব্ব জীবেরই সম্মাননা করিতে হইবে।—

"তৃণ হৈতে নীচহৈয়া সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥

শ্রীচৈঃচঃ।

এইরূপ সুনীচ, সহিষ্ণু ও মানদ হইয়াই শ্রীহরিনামকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।—

"এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

শ্রীচৈঃ চঃ।

এই পরম প্রেমদ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি দীনজনের প্রতি অপার করুণাময়ী। কলির জীব স্বভাবতই অতিদীন। যেহেতু কলিতে তপযজ্ঞাদি কোন কর্ম্মই সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয় না। যথা—

অতঃ কলৌ তপো যোগবিদ্যা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়া।
সাঙ্গা ভবতি ন কৃতাঃ কুশলৈর্বাপি দেহিভিঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

কলিযুগে তপ, যোগ বিদ্যা যজ্ঞাদিক্রিয়া কৃতকুশল ব্যক্তি দ্বারাও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই জন্য দীনাতিদীন কলির জীবের জন্য কীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। কেননা, এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অন্যান্য যুগগত মহাসাধনার সকল ফলই

প্রদানে সমর্থ। ইহাতে সহজেই বিশেষরূপে শ্রীভগবৎ-সন্তোষ উপস্থিত হয়। সকলযুগে শ্রীনাম কীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য থাকিলেও কলিতে শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি সম্মিলনে অভূতপূর্ব্ব গুণোৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব ভক্তির যে কোন অঙ্গ সাধিত হউক না কেন কীর্ত্তন সহযোগে সাধন কর্ত্তব্য। এই জন্যই—

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" অর্থাৎ

সুজ্ঞানী সাধুগণ কলিতে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। বলাই বাহুল্য যে, সর্ব্বত্রই নামাপরাধ শূন্য হইয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। নিজদৈন্য, নিজাভীষ্ট বিজ্ঞপ্তি স্তবপাঠাদি এই কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির* অন্তর্ভূত। শ্রীভাগবতস্থিত নামাদি কীর্ত্তন, অন্যদীয় নামাদি কীর্ত্তন অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। আবার কীর্ত্তনাদি দ্বারা অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় বলিয়া কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য। শ্রীভগবৎ-স্মরণ পাঁচ প্রকার। (১) মনে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম সামান্য স্মরণ। (২) সকল বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে মন ধারণের নাম ধারণা অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তবন্ধের নামই ধারণা। (৩) বিশেষ রূপে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান। (৪) অমৃতধারাবৎ অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। (৫) ধ্যেয় মাত্র স্ফুরণের নামই সমাধি। ধ্যান ও ধ্রুবানুস্মৃতিতে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই, কেবল চিত্ত সংযোগের পরিমাণ তারতম্য মাত্র। ধ্যানদ্বারাই বহিঃসংসার হইতে মন ক্রমশঃ অন্তঃসংসারে প্রবেশ করে এবং শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎ কারের ফলে মন দাস্যভাবে সেবার্চ্চনের নিমিত্ত তদীয় শ্রীচরণ-কমলে স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। অর্চ্চন-মার্গে শ্রীগুরুর স্থানে মন্ত্র-দীক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিচ শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদি ভক্তিশাস্ত্র সম্মত অর্চ্চন মার্গের আবশ্যকতা নাই, শ্রবণাদি এক একটী ভক্তি অঙ্গ দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধিলাভ হয়, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের পথানুসরণ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রমত বিনা অত্যান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের কারণ বলিয়া জানিবেন। যথা—

শ্রুতি স্মৃতি পঞ্চরাত্রি পুরাণাদি বিধিংবিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভ, র, সি।

* বিশেষতঃ যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চন একান্ত মুখ্য। তাহা না করিয়া যদি নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদি ভক্তি অঙ্গ সাধন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য প্রতিপত্তি প্রকাশ পায়।

আবার গৃহস্থ ব্যক্তিদের পরিচর্য্যা মার্গে আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চন মার্গের প্রাধান্য অত্যন্ত বিধিসাপেক্ষ। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের দেবতা-যাগরূপ শাখা পল্লবাদির সন্তর্পণের নিমিত্তও মূল-সেকরূপ শ্রীভগবদর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা অকরণে ঘোর প্রত্যবায়। তবে অশক্ত অযোগ্যের পক্ষে অন্যরূপ। যথা—

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিং।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্‌যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥ অগ্নিপুরাণ।

যিনি শ্রীহরিকে পূজিত ও পূজ্যমান রূপে দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাহার অনুমোদন করেন তিনি পঞ্চরাত্রাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াযোগ ফল লাভ করেন।

সেবা ও অর্চ্চনমার্গে যে দ্বত্রিশটী অপরাধ আছে, (১) তাহা অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। অর্চ্চন মার্গে মানস পূজাও বিহিত আছে। যথা—

(১) আগমে যে ৩২টী সেবাপরাধ আছে তাহা এই—(১) যানে আরোহণ করিয়া কিম্বা পাদুকা পায়ে দিয়া শ্রীভগবৎ গৃহে গমন, (২) দেবোৎসব না করা, (৩) তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সমক্ষে প্রণাম না করা (৪) উচ্ছিষ্ট লিপ্ত বা অশৌচ অবস্থায় শ্রীভগবদ্বন্দনাদি (৫) এক হস্তে প্রণাম,—(৬) তাঁহার সম্মুখে অন্যদেবতার প্রদক্ষিণ করা (৭) তাঁহার সম্মুখে পদ-প্রসারণ করা (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন করিয়া উপবেশন (৯) তাঁহার সম্মুখে শয়ন (১০) তৎসমক্ষে ভক্ষণ (১১) মিথ্যা ভাষণ (১২) উচ্চভাষণ (১৩) পরস্পর কথোপকথন (১৩) ক্রন্দন (১৫) বিবাদ (১৬) নিগ্রহ (১৭) অনুগ্রহ (১৮) জনসাধারণের প্রতি ক্রূরভাষণ (১৯) কম্বলাবরণ (২০) পরনিন্দা (২১) পরস্তুতি (২২) অশ্লীলভাষণ (২৩) অধোবায়ু বিমোচন (২৪) সামর্থ্য থাকিতেও বিত্তশাঠ্য করিয়া কোন প্রকারে ভগবৎ সেবা নির্ব্বাহ (২৫) অনিবেদিত দ্রব্যাদির ভোজন বা পান (২৬) যে কালে যে ফলাদি উৎপন্ন হয় তাহা শ্রীভগবানে অর্পণ না করা (২৭) যে দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যত্র প্রাপ্ত হইয়া যে তাহার শ্রীভগবানকে দেওয়া (২৮) শ্রীমূর্ত্তি পশ্চাৎ রাখিয়া উপবেশন করা (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অপরকে প্রণাম করা (৩০) গুরুর স্তুতি না করা (৩১) নিজমুখে নিজের স্তুতি (৩২) দেবতা নিন্দন।

সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়েতি।

পাদ্মে, উত্তর খণ্ডে।

মানস পূজা সাধারণ ভাবে সকলের পক্ষে বিহিত হইলেও—"সন্ন্যাসিনাং মুমুক্ষাণাং-মানসোপচ্ছতিঃ পরং।" (গৌতমীয়ে) অর্থাৎ মুমুক্ষু সন্ন্যাসীগণের পক্ষেই পরম শ্রেষ্ঠ। মানোমধ্যে অভীষ্ট মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথালব্ধ মানস-উপচার দ্বারা অর্চ্চন সম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রে যে একটি অদ্ভুত উপাখ্যান আছে তাহা প্রসঙ্গতঃ নিম্নে বিবৃত হইল।—

প্রতিষ্ঠান পুরে কোন এক সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইয়াও আপনাকে কর্ম্মাধীন মানিয়া শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেন। একদা কোন সুশিক্ষ ব্রাহ্মণ সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে করিতে—"ঐ সকল ধর্ম্ম মনের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে," এই কথা শুনিয়া তদবধি স্বীয় দারিদ্র্য-নিবন্ধন ঐ মানসিক ধর্ম্মের আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া অগ্র নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিলেন; পরে শান্ত-চিত্তে নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করিয়া প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে স্থির করিলেন এবং তন্মধ্যে নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। অনন্তর প্রণামপূর্ব্বক কটীদেশ দৃঢ়-বন্ধন করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ-রৌপ্যনির্ম্মিত কলসে করিয়া গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ সকল হইতে পবিত্র বারি আনয়ন করিলেন এবং পরিচর্য্যার বিবিধ দ্রব্য আহরণ করিয়া মহারাজোপচারে তদীয় স্নানাদি হইতে আরত্রিক পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া দিনদিন সুখাতিশয্য অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে অনেকদিন গত হইল। একদিন মনে মনে ঘৃত-সংযুক্ত পরমান্ন পাক করিয়া সুবর্ণপাত্রে শ্রীভগবানের ভোজনের নিমিত্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরমান্নের উত্তপ্ততা গিয়াছে কিনা জানিবার জন্য যেমন মনে মনে উহাতে নিজের অঙ্গুলীদ্বয় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, অমনই অত্যন্ত উত্তাপ অনুভূত হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—"হায়! হায়!! করিলাম কি? অঙ্গুলী সংস্পর্শে পরমান্ন যে দূষিত হইয়া গেল!" এইরূপ ব্যাকুল ভাবে ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। দেখেন, বাস্তবিকই তাঁহার অঙ্গুলীদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীভগবান ব্রাহ্মণের এই অবস্থা অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। সমীপবর্ত্তিনী

লক্ষ্মী-প্রভৃতি কান্তাগণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর না দিয়াই বিমান পাঠাইয়া ব্রাহ্মণকে স্বীয় সমক্ষে লইয়া গেলেন। তখন প্রেয়সিগণকে দেখাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিলেন।

আমরা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত সংসারী জীব; আমাদের চিত্ত সহজে একমুখী হইতে পারে কি? সুতরাং আমরা মাসপূজার একরূপ সম্পূর্ণ অনধিকারী! তাই আমাদের জন্য বিবিধ উপচারে বাহ্যপূজা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ মানসীপূজা কিম্বা বিবিধ উপচারে বাহ্যপূজা করিতেও অসক্ত, তাঁহাদের পূজা ফল প্রাপ্তির উপায় কি? ভক্তি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; যথা—

আরাধনা সমর্থশ্চেদ্দদ্যার্চ্চন সাধনং।
যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্য্যাদর্চ্চন দর্শনং॥
নিস্তারায় তদেবালং ভবাব্ধে মুনিসত্তম।
নৈকঞ্চ যস্য বিদ্যেত সোঽধো যাত্যেব নান্যথা॥

শ্রীহ, ভ, বি, ধৃত অগস্ত্যসংহিতাবচনং।

যিনি ভগবানের পূজা করিতে অসমর্থ তিনি পূজোপযোগী দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন, যদি তাহাতেও সক্ষম না হন, তাহাহইলে পূজা দর্শন মাত্র করিবেন। হে মুনিসত্তম! এই পূজা দর্শনই সংসার সমুদ্র হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায়। যিনি অর্চ্চন ও দর্শন এতদুভয়ের কিছুই পারেন না, তিনি যে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহাতে অন্যথা নাই। ফলতঃ স্বয়ং সেবার্চ্চন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেও শ্রীভগবৎ পূজা দর্শনেই তৎফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাহা হউক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বহুপ্রকার ভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভজনবিজ্ঞ সুরসিক ভক্তগণ সেই সকল ভক্তি লক্ষণের মধ্যে কতকগুলিকে গৌণ বা অপ্রধান ও কতকগুলিকে মুখ্য বা প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেম-সাধন সম্বন্ধে গৌণ লক্ষণ গুলি বহিরঙ্গ ও মুখ্য লক্ষণ গুলি অন্তরঙ্গ নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত নবধা ভক্তিলক্ষণকেই

মুখ্য বা অন্তরঙ্গ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণই শ্রেষ্ঠতম। যথা—

"শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যোভগবান্নৃণামিতি।" অর্থাৎ।

শ্রীহরিনামগুণগাথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা, মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই পরম শ্রেষ্ঠ। আপনা আপনি শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলেও যখন স্বতঃই তাহা কর্ণদ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে তখন শ্রবণ তো কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভূত! সুতরাং—

কীর্ত্তনেঽপ্যত্র তজ্‌জ্ঞেয়ং মাহাত্ম্যং শ্রবণেঽস্যযৎ।
সিদ্ধতি শ্রবণং নূনং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব হি।

শ্রী হ, ভ, বি ১০।

শ্রবণ সম্বন্ধে যেসকল মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে কীর্ত্তন সম্বন্ধেও তাহাই পরিজ্ঞাত হইবেন। কীর্ত্তন হইতে স্বয়ংই শ্রবণ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত। অতএব শ্রবণ হইতে কীর্ত্তনের বিশেষ মাহাত্ম্য জানিবেন। আবার স্মরণ হইতেও কীর্ত্তনের প্রাধান্য বিরক্ষিত হইয়াছে। যথা—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরং॥

শ্রী হ, ভ, বি, ধৃত বৈষ্ণবচিন্তমণি বচনং॥

শ্রীহরির নাম স্মরণ করিলে সংসার দুঃখ ও তন্মূল পাপের সাধন হয়। কিন্তু মনের অস্থিরতা নিবন্ধন স্মরণ দুষ্কর বলিয়া তাহা বহু আয়াসে সাধিত হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ত্তনে ওষ্ঠস্পন্দন মাত্রেই ভবভয় প্রশমিত হয়, অতএব স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তনই পরম শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই মহামতি ভীষ্ম বলিয়াছেন—

ভক্ত্যাবেশ্য মনোযস্মিন্ বাচা যন্নামকীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ॥

শ্রীভগবানে ভক্তিপূর্ব্বক মন নিবিষ্ট করিয়া যিনি তদীয় শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন তিনি সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

হায়! কর্ম্মবদ্ধ মানব আমরা কি করিতেছি? ঐ যে, সংসারে বিষয়-বিষবৃক্ষের শাখায় শাখায় প্রলোভনময় সুখ-ফল দোদুল্যমান! আমরা উহার ঐ আত্ম-বিস্মৃতিকারী বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া উহা লাভ করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া ধাবিত হইতেছি। জীবনের চির-সম্বল ঐ সুখ-ফল প্রাপ্তিই সংসার-সাধনার চরম সিদ্ধি! তাই শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই কি যেন মোহনেশায় প্রাণ মন বিভোর। বহুকাল ব্যাপী সাধনার ফলে অতি কষ্টে যদি সে সুখ-ফল লাভ ঘটে, তাহা হইলে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আনন্দাবেগে নাচিয়া উঠে। আহা! ইহা দেখিতে যেমন সুন্দর; বুঝি আস্বাদেও তেমনি সুধাধিক সুমধুর হইবে। হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার লহরী খেলিল—কল্পনার বুদ্‌বুদ ফুটিল—সুখ-ফল ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ও হরি! এ কি, ভিতরে যে ভস্মরাশি!—আস্বাদ গ্রহণ করিলাম—ছিছি! তিক্ত, জ্বালাময়—কেবল দুঃখ, শোক তাপ হাহাকার! বুঝিলাম, সুখ—মনভুলান মাকাল ফল। অমনই নেশা ছুটিল—আসক্তি টুটিল—তখন আমানিশার নিবিড় আঁধার রাশির কোলে যেমন দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা মধুর জ্যোতিতে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ আসক্তিময় হৃদয়ে আত্মচিন্তা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল—বৈরাগ্য-চক্ষু উন্মীলিত হইল। তখন দেখি—সংসারের সকলই দু'দিনের জন্য,—সকলই অনিত্য। সংসারের এই অনিত্যতা চিন্তাই ধর্ম্মের অঙ্কুর-সংসার অনিত্য হইলেও সংসার পরিত্যাগ করিবার আমাদের সম্ভাবনা কই? শ্রীভগবান্ আমাদের হৃদয় খানি প্রীতি-প্রফুল্লতা-শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি কমনীয় উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। যদিও আমাদের ব্যবহার দোষে তাহা কলুষ কালিমায় কলঙ্কিত হইয়াছে—তথাপি পরস্পরকে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া 'আপনার' করিবার ইচ্ছা তো স্বাভাবিক? এই স্বাভাবিক প্রীতির সাহায্যে আমরা প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়াও—বিলাসের কোমল শয্যায় শায়িত থাকিয়াও সাধন বলে উন্নত ও বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। অতএব হৃদয়ের এই স্বাভাবিক ভাবকে নষ্ট করিয়া সংসার হইতে পলায়ন করা ভগবানের অভিপ্রেত কি না বিচার্য্য। অন্য দশজনকে পরস্পর প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পরস্পর উন্নত হওয়া অপেক্ষা সংসারকে ধর্ম্মসাধনার প্রতিকূল মনে করিয়া কোন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া নিজেরই আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা কি একরূপ স্বার্থপরতা নহে? সংসারে অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ দৃঢ় বৈরাগ্যের প্রবর্ত্তক। যাঁহারা সংসারে লোভনীয় বস্তুকে

আসক্তি রাখেন না এবং "সংসারে আমার জন্য আমি কিছু করিতেছি না"—ভগবানের দাস আমি সকলই ভগবানের প্রীতির উদ্দেশে করিতেছি—এইরূপ ভাবে যিনি অনাসক্ত ভাবে শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করিয়া সংসারে কর্ম্ম করেন অথচ চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমের মধুরাস্বাদে বিভোর থাকে, তিনি বিষয়ের ভোগবিলাসে সংলিপ্ত থাকিলেও জল-সংস্পৃষ্ট পদ্ম-পত্রের ন্যায় কর্ম্ম-লিপ্ত হন না।

অতএব কে বলে সংসারে ধর্ম্মশিক্ষা হয় না? বহিঃসংসারের সহিত অন্তঃ-সংসারের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভাব-প্রবণ হৃদয় যখন শ্রীভগবদ্‌ভাবে বিভাবিত হয় বাহিরেও সেই ভাবযোগ্য-পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাই বুঝি, কুসুম-সুকুমার শিশুর হাস্য-ফুল্ল মুখ খানি শ্রীভগবানের পবিত্রতা ও আনন্দ-চ্ছবি স্মরণ করাইয়া দেয়, পিতামাতার অপার স্নেহ-মমতায় শ্রীভগবানের অনন্তকরুণার কথা মনে পড়ে, প্রেমময়ী সহধর্ম্মিনীর পবিত্র প্রেমযোগ, প্রেমানন্দের আভাস সূচনা করে। আবার কুসুম-কাননের সরলতা মাখা প্রফুল্ল যুথিকার কোমলতা—বাসন্তীপূর্ণিমার লাবণ্যমাখা মধুরজ্যোৎস্না প্রকৃতির এইরূপ শত শত সুষমা বাস্তবিকই শ্রীভগবৎ প্রীতির পবিত্রভাব উদ্রেক করে। কিন্তু আসক্তি ত্যাগ না করিলে, এ ভাব-মাধুর্য্যের কিছুই উপলব্ধি হয় না। আসক্তির কমনীয় কর-সঞ্চালনে বিমুগ্ধ হইয়া বহির্জগতের ঐ সকল মনোহর প্রতিচ্ছবিগুলিনকে যখন আমরা ইন্দ্রিয় উপভোগর সহায় স্বরূপ মনে করি, তখন আমাদের মোহমাদকতা উপস্থিত হয়, সুতরাং আমরা সংসার মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। নতুবা সংসার বন্ধের কারণ নহে। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

গৃহেষ্বাবিশতঞ্চাপি পুংসাং কুশল কর্ম্মণাং।
মদ্বার্ত্তা যাত যামানাং ন বন্ধায় গৃহামতাঃ॥
শ্রীভা, ৪।৩০।১৯।

গৃহে প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তি-প্রতিকূল নিরয়তুল্য বিষয় ভোগে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আসক্তি জন্মিবে এবং ঐ আসক্তি বশতঃ বদ্ধ হইবার সম্ভব এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। বৎসগণ! গৃহস্থাশ্রম বন্ধের কারণ বটে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যদি কুশল কর্ম্মা হয় অর্থাৎ আমাতে কর্ম্মার্পণ করিয়া আমার পরিচর্য্যা কার্য্যে সর্ব্বদা উদযুক্ত থাকে এবং আমার

কথাপ্রসঙ্গে যাম-যাপন করে তাহা হইলে বিষয়ে সংলিপ্ত থাকিলেও আমার অনুগ্রহে মৎপ্রতি তাহার ভক্তির সঙ্কোচ হয় না; প্রত্যুত বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সুতরাং গৃহাশ্রম বন্ধের কারণ নহে। অন্তরে গাঢ়নিষ্ঠা বাহিরে অনাসক্ত ভাবে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ, ভক্তির অনুকূল। ইহাতে ভক্তিমূল বরং আরও সুদৃঢ় হয়। অতএব গৃহাশ্রমে থাকিয়াও যে, শ্রীকৃষ্ণভজনে পরম পুরুষার্থ ফললাভ হইয়া থাকে তাহা এতদ্দ্বারা সূচিত হইল। পৃথু প্রহ্লাদ রাজর্ষি জনকাদির আচরণই এস্থলে উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীগৌরলীলায় শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহাভাগবতগণও বিষয় ভোগের বিলাসাঙ্কে শায়িত ছিলেন অথচ কৃষ্ণ প্রেমের সুধা-সমুদ্রে সদা নিমগ্ন। বাস্তবিক—বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংসারত্যাগ নাই। বৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ-জনের ন্যায় সংসারধর্ম্ম করেন, অর্থাৎ বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, অর্থোপার্জ্জন, গৃহনির্ম্মাণাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করেন কিন্তু তাঁহারা সে কর্ম্মফল আত্মসাৎ করেন না—শ্রীভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ জীব ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জগতের বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে, কাজেই কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ বৈষ্ণবী-পত্নীসহকারে বৈষ্ণব জগতের সমৃদ্ধি করিয়া, সন্তানোৎপাদন দ্বারা ভগবদ্দাস বৃদ্ধি করিয়া এবং ব্যাকুলতার সহিত সকল জীবকে বৈষ্ণবভাবান্বিত করিয়া একটী পারমার্থিক সংসার পত্তন করেন। ইহাতে পরস্পর শ্রীভগবৎ কথার আলোচনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভজনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আনন্দোৎফুল্লতাও স্ফুরিত হইয়া থাকে। ইহার পর ভক্ত যখন সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন তখনও সংসার,—সে সংসার অন্তশ্চিন্তিত মানস-সংসার,—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীবৃন্দকে লইয়া এক অভিনব সচ্চিদানন্দময় সুন্দর সংসার! সিদ্ধাবস্থাতেও এই সংসারেরই সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি। ইহাতেও মাতা, পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, পত্নী, সখী, সখা সম্বন্ধ আছে, সুতরাং আসক্তিও আছে। তবে এ আসক্তি মায়াময় সংসারের কর্ম্মফল জন্য নহে—গাঢ় প্রেমাবেগময়ী শ্রীভগবদ্দাশক্তি। এই জন্য সেই চিন্ময় ব্রজ-সংসারেও সুখ দুঃখ আছে। সম্ভোগে সুখ, বিপ্রলম্ভে দুঃখ, ভক্তের নিত্য সহচর। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনে পুলকাশ্রু, বিরহে বিষাদাশ্রু—এই অপার্থিব সুখ দুঃখময় প্রেমের অশ্রুমাখা স্নিগ্ধ ভাব চরমেও বিদ্যমান।

তাই বলি, ভ্রান্ত সংসারি! তুমি অজ্ঞানের ঘোর অমান্ধকারে আবৃত হইয়া এই সংসারকে শোক-তাপ-জরা-মরণ-দুঃখ দুর্ব্বিপাকের দুর্ভেদ্যকারা-স্বরূপ মনে করিতেছ, ভয়ে—বিস্ময়ে ক্ষণেক্ষণে ত্রস্ত বিকম্পিত হইতেছ। স্থির হও! কাতর প্রাণে করুণাময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে প্রাণমন ঢালিয়া পুলকাবেশে তাঁহার প্রীতিমাখা নামানুকীর্ত্তন কর। প্রেমের আনন্দস্রোত, হৃদয় পরিপ্লুত করিয়া ছুটবে। সুখ-দুঃখ শোকতাপের ভৈরব-তাণ্ডবে আলোড়িত সংসার, আনন্দের অনন্ত লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিবে। তখন সেই শোকতাপের মধ্যেও করুণাময়ের স্নিগ্ধ করুণা-ধারা ঝরঝর ঝরিতেছে, দেখিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গল বিধানের জয়গান করিতে থাকিবে। তাই বলি, অবোধ মন!—

প্রাণারাম শ্রীযুগল নাম অবিরাম কর ঘোষণা।
নামের অক্ষরে অক্ষরে নিরবধি ক্ষরে প্রেম-পীযূষ কণা॥
অনুপম মরি! কি মাধুরী ভরা,
পুলক-পূরিত মহানন্দ-ধারা,
শ্রবণ মঙ্গল, পরশ-শীতল নাম-রসে মজ রসনা।
আকুল হৃদয়ে তৃষিত পরাণে
প্রীতি-বিজড়িত সুতরল তানে—
গাও "রাধা শ্যাম,— প্রেম মোক্ষধাম," জাগাও অলস চেতনা॥
(নাম) ভুবন মাতায় প্রেমফুল বাসে,
বিমল কিরণে মোহতমঃ নাশে,
এ ভব বন্ধনে,—গভীর বেদনে, অনন্ত সুখ-সান্ত্বনা।
তপ জপ যজ্ঞ ধ্যান আরাধন
নাম সিন্ধুনীরে বুদ্‌বুদ যেমন,
কলিতে কেবল, ভুবন মঙ্গল শ্রীযুগল নাম সাধনা॥
পাপে তাপে জরা জীবন লইয়া,
বৃথা কেন ভ্রম' ভ্রমান্ধ হইয়া,
নামে মগ্ন থাক, প্রাণ খুলে ডাক, রবি-সুতভয় রবেনা॥

শ্রীনামের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কি ভুবনাকর্ষিণী মহা মাধুরী! কর্ম্মবদ্ধ সংসারি! যদি কর্ম্মের দৃঢ়-নিষ্পেষণে একান্তই অধীর হইয়া থাক, প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ানন্দদায়ী শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন কর এবং অকপটে শ্রীভগবৎ-চরণে শরণ লও, তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। কেননা—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে মোহনিদ্রা সমাকুলে।
যে হরিং শরণং যান্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥
শ্রীহ, ভ, বি, ধৃত বৃহন্নারদীয় বচনম্।

এই মোহনিদ্রা সমাচ্ছন্ন মহাঘোর সংসারে যাঁহারা শ্রীহরির শরণাগন্ন হন, তাঁহারা যে কৃতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধ-সর্ব্বার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের লীলা কথা কীর্ত্তনে তপস্যাদি সকল ধর্ম্মেরই ফললাভ হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রীহরি গুণানুবাদ সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। যথা—

ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তম শ্লোক গুণানু বর্ণনং॥ শ্রীভা, ১।৫।১২।

উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তনই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্রাদি জপ, জ্ঞান ও দান ইত্যাদি কর্ম্মের অব্যভিচারী নিত্যফল বলিয়া সুধীগণ নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা শ্রীভগবৎ কীর্ত্তন করেন তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল জন্মান্তরে কৃত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কীর্ত্তন না করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সকলই ব্যর্থ। ইহাই তাৎপর্য্য।

আবার তপস্যা স্বাধ্যায়াদি বিষয়ক শ্রুতিরাজ্যের ভগবদ্ভক্তি বিধান তাৎপর্য্যও, শ্রীহরিকীর্ত্তনই যে একমাত্র অভিধেয়, ইহাই সূচিত করে। অতএব শ্রীনাম কীর্ত্তন ভব-সাগর পারের একমাত্র তরীস্বরূপ। যথা—

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানু বর্ণনম্॥ শ্রীভা, ১।৬।৩৪।

শ্রীনারদ কহিলেন—পুনঃপুনঃ বিষয় ভোগবাসনায় যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ব্যাকুল, এই শ্রীহরি লীলা কীর্ত্তন তাঁহাদের ভবসিন্ধু সুখোত্তার সাধনের ভেলাস্বরূপ। ইহা আমি সুন্দররূপে বুঝিয়াছি। কেবল শ্রুতি প্রামাণ্যে নহে, আমি ইহা অন্বয় ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্রজবালাগণ কৃষ্ণ-প্রেমের সুধাসমুদ্রে নিরন্তর আত্মহারা হইয়া নিমজ্জিতা থাকিলেও তাঁহারা শ্রীনাম কীর্ত্তন বিলাসের প্রাণ-প্রীণনী মধুময়ী শক্তিতে বিমুগ্ধা হইয়া গাহিয়াছেন—

তব কথামৃত তপ্ত জীবনং,
কবি ভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩১ ৯।

হে হরে! তোমার কথামৃত সন্তাপিত জনের জীবন স্বরূপ। প্রসিদ্ধ দেবভোগ্য অমৃতও ইহার নিকট তুচ্ছীকৃত। তজ্জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও ইহার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা কাম-কলুষ বিনষ্ট হয় এবং এই অমৃতময়ী কথা শ্রবণ মাত্র কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। ইহা পরম শান্তিপ্রদ অথচ প্রাণমন উন্মাদক। সম্প্রতি আমরা তোমার বিরহানলে সন্তপ্তা হইয়া, তোমার গুণগাথা কীর্ত্তনে অশক্তা হওয়ায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা তোমার কথামৃত পান করাইয়া আমাদের জীবনদান করিয়াছেন। অতএব ভূমণ্ডলে যাঁহারা প্রাণমন মজাইয়া এই অমিয় পান করেন তাঁহারা যে জন্মান্তরে অবশ্যই পরম সুকৃতী মহাদানী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই হৃৎকর্ণ-রসায়ণ পরম পাবন শ্রীনাম "সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তনীয়" হইলেও শ্রীমৎ সাধুগণের সভায় শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ ও তদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা পরমোৎকর্ষের কারণ। কিন্তু তাদৃশী হরিসভা যথায় নাই সে স্থলে ভক্তের কর্ত্তব্য কি, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। যথা—

অলাভে সৎসভায়াস্তু শুশ্রূষুঞ্চ নিজালয়ে।
দেবালয়ে বা সাস্তস্তু কীর্ত্তয়েদ্ভগবৎ কথাম্॥

শ্রীহ; ভ, বি,

অর্থাৎ যদি সৎসভা প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাহা হইলে ভক্ত স্বগৃহে বা দেবায়তনে গমন পূর্ব্বক নিজেই শ্রবণ-পিপাসু জনের নিকট শ্রীহরি কথা কীর্ত্তন করিবেন।

ষোড়শ প্রবাহ

শ্রীকৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য।

হরি হরি, মরি মরি!! কি মধুমাখা প্রেম-পুলকভরা সুমধুর নাম— যে অবিশ্রান্ত ঝরঝর প্রবাহিত অমৃতময় নির্ঝর। রসনায় যাহার অণকণা

স্পর্শে কতই না নির্ম্মলানন্দ—কতই না পরম বিমল সুখপ্রবাহ উদ্বেলিত হয়। ভাই, একবার সংসারের ধূলিখেলা ছাড়িয়া মোহনিদ্রার অলস আবেশ ত্যজিয়া, দীনাতিদীন কাঙ্গালের হৃদয় লইয়া, প্রাণ খুলিয়া করুণা-কণ্ঠে একবার ঐ নাম—ঐ ভাবুজভয়হারী ভুবন-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। দেখি, দুর্ব্বল অশক্ত কর্ম্মজড় জীব, মনের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সরল প্রাণ শিশুর মত পবিত্র কোমল কণ্ঠে একবার "হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ" বলিয়া ডাক দেখি! ঐ শ্রীকৃষ্ণ নামের অক্ষরে অক্ষরে সেই নবঘনকান্তি কমনীয় শ্যাম-কলেবর মুরলীবদন বনমালীর বিশ্ববিমোহন বিমল মাধুরী ঝলমল করে কিনা? হৃদয় মন্দির সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আলোকিত হয় কিনা?—অশ্রু প্রবাহে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয় কিনা? যিনি ভক্তিতে মজিয়া ভাবের আবেশে আকুলতার সহিত এই হৃদয়হারী শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রাণ প্রেমর অমৃত শীতলতায় ভরিয়া যায় যে ভাই! আহা! সে নাম শ্রবণে জড় দেহেও কম্পন উপস্থিত হয়।—প্রতি অণু পরমাণুও সচেতন হইয়া নাচিয়া উঠে। এই কৃষ্ণ প্রীতি সঞ্চারিণী শ্রীকৃষ্ণ নামের শক্তি কিরূপ অদ্ভুত, প্রেমিত পাঠক! ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর মুখে শ্রবণ করুন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীং লব্ধয়ে
কর্ণ ক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ীঃ॥

বিদগ্ধ মাধব।

আহা! "কৃষ্ণ" এই দুইটী বর্ণ না জানি কতই অমৃতের সহিত সমুৎপন্ন হইয়াছেন। দেখ, এই হৃদয়-মন-মাতান পীযূষভরা নাম যখন রসনায় নৃত্য করেন তখন একটি রসনায় সে অমৃত নির্ঝরের আর কতটুকু আস্বাদ পাওয়া যাইবে, সেই জন্য বহু তুণ্ড পাইবার জন্য উদ্দাম লালসা বিস্তার করে। পদকর্ত্তাও গাহিয়াছেন—

"মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাড়ায় অতিশয়।

আবার যখন শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় মাধুর্য্য স্বভাবগুণে প্রীতি অঙ্কুরিত করেন তখন সেই শ্রুতিসুখকর শ্রীনামের গুণমাহাত্ম্য এত শ্রবণ করিতে মধুর বোধ হয় যে, দুইটী কর্ণে আর সে শ্রবণ পিপাসা মেটে না। তখন অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণলাভের বাসনা জন্মে।—আহা!—

"কি কহিব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয় দিয়া, কে জানে গড়িল ইহা
"কৃষ্ণ" এই দু'আঁখর করি॥
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাড়ায় কানে
তাহে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষকান, যবে হয়ে কৃষ্ণনাম,
মাধুরী করে আস্বাদনে॥"

আর এই সুরসাল কৃষ্ণনাম যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সমুদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরাভূত হইয়া যায়। তখন দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ বহির্ব্ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই কৃষ্ণনামের সুধাসমুদ্রে ডুবিয়া পুলকানন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। কৃষ্ণ নামের—"কৃষ্ণ" কেবল এই দুইটী অক্ষরের এমনই মহা মাধুরী যে, জপিতে জপিতে হেরিতে হেরিতে হৃদয়-রতন শ্রীকৃষ্ণকেও আবির্ভাব করেন। তাই—

"কৃষ্ণ দুআঁখর দেখি, জুড়ায় তাপিত আঁখি,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম উন্মাদ॥
যে কর্ণে পরশে নাম, সে ত্যজয়ে আনকাম,
সব ভাব করয়ে উদয়।

শ্রীকৃষ্ণনাম ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ পরম চিন্ময়। ইহা পরম রমনীয় রাম নাম অপেক্ষাও অধিক মহিমা বিশিষ্ট। দীনদয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত জীবজগৎকে দেখাইবার জন্য রামনাম-নিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন। পরম ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ যে দিন হইতে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা দর্শন পাইলেন—

"সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে রাম নাম দূরে গেলা॥" শ্রীচৈঃ চ।

তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণনামে ও রামনামে কি বিশেষত্ব বা কি প্রভেদ আছে তাহা প্রভুর কৃপায় শাস্ত্রযুক্তির সাহায্যে বুঝিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রামনাম ও কৃষ্ণনাম দুই পরংব্রহ্ম। কিন্তু শাস্ত্রে কিছু বিশেষত্ব আছে। তদ্‌যথা—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥ পদ্মপুরাণ।

হে সর্ব্বভূতের মনোরমে, হে বরাননে, হে পার্ব্বতি! শ্রবণ কর, "রাম রাম রামেতি" নামত্রয় সহস্র নামের তুল্য। অতএব রামনাম তিনবার উচ্চারণ করিলে সহস্র নামকীর্ত্তনের ফললাভ হয়। আবার—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।

শ্রীহ, ভ, বি, ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

পাপনাশক সহস্রনামের তিনবার উচ্চারণে যে ফললাভ হয়, "কৃষ্ণ' এই নামটী মাত্র একবার উচ্চারণ মাত্রেই সেই ফললাভ হয়। অতএব তিনবার রামনাম উচ্চারণ সহস্রনামের তুল্য, আবার একবার কৃষ্ণ নামোচ্চারণ ৩বার সহস্রনাম উচ্চারণের ফলদায়ী। সুতরাং একবার মাত্র একটী কৃষ্ণনাম উচ্চারণে ৯ বার রামনাম উচ্চারণের ফললাভ হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, শ্রীনারায়ণ নাম অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ নামে অধিক মাধুরী কেন না,—

"নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণ তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥' শ্রীচৈঃ চঃ।

আহা! শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভুবনমনমোহন, তাঁহার নামটীও তেমনি ভুবনজনমন-মোহন চিত্তাকর্ষক। নাম ও তনু ভিন্ন নহে। বরং তনু অপেক্ষা নামের গুণ

আরও উৎকৃষ্ট—"শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের নাম ভারি।" শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি, প্রেয়সিগণও গোপিনী, কি আশ্চর্য্য; সাধ্বী সতী লক্ষ্মীঠাকুরানী বৈকুণ্ঠাধিশ্বরী হইয়াও বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য ব্রতনিয়ম করিয়া অপার তপস্যাচরণ করিলেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপিকার মনহরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একদিন কৌতুক করিয়া গোপীদের সম্মুখে নারায়ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে গোপীদের অনুরাগ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশঃ কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেষা রসস্থিতি॥ ভ, র, সি।

শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বত কোন ভেদ নাই বটে অর্থাৎ উভয়েই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময়; কিন্তু রস বিশেষে শ্রীকৃষ্ণে অতি চমৎকার মাধুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণেই সকল রসের পর্য্যাপ্তি। অতএব শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই রসাধিক্য হেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এইজন্যই কৃষ্ণনাম এত মধুভরা—তাই উহাতে এত প্রাণ-শীতল-করা স্নিগ্ধ রস। শ্রীকৃষ্ণ নামের এই অসামান্য মহিমা ঘোষণা করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্ত মশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরং॥

প্রভাস পুরাণ।

হে পরন্তপ! আমার নাম সমূহের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই নামটীই শ্রেষ্ঠতর। ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও পরম মুক্তিকর। আবার—

শ্রীবিষ্ণু নাম্নাং সর্ব্বেষাং সারাৎসারং পরাৎপরং।
কৃষ্ণেতি সুন্দরং নাম মঙ্গলং ভক্তিদাস্পদং॥

শ্রীবিষ্ণুর নাম সমূহের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই সুন্দর নামটী সারাৎসার, পরাৎপর মঙ্গলজনক ও ভক্তিদাস্পদ।

তাই বলি ভাই, কৃষ্ণ নামকেই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাতেই প্রাণ মন ঢালিয়া দাও, ঐ শ্রীনাম লইয়াই সর্ব্বদা জপানন্দে উন্মত্ত থাক। শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমাকে এই দুস্তর নরকার্ণব হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি; যথা—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥ নারসিংহে।

যে ব্যক্তি আমাকে "হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ" বলিয়া সতত স্মরণ করে, একার্ণব সলিল ভেদ করিয়া যেমন ভূমণ্ডলরূপ পদ্মকে উদ্ধার করি, সেইরূপ আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অর্থাৎ পদ্ম যেমন জলে নিমগ্ন থাকে তদ্রূপ সে ব্যক্তি নরকে নিমগ্ন থাকিলেও তাহাকে উদ্ধার করি। পরন্তু পদ্মের যেমন জল সম্পর্ক নাই তাহারও প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ হেতু পুনরায় নরক সম্বন্ধ থাকেনা।

এই জন্যই দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের প্রতি করুণা করিয়া জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রীমুখে বিঘোষিত করিয়াছেন—যথা,—শ্রীচৈতন্যদেবেনোক্তং শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত এই শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের গূঢ়ার্থ এই যে,—হে কৃষ্ণ! আমি তোমার ভজনহীন সাধনবিহীন ও সংসার কূপপতিত বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিওনা। হে ভীতার্ত্তিহর কৃষ্ণ! আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর—রক্ষা কর। স্বীয় কৃষ্ণনামের সার্থকতা কর। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা, অতএব হে কৃষ্ণ! কৃপা রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া দাসরূপে স্বীয় শ্রীচরণ মূলে টানিয়া লও। হে কৃষ্ণ! এই দুরন্ত কলিকালে তোমা ব্যতীত আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা দেখিতেছি না। অতএব হে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা কর। এস্থলে একই কৃষ্ণনাম পুনঃপুন উক্ত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ সম্ভাবনা। যেহেতু "বিপদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিত্রিরুক্তি র্ন দুষ্যতে।" বিপদে বিস্ময়ে ও আনন্দে পুনরুক্তি দোষ হয় না। জীব যখন বিপদে পড়িয়া "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাতর হৃদয়ে বিবশ প্রাণে আর্ত্তস্বরে ডাকে তখন শ্রীকৃষ্ণ নামের আশু-বিপদনাশিনী শক্তি সন্দর্শন করিয়া জীব যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হয়।—তখন বিস্ময়-বিহ্বল হৃদয়ে আরও শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে থাকে।—আনন্দের সুধা লহরীতে প্রাণ মন ভরপুর হইয়া উঠে আর সে সুখশান্তিপ্রদ সুমিষ্ট কৃষ্ণ নাম ভুলিতে পারে না। রস-রসিকা রসনা সে সুরসাল কৃষ্ণ নামের

রস মাধুর্য্য পুনঃপুন আস্বাদন করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নাম যেমন মহাতেজোময় তেমনই মধুর—উজ্জ্বল অথচ আনন্দ-স্নিগ্ধ। পাপতাপ-ক্লিষ্ট কাতর বিপন্ন জীব! একবার অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার ও দুঃসহ হৃদয় জ্বালা নিমেষে নির্ব্বাপিত হইবে—সকল বাধা বিপত্তি পলকে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। দেখিবে প্রাণমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্ফূর্ত্তিতে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ স্মরণ মাত্রেণ নরো যাতি নিরাপদং।
যঃ স্মরেৎ সততং কৃষ্ণং নো জানে তস্য কিং ফলং॥

আদিপুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণমাত্রে মনুষ্য নিরাপদ হয়। কিন্তু যাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করেন তাঁহাদের যে কি ফল তাহা কে বলিতে পারে?

যিনি নিরপরাধে একবার মাত্র কৃষ্ণ নামোচ্চারণ করিয়া বদন পবিত্র করিয়াছেন তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠাধিকারী হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং সকলের পূজনীয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"——যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

এই পরমানন্দময় কৃষ্ণনাম আচণ্ডাল সকল জীবের পক্ষেই সুলভ এবং ইহা রসনা স্পর্শ মাত্রেই ফলদান করিয়া থাকেন। যথা—

আকৃষ্টিঃ কৃত চেতসাং সুমনসা মুচ্চাটনং চাংহসা
মাচণ্ডালমমুক লোক সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ সংক্রিয়া ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ॥

পদ্যাবলী।

তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ইত্যন্তকালে
জল্পন্ জন্তু জীবিতং যো জহাতি।
আদ্যঃশব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্তেঃ
ব্রীড়া নম্রো তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ॥

শ্রী হ, ভ, বি, ধৃত ভারত বিভাগে।

যে ব্যক্তি মৃত্যু সময়ে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নামত্রয় জপ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার মুক্তির জন্য প্রথমোচ্চারিত এক কৃষ্ণ শব্দই কার্য্যকর, তবে অন্য যে দুই নাম অবশিষ্ট থাকেন তাঁহারা কোন কার্য্য করিতে না পারিয়া লজ্জাবনত বদনে ঋণীর ন্যায় অবস্থান করেন। নাম নামী অভেদ বলিয়া এস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ঋণী বুঝিতে হইবে।

এই জন্যই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো, গোপনীয় মিদং মম।
মৃত্যু সঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যা মবধারয়ঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

হে শম্ভো! আমি সত্যবলিতেছি, আমার এই কৃষ্ণনাম অতি গোপনীয় এবং মৃত্যুসঞ্জীবনী বলিয়া জানিবে।

তাই পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়া গাহিয়াছেন—

শুন মাধব! কি বলব তোয়।
গোকুল তরুণী নিচয় মরণ জানি,
রাই রাই করি রোয় ॥
তহি এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুনঃপুন কহে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী পাই পরাণ কোরি,
গদগদ কহে শ্যাম নাম ॥
নামক অছু গুণ, শুনিলে ত্রিভুবনে,
মৃত জনে পুনঃ কহে বাত।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ ॥"

বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার মৃত্যুদশা উপস্থিত। তাঁহার বাহ্য-স্ফুরণ স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে এক সুচতুরা সখী শ্রীরাধার কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইলেন। কৃষ্ণনাম শুনিয়া মৃতপ্রায় শ্রীমতীর চেতনা সঞ্চার হইল। আহা! কৃষ্ণ নামের এমনই গুণ যে, উহা শুনিলে মৃতব্যক্তি ও পুনরায় কথা বলে! এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ নাম মৃতসঞ্জীবনী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নাম সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি দায়ক, সুতরাং সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। যথা—

সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থ সিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণ নাম
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা॥ হঃ ভ, বি।

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই লোকের সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদান করেন; অতএব সকল কার্য্যেই শ্রীকৃষ্ণ নাম ভক্তিভাবে যথেষ্ট স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

তাই বলি, হে রোগজীর্ণ বিষাদমগ্ন জীব! শয়নে স্বপনে সদাই শ্রীকৃষ্ণ নামানন্দে ডুবিয়া থাক। পীযুষ বর্ষিনী শ্রীনামের শক্তিতে তোমার পাষাণ কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। একবার প্রাণ খুলিয়া পরমানন্দে "জয় রাধা কৃষ্ণ" বল—ত্রিতাপের ছায়া পর্য্যন্ত তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন পুণ্যপুঞ্জ-শোভিত প্রেমভক্তির স্ফুরণে করুণাময়ের, করুণা কণা লাভে কৃতার্থ হইবে।

সপ্তদশ প্রবাহ।

বিশেষ শ্রীগোবিন্দনাম মাহাত্ম্য।

দয়াময় শ্রীভগবানের সকল নামই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ও সুমধুর। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ নাম অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যে যেন সকল শ্রীনামাপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট ও প্রাণারাম। যে শ্রীকৃষ্ণ নাম রসনায় স্পর্শমাত্র হৃদয়ের পর্ব্বত-প্রমিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়—পাপতাপ দুঃখ জ্বালা শান্তির সুখশীতলতায় সুস্নিগ্ধ হয় সেই পরম পাবন প্রাণারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ নামাপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দনাম যে অধিক মাধুরী মাখা তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে। এই প্রবাহে সেই শ্রীগোবিন্দ নামামৃত সিন্ধুর মহিমা-মাধুর্য্যের কণামাত্র আলোচিত হইবে।

প্রেমমকরন্দময় শ্রীগোবিন্দ নামকীর্ত্তনে জীবের অখিল পাপ উন্মূলিত হয়। অগ্রে অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া যেমন সূর্য্যোদয় হয় সেইরূপ হৃদয়কে নিষ্পাপ ও নির্ম্মল করিয়া শ্রীগোবিন্দ নাম স্ফুরিত হন। সুতরাং—

পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দ নাম মেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীর বিন্দুভিঃ॥

শ্রীহ, ভ, বি, ধৃত গরুড় পুরাণ।

হে মানবগণ! প্রদীপ্ত পাপানল দেখিয়া তোমরা ভীত হইওনা, যেরূপ জলধরধারা সম্পাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ গোবিন্দ নাম জলদের জলবিন্দুপাতে দারুণ পাপাগ্নিও একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অন্য কথা কি?—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব ॥

যেরূপ বৃকের (নেকড়ে বাঘ) আক্রমণে মৃগকুল আকুল হয় কিন্তু সহসা সিংহদর্শনে সেই বৃক যেমন মৃগকুলকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করে এবং মৃগকুল বিপন্মুক্ত হয়, তদ্রূপ অনিচ্ছাতেও শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চারিত হইলে জীবের সকল প্রকার পাপ তৎক্ষনাৎ দূরীভূত হয় এবং জীব নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে।

তাই স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

গোবিন্দেতি তথাপ্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।
দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥

যেরূপ যুগান্ত কালীন অগ্নি সমুত্থিত হইয়া বিশ্বসংসার ভস্মীভূত করে সেইরূপ ভক্তি বা অভক্তি, যে রূপেই হউক শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চারণ মাত্রই সকল পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। এমন কি,—

গোবিন্দ নাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥

এই ভূলোকে কাহারও গোবিন্দ নাম থাকিলে যে ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করে তাহার সহস্র সহস্র পাপ বিনষ্ট হয়।

আবার পদ্মপুরাণে শ্রীমন্মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"হত্যাযুতং পান সহস্রমুগ্রং, গুর্ব্বঙ্গনা কোটি নিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরি প্রিয়েণ, গোবিন্দ নাম্না নিহতানি সদ্যঃ ॥

যদি কেহ অযুত ব্রহ্মহত্যা, সহস্রভীষণ সুরাপান, কোটি কোটি গুরুপত্নী গমন ও অসংখ্য বিপ্রবিত্ত অপহরণ করে, তাহা হইলে হরিপ্রিয় শ্রীগোবিন্দ নামে তাহার সে সকল পাপই সদ্যঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই সর্ব্বপাপ প্রশমক শ্রীগোবিন্দ নাম যেরূপেই কীর্ত্তিত হউক না কেন, আভাসেই অশেষ পাপের বিনাশ সাধিত হয়। যথা—

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দ নাম ব্যাজাদপীরিতং॥

যে রূপ অনিচ্ছাতেও অগ্নিস্পর্শ করিলে দগ্ধ হইতে হয় সেইরূপ পুত্রাদির আহ্বানচ্ছলে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই জন্যই অজামিল জন্মাবধি অসংখ্য প্রাণীহিংসা ও অশেষ পাপানুষ্ঠান করিয়াও বিবশ প্রাণে পুত্র আহ্বানচ্ছলে পরম স্বস্ত্যয়ন হরিনাম উচ্চারণ করিয়া পরমাগতি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ দুস্তর বিবিধ পাপবর্গ ব্যাকুল অগতি কলির জীবের প্রতি শ্রীগোবিন্দ নামের প্রভাব বিশেষ রূপে প্রকটিত। কেননা—

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনং॥

স্কন্দপুরাণ।

এই কলিযুগে কর্ম্মজ, কি বাক্যজ, কি চিত্তজ জীবের এমন কোন পাপ নাই যাহা শ্রীগোবিন্দ কীর্ত্তনে উন্মূলিত না হয়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে—

পারক্‌ চান্দ্রায়ণ তপ্ত কৃচ্ছ্রৈর্ন দেহি শুদ্ধি ভবতীহ তাদৃক্‌।
কলৌ সকৃন্মাধব কীর্ত্তনেন গোবিন্দ নাম্না যাদৃক্‌॥

এই কলিকালে একবার মাত্র "গোবিন্দ" এই নাম দ্বারা শ্রীভগবৎ কীর্ত্তন করিয়া দেহিদিগের যে প্রকার শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, পরাকব্রত চান্দ্রায়ণ ও তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান দ্বারাও সেরূপ শুদ্ধি হয় না।

আবার অকপট চিত্তে এই সরস মধুর শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে কুল পবিত্র হয়। এবং যে ব্যক্তি সেই কীর্ত্তন কারীর কৃপাসঙ্গ প্রাপ্ত হন, তিনিও পরম পবিত্র হন। কেননা—

গোবিন্দেতি মুদাযুক্ত কীর্ত্তয়েদ্‌ যস্ত্ব নন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনায়ং পৃথিবী ধৃতা॥

লঘু ভাগবত।

যে ব্যক্তি অনন্যমনা হইয়া পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করেন সেই ধন্য ও পরম পুরুষই এই ধরাকে ধারণ করিয়া আছেন।

কলির জীব সংসার তাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত। এই সংসার তাপ নিবারণের একমাত্র উপায় শ্রীগোবিন্দ নামানুকীর্ত্তন। তাই শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

তস্মাদীশ কথাং পুণ্যাং গোবিন্দ চরিতাশ্রিতাম্।
মহাপুণ্যপ্রদাং যস্মাৎ শৃণুষ্ব নৃপসত্তম॥

অতএব হে নৃপসত্তম! সংসার-তাপনিবর্ত্তক মহাপুণ্যপ্রদা পবিত্র শ্রীগোবিন্দ চরিতাশ্রিত শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ করিতে থাক।

যে হেতু, এই শ্রীনাম-ভেষজ সর্ব্ব প্রকার আধিব্যাধি বিনষ্ট করিয়া জীবকে শান্তির সুখসিন্ধুতে নিমগ্ন করেন যথা—

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥

হ, ভি, বি, ধৃত বৃহন্নারদীয়।

অখণ্ডানন্দ স্বরূপ "গোবিন্দ" নামোচ্চারণে ব্যাধি সকল ভীত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।

শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনাভ্যাসে কলির জীবের সর্ব্ববিধ পাপ তাপ ব্যাধি প্রভৃতি অনায়াসে বিনষ্ট হয়। এমন কি মহাদুরন্ত স্বয়ং কলিও তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তাই স্কন্দ পুরাণে কলিকাল ভয়ার্ত্ত জীবকে অভয় দান করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

কলিকাল কুসর্পস্য তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রস্য মাভয়ং।
গোবিন্দ নাম দাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্।

কলিকাল রূপ তীক্ষ্ণদন্ত ক্রূর প্রকৃতি বিষধরের আর ভয় নাই, গোবিন্দ নাম রূপ দাবানলে সে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

যদিও আমরা প্রারব্ধ কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া এই কলুষ-প্রধান কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ঐ কর্ম্মফল আমাদের অবশ্য ভোগ্য। তথাপি প্রাণ ভরিয়া শ্রীগোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করিলে ঐ সমস্ত কর্ম্মজাল হইতে অনায়াসে নির্ম্মুক্ত হইতে পারা যায়। যথা—

গোবিন্দেতি জপংজন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত সুরবদ্ভাসতে নরঃ॥

হ, ভ, বি, ধৃত বৃহন্নারদীয়ে।

মানব সৎকর্ম্মাদির অভাবে কীটাদি জন্তু তুল্য হইলেও প্রতিদিন ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক গোবিন্দ এই নাম জপ করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ পাপ কর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন। এবং মনুষ্য হইয়াও সেই মনুষ্য দেহেই ইন্দ্রাদি দেবতা অথবা পরম পদ দাতা ভগবৎ পার্শ্বদরূপে দীপ্যমান হন।

সর্ব্বতীর্থের ফল অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দ নামের ফল বহুগুণে অধিক। এমন কি সেই সকল তীর্থ-ফল শ্রীনাম কীর্ত্তনের কোটী অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। তাই লঘু ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে—

কিং তাত বেদাগম শাস্ত্র বিস্তরৈ
স্তীর্থৈরনেকৈ রপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট॥

বৎস! বেদ আগম ও অন্যান্য বহুল শাস্ত্র এবং অনেকানেক তীর্থ সমূহেই বা প্রয়োজন কি? যদি আত্মোদ্ধারের কারণ আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে "হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ!" স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে থাক।

পদ্মপুরাণেও নিঃসন্দেহ রূপে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে তদ্ যথা—

পুরাণ শাস্ত্রাগম বেদপাঠ তীর্থাবগাহাদি ফলং যথেষ্টম্।
গোবিন্দ নাম্নোঽপি কলা শতাংশৈস্তুল্যং ভবেন্নৈবমুনে কদাচিৎ॥

হে মুনে! পুরাণ শাস্ত্র, আগম ও বেদপাঠ এবং তীর্থাবগাহনাদিতে যে প্রচুর ফললাভ হইয়া থাকে, তাহা কদাচ শ্রীগোবিন্দনামচন্দ্রের এক কলার শতাংশের তুল্যও হয় না।

এমন কি, কোন সৎকর্ম্মের সহিতও শ্রীগোবিন্দ নামের তুলনা হইতে পারে না। কেননা, ঐ শ্রীনামের ফল সর্ব্ব সৎকর্ম্মের অধিক। যথা—

গোকোটী দানং গ্রহণে খগস্য,
প্রয়াগ গঙ্গাম্বুনিকল্পবাসঃ।

যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণ দানং,
গোবিন্দ কীর্ত্তে র্ন সমং শতাংশৈঃ ॥

সূর্য্য গ্রহণ সময়ে কোটী গোদান, প্রয়াগে গঙ্গাজলে কল্পকাল বাস, অযুত অসংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান, সুমেরু পর্ব্বত প্রমিত সুবর্ণদান কিছুই শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

তাই শৌনক ঋষি পরম ভাগবত অম্বরীষকে বলিয়াছেন—

বাজপেয় সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্স্যসি।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দ কীর্ত্তনম্ ।।

গরুড় পুরাণ।

হে ভূপাল! যদি নিত্য সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভের বাসনা কর তাহা হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কর। কেননা—

গোবিন্দ নাম সদৃশং ন ত্যাগো ন ব্রতং মুনে।
ন সঙ্কল্পো নাপি শৌচং ন পুণ্যং ন ফলং তথা ॥

পদ্মপুরাণ।

হে মুনে! দান, ব্রত, সঙ্কল্প. শৌচ, পুণ্যও ফল কিছুই শ্রীগোবিন্দ নামের সমতুল্য নহে।

এমন কি! মুক্তি অভিলাষ করিয়া কোন যোগানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন করে না। মুক্তি ও পাপনাশাদি শ্রীগোবিন্দ নামাভাসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাই শ্রীসনক কহিয়াছেন—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিংযোগৈর্নর নায়ক।
মুক্তি মিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ কীর্ত্তনং ।।

গরুড় পুরাণ।

হে নরনায়ক! সাংখ্যযোগ (আত্মনাত্ম বিবেক) কি অষ্টাঙ্গাদি যোগে কি করিবে? যদি মুক্তি কামনা কর তবে শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক।

এই প্রীতি মধুর শ্রীগোবিন্দ নামের শক্তির ভগবদ্বশী-কারিতা অতীব অদ্ভুত। শ্রীভগবানের বাক্যেই তাহা প্রকাশ আছে। যথা মহাভারতে—

ঋণ মেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

দ্রৌপদী দূর প্রদেশে অবস্থান করিয়া বিপদে পড়িয়া পরমার্ত্তস্বরে "হে গোবিন্দ বলিয়া যে আহ্বান করিয়া ছিলেন সেই ঋণ আমার বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা কোনও ক্রমে আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনকারীর সকাশে শ্রীভগবান ঋণীর ন্যায় নিত্য বশীভূত, ইহাই তাৎপর্য্য।

কর্ম্মজড় কলির জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের নামই যে একমাত্র উপাস্য, তাহা "হরের্নাম" শ্লোকে স্পষ্ট বিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীভগবানের সকল নামাপেক্ষা মহামধুর শ্রীগোবিন্দ নামে যেন পলকে পলকে নব নব ভাবোদ্গম হয়, রাগাত্মক উজ্জ্বল রসামৃতের অবিরাম ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হয়। ব্রজ-ভাবের পরিস্ফুরণ কেবল এই শ্রীগোবিন্দ নামেই পর্য্যবসিত। এই জন্যই শ্রীগোবিন্দনাম কলির জীবের পরম উপাদেয় প্রাণারাম নিগূঢ় সামগ্রী। এই শ্রীনাম কীর্ত্তনে সত্যযুগেরও শ্রীভগবৎ অর্চ্চনার ফললাভ হয়। যথা—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতু শতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ॥

বিষ্ণু রহস্য।

সত্যযুগে বিশুদ্ধ অশেষ দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া শ্রী ভগবদর্চ্চনায় কোন ত্রুটি হইত না। সুতরাং সে সময়ে শতশত যজ্ঞানুষ্ঠানে ও অনন্য-ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া যে ফললাভ হইত, এই কলিকালে শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনে সম্পূর্ণ সেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন স্থানের মধ্যে শ্রীমথুরামণ্ডল, কালের মধ্যে কার্ত্তিকাদিমাসত্রয়, তিথির মধ্যে শ্রীএকাদশ্যাদি শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া উক্ত, সেইরূপ সকল যুগের মধ্যে কলিযুগই শ্রীভগবৎপ্রিয়। এই কলিযুগে সামান্যরূপ কর্ম্মকৃত হইলেও বহুতর ফল হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীব্যাসদেব "কলির্ধন্য" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেননা—

অস্মিন্ যুগশ্রেষ্ঠে নিজৈশ্বর্য্য বিশেষ প্রকট
নামরূপো ভগবতো মুখ্যাবতারঃ।

তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দ নামেই সকল ঐশ্বর্য্য ও সকল মাধুর্য্যের পর্য্যবসান। শ্রীব্রজ-রস-লোলুপ রসিক ভক্তের পক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল নাম প্রাণাদপি প্রিয় ও হৃদয়হারী। তবে ভজন-তত্ত্বে অগ্রে শ্রীগৌরনাম পরে শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তন করাই বিধি। যেহেতু, শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ একইতত্ত্ব। রাগভক্তি প্রবর্ত্তক গুরু-গৌরবে অগ্রে শ্রীগৌরচন্দ্র, পরে উপাস্যতত্ত্বে শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তন, স্মরণ ও অর্চ্চন কর্ত্তব্য। যেরূপ দুগ্ধের শুভ্রাংশ পৃথক্ করিলে দুগ্ধের সারবত্তা থাকেনা, সেইরূপ শ্রীযুগলতত্ত্ব হইতে শ্রীগৌরতত্ত্ব পৃথক করিলে সকল মাধুর্য্য ও ভাবোল্লাসের পরিস্ফুরণ বিলোপ হয়। অতএব শ্রীগৌর নামের সহিত শ্রীযুগল নাম নিত্য আস্বাদ্য ও উপাস্য।

পরিশিষ্ট।



এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীনামের মাহাত্ম্য যথাসাধ্য আলোচিত হইলেও, যথেষ্ট নহে। শ্রীনামের মহিমা অনন্ত—এবং সেই অমৃতবর্ষী উৎস বিবিধগ্রন্থে প্রবাহিত। শ্রীনামের মহিমা ব্যঞ্জক এক একটি শ্লোক ভক্তজনের পক্ষে প্রকৃতই হৃৎকর্ণ-রসায়ণ। সুতরাং সেই প্রাণস্পর্শী সুমধুর শ্লোক সমূহ এই শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত না করিলে যেন শ্রীগ্রন্থখানি অপূর্ণ বোধ হয়। এজন্য তন্মধ্যে কয়েকটি শ্লোক ভক্ত পাঠকগণের আনন্দবিধানের নিমিত্ত নিম্নে সান্বয় ব্যাখ্যার সহিত সঙ্কলিত হইল।

মৃষা গিরস্তা হ্যসতী রসৎ কথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥ শ্রীভা। ১২।১২।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনই মহাফল, তদ্ভিন্ন সমুদায় মিথ্যা প্রলাপ মাত্র, সুতরাং তাহা অবিগীত। এই তাৎপর্য্য সূচিত করিয়া শ্রীসূত কহিলেন,—"যৎ-যতঃ ভগবান্ অধোক্ষজঃ ন কথ্যতে (যে কথাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ নাই) তাঃ মৃষা গিরো এব (এমন সকল কথা সত্য হইলেও মিথ্যা,) অসতী এব (প্রিয় হইলেও অসত্য কটূক্তি তুল্য এবং) অসৎকথা এব (তাহা পণ্ডিত-গণের কথিত হইলেও অসৎকথা। অতএব শ্রীহরির নাম প্রসঙ্গ না করিয়া কোন ব্যক্তি সত্যবাদী হইলেও মিথ্যাবাদী, প্রিয়ম্বদ হইলেও কটুভাষী এবং সৎকথক হইলেও অসৎকথক নামে অভিহিত হন। কিন্তু যাহাতে) ভগবদ্গুণোদয়ং (শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণের প্রসঙ্গ আছে) উহ—ইতিহর্ষে তদেব সত্যং (আহা! সেই শ্রীভগবদ্ যশঃ স্বকল্পিত অসত্য

হইলেও সত্য,) তদেব মঙ্গলং (তাহা গৃহাশ্রম-বিধ্বংসক অমঙ্গল হইলেও মঙ্গলপ্রদ এবং) তদেব পুণ্যং (এমন কি, কোন জীবাধম প্রাকৃতভাবে শ্রীভগবানের পরদার হরণাদি লীলা অপুণ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাহা পুণ্য জনক।) যৎ-যাসু উত্তমঃ শ্লোকস্য যশোঽনুগীয়তে (যাহাতে উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয়) তদেব রম্যং (তাহাই রমণীয় অর্থাৎ মনোহর) তদেব রুচিরং (শ্রীজানকীত্যাগাদি ভক্তের রুচিজনক না হইলেও তাহাই রুচিপ্রদ) তদেব নবং নবং (সেই শ্রীভগবানের চরিত্রগাথা অতি পুরাতন হইলেও তাহাই নিত্য নব নব) তদেব শশ্বৎ মনসো মহোৎসবং (রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণাদি মনের মহোৎসবনাশক হইলেও তাহাই মনের নিত্য মহোৎসবকর এবং) তদেব নৃণাং শোকার্ণব শোষণং (পতি পুত্রাদির বৈরাগ্য উৎপাদন শোকার্ণবতুল্য হইলেও তাহাই জীবের শোকার্ণব-শোষক)।

যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে,
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে।

যস্মিন্ ন্যস্তমতি নরকং ন যাতি (যাঁহাতে চিত্তার্পণ করিলে পাপ-সংশ্লেষ অসম্ভব বলিয়া ভ্রমেও নরক দর্শন হয় না) যৎ চিন্তনে স্বর্গোঽপি বিঘ্নো (যাঁহার ধ্যানে স্বর্গলাভও বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া প্রতীতি হয়) যত্র নিবেশিতাত্ম-মনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ (যাঁহাতে আত্মা মন নিবেশিত করিলে ব্রহ্মলোকও অতি তুচ্ছ বোধ হয় এবং) যঃ অব্যয়ঃ অমলধিয়াং পুংসাং চেতসি স্থিতঃ সন্ মুক্তিং দদাতি (যে অব্যয় পুরুষ অবস্থিতি মাত্রেই জীবের অতি মলিন হৃদয়কেও নির্ম্মল করিয়া মুক্তি প্রদান করেন) তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে যৎ অঘং বিলয়ং প্রযাতি, কিং চিত্রং? (সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তনে যে পাপ বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?)

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভবরৃত্তি হেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরি শ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা কেবল সংসার-মোক্ষের কারণ নহে, পরন্তু যে প্রেমভক্তিপ্রদা তাহা শ্রীশুকদেব এই শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন।—ইহ বিশ্ববিলয়োদ্ভব হেতুঃ হরিঃ (বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এই শ্রীকৃষ্ণ) যানি অনন্তবিষয়াণি কর্ম্মাণি চকার (অনন্যাভক্তির উদ্দেশ্যে পরমপূর্ণাবতার স্বরূপে যে যে অসাধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন) হে অঙ্গ—পরীক্ষিৎ যঃ তু তৎ গায়তি শৃণোতি বা অনুমোদতে (হে পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি তাহা গান করেন, শ্রবণ করেন বা অনুমোদন করেন) অপবর্গমার্গে তস্যহি (ভক্তিযোগমার্গে তাঁহার) ভগবতি ভক্তি ভবেৎ (প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয় অর্থাৎ তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রেমভক্তি ভজনারম্ভ দশা প্রাপ্ত হন ; অথবা) অপবর্গ মার্গে ভগবতি ভক্তি ভবেৎ (মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অবিচলা ভক্তি হয়।)

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি
সংসার পারং দুরিতৌঘ মুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্মং
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥

নরঃ (মনুষ্য নিত্য মহাপাপরত হইলেও) হরেঃ নাম্নাং কীর্ত্তনতঃ (শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে) দুরিতৌঘান্ মুক্তঃ সন্ সত্যং সংসার পারং প্রযাতি (সেই সকল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সংসার পারে গমন করিয়া থাকে।) স কলিদোষজন্ম পাপং আশু নিহন্তি (সে ব্যক্তি যে কলিকলুষজনিত পাপকে বিনষ্ট করিবে) অত্র কিং চিত্রম্ (ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, অর্থাৎ ইহা অসম্ভাবিত নহে।)

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্ত কর্ম্মার্গল উত্তমাংগতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

ম্রিয়মাণ আতুরঃ পুমান্ পতন্ স্খলন্ (মৃতপ্রায় আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের দৌর্ব্বল্য হেতু স্খলিত বাক্যে অথবা ম্রিয়মান, আতুর যে কূপাদিতে পতিত হইতেছে কিম্বা সোপানাদি হইতে যাঁহার পদস্খলন

হইতেছে এতাদৃশ ব্যক্তি) যন্নাম ধেয়ং বিবশো গৃণন্ (বিবশ হইয়াও যাহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে) বিমুক্ত কর্ম্মার্গলং (দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধনও বিমুক্ত হইয়া) উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি (শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিলক্ষণা গতি লাভ করে) কলৌ জনাঃ (কলির জীব সকল) তং ন যক্ষ্যন্তি (নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে না। এস্থলে "কর্ম্মার্গল" শব্দে জীবের অবশ্য-ভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্মফল নাশের কথাই বিবৃত হইল।)

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥

শ্রীশুক্রাচার্য্য শ্রীভগবানকে কহিলেন—মন্ত্রতঃ (মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদিদ্বারা) অন্ত্রতঃ (তন্ত্রে ক্রমবৈপরীত্য দ্বারা) দেশকালার্হবস্তুতঃ (এবং দেশ কাল পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতির দ্বারা) যচ্ছিদ্রং (যে ছিদ্র অর্থাৎ ত্রুটি হয়) তব নাম সঙ্কীর্ত্তনং তৎসর্ব্বং নিশ্ছিদ্রং করোতি (আপনার নাম সঙ্কীর্ত্তন সে সমুদায়কে নিশ্ছিদ্র করিয়া অর্থাৎ ন্যূনতা পূর্ণ করিয়া অধিক ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।)

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসিভীতানি দিশে দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥

নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা (হে হৃষীকেশ! আপনি এমনই ভক্তবৎসল যে আপনার মাহাত্ম্যাদি সঙ্কীর্ত্তনে অথবা নাম মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে কেবল আমিই আনন্দানুভব করিতেছিনা) জগৎসর্ব্বং প্রহৃষ্যতি চ (আপনার নামে যে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট ও) অনুরজ্যতে (অনুরাগযুক্ত হয়) তৎ স্থানে—ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থ (তাহা যথার্থ;)—অন্য কথা কি,) রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি (রাক্ষসগণও আপনার নাম-প্রভাবে শঙ্কিত হইয়া) দিশো দ্রবন্তি (দিগন্তে পলায়ন করে, এবং) সিদ্ধসংঘাঃ সর্ব্বে (কপিল প্রভৃতি যোগ তপোমন্ত্রাদি সিদ্ধ পুরুষগণ পর্য্যন্ত আপনার নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে) নমস্যন্তি (আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া থাকেন) চ এতচ্চস্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ (এ ব্যাপার সর্ব্বতঃ সঙ্গত, বিচিত্র নহে।)

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে
র্যদ্ যচ্চৈতদ্ গেয় পীযূষ পুষ্টম্।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ॥

নব্যং নব্যং (যাহা প্রতিক্ষণে নূতনত্ব নিবন্ধন অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তার করে এবং) যৎ গেয় পীযূষ পুষ্টম্ (যাহা গানযোগ্য গাথাদির পরমশ্লাঘ্য মধুর রস পুষ্ট) তৎ মুরারেঃ নামধেয়ং (তাহাই মহামধুর শ্রীকৃষ্ণ নাম।) এতৎ যে ত্যক্তলজ্জাঃ সন্তি সহর্ষং গায়ন্তি (যাঁহারা লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক এই নাম সানন্দে গান করিয়া থাকেন) তে জীবন্মুক্তাঃ এব (তাঁহারা যে জীবন্মুক্ত) তত্র সংশয়ো নাস্তি (তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও এই নাম "গেয় পিযূষ-পুষ্ট" অর্থাৎ পরম উন্মাদক ; সুতরাং চিত্ত ক্ষোভ হেতু জীবন্মুক্ততার বিরোধী বলা যায়, তাহা হইলেও জীবন্মুক্ত ; কেননা, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে স্বতঃই সংসার বিস্মরণ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন দেহান্তে তো মুক্তি প্রদান করেনই পরন্তু এই দেহেও নিশ্চয় সদ্যঃ মুক্তি প্রদান করেন, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল।)

যস্যাবতার গুণ কর্ম্ম বিড়ম্বনানি,
যেহসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেহনেক জন্ম শমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন—যস্যাবতার গুণকর্ম্ম বিড়ম্বনানি (যাঁহার কৃষ্ণ রাম নারায়ণাদি অবতার, দয়ালু দীনবন্ধু ভক্তবৎসলাদিগুণ এবং গোবিন্দ গিরিধর কংসারি মধুসূদনাদি কর্ম্মানুকৃত নাম সকল) যে অসু বিগমে (যাহারা অজামিলাদির ন্যায় পাপাসক্ত হইয়াও প্রাণ প্রয়াণ কালে) বিবশা গৃণন্তি (বিবশ ভাবে কেবল উচ্চারণ করে) তে অনেক জন্ম শমলং (তাহারা বহুজন্মের পাপ) সহসা এব হিত্বা (তৎক্ষণাৎ পরিহার করিয়া) অপাবৃতং ঋতং সংযান্তি (নিরস্তাবরণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়) তং অজং প্রপদ্যে (আপনি সেই পরমব্রহ্ম ভগবান্, আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধির নিমিত্ত শরণাপন্ন হইলাম।)

এতাবতালমঘ নির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণ কর্ম্ম নাম্নাং।
বিক্রুশ্য পুত্র মঘবান্ যদজামিলোঽপি,
নারায়ণেতি ম্রিয়মান ইয়ায় মুক্তিম্॥

ভগবতো (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) গুণ কর্ম্ম নাম্নাম্ (গুণ, কর্ম্ম ও নাম সকলের) সঙ্কীর্ত্তনং (সম্যক কীর্ত্তন) এতাবতা (যে এইরূপে) পুংসাং অঘ নির্হরণায় অলং (কেবল মানব দিগের পাপক্ষয়ের উপযোগী তাহা নহে, নামাদির একতরের অসম্যক্ কীর্ত্তনেও সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।) যৎ (যেহেতু) অঘবান্ অজামিলোঽপি (অন্য ক্ষুদ্র পাপী নয়, অতি প্রসিদ্ধ মহাপাতকী অজামিল, অশুচি ও) ম্রিয়মান (মরণ দুঃখ বিবশ হইয়াও) নারায়ণেতি বিক্রুশ্য (নারায়ণ নামক আপনার পুত্রকে আহ্বানচ্ছলে শ্রীহরির নাম আভাসে উচ্চারণ করিয়া) মুক্তিং ইয়ায় (কেবল নিষ্পাপ হইল এমত নহে, মুক্তিও প্রাপ্ত হইল। অতএব পাপ, তদ্বাসনা ও তন্মূলভূতা অবিদ্যা ক্ষয় এবং সাযুজ্য ও সালোক্যাদি মুক্তিও যে একটি নামাভাসের ফল, তাহা এতদ্দ্বারা অভিব্যক্ত হইল।)

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং
গোবিন্দ গেহে গমনায় পত্রম্।
তদেব লোকে সুকৃতৈক সত্রং
যদুচ্যতে কেশব নাম মাত্রম্।

যৎ কেশব নামমাত্রং উচ্যতে (শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র যে নামোচ্চারণ) তদেব পুণ্যং পরম পবিত্রং (তাহাই পুণ্যজনক ও পরম পবিত্র,) গোবিন্দ গেহে গমনায় পত্রম্ (এবং তাহাই শ্রীগোলোক গমনের সহায় ও) তদেব লোকে সুকৃতৈক সত্রম্ (তাহাই সংসারে সুকৃতজনের পরমস্থান।)

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাম্
কথামৃতং শ্রবণ পুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয় দুষিতাশয়ম্
ব্রজন্তি তচ্চরণ সরোরুহান্তিকম্॥

যে (যাঁহারা) সতাং আত্মনঃ ভগবতঃ (ভক্তগণের আত্মপ্রকাশক বা ভক্তগণের পরম প্রিয় শ্রীভগবানের অথবা "আত্মনঃ ভগবতঃ "অর্থাৎ নিজের উপাস্য শ্রীনারায়ণ শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বা স্বীয় ভাবানুরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ড বা কিশোর স্বরূপের এবং "সতাং" অর্থাৎ তাদৃশ ভক্ত শ্রীনারদাদি শ্রীহনুমতাদি শ্রীনন্দাদি, শ্রীদামাদি বা শ্রীগোপবালাদির) কথামৃতং শ্রবণ পুটেষু সংভৃতং পিবন্তি (কথারূপ অমৃত, শ্রবণপুটে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহা পান করেন অর্থাৎ পরমাদরে তাহা মুহুর্ম্মুহু শ্রবণ করেন) তে (তাঁহারা) বিষয় দুষিতাশয়ম্ পুনন্তি (স্বীয় বিষয়-বিদুষ্ট অন্তঃকরণকে অথবা তাঁহারা তো স্বতঃই পবিত্র-চিত্ত এমন কি, যাহার চিত্ত বিষয়দ্বারা বিদূষিত হইয়াছে তাহাকেও পবিত্র করেন এবং) তচ্চরণ সরোরুহান্তিকম্ ব্রজন্তি (এই শ্রবণ ভক্তির ফলে শ্রীহরির চরণ কমলান্তিকে সাক্ষাৎ সেবাসুখলাভ করিয়া থাকেন।

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণ নামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দং।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একাদাপি
তানানয়ধ্ব মসতোঽকৃত বিষ্ণু কৃত্যান্॥

যমরাজ কহিলেন "হে দূতগণ! যৎ জিহ্বা ভগবদ্‌গুণ নামধেয়ং ন বক্তি (যাহাদের জিহ্বা জীবনের মধ্যে একবারও শ্রীভগবানের গুণনামাদি কীর্ত্তন না করে কিম্বা জিহ্বায় কীর্ত্তন করিতে অশক্ত হইলে) যৎ চেতশ্চ তচ্চরণারবিন্দং ন স্মরতি (যাহাদের চিত্তও কখন শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ না করে অথবা চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু) যৎ শিরঃ কৃষ্ণায় একদাপি নো নমতি (যাহাদের মস্তকও একবারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে প্রণত না হয়) তান্ অকৃত বিষ্ণু কৃত্যান্ অসতঃ (সেই ভগবদ্‌ব্রতাচরণ-বিমুখ অবৈষ্ণবগণকে) আনয়ধ্ব (আমার নিকট আনয়ন করিও।)"

বিলে বতোরুক্রম বিক্রমান্
যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথা॥

ভক্তি বিনা মনুষ্যের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিন্দনীয়, এই তাৎপর্য্য সূচিত করিয়া শ্রীশৌনকঋষি কহিলেন—"হে সূত, নরস্য যে কর্ণপুটে

উরুক্রম বিক্রমান্ ন শৃণ্বতঃ (যে মনুষ্য কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে) বত (হায় !) তে বিলে (তাহার সে কর্ণদ্বয় গ্রাম্যবার্ত্তা রূপ ভুজঙ্গ-গৃহতুল্য বৃথা গর্ত্তমাত্র। আর যাহার) জিহ্বা উরুগায় গাথা ন চঁ উপগায়তি (জিহ্বা শ্রীভগবানের নামগুণ-গাথা কখন গান না করে, তাহার সেই জিহ্বা) অসতী দার্দ্দুরিকেব (দুষ্টা ভেকের ন্যায় অর্থাৎ ভেক যেমন গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া স্বভাব-সুলভ চিৎকারে স্বীয় মৃত্যু-স্বরূপ ভুজঙ্গকে আহ্বান করে সেইরূপ জীবও এই সংসার-কূপে অবস্থান করিয়া কেবল গ্রাম্যবার্ত্তা ও বিষয় ব্যাপারের আলোচনা দ্বারা নিজ যমালয়ের পথ প্রসরতর করে। অথবা সে জিহ্বা "অসতী" নারীর ন্যায় পুরুষের সুকৃত-সর্ব্বস্ব বিপ্লাবিত করিয়া থাকে। হস্তাদি একাঙ্গকৃতা ভক্তি দ্বারা পুরুষ কৃতার্থ হইলেও তাহার অন্যাঙ্গ সকল ব্যর্থ হয় বলিয়া এস্থলে অঙ্গ সমুদয়ের এই নিন্দাবাদ কথিত হইয়াছে, জানিবেন।)

ভারঃ পরং পট্টকিরীট জুষ্ঠ-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরেল্লসৎ কাঞ্চন কঙ্কণৌ বা ॥

যৎ উত্তমাঙ্গং মুকুন্দং ন নমেৎ (যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয়, তাহা) পট্টকিরীট জুষ্টমপি (পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ ও কিরীটে সুশোভিত হইলেও) পরং ভার (সংসার-সিন্ধুতে আরও অধিক নিমজ্জনের ভার মাত্র।) করৌ হরেঃ সপর্য্যাং ন কুরুতঃ (আর যে হস্তদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পূজা না করে তাহা) লসৎ কাঞ্চন কঙ্কনৌ বা (কাঞ্চন-কঙ্কনে দেদীপ্যমান হইলেও) শাবৌ করৌ (সেই হস্তদ্বয় শবের হস্ত তুল্য ; সুতরাং তদ্দত্ত জলাদি অশুচি বলিয়া দেব পিত্রাদিও গ্রহণ করেন না।)

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥

নরাণাং যে নয়নে (মানবের যে নয়নদ্বয়) বিষ্ণো লিঙ্গানি ন নিরীক্ষতো (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি সমূহ দর্শন না করে) তে বর্হায়িতে (সে নয়ন ময়ূর পুচ্ছে

তুল্য অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ চন্দ্রকাঙ্কিত হইলেও যেমন দর্শন শক্তির অভাবে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হয় সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ জীবও স্বীয় উদ্ধার-পদবী দর্শন না করিয়া সংসার-কণ্টক ক্ষেত্রে নিপতিত হয়)। নৃণাং যৌ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রাণি ন অনুব্রজতো (যাহার পদদ্বয় হরিক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপাদি ধামে গমন না করে) তৌ ক্রমজন্ম ভাজৌ (তাহার সে পদদ্বয় বৃক্ষমূল তুল্য—যম দূতকর্ত্তৃক ভবিষ্যতে কুঠারে ছেদিত হইবে)।

তথাহি শ্রীচরিতামৃতোক্তং পদং।

"বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, মুণ্ডে তার পড়ুক বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপুচিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে॥
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারেখার,
সেই বপু লোহা সমজানি॥"

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভব-প্রবাহোপরমং পদাম্বুজং ॥

কুন্তী বলিয়াছেন—যে জনাঃ (যে সকল ব্যক্তি) তব ঈহিতং (তোমার চরিত্র) অভীক্ষ্ণশঃ শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি স্মরন্তি নন্দতি (সর্ব্বদা শ্রবণ, গান, কীর্ত্তন বা স্মরণ করেন অথবা অন্যে কীর্ত্তন করিলে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন) ত এব ভব প্রবাহোপরমং তাবকং পদাম্বুজং অচিরেণ পশ্যন্তি (তাঁহারা ভব-প্রবাহ-নিবর্ত্তক ত্বদীয় শ্রীচরণারবিন্দ অচিরেই দর্শন করিয়া থাকেন।)

অহং হরে তব পাদৈক মূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥

হরে! অহং তব পাদৈক মূল দাসানাং (হে হেরে! আপনার চরণ দ্বয় যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় আমি সেই ত্বদীয় দাসগণের) অনুদাসো ভূয়ঃ (অনুদাস আছি এবং) ভবিতাস্মি (ভবিষ্যতেও পুনর্ব্বার হইব। অতএব) মনঃ অসুপতেঃ গুণানাং স্মরেত (আপনি আমার প্রাণনাথ বলিয়া আমার মন আপনার গুণাবলী স্মরণ করুক,) বাক্ গৃণীত (বাক্য আপনার গুণাবলী কীর্ত্তন করুক এবং) কায়ঃ কর্ম্ম করোতু (আমার অঙ্গ আপনারই কর্ম্মে অর্থাৎ ত্বদীয় পাদসম্বাহন, ব্যজন ও তাম্বুলাদি প্রদান কর্ম্মে ব্যাপৃত হউক। ইহাই আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।)

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ।
নন্দগোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রার্পণে শুভমস্তু।

ইতি শ্রীগোবিন্দ নামামৃত গ্রন্থ
সম্পূর্ণ।

শ্রীল প্রিয়াদাস মহানুভব কৃত

"শ্রীউপাসনা-শিক্ষা।"

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কৃত "সুখার্থ-বোধিকা"

টীপ্পনী সহ।

—০০—

"আনন্দাশ্রম" হইতে

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী ও ভক্ত-মণ্ডলী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মুখবন্ধ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় নির্জীব বৈষ্ণবসমাজ আবার নবজীবন লাভ করিয়া যেন ধীরে ধীরে অপূর্ব্বপ্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। পীযূষ-বর্ষিণী ভক্তি কথার মোহন আকর্ষণে এখন অনেকেই আকৃষ্ট। চারিদিকেই ভগবানের মধুর নামে মধুর রোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। গঙ্গোদক-পবিত্র ভক্তি-প্রবাহ যেন কি এক নূতন তরঙ্গ তুলিয়া শুষ্ককায় ভক্ত-সমাজকে অভিষিক্ত ও মধুরভাবে প্রফুল্ল করিতেছে—লুপ্ত-গৌরব যেন স্নিগ্ধজ্যোতিতে প্রস্ফুট হইতেছে। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়, অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়েও বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুশীলন ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বহুল পরিমাণে নব-রচিত ও প্রাচীন ভক্তি-গ্রন্থের প্রচারে বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ জাতীয় ধর্ম্মসাহিত্যের আলোচনার উপর জাতীয় ধর্ম্মের সমুন্নতি ও জাতীয় জীবনের সুখ-সৌভাগ্য নির্ভর করে। আমরা অনধিকারী অধম হইলেও শ্রীভগবানের করুণা-কণা ও ভক্তজনের কৃপাদৃষ্টি ভরসা করিয়া, মহাজনগণের প্রদর্শিত পথানুসরণ পূর্ব্বক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের জীর্ণোদ্ধারে ও প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বার্ষিক যৎকিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকারে যাহাতে সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া পবিত্র জীবন লাভ করিতে পারেন তজ্জন্যই "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনীর" অভ্যুদয়। বঙ্গের ঘরে ঘরে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারিত হউক, ইহাই অভিলাষ।

শ্রীল প্রিয়াদাস মহানুভব কৃত এই "উপাসনা শিক্ষা" রাগমার্গে শ্রীরাধা-মাধবের প্রেম-উপাসনা শিক্ষা প্রণালী। শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের সারমর্ম্মগুলি সংক্ষেপে ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাহাতে গ্রন্থখানি সকলেরই সহজবোধ্য হয়, সেই জন্য

বিবিধ প্রামাণিক ভক্তিগ্রন্থের মর্ম্মার্থ অবলম্বনে সংযত ও জটিল স্থলের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া "সুখার্থবোধিকা" নাম্নী টীপ্পনী সংযোজিত করিয়াছি। ভক্তগণের করুণায় এ অধমের বুদ্ধিতে যাহা স্ফূর্ত্তি পাইল তাহাই লিখিয়া শ্রীবৈষ্ণবজনের কর-কমলে অর্পণ করিলাম। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ দোষ সংশোধন করিয়া গ্রহণ করিলে অধম চির কৃতার্থ ও ধন্য হইবে।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের টীকাকার তাঁহার পরিচয় এই,—

"বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাস মহামতি। বিচক্ষণ বুদ্ধি শুদ্ধ ভক্তিমত রতি॥
অলঙ্কারে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক। ভক্তগণের রীতে বর্ণে সন্ধানপূরক॥"

শ্রীভক্তমাল।

মেদিনীপুর, একারপুর-গৌরব বৈষ্ণবসাহিত্যসেবী ভক্তবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া জমিদার মহোদয় এই টীপ্পনী সহ শ্রীগ্রন্থ খানির মুদ্রাঙ্কন ও প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিয়া বৈষ্ণব সমাজের "কৃপা-কল্যান ও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই বৈষ্ণববন্ধু মহাত্মার অর্থানুকূল্যেই শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী"র গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে ৫০০ শত খণ্ড উপহার দেওয়া হইতেছে। সদাশয় গ্রাহকবর্গ উক্ত বদান্যবর মহাত্মাকে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বর বাবু বৈষ্ণব সমাজের গভীর অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্ম কার্য্যে উৎসাহদান বাস্তবিকই বৈষ্ণব সমাজের আশাপ্রদ। তিনি সৎকার্য্যের সাহায্য কল্পে সর্ব্বদাই মুক্ত-হস্ত। তাঁহার কৃপা সাহায্যে অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের জীর্ণোদ্ধার ও প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। এরূপ মহাত্মাদিগের সদ্‌গুণ ও সৎকার্য্যাবলির অনুকরণ-প্রয়াস সকলশ্রেণীর লোকেরই কর্ত্তব্য। আশা করি, এই ভক্ত-বান্ধব মহাত্মার সাহায্যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহুল প্রচার ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত উপকার হইবে। শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সুখসৌভাগ্য ও উন্নতি বিধান করুন।

"শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয়।
আনন্দাশ্রম
আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।
৯ আশ্বিন, ১৩১২।

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং

নমঃ।

রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেম—

উপাসনা-শিক্ষা।

নিত্যানন্দ রামং বন্দে প্রকটং জীবতারণে।
জগদ্ গুরুং জগৎকর্ত্তাং পঞ্চরসাধিকারিণং ॥
গোষ্ঠে শ্রেষ্ঠ বালকস্তু সখীমধ্যে চ মঞ্জরী।
আনন্দাখ্যা চেতি সর্ব্বা কৃষ্ণস্য সুখদায়িনী ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রাম। শ্রীগুরুবৈষ্ণব জয় ভক্তগুণধাম ॥
নিত্যানন্দ হৈলা পঞ্চ রসের অধিকারী। তেঁহ হৈতে উপাসনা শিক্ষা স্থির করি ॥
ইথে বুঝে লবে যার যেই স্বভাব। ভজন সঙ্কেতে হবে রাধাকৃষ্ণ লাভ ॥
সঠিক বাক্যেতে কহি সর্ব্বে বুঝিবারে। যত কব সব সাধু শাস্ত্র অনুসারে ॥
অনুগতা অনুগা স্বভাব রসসারে। যেই কুঞ্জে যেই সেবা যেমত প্রকারে ॥
বয়স বর্ণগুণ অথ বাসাদি ভূষণ। বুঝি গুরুধর্ম্ম যজ চৈতন্যের গণ ॥
উপাসনা তত্ত্ব সবে নাবে বুঝিবারে। তার মর্ম্ম কথা কিছু কহি অনুসারে ॥
সহজে সে সব তত্ত্ব করিবে গ্রহণ। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গ্রন্থ লিখি তেকারণ ॥

অথ তোমার শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ কোথা?—শ্রীপাট অমুক গ্রাম। (১) তথা তুমি কোন প্রভুর দায় দাও?—শ্রীযুত অমুক প্রভুর। (২) তুমি কার

প্রণম্য পরমারাধ্যং গৌরাঙ্গং রসবিগ্রহম্।
সুখার্থ বোধিকা নাম্নী টীপ্পনীবর্ণ্যতে ময়া ॥

(১) যিনি যে প্রভুর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তিনি সেই প্রভুর শ্রীপাটের নামোল্লেখ করিবেন। যথা শ্রীমন্নিত্যানন্দ পরিবারের বৈষ্ণবগণ শ্রীপাট খড়দহের এবং শ্রীল শ্রীশ্যামানন্দ পরিবারের বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের নামোল্লেখ করিবেন। ইত্যাদি।

(২) দায়—নির্ভর। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি। অর্থাৎ যিনি যে প্রভুর পরিবার ভুক্ত তাঁহারই নামোল্লেখ করিবেন।

অনুগত?—শ্রীগুরুদেবের নাম কহিবে (১)। তোমার ভাব গ্রহণ কোথা?—শ্রীশিক্ষাগুরুর নাম কহিবে (২)। তোমার আশ্রয় কি?—শ্রীগুরু পাদপদ্ম (৩)। কয় প্রকারে আশ্রয় সিদ্ধি?—পঞ্চ প্রকারে যথা, ১ শ্রীগুরু, ২ নাম, ৩ মন্ত্র, ৪ ভাব, ৫ রস, এই পঞ্চ। কোন্ গুরু?—সদ্গুরু (৪)। কোন্ নাম?—শ্রীহরি নাম। কোন মন্ত্র?—শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র। কোন ভাব?—সখিভাব। কোন রস?—মধুররস।

অথ শ্রীকৃষ্ণের কয় প্রকার বিভেদ?—একবস্তু, লীলাভেদক্রমে ত্রিবিধ। যথা—পূর্ণকৃষ্ণ, পূর্ণতর কৃষ্ণ ও পূর্ণতম কৃষ্ণ, এই ত্রিধাখ্যা (৫)। এই তিনের কার কোথা স্থিতি?—পূর্ণরূপ কৃষ্ণ দ্বারকায়, পূর্ণতর রূপ কৃষ্ণ মথুরায়, পূর্ণতম রূপ কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে (৬)।

শ্রীবৃন্দাবন কয়টি?—প্রধানতঃ দুই, নিত্য বৃন্দাবন ও লীলারূপ বৃন্দাবন। আবার লীলারূপ চারি; যথা ভু-বৃন্দাবন (৭) ভগবৎ-গোষ্ঠ স্থান (৮) ভগবদ্

---

(১) শ্রীগুরুদেবের নামোল্লেখ করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মের দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা বৈষ্ণবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তদনন্তর শ্রীগুরুপ্রণালী কহিতে হয়। (২) দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু যে সর্ব্বত্র বিভিন্ন ব্যক্তি হইবেন তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। দীক্ষাগুরু সাধনার ক্রম-বিকাশানুসারে শিক্ষাদানে সমর্থ হইলে অবশ্য শিক্ষাচার্য্য রূপে বরিত হইবেন। দীক্ষা শিক্ষা গুরুতে ভেদ-বুদ্ধি ভক্তির একান্ত প্রতিকূল। কারণ, "দীক্ষা শিক্ষাগুরুশ্চৈব চৈকাত্মা চৈকদেহিনং।" (৩) "গুরু পাদাশ্রয় স্তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণম্" অর্থাৎ, প্রথম-উপাসকের সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু পদাশ্রয় করা কর্ত্তব্য; অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগুরুর নিকট তদ্বিষয়ক শিক্ষাদি গ্রহণ করিতে হয়। (৪) সদ্-গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি এই—"সংসার মোচন আর সন্তাপ হরণ। করিতে ক্ষমতা যার নাহিক কখন॥ তেঁহত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন। তাঁরে ত্যাগ করি কর সদ্গুরু গ্রহণ॥ কাল হৈতে মুক্ত যেই করিতে না পারে। তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছয়ে সংসারে॥" শ্রীবংশীশিক্ষা। (৫) "কৃষ্ণস্য পূর্ণ-তমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥" ভ, র, সি,। (৬) দ্বারকালীলা ঐশ্বর্য্যময়ী, সুতরাং দ্বারকানাথ ঐশ্বর্য্যময় বা কর্ম্মময় কৃষ্ণ; মাথুরলীলা, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়ী, সুতরাং মাথুর কৃষ্ণ, কর্ম্ম-ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞান-ময়, এবং শ্রীবৃন্দাবনলীলা শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী সুতরাং ব্রজের কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমময়।

(৭) ভগবান শ্রীগোবিন্দ জীবের হিতসাধনার্থ ধরাধামে সুপ্রকট হইয়া প্রাণপ্রীণন প্রেমলীলার সানন্দমাধুরী বিস্তার দ্বারা যে স্থানকে পরম পবিত্র ও

ভক্ত বৃন্দাবন (১) ও তুলসীকানন (২)। এই চারি লীলা বৃন্দাবন ও নিত্য-বৃন্দাবন সাকল্যে পঞ্চ বৃন্দাবন।

নিত্য বৃন্দাবন কোথা?—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে শ্রীগোলোকান্তপুরে। (৩) তথায় শ্রীকৃষ্ণের কোন্ বিলাস?—গূঢ়-বিলাস (৪)। কাহার সহিত?—শ্রীমতী

প্রেমময় করিয়াছেন সেই যোগীঋষি-মুণিজন দুর্ল্লভ শ্রীব্রজধামই ভূ-বৃন্দাবন। ইহা প্রপঞ্চের গোচর হইলেও অপ্রাকৃত ও চিন্ময়ভাব মণ্ডিত। মায়-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতম জীবাধম আমরা এই অপ্রাকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না বলিয়া প্রাকৃত নয়নে দর্শন করি। সেই জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"প্রাকৃত নয়নে হেরে প্রপঞ্চের গণ।" শ্রীবৃন্দাবনের এই লোচন-লোভন মনোজ্ঞ মাধুর্য্য বিলাস-বিলোল রূপ-লীলা ও বিস্ময় জনক দৃশ্য-বৈচিত্র্য যাহার নয়ন-ফলকে প্রতিভাত না হইল, তাহার—"সে নয়নে কিবা কাজ, মুণ্ডে তার পড়ু বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ।" (৮) ভগবদ্ গোষ্ঠ স্থান—বা ভগবৎ প্রাঙ্গণ। যথায় কায়মনোবাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবারাধনা বা পূজার্চ্চনা সম্পাদিত হয় কিংবা যথায় ভক্তিভৃঙ্গ ভক্তগণ প্রাণারাম কৃষ্ণনামানু-কীর্ত্তন করেন তথায় শ্রীভগবান অবস্থান করেন। যথা—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" আবার আদি পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, যথায় তীর্থাস্পদ ভক্তগণ গমন করেন আমিও তথায় গমন করি। "মদ্ভক্তাঃ যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।" (১) ভগবদ্‌ভক্ত বৃন্দাবন—ভক্ত-হৃদয় শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন যথা—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" অর্থাৎ সাধুগণ আমার হৃদয়ে বিরাজ করেন আমিও সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করি। তাহারা যেমন আমা ব্যতীত কিছুই জানে না বা চাহে না আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ভিন্ন আর কিছুও জানি না বা চাহি না। (২) তুলসী কানন বৃন্দাবন। যথা, "তুলসী কাননং যত্র তত্র বৃন্দাবনং পুরী।" তুলসী কানন শ্রীভগবানের নিত্য-নিকেতন। পঞ্চ বৃন্দাবনের মধ্যে নিত্য বৃন্দাবনই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের ধাম। (৩) অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের আধার বিরজা বা কারণার্ণব যাহার পরিখা স্বরূপ সেই শ্রীবৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে শ্রীগোলোক ধাম। তথায় দেবলীলাকারী শ্রীগোলোকনাথ সপরিবারে বিরাজ করেন। সেই শ্রীগোলোকের অন্তঃপুর নিত্যবৃন্দাবন। (৪) তথায়

রাধিকার সহিত। শ্রীরাধিকার কয় বিভেদ?—বস্তু এক, লীলাগুণে স্বরূপ-ভেদ দুই।—আখ্যা ভেদে তিন। স্বরূপ ভেদ দুই কি?—নিত্যরাধা ও ছায়া-রূপা (১)। আখ্যা ভেদ তিন কি?—কামরাধা, প্রেমরাধা ও নিত্যরাধা। কার কোথা স্থিতি?—নিত্যরাধা নিত্যবৃন্দাবনে পূর্ণতম কৃষ্ণের সহিত নিত্য বিলাস করেন। ছায়ারূপা রাধা আয়ান মন্দিরে। আখ্যাভেদে তিন রাধার কাহার দ্বারা কোন্ বিলাস?—কামরাধার দ্বারা মাথুর-বিরহ; প্রেমরাধার দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধি এবং নিত্য রাধার সহিত নিত্য-বিলাস।

শ্রীকৃষ্ণের শরীর ধারণ কয় প্রকার?—তিনপ্রকার। নিত্যরূপ, স্বতঃসিদ্ধ রূপ ও সংস্কার রূপ। নিত্য রূপ, নিত্য বৃন্দাবনে; স্বতঃসিদ্ধরূপ ভূ-বৃন্দাবনে এবং সংস্কার রূপ শ্রীগুরু বৈষ্ণবরূপে অবস্থিত।

এই ত্রিবিধ শরীরের অবস্থাভেদ কি?—নিত্যরূপের একাবস্থা, সদা নব কিশোর (২), জরা-জন্ম-ব্যাধি-কাম-হিংসা-গুণময়ী মূর্ত্তি-বিকারাদি রহিত। স্বতঃসিদ্ধ রূপের (৩) তিনটি অবস্থা। বাল্যাবস্থা, পৌগণ্ডাবস্থা ও কৈশোরা-

---

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কৈশোর রূপে অনন্তপ্রকাশে প্রেয়সিগণ সহ যে প্রকটাপ্রকট নিত্য রহঃ লীলামাধুর্য্য বিস্তার করেন, তাহার নাম গূঢ়বিলাস। "গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাম্। তাৎকালিকন্ত বৈশিষ্ট্যং বিলাসং প্রিয়-সঙ্গজম্॥" অর্থাৎ প্রিয়সঙ্গ সময়ে নায়িকার গতি, স্থান, আসনাদির ও মুখ নেত্রাদি সঞ্চালন ক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাহারই নাম বিলাস। (১) শ্রীরাধার কৃষ্ণাভিসার কালে যে ছায়াময়ী মূর্ত্তি যোগমায়া প্রভাবে আয়ান-মন্দিরে অবস্থান করিতেন তাঁহাকেই ছায়ারূপা রাধা বলা যায়। এই জন্যই—"নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ শ্রীঃ ভাঃ! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবী মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতেন তাঁহাদের পত্নীগণ স্ব স্ব পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছেন।

(২) "ন বাল্যং ন চ পৌগণ্ডং ন বৃদ্ধত্বং জগদ্গুরো। গোপীলোচন চন্দ্রস্য কৈশোরত্বং যুগে যুগে॥" পদ্মপুরাণ। ইনিই চিরকিশোর মূর্ত্তি মদন-গোপাল। মহাভাব-নিবহ দ্বারাই ইঁহার অনুভব সম্ভবপর এবং ইনিই কেবল হ্লাদনীশক্তি স্বরূপিণী শ্রীমতী নিত্যরাধার সম্ভোগের পাত্র। (৩) জীবের প্রতি কৃপা-বিতরণার্থ প্রপঞ্চ গোচর প্রকটরূপের নাম স্বতঃসিদ্ধ রূপ। ইহার

বস্থা (১) সংস্কার রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (২) শ্রীগুরু বৈষ্ণব স্বরূপ প্রাকৃত শরীরের নয়টি অবস্থা (৩)। ১ জন্ম, ২ বাল্য, ৩ পৌগণ্ড, ৪ কৈশোর, ৫ যৌবন, ৬ প্রৌঢ়, ৭ বার্দ্ধক্য, ৮ জরা, ৯ মৃত্যু। তোমার প্রাপ্তি কোন্ রাধা কৃষ্ণ ?—পূর্ণতম কৃষ্ণ ও নিত্য রাধা। তাঁহাদের ক্রীড়া কি ?—আনন্দ শৃঙ্গার (৪)। কাহার দ্বারা ?—অপ্রাকৃত মদনের দ্বারা। অথ কয় মদন ?—দুই মদন, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত।

এ দুয়ের গুণ কি ?—প্রাকৃত মদনের গুণ বিকারযুক্ত, অপ্রাকৃত মদনের গুণ বিকারশূন্য। এ দুয়ের কার কোথা স্থিতি ? প্রাকৃত মদনের স্থিতি দ্বারকায় অপ্রাকৃত মদনের স্থিতি শ্রীবৃন্দাবনে। (৫)

তিনটি অবস্থা। (১) যথা,—"পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম। কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরলীলা অতি মর্ম্ম।" শ্রীচরিতামৃত।

কৌমার ৫ বৎসর পর্য্যন্ত, পৌগণ্ড ১০ বৎসরাবধি এবং কৈশোর ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত। যথা—"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোর মাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃ পরং॥ (২) "একই বিগ্রহ যদি আকার হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥" শ্রীচরিতামৃত। (৩) জন্মের পর শৈশবাবস্থা স্বীকার করিলে "দশদশা" পূর্ণ হয়।

(৪) শ্রীরাধার প্রেমবিলাস মহত্ত্বই আনন্দ শৃঙ্গার। ইহা প্রাকৃত জগতের নায়কনায়িকার সুরত-কলাতে পর্য্যবসিত নহে। কেননা মায়িক জগতের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মোহনমধুর লীলা উৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীবৃন্দাবনে হ্লাদিনীশক্তিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর মিলনের অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করিবার যে লালসা তাহার নাম আনন্দ-শৃঙ্গার। আবার ভক্তমাত্রেই রমণী, শ্রীভগবান রমণ। এই ভক্ত-ভগবান বা রমণী-রমণের মধ্যে পরস্পর যে অভেদ-মিলন তাহাকেই আনন্দশৃঙ্গার কহে। সুতরাং আনন্দ শৃঙ্গার শব্দে প্রাকৃত কামগন্ধশূন্য আনন্দময় প্রেমলীলা নির্দ্দেশ করে।

(৫) চতুর্ব্যূহান্তর্গত কামগণই প্রাকৃত মদন নামে অভিহিত। প্রাকৃত জগতের সহিত ইহাঁদের সম্বন্ধ। আর "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন॥" শ্রীচরিতামৃত। শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্প, নিখিল কন্দর্পের নিদান। তাঁহার দ্বারাই মাদনীশক্তি শ্রীমতীর সহিত আনন্দময় প্রেমলীলা-বিলাস সংঘটিত হয়। ইনি "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ"

* অথ রতি কয়?—তিন প্রকার; সমর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী। নিত্যা রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণে কোন্ রতি?—সমর্থা রতি (১) সমর্থা রতির গুণ কি?—হ্রাসবৃদ্ধিহীন, সদাতুল্য। এই সমর্থা রতির স্থিতি শ্রীবৃন্দাবনে: সমঞ্জসা রতির গুণ কি?—কালাকালভেদ ক্রীড়া (২)। সাধারণী রতির গুণ কি?—যদেচ্ছা ক্রীড়া (৩) অথ প্রেম কয়?—ত্রিতয়।—মধুবৎ, ঘৃতবৎ ও জৌ-বৎ। নিত্যার * সহিত কোন্ প্রেম?—মধুবৎ (৪)। চন্দ্রাবলীতে কোন্ প্রেম?—ঘৃতবৎ (৫)। কুব্জাতে কোন্ প্রেম?—জৌ-বৎ। (৬)

অর্থাৎ প্রাকৃত মন্মথগণেরও মনোমোহন করিয়া থাকেন। "মাদনান্মদনাখ্যস্তং" (কালিকাপুরাণ) অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগতের হর্ষবর্দ্ধন করেন তিনিই মদন। (১) পূর্ব্ব সংস্কারবশে বা শ্রবণ দর্শনাদি দ্বারা প্রীতিহেতুক শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সংলগ্ন হওয়ার নামই রতি। অথবা "রতির্মনোহনুকূলেহর্থে মনসঃ প্রবণায়িতং। সাহিত্যদর্পণ।" অর্থাৎ মনের অনুকূল বস্তুতে মনের যে অত্যন্ত আবেশ তাহাকে রতি কহে। "কেবল কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্যরতিঃ পরাঙ্গনাময়ী সমর্থা।" অর্থাৎ কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয় সুখের জন্য যাহাতে ঐকান্তিকী স্পৃহা থাকে তাহার নাম সমর্থা রতি। ইহা কৌস্তভ মণির ন্যায় অপ্রাকৃত গুণশালিনী এবং ইহার উজ্জ্বলমাধুরী পরকীয় ভাবে শ্রীবৃন্দাবনেই পরিস্ফুট, শ্রীমতীতেই ইহার পূর্ণ বিকাশ। (২) শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের সুখ তাৎপর্য্যযুক্ত পত্নীভাবময়ী রতিকে সমঞ্জসা রতি কহে। এই রতি চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট প্রসবিনী। দ্বারকাদি-ধামে রুক্মিণী প্রভৃতি পট্টমহিষীগণ সমঞ্জসা রতির পাত্রী। (৩) সামান্যভাবে আত্মসুখতাৎপর্য্যময়ী রতির নাম সাধারণী। ইহা মণির ন্যায় প্রোজ্জ্বলা। মথুরায় কুব্জাসুন্দরীতেই সাধারণী রতি। এই রতিত্রয়ের মধ্যে সমর্থারতি ব্যতীত উজ্জ্বল রসের উন্নতভাবের বিকাশ স্বকীয়া বা সাধারণীতে নাই। কারণ, সাধারণী রতির প্রেম পর্য্যন্ত এবং সমঞ্জসার অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা। কেবল সমর্থা রতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত (ব্রজদেবীগণের) তন্মধ্যে মাদন-ভাব বা মহাভাবের সার-ভাব শ্রীরাধার মাত্র।

* ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতীর্ণ তখন তদীয় নিত্যপ্রিয়া হ্লাদিনী শক্তিগণও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেবার নিমিত্ত আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইঁহারাই নিত্যা বা নিত্যপ্রিয়া নামে অভিহিতা। শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলীই নিত্যপ্রিয়া-গণের মধ্যে প্রধানা। যথা—"রাধা চন্দ্রাবলী মুখ্যা প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।" (৪) প্রেম-রসাভিষেকে চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ার নাম স্নেহ। মধুবৎ

অং রাগ কয়টি?—তিনটি, (১) মঞ্জিষ্ঠা, কুসুমিকা ও শিরীষা। শ্রীমতী রাধিকার কোন রাগ?—রাগ মঞ্জিষ্ঠা। (২) কুসুমিকা রাগের গুণ কি?—বাহ্য রং অন্তরহীন। (৩) রাগ শিরীষার গুণ কি?—কেবল বাহ্য রং, অস্থায়ী (৪)।

স্নেহ শ্রীরাধাতেই পরিলক্ষিত হয়। মধু যেমন স্বভাবতঃই মধুর, অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণাপেক্ষা করে না, সেইরূপ যে স্নেহ আদরশূন্য স্বতঃই সুরস এবং যাহাতে কান্তকে মদীয় বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ "কান্ত যে কেবল আমারই" এই ভাবের উদয় হয় তাহাকে মধুস্নেহ কহে। (৫) ঘৃত যেমন অন্য বস্তুর মিশ্রণে মধুর হয়, নিজের তেমন স্বাদুতা নাই এবং কখন কোমল কখন তরল, সেইরূপ চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে যে স্নেহ তাহা অতিশয় আদরমাখা ও ভাবান্তর মিশ্রণ হেতু সুরস এবং তাহার পূর্ণতায় তদীয়তা ভাবের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ "আমিই কান্তের" এই ভাবের উদয় হয়। (৬) জৌ বা লাক্ষা যেমন স্বভাবতঃ নীরস ও কঠিন, কেবল অগ্নি-সংস্পর্শেই কোমল হয় সেইরূপ কুব্জাতে যে প্রেম তাহা নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সহিত মর্ম্মীভূত নহে। মিলনেই সে প্রেমের আর্দ্রতা হয় কিন্তু অদর্শনে, তাহার আর তেমন সরসতা ও কোমলতা থাকে না। মহিষি-গণের মধ্যে সত্যভামা ও লক্ষ্মণা দেবীর রাগ, রতি ও প্রেম শ্রীরাধার ন্যায়। রুক্মিণী দেবী শ্রীচন্দ্রাবলীর ভাবানুসারিণী ॥

(১) "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে। যতস্তুপ্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥" অর্থাৎ প্রণয়ের যেরূপ উৎকর্ষ হইলে অতি দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রণয়োৎকর্ষের নামই রাগ। (২) "অহার্য্যোঽনন্য সাপেক্ষ যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা। ভবেৎ মঞ্জিষ্ঠা রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥" মঞ্জিষ্ঠা নামক রক্তবর্ণা লতিকার বর্ণ যেমন ধৌত করিলে বা অন্য কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না, নিজের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোনবর্ণের অপেক্ষা করে না, নিরন্তর স্বীয় কান্তিতেই বৃদ্ধিশীলা। শ্রীরাধা মাধবের রাগ ও সেইরূপ; অন্য কোন ভাব দ্বারা বিচলিত হয় না, প্রেমোৎপত্তির নিমিত্ত কাহাকে অপেক্ষা করে না এবং নিজ স্বরূপে অনুদিনই বৃদ্ধিশীল। এই মাঞ্জিষ্ঠ রাগই শ্রীল রামরায়ের "পাহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ্যা ভেল"। এবং ইহাই শ্রীরাধামাধবের পরৈক্যভাব-দ্যোতক; সুতরাং সকল রাগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। (৩) কৌসুম্ভরাগই কুসুমিকা রাগ নামে অভিহিত। "কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতং। অন্যরাগচ্ছবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতং॥"

এই রাগ-রতি-প্রেম ঘটিত কায়?—তিন নায়িকায়। তিন নায়িকা কি?—শ্রীমতী রাধিকা, চন্দ্রাবলী, কুব্জা যজ্ঞপত্নীগণাদি' এই তিনের কাহাতে কোন রাগ-রতি-প্রেম ঘটিত?—শ্রীমতী রাধিকাতে রাগ মঞ্জিষ্ঠা, রতি সমর্থা, প্রেম মধুবৎ। চন্দ্রাবলীতে রাগ কুসুমিকা, (১) রতি সমঞ্জসা, প্রেম ঘৃতবৎ। কুব্জা ও যজ্ঞপত্নীগণাদিতে রাগ শিরীষা, রতি সাধারণী, প্রেম জৌবৎ। এই তিন নায়িকার গুণ কি?—শ্রীমতী রাধিকা কেবল কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময়ী, শ্রীচন্দ্রাবলী প্রায় কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী, (২) কুব্জাদি কেবল স্বসুখেচ্ছাময়ী।

অথ নায়ক কয়?—এক কৃষ্ণ বিলাসার্থ ত্রিধা। কি ত্রিধা?—ধীরশান্ত, ধীরাধীর ও অধীর (৩)। ধীরশান্ত নায়কের গুণ কি?—ধীর ললিত (৪)।

যে রাগ কুসুম ফুলের রংয়ের ন্যায় শীঘ্র চিত্তপটকে রঞ্জিত করিয়া ফেলে এবং অপররাগচ্ছবি অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠা লাক্ষাদি রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া যথোচিত শোভা পায় তাহার নাম কুসুম্ভ রাগ। কুসুম ফুলের রং স্থায়ী নয় বটে কিন্তু কোন কষায় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে স্থায়ী হয় এবং বাহে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া পড়ে। সেইরূপ কুসুম্ভরাগ অস্থির হইলেও সদাধার বিশেষে মঞ্জিষ্ঠা রাগবতীগণের সঙ্গ বশতঃ অতি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য কৃষ্ণ-প্রণয়িনীগণে এই রাগের ম্লানতা দেখা যায় না। (৪) রাগ শিরীষা কুসুমিকা রাগের আভাস মাত্র। নবজাত শিরীষ ফুলে যে ঈষৎ হরিদ্রাভা লক্ষিত হয় তাহা যেমন ক্ষণস্থায়ী—পর্য্যুসিত হইলে ম্লান হইয়া যায় সেইরূপ সম্ভোগে যে রাগাভাস ফুটিয়া উঠে আর বিপ্রলম্ভে ম্লান হইয়া পড়ে তাহার নাম রাগ শিরীষা।

(১) শ্যামলাদি সখীগণের রাগই কুসুমিকা। কিন্তু শ্রীচন্দ্রাবলীতে যে কৌসুম্ভ রাগ দৃষ্ট হয় তাহা স্থায়ী রাগ বলিয়াই সম্ভবপর। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী ভজনবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইরূপ রাগ বৈষম্যের বিচার মীমাংসায় অধিকারী হইতে পারেন; আমরা অক্ষম। (২) এস্থলে "প্রায়ঃ" শব্দে কেবলের ভাব সঙ্কুচিত করিয়া সামান্যতঃ আত্মসুখ তাৎপর্য্যের ভাবই অভিব্যক্ত করিয়াছে বোধ হয়। (৩) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীরশান্ত-ভেদে চতুর্ব্বিধ নায়কের উল্লেখ আছে। ধীর শান্তের লক্ষণ যথা,—"সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদি গুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥" অর্থাৎ যিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সমপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদিগুণসম্পন্ন তিনিই ধীর শান্ত নায়ক। (৪) ধীর ললিতত্ব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস মহত্ত্ব সূচক। যথা—

ধীরাধীর নায়কের গুণ কি ?—ধৈর্য্যাধৈর্য্য (১)। অধীর নায়কের গুণ কি ?—সদা অধৈর্য্য। (২) অথ নায়িকা কয় ?—ত্রিতয়, ধীরা, ধীরাধীরা, অধীরা। কাহার কোন গুণ ?—নায়কের সম-গুণ। (৩) অথ কোন নায়কের কোন বিলাস ?—ধীর শান্ত নায়কের গূঢ় বিলাস, শ্রীবৃন্দাবনে। ধীরাধীর নায়কের রস বিলাস, মথুরায়। অধীর নায়কের প্রেমবিলাস, দ্বারকায়। কিন্তু সকল নায়কের বিলাসই বিকার শূন্য। অথ শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন কয় গুণে ?—দুই গুণে, ঐশ্বর্য্যগুণে ও মাধুর্য্যগুণে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য লীলা কাহার স্থানে প্রকাশ ? ঐশ্বর্য্য ভক্তগণের স্থানে, মাধুর্য্য লীলা ছয়গণের (৪) সহিতে। ছয়গণের অধিকারিণী কাহারা ?—শ্রীমতী রাধিকা, চন্দ্রাবলী, শ্যামলা. বিমলা, পালিকা তথা ভদ্রা। (৫) এই সকল নায়িকাগণের বয়ঃ-বর্ণ-বেশ-ভূষাদি কি ?—শ্রীমতী রাধিকা বয়সে নবকিশোরী, পঞ্চদশবর্ষীয়া। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, (৬)

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥" শ্রীচরিতামৃত। ধীর ললিত নায়কের গুণ, যথা—"বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎপ্রায় প্রেয়সীবশঃ ॥" ধীরললিত নায়ক সুরসিক, নব-তরুণ অর্থাৎ নিত্যতরুণায়মান, পরিহাসবিশারদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রায় প্রেয়সীবশ।

(১) ধীরাধীর নায়ক সম্ভবতঃ ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত নায়কের গুণ-বিশিষ্ট। তিনি একপক্ষে যেমন ধীর স্বভাব, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রদর্শী, আবার পক্ষান্তরে তেমনই অধীর, মাৎসর্য্যমান, অহঙ্কারী ও ক্রোধন-স্বভাব ইত্যাদি। (২) অধীর নায়ক ধীরোদ্ধত নায়ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তদ্‌গুণ যথা—"মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চ নঃ। বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভি র্ধীরোদ্ধত রুদাহৃতঃ ॥" (৩) মানের উদ্ভেদেই নায়িকার স্বভাব ভেদ। ধীরা নায়িকার স্বভাব—"ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান। নিকট আসিতে করে আসন প্রদান ॥ হৃদয়ে কোপ মুখে কহে মধুর বচন। প্রিয়ে আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন। সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ। কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয় নিরসন ॥" (সোল্লুণ্ঠ বাক্য—সব্যঙ্গোক্তি)। "অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভৎর্সন। কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায়ে বন্ধন ॥" "ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস। কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥" শ্রীচরিতামৃত। (৪) দশকোটী নিত্য প্রিয়াগণের একতা বিশেষের নাম গণ। (৫). ইহাঁরা প্রত্যেকেই যুথেশ্বরী। শ্রীবৃন্দাবনে এইরূপ শত শত যুথেশ্বরী আছেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের অধীন শত শত যুথ।

বেশ ত্রিধা, শুক্লবস্ত্র, নীলবস্ত্র ও রক্তবস্ত্র ; ভূষা—নানারত্নালঙ্কার। অথ শ্রীকৃষ্ণের বয়-বর্ণ-বেশ-ভূষাদি কি?—বয়স নবকৈশোর, ষোড়শ বৎসর ; বর্ণ মরকত-মণিশ্যাম ; বেশ—ধড়া-চূড়া-বেণু-বেত্র-শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাহার-শ্রীবৎসকৌস্তুভমণি-বনমালাদি নানালঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে ; পরিধেয় পীতাম্বর।

কৃষ্ণের বিলাস কয়গণে?—তিনগণে। কি কি তিন গণ?—নিত্যসিদ্ধারগণ, কৃপাসিদ্ধারগণ ও সাধন সিদ্ধারগণ। নিত্য সিদ্ধারগণ,—শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা প্রভৃতি। (১) কৃপাসিদ্ধারগণ—কুব্জা যজ্ঞপত্নিগণাদি। সাধনসিদ্ধার গণ,—তন্মন্ত্রাশ্রিত জন (২)। এই তিনের মধ্যে তুমি কারগণ?—আমি সাধকের গণ। অথ ভাব কি?—পঞ্চভাব। কি পঞ্চ?—সৎ-ভাব, দাস ভাব, পুত্রভাব, সখা-ভাব ও গোপীভাব। এই পঞ্চভাবের স্বভাব কি?—সৎভাবের স্বভাব শান্ত (৩),

প্রত্যেক যূথে লক্ষ লক্ষ গোপাঙ্গনা। "লক্ষ সংখ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনা।" (৬) "তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।"

(১) নিত্যসিদ্ধাগণ—নিত্যপ্রিয়া। এই নিত্যপ্রিয়াগণের মধ্যে শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠা। আবার এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বাপেক্ষা বরিয়সী। যথা—"তয়ো রপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরিয়সী॥" ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তুল্য নিত্য সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণসম্পন্না। যথা "রাধা চন্দ্রাবলী মুখ্যা প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়াব্রজে। কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া"। এই সকল নিত্যপ্রিয়াগণের মধ্যেও আবার স্বপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা, তটস্থপক্ষা ও বিপক্ষা এই চারিটি ভেদ দেখা যায়। শ্রীরাধার স্বপক্ষা ললিতাদি, সুহৃদ্পক্ষা শ্যামলাদি যূথেশ্বরী, তটস্থাপক্ষা ভদ্রা ও বিপক্ষা চন্দ্রাবলী। (২) সাধনসিদ্ধারগণ সাধনপরা। ইঁহারা যৌথিকী ও অযৌথিকী ভেদে দ্বিবিধা। যৌথিকী-মুনিগণ ও উপনিষদ্‌গণ। যথা "গোপালোপাসকে সবে দণ্ডক কাননে। রামসৌন্দর্য্য দেখি রতি উদ্দীপনে॥ মুনি সব নিজাভীষ্ট সাধনে রত হৈয়া। লব্ধভাবা ব্রজে আসি জন্মে গোপী হৈয়া॥" অযৌথিকী ; যথা—"ব্রজভাবে বদ্ধরাগ সাধনে রত হৈয়া। উৎকণ্ঠানুসারে যোগ্য অনুরাগ পাইয়া। কালে ব্রজে জন্মে এক দুই তিনে। দুই মত কহি সেই প্রাচীনা, নবীনে॥" যাঁহারা বহুকাল ব্রজভাব সাধনান্তে সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী প্রেম লাভ করেন এবং গোপীদেহ ধারণ করিয়া নিত্য শ্রীগোলোকধামে বা শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় কৃষ্ণ-পরিকর পদবী প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে অযৌথিকী

দাসভাবের স্বভাব আত্মে দীন (১), পুত্র ভাবের স্বভাব আত্মে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান (২) সখ্যভাবের স্বভাব সমত বুদ্ধি (৩), গোপীভাবের স্বভাব বামা। (৪)

এই পঞ্চভাবের গুণ কি?—শান্তের গুণ নিষ্ঠা, (৫) দাস্তের সেবা, (৬) বাৎসল্যের স্নেহ (৭) সখ্যের সমভাব (৮) ও কান্তাভাবের গুণ আত্ম-নিবেদন। (৯)

অথ পঞ্চভাবের ক্রিয়া কি?—শান্তভাবের ক্রিয়া সর্ব্বে সমদর্শী, ব্রহ্মময়।

প্রাচীনা কহে। আর, যে সকল দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যাদি জন্মান্তরে শ্রীবৃন্দাবনে পরকীয় সাধনপরা কৃষ্ণবল্লভারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা নবীনা অযৌথিকী নামে অভিহিতা। সাধনপরা গণের মধ্যে আবার কতকগুলি দেবী আছেন। তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবার্থ ব্রজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা,—"তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ"। শ্রীভা, ১০।১। (৩) শান্ত—বিষয় তৃষ্ণা ত্যাগ।

(১) আত্মেদীন—শ্রীভগবান প্রভু, আমি তাঁহার দাসানুদাস। (২) "আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।" (৩) সমবুদ্ধি—"তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম।" (৪) বামা—"মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥" যে নায়িকা মানলাভের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌যুক্তা ও তৎ শৈথিল্যে ক্রোধিতা হন এবং অভিন্যা হইয়াও নায়কের প্রতি প্রায় কুটিলাই থাকেন তাঁহাকে বামা কহে। "গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী। নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন খণি॥ বয়সে মধ্যমা তেঁহো স্বভাবেতে সমা। গাঢ় প্রেমভাব তেঁহো নিরন্তর বামা॥ বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর। তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥" শ্রীচরিতামৃত। (৫) "শান্ত রসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা।" (৬) "সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।" (৭) স্নেহ—মমতাধিক্য। (৮) "মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান। স্কন্ধে চড়ে স্কন্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ॥" (৯) পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি রসের গুণের সহিত নিঃসঙ্কোচে নিজাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ সেবন করিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ-নিষ্ঠা-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াং স্তবপাদমূলং ভক্তা।" শ্রীভা। গোপীগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শেষে "আমিত্ব"-কেও কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জন হইয়াছিলেন—বেদের "তত্ত্বমসি" বাক্য সার্থক করিয়াছিলেন। এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিলাভের কারণ "আমার জন্য আমিত্ব ত্যাগ" করিয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণপাদমূলে বিকাইয়া ফেলা, ইহারই নাম আত্ম নিবেদন।

দাস্যের ক্রিয়া আজ্ঞা-শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি, সখ্যের ক্রিয়া গোচারণ, পুত্র ভাবের ক্রিয়া লালন পালন, গোপীভাবের ক্রিয়া ব ভিচারিতা (১)। এই ভাবই সাধ্য শিরোমণি ; কিন্তু উপাসক এই পঞ্চভাবের মধ্যে যে ভাবেরই ভক্ত হউন আপনাকে সর্ব্বদা দাসাভিমান করিবেন। (২) ধ্যান-পূজা-মন্ত্রজপ-নামসাধন-স্তবকবচপাঠ, লীলাকথালাপ এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা এ সব প্রাপ্তির কারণ।

অথ রস কয় ?—গৌণ ও মুখ্য ভেদে দ্বাদশ। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বিভৎস, রৌদ্র এই ৭ সাতটি গৌণ রস, শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস মুখ্য। গৌণ সপ্তরস এই পঞ্চরসের পোষণকারী। এই পঞ্চরসাশ্রিত ভক্তের প্রাপ্তি কি ?—একই ধামে একই বস্তু। কি প্রকারে ?—যথা চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল মধ্যে পঞ্চরসাধিকারী আছেন, সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনীয় ; কিন্তু যুগল দর্শন অনুগতক্রমে হয়। ভাবভেদে পঞ্চরসাধিকারী কাহারা ?—শান্তের অধিকারী অক্রূরোদ্ধবাদি, দাস্যের অধিকারী রক্তকপত্রক-মধুকণ্ঠ-মধুব্রতাদি, সখ্যের অধিকারী দ্বাদশগোপাল ও তদনুগতগণ, (৩) বাৎসল্যের অধিকারী নন্দ যশোদা উপানন্দাদি, মধুর রসাধিকারিণী গোপবধুগণ। তুমি ইহার মধ্যে কোন ভাব ও রসের আশ্রিত ?—তৃতীয় ভাবের (৪)। কি তৃতীয় ?—ভাবভেদে মন্ত্র ত্রিবিধ। যথা, কৃষ্ণ মন্ত্র, বাল্যকৃষ্ণমন্ত্র অথ যুগল মন্ত্র (গোপী জন

---

(১) "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপিগৃহকর্ম্মসু। তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণবসঙ্গ রসায়নং ॥" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তং। পরপুরুষাসক্তা রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তরে নূতন সঙ্গ-রস আস্বাদন করিতে থাকে। ইহাই গোপীভাব। (২) সর্ব্ববিধ ভক্তগণই দাস্যভাবাশ্রয়, এমন কি মহাভাববতী শ্রীমতী রাধিকাও দাস্যভাবাশ্রয়া। যথা, "দাস্যভাবাশ্রয়া স্তস্মাৎ সর্ব্বভক্তগণা স্তথা। অন্য কা কথ্যতে দেবি দাস্যভাবাশ্রয়া রাধা ॥" বিশেষতঃ আবহমানকাল জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন"। বেদান্ত স্যমন্তক। (৩) সখ্য রসাধিকারীদের মধ্যে চারিটি ভেদ আছে। সুহৃদ্, সখা, প্রিয়সখা, ও প্রিয় নর্ম্ম সখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত তাঁহারা সুহৃদ্ ; যথা,—ভদ্র বলভদ্রাদি। যাঁহারা কিঞ্চিৎ বয়োধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যমিশ্র তাঁহারা সখা।—বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থাদি। সমবয়স্কদিগকে প্রিয়সখা কহে।—শ্রীদাম, সুদাম, বসুদামাদি। যাঁহারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও রহস্যভাবযুক্ত তাঁহারা প্রিয় নর্ম্ম সখা।—সুবল, অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বাদি। (৪) যুগল মন্ত্রাশ্রিত সুতরাং গোপীভাবে উজ্জ্বল রসের আশ্রিত।

বল্লভ বলি যারে)। কোন মন্ত্রগ্রহণে কোন রসের অধিকারী বলি?—কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিত জন ভাবানুসারে শান্ত, দাস্য ও সখ্য রসাধিকারী। বাল্যকৃষ্ণ মন্ত্রাশ্রিত জন বাৎসল্য রসাধিকারী, যুগল মন্ত্রাশ্রিত জন মধুর রসাধিকারী। এই পঞ্চ রসের ভাবে আনুগত্যস্বীকার কয় প্রকার?—তিন প্রকার। সম্বন্ধানুগত, কামানুগত, অথ রাগানুগত (১)। কোন্ রসের ভক্ত কোন্ ভক্তির অনুগত?—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারি রসের ভক্ত সম্বন্ধানুগত হন। মধুর রসের ভক্ত কামানুগত,—গোপীগণ (২) তথা শ্রীমতী রাধিকা রাগস্বরূপা, (৩) ভক্তহিতার্থে আপনি রাগানুগত। কিন্তু ইহানুগত জীবে না সম্ভবে। (৪)

অথ পঞ্চরসের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি কি প্রকারে?—অনুগা ভেদে তাহা আপনার গুরুর স্থানে জানিয়া সেইমত শিক্ষা পড়া লইবা। ইতি। অথ তুমি কার অনুগা?—

(১) শ্রীকৃষ্ণে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তাহার নাম রাগ। এই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই "রাগাত্মিকা ভক্তি শুদ্ধ ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে।" শ্রীচরিতামৃত। রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধ, কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। এস্থলে কাম শব্দের অর্থ স্বাভীষ্ট বিষয়ক রাগময় প্রেম। অতএব যে ভক্তিতে সম্ভোগতৃষ্ণা কেবল কৃষ্ণ সুখতাৎপর্য্যবতী তাহাকে কামরূপা ভক্তি কহে। ব্রজদেবী ভিন্ন ইহার অন্যত্র বিকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদি অভিমানই সম্বন্ধ রূপা ভক্তি। এই ভক্তি সখ্যে সুবলাদিতে, বাৎসল্যে শ্রীনন্দ যশোদাদিতে ও মধুরে স্বকীয়া মহিষিগণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রাগাত্মিকাভক্তির অনুগতা ভক্তির নাম রাগানুগা, কামরূপার অনুগতা যে ভক্তি তাহাকে কামানুগা এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তির অনুগা যে ভক্তি তাহাকে সম্বন্ধানুগা ভক্তি কহে। (২) গোপিদিগের বিশুদ্ধ প্রেমই কাম নামে অভিহিত। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।" (৩) রাগানুগা ও কামানুগা উভয় ভক্তিরই আশ্রয় প্রেম, বিষয় কৃষ্ণ, অতএব শ্রীরাধিকাই সাক্ষাৎ রাগস্বরূপিণী; "প্রেমাশ্রয় উপাস্য রাগানুগা কামানুগা। অতএব রাগবস্তু আপনে রাধিকা॥" রাগমালা। (৪) এতকাল এই উজ্জ্বল রসাত্মক প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী আশ্রয় ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়-জাতীয় সুখে পরিতৃপ্ত নহেন। কারণ বিষয়-জাতীয় সুখাপেক্ষা আশ্রয় জাতীয় সুখ কোটী কোটী গুণ অধিক। তাই শ্রীকৃষ্ণের মনের অভিলাষ—"কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥" শ্রীচরিতামৃত। যাঁহাতে প্রেম থাকে তাঁহাকে প্রেমের আশ্রয়; যাঁহার

শ্রীমতী অনঙ্গ মঞ্জরীর অনুগা (১)। তেঁহো কার যুথেশ্বরী ?—শ্রীমতী ললিতা জীউ-য়ের। শ্রীমতী ললিতা জীউ কারগণ ?—শ্রীমতী রাধিকা জীউর। শ্রীমতী রাধিকা-জীউরগণ কয় যুথে ?—অষ্টযুথে। কি অষ্ট ?—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী সুদেবী। ইত্যষ্ট সখী যুথেশ্বরী, ইহাঁদের অষ্টযুথে। শ্রীমতী রাধিকার গণ সংখ্যা কত ?—ন সংখ্যা। (২) কিন্তু অষ্টযুথের পঞ্চাশ কোটী সখী। অথ চন্দ্রবল্যাদি পঞ্চগণে পঞ্চাশ কোটী সখী। অথ শ্রীমতীর গণে যুথের সংখ্যা ?—একৈক যুথে সখী ছয়কোটী ২৫ লক্ষ, এইমত অষ্টযুথে ৫০ কোটী সখী। এই শত কোটী সখী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাস ক্রীড়া। ইতি।

অথ শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস কয় কুঞ্জে ?—অষ্টকুঞ্জে। কি কি অষ্ট-কুঞ্জ ?—প্রেমকুঞ্জ, মদনকুঞ্জ, বিদগ্ধকুঞ্জ, স্নিগ্ধকুঞ্জ, কোকিলকুঞ্জ, ললিতকুঞ্জ, রসিক-কুঞ্জ, মদনোন্মাদকুঞ্জ। ইত্যষ্ট কুঞ্জে শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রস বিলাস। এই অষ্টকুঞ্জের কিমাভা ?—প্রেমকুঞ্জের চন্দ্রাভা, মদনকুঞ্জের অরুণাভা, বিদগ্ধ-কুঞ্জের স্বর্ণাভা, স্নিগ্ধকুঞ্জের স্ফটিকাভা, কোকিলকুঞ্জের বিদ্যুতাভা, ললিতকুঞ্জের নিরাভা, রসিককুঞ্জের সূর্য্যাভা, মদনোন্মাদকুঞ্জের নীলমণি আভা। ইত্যষ্ট কুঞ্জের গুণ কি ?—প্রেমকুঞ্জের গুণ—সদা বসন্ত বিকসিত, মদনকুঞ্জে—সদা মন্দ মলয়-পবন বহে ; বিদগ্ধ কুঞ্জ—সদা সুশীতল, স্নিগ্ধ কুঞ্জ—শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে শীতল, কোকিল কুঞ্জে—সদা ষড়ঋতু মূর্ত্তিমান রহে, মদনোন্মাদ কুঞ্জের গুণ—সদা

প্রতি প্রেম প্রযুক্ত হয় তাঁহাকে প্রেমের বিষয় কহে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর এই উজ্জ্বলরসাত্মক প্রেমাস্বাদনের নিমিত্তই রাগানুগাভাবে প্রেমের আশ্রয় হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এস্থলে সাধক শ্রীকৃষ্ণ ; সাধ্য শ্রীরাধার প্রেমভাব ; সুতরাং শ্রীমতী ইহার বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়। এরূপ ভাবানুগত্য জীবের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। (১) শ্রীরাধা প্রেম-কল্পলতা, সখীগণ তাহার পল্লব। এই পল্লবরূপা সখীগণের অনুগত শুদ্ধ সেবাপরাগণই মঞ্জরী নামে অভিহিতা। "রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা।" শ্রীচরিতামৃত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবানন্দই তাঁহাদের একমাত্র সুখ। যেহেতু—"কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সুখ হৈতে পল্ল-বাদ্যের কোটী সুখ হয়॥" শ্রীচৈঃ। অতএব রাগানুগা ভাবে এই মঞ্জরীগণের ভাবগ্রহণই সাধকের একান্ত অনুকূল। কারণ, বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি-লাভ মঞ্জরী ভাবেই পর্য্যবসিত। (২) ন সংখ্যা—সংখ্যা নাই, অগণিত।

কামোন্মত্ত করে। (১) এই অষ্টকুঞ্জের মধ্যে কোন ভাগে কোন কুঞ্জ ?—ঈশান ভাগে প্রেমকুঞ্জ, পূর্ব্বভাগে মদনকুঞ্জ, অগ্নিভাগে বিদগ্ধকুঞ্জ, দক্ষিণভাগে স্নিগ্ধকুঞ্জ; নৈঋতভাগে কোকিলকুঞ্জ, পশ্চিমভাগে ললিতকুঞ্জ, মরুতভাগে (বায়ুকোণে) রসিককুঞ্জ, উত্তরভাগে মদনোন্মাদকুঞ্জ। ইত্যষ্টকুঞ্জ মধ্যে শ্রীমণি-মণ্ডপ তন্মধ্যে শ্রীযুগল স্থিত। ইত্যষ্টকুঞ্জের রক্ষাকর্ত্রী কে ?—ষোড়শ মঞ্জরী (২)। কোন্ কুঞ্জের রক্ষাকর্ত্রী কোন্ দুই মঞ্জরী ?—প্রেমকুঞ্জের দ্বারে—শ্রীরূপ মঞ্জরী (৩)

(১) ইহার অপর নাম "কামকেলিকুঞ্জ"।

(২) অষ্টকুঞ্জের অষ্টদ্বার। প্রতিদ্বারে দুইজন করিয়া মঞ্জরী কুঞ্জ রক্ষা করেন। এই সকল মঞ্জরীরূপা সখীগণের অনুগা হইয়া সাধনার সিদ্ধিলাভে সাধক মঞ্জরীভাব প্রাপ্ত হইয়া ও মঞ্জরীর যূথে গতিলাভ করিয়া কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-মাধবের নিত্য সেবাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। রাগের ভজনে প্রাপ্তি সখীর যূথে গতি ও সখীর অনুগত যুগল সেবাধিকার। এই সখীগণ হইতেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের গূঢ়লীলা বিস্তারিত ও পুষ্ট হয়। সুতরাং সখীভাবেই কুঞ্জ সেবাধিকার লাভ ঘটে। যথা,—"সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি। সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥" শ্রীচরিতামৃত। সখীভাব উত্তম হইলেও তদনু-গত মঞ্জরীভাব সর্ব্বোত্তম ; কারণ সখীদেরও কৃষ্ণ-অঙ্গ-সঙ্গ আছে—"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥" শ্রীচরিতামৃত। মঞ্জরীভাব সঙ্গম-সংস্পর্শ শূন্য ও নির্ম্মল ; সুতরাং সাধকের মঞ্জরীভাব গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যথা—"এতেষাং সঙ্গিনীভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানুসারতঃ। রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥" সাধনামৃত। শ্রীমঞ্জরীগণ শ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলার সহায়।—নিত্যসেবা-পরায়ণা নর্ম্মসখী। শ্রীমতীর মাধুরীগুণ সকলই মঞ্জরীতে অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে শ্রীরূপ মঞ্জরীতে সকল মঞ্জরীর গুণ বিকাশ। সুতরাং কেলিভূমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রাণ-শ্রেষ্ঠ সখীকুলের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরীই মুখ্যা এবং শ্রীমতীর অত্যন্ত প্রিয়তমা। তাঁহার সেবা—"তাম্বুলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানা-ভিসারাদি"। অতএব মঞ্জরীর কোন একটি গুণে সিদ্ধি লাভ ঘটিলেই পরম সৌভাগ্য (৩)। শ্রীরূপমঞ্জরীর বর্ণ বেশাদি। যথা—"গোরোচনানিন্দি নিজাঙ্গ-কান্তিং, মায়ূরপিচ্ছাভ সুচীন বস্ত্রাম্। শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং, রূপাখ্যকাং

অথ শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী (১)। মদনকুঞ্জের দ্বারে—শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী (২) অথ শ্রীসুখ-মঞ্জরী (৩)। বিদগ্ধকুঞ্জের দ্বারে—শ্রীভাবমঞ্জরী (৪) অথ শ্রীআনন্দমঞ্জরী (৫)। স্নিগ্ধকুঞ্জের দ্বারে—শ্রীরসমঞ্জরী (৬) অথ শ্রীমধু মঞ্জরী (৭)। কোকিল কুঞ্জের দ্বারে—শ্রীপ্রেমমঞ্জরী (৮) অথ শ্রীরত্নমঞ্জরী (৯)। ললিত কুঞ্জের দ্বারে—শ্রীবিলাসমঞ্জরী (১০) অথ শ্রীরতি মঞ্জরী। (১১) রসিক কুঞ্জের দ্বারে—শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী (১২) অথ শ্রীমণি মঞ্জরী। (১৩) মদনোন্মাদ কুঞ্জের দ্বারে—শ্রীহেম মঞ্জরী (১৪) অথ শ্রীকেলীমঞ্জরী। (১৫)

মঞ্জরিকাং ভজেঽহম্॥" (১) শ্রীমতীর নয়নমাধুরী লবঙ্গ মঞ্জরীতে বিরাজ করে অর্থাৎ শ্রীমতীর নয়ন ঠিক লবঙ্গ মঞ্জরীর নয়নের ন্যায়। শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরীর বর্ণবেশাদি। যথা—"চপলাদ্যুতিনিন্দি কান্তিকাং, শুভতারাবলি শোভিতাম্বরাম্। ব্রজরাজসুতপ্রমোদিনীং প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গ মঞ্জরীম্॥" (২) শ্রীমতীর "অনঙ্গ মাধুরীগুণে অনঙ্গমঞ্জরী"। রাগমালা। বর্ণবেশাদি যথা,—"বসন্তকালোদ্ভব কেতকী তড়িৎপ্রভা বিড়ম্ব্যকান্তি কায়কাম্। বিনিন্দিতেন্দীবরভাস্বরাম্বরা মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্॥" (৩) সুখমঞ্জরী, প্রীতিমঞ্জরীর নামান্তর। যথা—"প্রীতি মাধুরীগুণে শ্রীপ্রীতমঞ্জরী।" রাঃ মাঃ। (৪) শ্রীমতীর ভাব, ভাবমঞ্জরীতে বিরাজ করে। (৫) "অন্তর মাধুরীগুণে আনন্দমঞ্জরী।" রা, মা। (৬) "রসমাধুরী-গুণে শ্রীরসমঞ্জরী।" রাঃ মাঃ। বর্ণ বেশাদি। যথা—"হংসপক্ষ রুচিরেণ বাসনা সংযুতাং বিকচ চম্পকদ্যুতিম্। চারুরূপগুণ সম্পদান্বিতাং সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে।" (৮) "বাক্য মাধুরীগুণে শ্রীমধুমঞ্জরী"। রা, মা।

(৯) "প্রেম মাধুরী গুণে শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।" রা, মা,। (১০) "মাধুর্য্য মাধুরীগুণে শ্রীরত্নমঞ্জরী।" রা, মা,। (১১) "বিলাস মাধুরীগুণে শ্রীবিলাস মঞ্জরী।" ইহাঁর বর্ণ বেশাদি। যথা—"স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং, নিন্দিত-ভ্রমরকান্তিকাম্বরাং। কৃষ্ণপাদকমলোপসেবিনী মর্চ্চয়ামি সুবিলাসমঞ্জরীং॥" (১২) "রতি মাধুরীগুণে শ্রীমতিমঞ্জরী।" ইহাঁর বর্ণ বেশাদি। যথা—"বন্ধুকবর্ণং বসনং বসানাং তড়িৎ প্রভা দিগ্ধ তনুচ্ছবিঞ্চ। শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতি মঞ্জরীং তাম্॥" (১৩) (১৪) এই মঞ্জরীদ্বয় শেষ পল্লব, ইহাঁদিগকে নিত্য সখী বলা যায়। শ্রীমতীর নাসিকার মাধুরীগুণ কস্তুরীমঞ্জরীর অনুরূপ। (১৫) "অঙ্গ মাধুরী গুণে হেম মঞ্জরী।" (১৬) "কেলী মাধুরীগুণে শ্রীকেলী মঞ্জরী"॥ রা, মা,। এই সকল মঞ্জরীগণ সর্ব্বদা শ্রীরাধার

অথ কোন্ কুঞ্জে কোন্ বিলাস ?—প্রেমকুঞ্জে প্রেমবিলাস, মদনকুঞ্জে রতি-বিলাস, বিদগ্ধকুঞ্জে বাক্যবিলাস, স্নিগ্ধকুঞ্জে স্নানবিলাস, কোকিলকুঞ্জে গানরাগাদি ভেদবিলাস, ললিতকুঞ্জে রত্নবিলাস, রসিককুঞ্জে রহস্য কৌতুক বিলাস, মদনোন্মাদ কুঞ্জে সর্ব্ব গোপীদের অভিলাষ-পূর্ণ-কর বিলাস। অষ্টকুঞ্জের অধিকারী কে ?—অষ্টসখী। কোন্ কুঞ্জাধিকারিণী কোন্ সখী ?—প্রেমকুঞ্জের ললিতা সখী, মদন-কুঞ্জের বিশাখা, বিদগ্ধ কুঞ্জের সুচিত্রা, স্নিগ্ধকুঞ্জের চম্পকলতা, কোকিলকুঞ্জের ইন্দুলেখা, ললিতকুঞ্জের তুঙ্গবিদ্যা, রসিককুঞ্জের রঙ্গদেবী, মদনোন্মাদ কুঞ্জের সুদেবী। অষ্ট সখীর প্রত্যেকের বয়ঃবর্ণ-গুণ-বেশ-বস্ত্র-সেবা কি ?*—১ ললিতা

সঙ্গে থাকিয়া, সখীগণের নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীযুগল সেবা করেন। এই সেবাধিকার প্রার্থনাই সাধকের সাধন। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়" বলিয়াছেন—"এ সব অনুগা হৈয়া, প্রেম সেবা নিব চাইয়া, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ। রূপে গুণে ডগমগী, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝ॥"

* সখীগণের সেবানির্ণয়। যথা, "তাম্বুলে ললিতাদেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা। চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন-সেবনে॥ রাগেতু রঙ্গদেবী সা সুদেবী জল-সেবন॥ নানা বাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা চেন্দুলেখা চ নর্ত্তনে। দর্পণে শশিরেখা চ বিমলা পদ-সেবনে। পালী কুসুম শয্যায়াং বেশে চানঙ্গ মঞ্জরী। শ্যামলা চন্দনাদৌ চ গানে মধুমতী তথা॥ ধন্যা রত্ন বিভূষায়াং মঙ্গলা মাল্য-সেবনে। ইত্যাদ্যাঃ কোটিশো গোপ্যো নানা সেবাং প্রকুর্ব্বতে॥" ভাষা সহজ, ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। (১) ললিতার পিতা বিশোক, মাতা বিশারদী। গোবর্দ্ধন মল্লের সখা ভৈরব ইহাঁর পতি। সেবা ও বর্ণাদির স্মরণ প্রণালী, যথা,—"গোরোচনা রুচি মনোহর কান্তির্দেহাং, মায়ূর পুচ্ছ তুলিতচ্ছবি চারু চেলাম্। রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং তাম্বূলভক্তি ললিতাং নমামি॥" (২) মুখরার ভগিনী-পুত্র পাবন বিশাখার পিতা, জটিলার ভগিনী-কন্যা দক্ষিণা মাতা। পতির নাম বাহিক। স্বভাব শ্রীরাধার মত। যথা—"সৌদামিনী নিচয় চারুরুচিপ্রচীকাং, তারাবলীললিতকান্তি মনোজ্ঞ চেলাম্। শ্রীরাধিকে তবচরিত্র গুণানুরূপাং সদগন্ধ-চন্দনরতাং বশয়ে বিশাখাম্॥" (৩) চিত্রার পিতা বৃষভানু রাজার পিতৃব্যতনয় চতুরগোপ; মাতা শ্রীমতী চর্চ্চিকা। পতির নাম পিঠর। স্মরণ প্রণালী; যথা—"কাশ্মীর কান্তি কমনীয় কলেবরাভাং, সুস্নিগ্ধ কাচ নিচয় প্রভঃ চারু চেলাম্। শ্রীরাধিকে তব মনোরথ বস্ত্রদানে চিত্রাং বিচিত্র হৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে॥"

জীউর বয়স শ্রীরাধার অপেক্ষা ২৭ দিনের অধিক, বর্ণ হেমগৌরাঙ্গী, গুণ ললিত মাধুর্য্য, বেশ কমলিনী, বস্ত্র ময়ূরপিচ্ছ-রক্ত-শুক্ল এই ত্রিধা। নানা রত্নালঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে ভূষিতা, সেবা শ্রীযুগলের বেশ করেন অথ তাম্বুল যোগান। (২) তথা বিশাখাজীউর বয়স শ্রীরাধার সমবয়স্কা, বর্ণ হেম গৌরাঙ্গী, গুণ বাক্যমাধুর্য্য, বেশ কমলিনী, বস্ত্র নীল রক্ত তথা শুক্ল, নানারত্নালঙ্কার ভূষিতা, সেবা শ্রীযুগলের ভক্ষ্য সামগ্রী সাক্ষাৎ করেন অথ পানার্থে জল দেন। (৩) তথা সুচিত্রা জীউর বয়ঃ শ্রীমতী হইতে ২৫ দিনের কম, বর্ণ রক্ত—গৌরাঙ্গী, গুণ চিত্র করেন, বেশ মোহিনী, বাস রক্ত পীত তথা শুভ্র, নানারত্নালঙ্কারভূষিতা. সেবা শ্রীযুগলার্থে মালাগ্রন্থন, অথ আচমনার্থ জলদান। (৪) চম্পকলতাজীউর বয়স শ্রীরাধা হইতে ১ দিনের কম, বর্ণ চম্পক পুষ্পাভা, গুণ বাদ্য করেন, বেশ কিন্নরী, বাস কৃষ্ণ, পীত তথা শুক্ল, নানালঙ্কার ভূষিতা, সেবা চামরব্যজন অথ গাত্রমার্জ্জনী যোগান। (৫) তথা ইন্দুরেখার বয়ঃ, শ্রীরাধা হইতে ৩ দিনের কম, বর্ণ শুভ্র-রক্ত, গুণ রসগানে শ্রেষ্ঠা, বেশ গান্ধর্ব্বী, বাস পীত শুক্ল অথ নীল, নানালঙ্কার ভূষিতা, সেবা পাদ সম্বাহন ও পাদুকা যোগায়ন। (৬) তথা তুঙ্গ বিদ্যা জীউর বয়স শ্রীরাধা হইতে ৫ দিনের অধিক, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গুণ নৃত্য করেন, বেশ অপ্সরা, বাস পীতরক্ত তথাশুক্ল, নানারত্নালঙ্কার ভূষিতা, সেবা শ্রীযুগলের পরিধেয় যোগান ও বাসকসজ্জা। (৭) তথা রঙ্গ দেবীর বয়স শ্রীরাধা হইতে

---

(৪) চম্পকলতার পিতা আরাম। মাতা বাটিকা। পতি চণ্ডাক্ষ। গুণে বিশাখার ন্যায়। যথা—"সদ্রত্নচামরকরাং বরচম্পকাভাং চাসাখ্যপক্ষ রুচিরচ্ছবি চারু চেলাম্। সর্ব্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং রাধেহথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে॥" (৫) ইন্দুরেখার পিতা সাগরগোপ। মাতা শ্রীমতী বেলা। পতির নাম দুর্ব্বল। স্বভাব বামপ্রখরা। ইঁহার স্মরণ যথা,—"নিত্যোৎসবাং হি হরিতাল সমুজ্জ্বলাভাং সদ্দাড়িম্বী কুসুম কান্তি মনোজ্ঞ চেলাম্। বন্দে মুদা রুচি বিনির্জ্জিত চন্দ্রলেখাং, শ্রীরাধিকে তব সখীমহমিন্দু' রেখাম্॥" (৬) তুঙ্গ বিদ্যার পিতা—পুষ্কর গোপ। মাতা—মেধা, পতি—বালিশ। স্বভাব দক্ষিণ প্রখরা। স্মরণ প্রণালী যথা—"সচ্চন্দ্রচন্দন মনোরম কুঙ্কুমাভাং, পাণ্ডুচ্ছবি প্রচুর কান্তি লসদ্দুকূলাম্। সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমজ্ঞাং রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাম্॥" (৭) রঙ্গদেবীর পিতা—রঙ্গসার। মাতা—শ্রীমতী করুণা। শ্রীললিতাদেবীর দেবর অর্থাৎ ভৈরবের

৩ দিনের কম, বর্ণ বিমল; গুণ রাগরাগিণী ভেদ করেন, বেশ বিনোদিনী, বাস, নীল, রক্ত তথা হরিদ্রাভা, নানারত্নালঙ্কার ভূষিতা, সেবা শ্রীযুগলের চন্দন ঘর্ষণ ও ভূষণ ভূষিত করণ। (৮) তথা সুদেবী জীউর বয়ঃ রঙ্গদেবীর সদৃশ, বর্ণ শ্যামল, গুণ সুকথন, বেশ কামময়ী, বাস পীতরক্ত তথাশুক্ল, নানালঙ্কার ভূষিতা, সেবা শ্রীযুগলের শয্যা উত্থান ও দন্তধাবন যোগানি।

অথ উদ্দীপন কি?—সাধু তথা শাস্ত্র ইতি দ্বয়। (১) অথ আলম্বন কি?—শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরাৎপর শ্রীচরণারবিন্দ। (২) অথ ভক্তের কয়বিধ দেহ?—চতুর্ব্বিধ। তটস্থ, প্রবর্ত্তক সাধক ও সিদ্ধ। কোন্ দেহের কোন্ ক্রীড়া?—তটস্থ দেহে ক্রিয়াশূন্য (৩), প্রবর্ত্তকদেহে আশ্রয় সিদ্ধ (৪), সাধক দেহে সাধুসঙ্গ লইয়া সাধন (৫), সিদ্ধদেহে সেবাধিকার (৬)।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবক্রেক্ষণ গোপ ইহাঁর পতি। ইহার স্বভাব চম্পকলতার ন্যায়। যথা—"সৎপদ্ম কেশর মনোহর কান্তি দেহাং, প্রোত্তজ্জবা কুসুম দীধিতি চারু চেলাম্। প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীম্॥" (৮) সুদেবী শ্রীরঙ্গদেবীর যমজ ভগিনী। বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রক্তেক্ষণ ইহাঁর পতি। দুই ভগিনীরই বামপ্রখরা স্বভাব। স্মরণ প্রণালী যথা,—"প্রোত্তপ্তশুদ্ধ কনকচ্ছবি চারুদেহাং, প্রোদ্যৎপ্রবালনিচয়প্রভ চারু চেলাম্। সর্ব্বানুজীবন গুণোজ্জ্বল ভক্তিদক্ষাং শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীম্॥"

(১) যাহার দ্বারা রতি বিভাবিত বা উদ্দীপিত হয় তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব। সাধু-সঙ্গ প্রভাবে ও শ্রীভক্তি গ্রন্থ পাঠে উপাসকের কৃষ্ণ-রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।" (২) যাহাতে রতি বিভাবিত হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব কহে। ইহা আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণ-রতি প্রযুক্ত হয় তিনি বিষয়ালম্বন এবং ঐ রতির আধারকে আশ্রয়ালম্বন কহে। কৃষ্ণ-রতির বিষয়ালম্বন শ্রীনন্দনন্দন, আশ্রয়ালম্বন ভক্ত। এস্থলে কেবল বিষয়ালম্বনের কথাই উক্ত হইয়াছে। (৩) তটস্থ ভাব, প্রাকৃত জীবভাব অর্থাৎ যে অবস্থায় জীব কোন উপাসনার পথ অবলম্বন করে না। (৪) আশ্রয় সিদ্ধ অর্থাৎ আশ্রয়ালম্বন ভক্ত-ভাব-সিদ্ধ। সাধনমার্গে প্রবেশলাভ করিয়া বৈধীভক্তির অঙ্গগুলি

অথ কোন্ দশায় কোন্ দেশ? কোন্ কাল? কোন্ পাত্র?—প্রবর্ত্তকের দেশ—শ্রীগুরুবাস যত্র। কাল—বর্ত্তমান। পাত্র—শ্রীগুরুবর। সাধকের দেশ—শ্রীনবদ্বীপ। কাল—কলি। পাত্র—শ্রীশচীসুত গৌরহরি। সিদ্ধদেহের দেশ—শ্রীব্রজভূমি। কাল—দ্বাপর। পাত্র—শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। (১) অথ সাধ্য

*

সাধন করিবার কালে উপাসককে প্রবর্ত্তক বলা হয়। এই—"প্রবর্ত্তকের আশ্রয় হয় শ্রীগুরুচরণ। আলম্বন সাধু সঙ্গ জানিবা কারণ॥ উদ্দীপন হয় হরিনাম সংকীর্ত্তন॥" আশ্রয় নির্ণয়। 'প্রবর্ত্তকের ভাব সিদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য হৃদয়ে যে তীব্র উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হয় এবং প্রকৃত-ভাবের জন্য প্রাণে এক আকুল আবেগ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, এইরূপ অবস্থায় উপাসক সাধকদেহ প্রাপ্ত হইয়া রাগানুগা পথের পথিক হন। (৫) সাধকদেহে রাগের সাধন। ভজন-বিজ্ঞ শ্রীসাধুগুরুর কৃপাপ্রসাদে এই সাধন-প্রক্রিয়া সংসাধিত হয়। মনে নিজাভীষ্ট সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া নিশি দিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাদি স্মরণই সাধকের সাধন।—যথা—"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥" শ্রীচরিতামৃত। শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়।" রাগের ভজন এই ভৌতিক দেহ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। একারণ নিজাভীষ্ট শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির সদৃশ একটি মনোময় শরীর কল্পনা করিয়া সেই মনঃকল্পিত শরীর দ্বারা সখিগণের শ্রীচরণ শরণ ও তাঁহাদের সেবা কার্য্যের অনুশীলন করিবেন। যথা—"সখীনাং সঙ্গিনীরূপা মাত্মানং বাসনা-ময়ী। আজ্ঞা সেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং॥" অর্থাৎ আপনাকে ললিতা-শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সখিগণের সঙ্গিনীরূপা, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরা এবং শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণে বিভূষিতা শ্রীকৃষ্ণ মনোহরা গোপললনা রূপে ভাবনা করিবেন।

(১) জীবের সঙ্কীর্ণ ধারণায় শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ভাব মাধুর্য্য সহসা উপলব্ধ হয় না। এই জন্য সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় শ্রীগুরুচরণে ভক্তির আরোপ করিতে হয়। পরে সাধনার উচ্চ সীমায় পদার্পণ করিলে সাধক জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে ভক্তির আরোপ করিয়া তদীয় ভাবমাধুরী চিন্তা করিবেন। এই চিন্তার চরমে শেষ চিন্তা ব্রজ-ভাব। শ্রীরাধামাধবের উজ্জ্বল লীলামাধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য। এই

কি?—শ্রীকৃষ্ণ। সাধন কি?—শ্রীরাধিকাজীউ (১)। সাধক—তদমন্ত্রাশ্রিত জন।

অথ শিষ্যের কোন্ দেহে শ্রীগুরুর সহিত কি সম্বন্ধ?—শিষ্যের প্রবর্ত্তক দেহে গুরুশিষ্য, সাধকদেহে সেব্য সেবক, সিদ্ধদেহে শ্রীগুরু নিত্য বন্ধু, শিষ্য নিত্যদাস। অথ ভক্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে কোন্ দেহে কোন স্বরূপ জ্ঞান করিবেন?—প্রবর্ত্তকও সাধকদেহে শ্রীগুরু জ্ঞান স্বরূপ (২), শ্রীবৈষ্ণব বিলাসরূপ—শ্রীকৃষ্ণজীউর স্বরূপ (৩), সিদ্ধদেহে শ্রীগুরুবর শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পরাশক্তি স্বরূপ (৪)। সেই পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু।

অথ শিক্ষা গুরুকে ভক্ত কোন্ দেহে কোন্ স্বরূপ জ্ঞান করিবেন?—সাধক দেহে উজ্জ্বল স্বরূপ (৫), সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে কৌস্তুভমণি স্বরূপ (৬)। অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভক্ত কোন্ দেহে কোন স্বরূপ জ্ঞান করিবেন?—প্রবর্ত্তক দেহে জ্ঞান স্বরূপ, সাধক দেহে রসবিগ্রহ স্বরূপ (৭), সিদ্ধদেহে শ্রীনন্দনন্দন স্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভক্ত কোন দেহে কোন্ স্বরূপ

জন্যই প্রেমভক্তি বিকাশের তিনটি ক্রম নির্ণয় করিয়া, দেশকাল পাত্রের বিষয় স্মরণ-মনন পর পর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রেমভক্তি লাভের পথ সুগম হইয়াছে এইরূপ ক্রম-ভাব স্বীকার না করিয়া একবারে ব্রজভাব পাইবার চেষ্টা উৎপাতের কারণ এবং উল্লম্ফনে চন্দ্র স্পর্শের ন্যায় প্রগল্‌ভতা প্রকাশ মাত্র।

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই, শ্রীরাধার ভাব গ্রহণই সাধন। (২) জ্ঞানময় অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যময় ভাবনা করিবেন —(৩) শ্রীবৈষ্ণবকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বৈভব স্বরূপ চিন্তা করিবেন। বিলাস, যথা—"একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥" শ্রীচরিতামৃত (৪) ভক্ত মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তদীয় প্রকৃতি হন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময়ধামে আনন্দময়ী হ্লাদিনীশক্তি রূপে কৃষ্ণ লীলার সহকারিণী হন। সেই জন্যই ভক্ত পরাশক্তি স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি শিরোমণি শ্রীরাধার বিলাস স্বরূপ।

(৫) উজ্জ্বল—শৃঙ্গার রস, যথা, "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ"। অতএব শিক্ষা-গুরু শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। (৬) শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিধি স্বরূপ জ্ঞান করিবেন। (৭) অখিল রসামৃত মূর্ত্তি স্বরূপ ভাবনা করিতে হইবে। যথা—"আনন্দ লীলারস বিগ্রহায়, হেমাভ দিব্যচ্ছবি সুন্দরায়। তস্মৈ মহাপ্রেমরস প্রদায়,

জ্ঞান করিবেন?—প্রবর্ত্তক দেহে আনন্দকন্দ স্বরূপ, সাধকদেহে ভাব স্বরূপ, সিদ্ধদেহে শ্রীবলরাম স্বরূপ। অথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ভক্ত কোন্ দেহে কোন-স্বরূপ জ্ঞান করিবেন?—প্রবর্ত্তক দেহে ভক্ত্যাচার্য্য স্বরূপ, সাধকদেহে জগদ্-গুরু স্বরূপ, সিদ্ধ দেহে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত তিনে এক স্বরূপ। (১) অথ নাম কোন্ স্বরূপ?—চিন্তামণি স্বরূপ। (২) অথ মন্ত্র কোন্ স্বরূপ?—শ্রীযুগল স্বরূপ; কামবীজ শ্রীপ্রকৃতি স্বরূপ ও কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। (৩)

চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে॥" (১) ত্রিসময়ব্য ঘনামৃত স্বরূপ। (২) সর্ব্বা-ভীষ্ট দায়ক রত্নতুল্য। শ্রীহরিনাম মণির নিকট যিনি যাহা পাইবার অভিলাষ করেন অনায়াসে তাহাই প্রাপ্ত হন। এই জন্য নামে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি দুর্লভ নহে। "নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ শ্চৈতন্য রস বিগ্রহ রিতি।" (৩) কামবীজ ও কামগায়ত্রী মন্ত্ররাজ। এই শ্রীযুগল মন্ত্র দ্বারাই শ্রীরাধামাধবের উপাসনা-প্রণালী বিহিত হইয়াছে। যথা,—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন॥" সুতরাং কামবীজ ও কামগায়ত্রীই ব্রজের মাধুর্য্যরস ভজনতত্ত্বের মহামন্ত্র। অতএব—"কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ত্রী ভজিলে। রাধা কৃষ্ণ লভে গিয়া শ্রীরাসমণ্ডলে॥" শ্রীভজননির্ণয়। কামবীজ শ্রীরাধার স্বরূপ। যথা,—"শ্রীরাধিকা হয় কামবীজের স্বরূপ। কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে শুন অপরূপ॥" রাগমালা। কামবীজের সাধক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং সাধ্য শ্রীরাধা। সুতরাং শ্রীরাধা ইহাঁর বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই ভাবাশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। কামবীজ, কামগায়ত্রীর সার। যথা,—"কামের গায়ত্রী সার কামবীজ জানি। সর্ব্বদা জানিবে লোক গুরুমুখে শুনি॥ কামবীজ রাধাকৃষ্ণ গায়ত্রী সে সখী। অতএব গায়ত্রীবীজ পুরাণেতে লিখি॥" শ্রীভজননির্ণয়। গায়ত্রী সহ কামবীজ মিশাইয়া সখীভাবে উপা-সনাই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রাপ্তির চরম উপায়। সাড়ে চব্বিশ অক্ষরাত্মক এই কামগায়ত্রী মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। যথা—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সাড়ে চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগত করিল কামময়॥" শ্রীচরিতামৃত। এই গায়ত্রী মন্ত্রের এক একটি অক্ষর চন্দ্র স্বরূপ। এই সকল অক্ষর-চন্দ্রে অনন্ত মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিভাবিত হইয়া থাকেন। এই কামগায়ত্রীর সাধিকা শ্রীরাধা, সাধ্য শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ইহার বিষয়, শ্রীরাধা ও তন্মন্ত্রাশ্রিত

অথ ভক্ত কোন্ স্বরূপ ?—শ্রীভগবদাত্মা স্বরূপ। (১) অথ ভক্তি কোন্ স্বরূপ ?—ভক্ত স্বরূপ। অথ বিধি কোন্ স্বরূপ ?—দেবস্বরূপ। অথ রাগ কোন্ স্বরূপ ?—পরাশক্তি স্বরূপ। সেই মহাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। (২) বিলাস কোন্ স্বরূপ ?—পরাৎপর স্বরূপ। আনন্দ কোন স্বরূপ ?—সুখ স্বরূপ। সুখ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ (৩), শ্রীকৃষ্ণ কোন্ স্বরূপ ?—নিত্য স্বরূপ। (৪)

অথ প্রেম কোন স্বরূপ ?—হ্লাদিনী স্বরূপ। (৫) অথ রতি কোন্ স্বরূপ ?—যুগল ক্রীড়া স্বরূপ। অথ শ্রীবৃন্দাবন কোন স্বরূপ ?—অসংখ্য বিস্তারিত চুরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল; তাহাতে দ্বাদশ বন ও দ্বাদশ উপবন। সেই চতুর্ব্বিংশতি বনে ব্রজবালক লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা। সেই ব্রজ-ভূমির মধ্যে ষোল ক্রোশ শ্রীবৃন্দাবন—চিদানন্দময়, পদ্মকর্ণিকার ন্যায়। (৬) এই শ্রীবৃন্দাবনের অধিকারিণী শ্রীবৃন্দা সখী,—শ্রীদাম-ঘরণী। এই শ্রীবৃন্দাবনের

জন আশ্রয়। (১) "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহমিতি"। (২) "সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনীপরা।" গৌতমীয় তন্ত্র। পুনশ্চ—"জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥" শ্রীচরিতামৃত। (৩) "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন॥" শ্রীচরিতামৃত। এই সুখ সচ্চিদানন্দের ঘনত্ব। হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আপনি এই সুখ আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকেও আস্বাদন করান। (৪) শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মরূপ, এই—"পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বীঃ সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।" শ্রীভাগবত। (৫) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মধ্যে আনন্দাংশের নাম হ্লাদিনী। এই—"হ্লাদি-নীর সার অংশ তার প্রেম নাম।" শ্রীচরিতামৃত। (৬) শ্রীগোলোকের প্রকট অবস্থা শ্রীগোকুল বা শ্রীবৃন্দাবন। এই চিন্ময় ধাম কি প্রকার, ব্রহ্ম সংহিতায় এইরূপ বর্ণিত আছে—"সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং। তৎ কর্ণিকারং তদ্ধামং তদনন্তাংশ সম্ভবং॥ কর্ণিকারং মহদ্ যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকং॥ ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যং। জ্যোতিরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতং। তৎ কীঞ্জল্কং তদংশানাং তৎ পত্রাণি শ্রিয়ামপি॥" অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম আছে তাহা সহস্র-পত্র কমলের ন্যায়। সেই কমলের কর্ণিকা স্বরূপ শ্রীবলদেবের অংশসম্ভূত যে ধাম তাহাই গোকুলাখ্য মহৎ ধাম। এই শ্রীগোকুলরূপ কমলকর্ণিকা একটি ষট্‌কোণ বিশিষ্ট মহদ্ যন্ত্র। ইহা বজ্রকীলক অর্থাৎ হীরককীলকের ন্যায় উজ্জ্বল

স্বরূপ স্থান শ্রীবংশীবট (১)। শ্রীবংশীবট শ্রীযমুনাজীউর গর্ভে। অথ শ্রীনবদ্বীপ কোন স্বরূপ ?—গোলোক স্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীগোকুলে ভিন্নভাব নয়। এক কল্পতরু, তার দুইটি শাখা। এক শাখায় শ্রীবৃন্দাবন আর এক শাখায় শ্রীনবদ্বীপ। এই কল্পবৃক্ষের অবস্থিতি কোথা ?—শ্রীগোলোক মধ্যে।

এইত শিক্ষার ব্যবস্থা উপাসন। সংক্ষেপে কহিনু শাস্ত্রে বিস্তর বর্ণন॥ সাধুগুরু কৃষ্ণ আর বৈষ্ণব প্রসাদে। ভাষারূপে লিখি কিছু আপনা বুঝিতে॥ পূর্ব্বাপর ক্রম মোর নাহি বিবেচন। অতএব অপরাধ না লবে সাধুজন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় সদা অভিলাষ। উপাসনা শিক্ষা কথা কহে প্রিয়াদাস॥

নানাগ্রন্থানুসারেণ ভাবাদিরস সংগ্রহম্।
সংক্ষিপ্তৈর্বালবোধায় প্রিয়াদাসেন ভাষিতম্॥

ইতি শ্রীল প্রিয়াদাস মহানুভব কৃত
শ্রীউপাসনা শিক্ষা

গ্রন্থ সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ। হরিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥

প্রভাবিশিষ্ট এবং "ক্লীং" এই কামবীজ সমন্বিত। ইহার ছয় কোণে ষট্পদী মহামন্ত্র অর্থাৎ "কৃষ্ণায় (১) গোবিন্দায় (২) গোপীজন (৩) বল্লভায়) ৪) স্বা (৫) হা (৬)—কর্ণিকাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই কর্ণিকার উপরেই প্রকৃতি পুরুষ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য লীলা বিহার। এই চিদ্ধাম—এই শ্রীরাসমণ্ডল প্রেমানন্দজনিত মহানন্দরসে অবস্থিত ও জ্যোতিস্বরূপ কামবীজ মহামন্ত্রে সম্মিলিত। এই কমলের প্রধান অষ্টদলে প্রধানা অষ্টসখী অবস্থিতি করেন। এবং তাহার কীঞ্জল্ক ও কেশর সমূহে অসংখ্য ব্রজ-ললনা বিরাজিতা। এই যে চিন্ময়ধামের—শ্রীরাসমণ্ডলের চিন্ময়ীলীলা ইহা নিরবচ্ছিন্না ও নিত্যা (১)। শ্রীবংশীবটতটই শ্রীরাসবিলাসের লীলাভূমি। যথা—"শ্রীমন্রাস রসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ। কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপী র্গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

ইতি দীনাতিদীন শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কৃত
"সুখার্থবোধিকা" নাম্নী টিপ্পনী সমাপ্ত।
